সীরাতুন নবী (সা.)
চতুর্থ খন্ড
ইবন হিশাম (র.)

সীরাতুন নবী (সা)

চতুর্থ (শেষ) খণ্ড

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবন হিশাম মুআফিরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সীরাতুন্ নবী (সা) চতুর্থ (শেষ) খণ্ড

সীরাতুন নবী (সা) (উন্নয়ন)

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩৪৪

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১৩৭/১

ইফাবা প্রকাশনা : ১৮৪০/১

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৬৩

ISBN : 984-06-0322-1

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ১৯৯৪

দ্বিতীয় সংস্করণ

জানুয়ারি ২০০৮

মাঘ ১৪১৪

মুহাররম ১৪২৯

মহাপরিচালক

মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক

মুহাম্মাদ শামসুল হক

পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১৩৩৯৪

প্রুফ সংশোধন ঃ আবদুস সামাদ আযাদ

প্রচ্ছদ : সবিহ্-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

ফোন : ৯১১২২৭১

মুল ঃ ৪৮০ (চার শত আশি) টাকা

SIRATUN NABEE (4th Volome) [The life of Hazrat Muhammad (Sm)] : Written by Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hisham Muafiree in Arabic, translated into Bengali under the Supervision of the editorial board and published by Muhammad Shamsul Haqu, Director, Translation and compilation, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394.

January 2008

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.org.bd

মহাপরিচালকের কথা

রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ্র প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বকালের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক। তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যেই নিহিত আছে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও নাজাতের নিশ্চয়তা। তিনি দীন ইসলামের জীবন্ত প্রতীক। তাঁর পবিত্র জীবন কুরআন পাকেরই বাস্তব রূপ। ইসলামী জীবন গঠনের জন্য তাই তাঁর সীরাত সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ অপরিহার্য। এ গুরুত্ব অনুধাবন থেকেই যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষায় রচিত ও সংকলিত হয়েছে অসংখ্য সীরাত গ্রন্থ।

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম মুআফিরী (র) (মৃত্যু ২১৮ হি.) সীরাত শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। তাঁর সংকলিত 'সীরাতুন নববিয়্যাহ' সংক্ষেপে 'সীরাতে ইব্ন হিশাম' সুপ্রাচীন, মৌলিক, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বাংলাভাষীদের সামনে এ অমূল্য গ্রন্থের তরজমা পেশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত।

সীরাতে ইব্ন হিশাম মূলত আল্লামা ইব্ন ইসহাকের সর্বাধিক প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'সীরাত ইব্ন ইসহাক'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আল্লামা ইব্ন ইসহাক এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন আব্বাসী খলীফা মামুনের শাসনামলে। এতে রয়েছে হযরত আদম (আ) থেকে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনা। এর মধ্য থেকে ইব্ন হিশাম তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেছেন হযরত ইসমাঈল (আ) থেকে হযরত হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত ঘটনাবলী।

চার খণ্ডে সমাপ্ত এ-সীরাত গ্রন্থখানি ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত সমুদয় কপি নিঃশেষ হওয়ায় বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। সংশোধিত ও পুনঃসম্পাদনাকৃত এ সংস্করণটিও সুধী পাঠকমহলের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমরা আশাবাদী। আমরা এ গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাদকমণ্ডলী, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সহকর্মিগণকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ্ এ মহতী কাজে আমাদের সবার খিদমত কবূল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব সায়্যিদুল মুরসালীনের প্রতি। নবী করীম (সা)-এর কর্মময় জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কেবল উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেই নয়, অমুসলিম লেখক ও গবেষকদের মধ্যেও অনেকেই নবীজীবনী রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। দুনিয়ার বুকে যতদিন মানব সন্তানের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন সীরাত চর্চাও অব্যাহত থাকবে।

সীরাত গ্রন্থের মধ্যে ইব্ন হিশাম রচিত 'সীরাতুন নবী' একটি বুনিয়াদী গ্রন্থ। সর্বজন সমাদৃত এ গ্রন্থকে অনুসরণ করেই পরববর্তীকালে সীরাত গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় পুস্তকটি অনূদিত হলেও ১৪১৫ হি. উদযাপন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক বাংলা ভাষায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

চার খণ্ডে সমাপ্ত সীরাতের এ প্রাচীনতম গ্রন্থটির বাংলা সংস্করণ ব্যাপক পাঠক চাহিদার দরুন অল্পদিনেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এক্ষণে সংশোধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে গ্রন্থটি পুনঃ সম্পাদনা করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডটি সম্পাদনা করেছেন মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ এবং প্রুফ সংশোধন করেছেন জনাব আবদুস সামাদ আযাদ। আশা করি প্রথম সংস্করণের মত সীরাতুন নবী (সা)-এর দ্বিতীয় সংস্করণটিও সুধী পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে।

এ সংস্করণেও পুস্তকটি নির্ভুল করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞ পাঠকের চোখে যদি এতে কোন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, মেহেরবানী করে আমাদের অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেব!

পুস্তকটির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ পাক আমাদের এ শ্রমকে ইবাদত হিসাবে কবূল করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	সভাপতি
ড. আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক	সদস্য
অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক	সদস্য
মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
জনাব মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য সচিব

অনুবাদকমণ্ডলী

মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম
মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী
হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারূক
মাওলানা সাঈদ আল-মেসবাহ্

দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদনা

মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ

সূচিপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلٰوَاتُهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি রব সারা জাহানের। দুরূদ ও সালাম আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর সকল পরিবার-পরিজনের ওপর।

উমরাতুল কাযা
[যীকাদা ৭ হিজরী]

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বর থেকে ফিরে এসে রবিউল আউয়াল থেকে একাদিক্রমে শাওয়াল মাস পর্যন্ত (৮মাস) মদীনায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন দিকে গাওয়া ও সারিয়্যা[১] প্রেরণ করেন। তারপর যীকাদা মাসে—বিগত বছরের যে মাসে মুশরিকরা তাঁকে উমরা পালনে বাধা দিয়েছিল—তিনি উমরাতুল কাযার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ সময় তিনি উয়ায়ফ ইব্‌নুল আযবাত দায়লীকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করে যান।

এ উমরাকে উমরাতুল কিসাসও বলা হয়ে থাকে। কেননা, ষষ্ঠ হিজরীর পবিত্র যীকাদা মাসেই মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উমরা পালনে বাধা দিয়েছিল। তাই ৭ম হিজরীতে একই মাসে পরের বছর তিনি উমরা আদায় করে তাদের নিকট থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে, এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন : وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ অর্থাৎ—সমস্ত পবিত্র বিষয় যার অবমাননা নিষিদ্ধ তার জন্য কিসাস। (২ : ১৯৪)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ঐ উমরা যাত্রাকালে যে সব মুসলমান উমরা আদায়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁরা এবারও তাঁর সহযাত্রী হলেন। আর এটা সপ্তম হিজরীর ঘটনা।

মক্কাবাসীরা এ সংবাদ শুনতে পেয়ে নগর থেকে বেরিয়ে পড়ল। কুরায়শরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো যে, মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা নিশ্চয়ই ক্লান্ত-শ্রান্ত ও কাহিল হয়ে পড়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাঈ ও তাওয়াফ প্রসংগে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : জনৈক নির্ভরযোগ্য রাবী ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, মুশরিকরা তাঁকে এবং তাঁর সাহাবীদেরকে এক নজর দেখার জন্য দারুন্- নাদওয়ায়[২] (পরামর্শগৃহ) গিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়।

---

১. বড় বাহিনীকে এবং যে বাহিনী স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিচালনা করেছেন সেগুলো গাওয়াহ বলা হয়। পক্ষান্তরে কোন সাহাবীর নেতৃত্বে প্রেরিত বাহিনীকে সারিয়্যাহ বলা হয়।

২ 'পরামর্শগৃহ', এখানে বসেই কুরায়শ নেতারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতো

মিলিত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তথায় তাঁর সাথে বাসর রাত্রি অতিবাহিত করেন। তারপর তিনি যিলহাজ্জ মাসেই মদীনায় পৌঁছেন।

উমরাতুল কাযা সম্পর্কে নাযিলকৃত কুরআনের আয়াত

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে আবূ উবায়দা বর্ণনা করেছেন যে, এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ـ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَاتَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ـ

অর্থাৎ—"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের স্বপ্নটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অবশ্যই তোমরা নিরাপদে মাসজিদুল-হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, তোমাদের কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডন করে এবং কেউ কেউ কেশ কর্তন করে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ্ তা জেনেছেন তা যা তোমরা জান নি। তাই এর পূর্বে তিনি তোমাদের দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়" (৪৮ : ২৭)।

মূতার যুদ্ধ

[জুমাদাল উলা, ৮ম হিজরী]

সিরিয়া অভিমুখে সেনাবাহিনী প্রেরণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমরাতুল কাযা শেষে মদীনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যিলহাজ্জের অবশিষ্ট দিনগুলো এবং মুহাররম, সফর, রবিউল আউয়াল ও রবিউছ্‌ছানী এ কয়েক মাস মদীনায় অবস্থান করেন। তারপর জুমাদাল উলা মাসে সিরিয়া অভিমুখে একটি বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণ করেন। মূতা নামক স্থানে উপনীত হয়ে তারা শত্রুবাহিনীকর্তৃক আক্রান্ত হন।

একই যুদ্ধে তিনজন সেনাপতির নিয়োগ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র আমার নিকট উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেন, অষ্টম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মূতা অভিমুখে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-কে সে বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করে তিনি বলে দিলেন, যায়দ যদি শহীদ হয়ে যায়, তা হলে জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে, আর জা'ফরও যদি শহীদ হয়ে যায়, তাহলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে। যুরকানীর বর্ণনায় এও রয়েছে যে, নবী (সা) বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহাও যদি শহীদ হয়ে যায়, তাহলে মুসলমানরা যেন তাদের মধ্য থেকে একজনকে সেনাপতি নির্ধারণ করে নেয়।

যথাসময়ে তিন হাজার মুজাহিদ রসদসামগ্রী নিয়ে রওনা হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। যাত্রার প্রাক্কালে জনতা রাসূল (সা)-এর সেনাপতিদেরকে একে একে বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন। তাঁরা যথারীতি তাঁদেরকে অভিবাদন জানালেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-কে বিদায় জানাবার পালা এলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তা দেখে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো : হে ইব্‌ন রাওয়াহা! ব্যাপার কী, আপনি কাঁদছেন কেন?

জবাবে তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! দুনিয়ার প্রতি আমার কোন মোহ নেই এবং তোমাদের প্রতিও কোন আসক্তি নেই। কাঁদছি এজন্যে যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এমন একটি আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি, যাতে জাহান্নামের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন : وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا অর্থাৎ—"এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে, এ তোমার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।" (১৯ : ৭১)

কিন্তু আমি তো এ ব্যাপারে অবগত নই যে, সেখানে অবতরণের পর সেখান থেকে সরে আসতে পারবো কিনা ! শুনে উপস্থিত লোকজন সেনাপতি ও সেনাদলের জন্য এরূপ দু'আ করলো : صحبكم الله ودفع عنكم وردكم الينا صالحين —আল্লাহ্ তোমাদের সাথী হোন এবং বিপদাপদ থেকে তোমাদের হিফাযত করুন !!

এবং নিরাপদে তোমাদেরকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনুন !!!

তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) এ কবিতা আবৃত্তি করলেন :

ولكنى اسئل الرحمن مغفرة * وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا
او طعنة بيدى حران مجهزة * بحربة تنفذ الاحشاء والكبدا
حتى يقال اذا مروا على جدثى * ارشده الله من غاز وقد رشدا

অর্থাৎ—কিন্তু আমি পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি মাগফিরাতের আর এমন প্রচণ্ড আঘাতের, যা রক্তের ফোয়ারা বইয়ে দেবে। কিংবা কোন বল্লমের এমন এক আঘাত, যা কলিজা ও নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে চলে যাবে। যাতে করে লোকেরা আমার মাযার অতিক্রমকালে বলবে যে, আল্লাহ্ এই গাযীকে হিদায়াত দান করেছেন এবং ইনি হিদায়াতের পথ অবলম্বনও করেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর লোকজন যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানালে তিনি কবিতার ছন্দে বললেন :

فثبت الله ما اتاك من حسن * تثبيت موسى ونصرا كالذى نصروا
انى تفرّست فيك الخير نافلة * الله يعلم انى ثابت البصر
انت الرسول فمن يحرم نوافله * والوجه منه فقد ازرى به القدر

অর্থাৎ, আল্লাহ্ আপনাকে যে কল্যাণ দান করেছেন (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) তাতে তিনি আপনাকে অবিচল রাখুন! যেমনটি অবিচল রেখেছিলেন মূসা (আ)-কে। আর তিনি আপনাকে সেরূপ সাহায্যও করুন যেরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিলেন আপনার পূর্বসূরী নবী রাসূলগণ।

আমি আমার প্রজ্ঞা দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করেছি যে, আপনার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে। আর আল্লাহ্ সম্যক অবগত, আমি যা বলছি বুঝে শুনেই বলছি।

আপনি আল্লাহ্র রাসূল। অতএব যে ব্যক্তি নবীর বদান্যতা ও সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকবে, বঞ্চনা এবং লাঞ্ছনাই হবে তার ললাট লিখন।

ইব্ন হিশাম বলেন : জনৈক কাব্যবিশারদ পংক্তিগুলো আমাকে এভাবে শুনিয়েছেন :

انت الرسول فمن يحرم نوافله * والوجه منه فقد ازرى به القدر

فثبت الله ما اتاك من حسن * فى المرسلين ونصرا كا الذى نصروا

انى تفرست فيك الخير نافلة * فراسة خالفت فيك الذى نظروا

অর্থাৎ—আপনি আল্লাহ্র রাসূল। যে ব্যক্তি নবীর দান ও সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকবে, দুর্ভাগ্য তাকে অপদস্থ করেই ছাড়বে। রাসূলদের মধ্যে আল্লাহ্প্রদত্ত আপনার গুণাবলী সুপ্রমাণিত এবং পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের ন্যায় আপনাকেও আল্লাহ্ তা'আলা পদেপদে সাহায্য করেছেন। আমার দিব্যজ্ঞানে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আপনার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। আমার এ অভিজ্ঞতা আপনার ব্যাপারে মুশরিকদের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইব্ন ইসহাক বলেন : অবশেষে মুজাহিদ বাহিনী রওনা হন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাদেরকে বিদায় জানানোর জন্যে বের হয়ে আসেন। বিদায় দিয়ে তিনি ফিরে আসলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) কবিতার ছন্দে বললেন :

خلف السلام على امرأ ودعته * فى النخل خير مشيع وخليك

"আমাদের চলে যাওয়ার পর শান্তি বর্ষিত হোক সে মহান ব্যক্তিরে প্রতি—খেজুর বাগানে যাকে আমি বিদায় জানিয়েছি। তিনি সর্বোত্তম বিদায় সম্ভাষণকারী এবং সর্বোত্তম বন্ধু।"

তারপর এ মুসলিম বাহিনী রওনা হয়ে যায় এবং সিরিয়ার মাআন নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছে। এমন সময় মুসলমানগণ জানতে পারলেন যে, হিরাক্লিয়াস বালকা অঞ্চলের মাআব নামক স্থানে এক লক্ষ রোমক সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছে। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে লাখম, জুযাম, কায়ন, বাহ্রা ও বিল্লী গোত্রের আরও এক লাখ সৈন্য। এদের নেতৃত্ব দিচ্ছে মালিক ইব্ন যাফিলা নামক এক ব্যক্তি। এ খবর পেয়ে মুসলমানরা সেখানে দু'রাত অবস্থান করেন এবং চিন্তাভাবনা করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন যে, পত্র লিখে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমাদের শত্রুদের সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত করা উচিত। তিনি হয়ত : আরো সৈন্য পাঠিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন, কিংবা অন্য কোন নির্দেশ দিবেন। তখন আমরা সে মতে কাজ করব।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করতে বীরত্বব্যঞ্জক এক ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন :

"লোকসকল! আল্লাহ্‌র কসম, এখন তোমরা যা অপসন্দ করছো, সে শাহাদত লাভের উদ্দেশ্যেই তোমরা কিন্তু বেরিয়ে এসেছো। আমরা মুসলমানরা সংখ্যা, শক্তি ও আধিক্যের জোরে লড়াই করি না। সে দীনের জন্যে আমাদের লড়াই, যার দ্বারা আল্লাহ্ আমাদেরকে গৌরবান্বিত করেছেন। অতএব, সম্মুখপানে অগ্রসর হও! দু'টি কল্যাণের একটি আমাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী, হয় বিজয়, নয় শাহাদত।

বর্ণনাকরী বলেন : তাঁর এ তেজোদীপ্ত ভাষণ শুনে সকলে বলে উঠলো : সত্যিই তো, ইব্‌ন রাওয়াহা যথার্থই বলেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহার কবিতা

তারা থমকে দাঁড়ালে তিনি তাঁর কবিতায় বললেন :

جلبنا الخيل من اجاء وفرع * تغر من الحشيش لها العكوم

حذوناها من الصوان سبتا * ازل كأن صفحته اديم

اقامت ليلتين على معان * فاعقب بعد فترتها جموم

"আজা ও ফারার গিরিকন্দর থেকে আমরা সে সব অশ্ব নিয়ে বের হয়েছি, যেগুলোকে খাওয়ানো হয় বোঝা বোঝা ঘাস এবং যেগুলোর পায়ে আমরা পরিয়ে দিয়েছি এমন লৌহ পাদুকা যার উপরিভাগ অত্যন্ত মসৃণ এবং চর্মের ন্যায় কোমল। মাআন নামক স্থানে দু'রাত অবস্থান করার পর দুর্বলতা ও স্থবিরতা দূর হয়ে এগুলোর মধ্যে জেগে উঠে নতুন উদ্যম।

فرحنا والجياد مسومات * تنفس فى مناخرها السموم

فلا وابى مآب لنأتينها * وان كانت بها عرب وروم

তারপর শুরু হয় আমাদের অভিযাত্রা। আমাদের চিহ্নিত অশ্বগুলো তখন নাসারন্ধ্রে গ্রহণ করছিল উষ্ণবায়ু। আমি শপথ করে বলছি, প্রতিপক্ষ আরবের হোক অথবা রোমেরই হোক, মাআবে আমরা পৌছবই।

فعبأنا اعنتها فجاءت * عوابس والغبار لها بريم

بذى لجب كأن البيض فيه * اذا برزت قوانسها النجوم

তারপর আমরা অশ্বগুলো বাগ টেনে ধরি। ফলে, সেগুলো অত্যন্ত অনীহা সত্ত্বেও, অপ্রসন্ন মুখে এবং ধূলি-ধূসরিত অশ্রুচোখে থমকে দাঁড়ায়।

এসব অশ্ব এমন বিরাট বাহিনীর সাথে এসেছে, যাদের শিরস্ত্রাণগুলো নক্ষত্রমালার মতো চমকাচ্ছিলো।

فراضية المعيشة طلقتها * استتها فتنكح او تئيلم

অবশেষে বিলাসমত্ত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মহিলাদেরকে আমাদের বল্লমসমূহ তালাক দিয়ে দিল। এবার তারা ইচ্ছা করলে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে অথবা বিধবার জীবনও অতিবাহিত করতে পারে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় আছে : فعبانا اعنتها ... এবং جلنا الخيل من اجاء فرح পংক্তি দু'টি ইব্‌ন ইসহাক বর্ণিত নয়, অন্যের বর্ণিত।

শাহাদতের আগ্রহ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর মুসলমানরা সম্মুখপানে অগ্রসর হয়। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর আমার কাছে জনৈক রাবী সূত্রে যায়দ ইব্‌ন আরকাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহার পোষ্য ইয়াতীম ছিলাম। সে সফরে তিনি আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান। আমাকে তাঁর বাহনের হাওদার পিছনে বসিয়ে নিয়ে তিনি চলতে শুরু করেন। আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, তখন ছিল রাতের বেলা। চলার পথে তিনি কতকগুলো পংক্তি সুর করে গেয়ে চলেছিলেন আর আমি তন্ময় হয়ে তা শুনছিলাম। সে পংক্তিগুলো ছিল এরূপ :

اذا اديتنى وحملت رحلى * مسيرة اربع بعد الحساء

فشأنك انعم وخلاك ذم * ولا ارجع الى اهلى ورائى

"হে নফ্‌স! যখন তুমি তোমার হক আদায় করেছ এবং কঙ্করময় ভূমি অতিক্রম করার পর, চার দিনের সফরের জন্যে আমার হাওদা বোঝাই করে দিয়েছ তখন তোমার জন্যে রয়েছে অনেক নিয়ামত। এর অন্যথা করলে তুমি হবে নিন্দনীয়। আমি আর আমার পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাবো না।

وجاء المسلمون وغادرونى * بارض الشام مشتهى الثواء

وردك كل ذى نسب قريب * الى الرحمن منقطع الاخاء

هنالك لا ابالى طلع بعل * ولا نخل اسا فلها رواء

এসব মুসলমান আমাকে সিরিয়ার মাটিতে আমার কাঙ্ক্ষিত শাহাদতস্থলে আমাকে রেখে যেতে এসেছে।

হে আমার নফ্‌স, হে আমার মন, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন করে আমার আত্মীয়-স্বজনরা তোকে দয়াময় আল্লাহ্‌র হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। তথায় না কোন নবোঙ্কুরিত চারাগাছের পরোয়া থাকবে, না থাকবে সবুজ-শ্যামল খেজুর বাগানের পরোয়া, যার শাখাসমূহকে ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে আমি তার ফল চয়ন করবো। (পার্থিব সকল মোহ থেকে আমি মুক্ত থাকবো।)"

যায়দ ইব্‌ন আরকাম বলেন : তাঁর এ পংক্তিগুলো শুনে আমি কেঁদে ফেলি। তিনি আমাকে তাঁর হস্তস্থিত চাংক দ্বারা মৃদু খোঁচা দিয়ে বললেন : বোকা কোথাকার, তোমার এতে অসুবিধাটা কি যে, আল্লাহ্ আমাকে শাহাদত দান করবেন, আর তুমি আমার বাহনের সামনে পেছনে যেখানে ইচ্ছা বসে ঘরে ফিরে যাবে?

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর সে সফরেরই কোন এক পর্যায়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা এ পংক্তিটিও সুর করে গাইলেন :

يا زيد زيد اليعملات الذبل * تطاول الليل هديت فانــزل

হে যায়দ—ঐ সব দ্রুতগামী উষ্ট্রীর মালিক যায়দ—যেগুলো উপর্যুপরি সফরে দুর্বল, কাহিল হয়ে পড়েছে। অনেক রাত হয়ে গেছে। তোমাকে সরল পথ প্রদর্শন করা হোক, সত্বর তুমি নেমে পড় (এবং লড়াই শুরু করে আমার শাহাদতের আকাঙক্ষা পূরণ করে দাও!)

রোমকবাহিনী এবং তাদের মিত্রদের সাথে সম্মুখযুদ্ধ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর মুসলিম বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে বাল্‌কা সীমান্তে উপনীত হলে মাশারিফ নামক স্থানে তাঁদের সঙ্গে হিরাক্লিয়াসের রোমক ও আরব বাহিনীর মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়। শত্রুবাহিনী তাঁদের দিকে অগ্রসর হলে তাঁরা একটু সরে গিয়ে পার্শ্ববর্তী মূতা নামক একটি পল্লীতে অবস্থান নেয়। সেখানেই উভয়পক্ষে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানরা তাঁদের সৈন্যদেরকে এভাবে বিন্যস্ত করেন যে, ডান ভাগের দায়িত্ব 'উয্‌রা গোত্রের কুতবা ইব্‌ন কাতাদাকে এবং বাম ভাগের দায়িত্ব উবায়া ইব্‌ন মালিক নামক জনৈক আনসারী সাহাবীকে অর্পণ করা হয়।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এঁর নাম ছিল উবাদা ইব্‌ন মালিক (রা)।

যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-এর শাহাদত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যায়দ ইব্‌ন হারিসা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পতাকা হাতে লড়াই করতে করতে এক পর্যায়ে শত্রুর বল্লমের আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রথম সেনাপতি শহীদ হয়ে যান।

জা'ফর (রা)-এর শাহাদত

তারপর ঐ পতাকা হাতে নিয়ে জা'ফর (রা) যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে এক পর্যায়ে তিনি তাঁর লোহিত বর্ণের ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়েন এবং ঘোড়াটির পা কেটে ফেলেন।[১] এরপর তিনিও কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে শহীদ

১. তিনি যে অবস্থায় এবং যে জযবায় এটা করেছেন। সেকারণে এটা পশুর প্রতি কষ্টদায়ক আচরণের পর্যায়ে পড়ে না, এ কারণেই পরবর্তীতে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোন 'বিপক্ষ-মন্তব্য' করেন নি।

হয়ে যান। উল্লেখ্য, ইসলামের ইতিহাসে জা'ফর (রা)-ই প্রথম ব্যক্তি, যি
কেটে ফেলে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র তাঁর পিতা অ
করেন। তিনি বলেন : মুররা ইব্‌ন আওফ গোত্রীয় আমার দুধ-পিতা বে
ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে তার পা কাটার এবং তারপর লড়াই কর
যাওয়ার দৃশ্যটি এখনো যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তখন তঁ
উচ্চারিত হচ্ছিল :

جنة واقترابها * طيبة و باردا شرابها
ا عذابها * كافرة بعيدة انسابها
ى اذ لاقيتها ضرابها

অর্থাৎ—জান্নাত ও তার আসন্নতা ব
অতীব পবিত্র,অতীব শীতল তার
রোমকদের শাস্তি ঘনিয়ে এে
এরা অবিশ্বাসী—
বংশ গরিমায়ও এরা অনেক নীচের
যখন এদের মুকাবিলায় নামবো
তখন আমার দায়িত্ব হলো কঠিন আঘাত

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার এক আস্থাভাজন আলিম
জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব ডান হাতে পতাকা ধারণ করেন। ডা
বামহাতে তা ধারণ করেন। তাও যখন কাটা গেল, তখন তি
সাথে জড়িয়ে ধরেন। আর এ অবস্থাতেই তিনি শাহাদতবর
মাত্র তেত্রিশ বছর। এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে তঁ
দিয়ে তিনি যথেচ্ছভাবে উড়ে বেড়ান।

এক বর্ণনায় এও আছে যে, জনৈক রোমক সৈন্য সে
দু'টুকরো করে ফেলেছিল।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন
আব্বাদ সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন
দুধপিতা আমার নিকট বর্ণনা করেন, জা'ফর (রা) শহীদ
(রা) পতাকা ধারণ করেন। তারপর ঘোড়ায় চড়ে পতাক

়া মুকাবিলার উদ্দেশ্যে নীচে অবতরণ করতে গিয়ে, দ্বিধান্বিত চিত্তে কিছু চিন্তা পংক্তি উচ্চারণ করেন। তা হলো :

اقسمت يانفس لتنز لنّه * لتنزلن او لتكرهنه
ان اجلب الناس وشدو الرنه * مالى اراك تكرهين الجنة
قد طال ماقد كنت مطمئنه * هل انت الا نطفة فى شنة

অর্থাৎ—হে নফ্স, আমি শপথ করেছিলাম যে,
তুই রণাঙ্গণে অবশ্যই লড়বি
এখন হয় তুই নিজেই অবতরণ করে লড়বি
নতুবা তোকে লড়তে বাধ্য করা হবে।
লোকে যদি হা-হুতাশ করে কাঁদতে চায়
তাদেরকে তা করতে দে,
কিন্তু আমি এ কি দেখতে পাচ্ছি যে,
তুই জান্নাতকে অপসন্দ করছিস?
মনের শান্তিতে তোর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে,
আর তুই তো পুরনো পানি পাত্রে
এক ফোঁটা পানি বৈ কিছু না!

তিনি তাঁর কবিতায় আরো বলেন :

يانفس الا تقتلى تموتى * هذا حمام الموت قد صليت
وما تمنيت فقد اعطيت * ان تفعلى فعلهماهديت

হে আমার নফ্স, হে আমার প্রাণ—
তুই যদি লড়াই নাও করিস, মৃত্যু তোকে বরণ করতেই হবে।
এতো সেই মৃত্যু—যার কবলে তুই পড়ে গিয়েছিস্,
(এখন তুই কোথায় পালাবি?)
তোর যা কাঙ্ক্ষিত ছিল, তাই তোকে দেয়া হচ্ছে,
তোর দু'জন মহান পূর্বসূরী যা করেছেন,
তা তুইও করলে, তুই নির্ঘাৎ সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবি।

মহান পূর্বসূরীদ্বয় বলতে তিনি যায়দ এবং জা'ফরকেই বুঝিয়েছেন। তারপর তিনি অবতরণ করলেন। তাঁর এক চাচাতো ভাই এসময় গোশ্‌ত সমেত একটি হাড় এনে তাঁকে দিয়ে বললেন, এটুকু মুখে দিয়ে কোমরটা একটু মযবুত করে নিন! সফরে আপনার অবস্থা যা হওয়ার তা তো হয়েছেই। এ হাড়টা হাতে নিয়ে দাঁত দিয়ে কামড় দিতেই শত্রুর আক্রমণের আওয়ায পেয়ে

তিনি বলে উঠলেন : এখনো তুই পার্থিব ভোগে মজে রইলি? তারপর তা ছুড়ে ফেলে দিয়ে তরবারি হাতে এগিয়ে যান এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হন।

খালিদ সেনাপতি হলেন

তারপর আজলান গোত্রের সাবিত ইব্‌ন আরকাম পতাকা ধারণ করে জনতার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানালেন : হে মুসলিম জনতা, তোমরা শলা-পরামর্শের মাধ্যমে তোমাদের কোন একজনকে সেনাপতি নিযুক্ত কর! জবাবে তারা বললেন : আপনি তো আছেনই। তখন তিনি বললেন : না আমি এগুরু দায়িত্ব পালন করতে পারবো না। তখন তাঁরা সকলে মিলে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে সেনাপতি নির্বাচিত করলেন। তিনি পতাকা হাতে নিয়েই বাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মযবুত করলেন এবং সুযোগমত অতিসন্তর্পণে তাঁর বাহিনীকে নিয়ে নিরাপদে সে স্থান ত্যাগ করলেন।

যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবগতি লাভ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুসলিম বাহিনী যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় বলে উঠলেন :

"যায়দ ইব্‌ন হারিসা পতাকা হাতে নিয়ে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গিয়েছে। তারপর জা'ফর পতাকা ধারণ করেছে এবং সেও শহীদ হয়ে গিয়েছে।"

বর্ণনাকারী বলেন : এতটুকু বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীরব হয়ে যান। ফলে আনসারদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যায় এবং তাঁরা ধারণা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহার সংবাদও হয়তো সন্তোষজনক নয়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

"এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা পতাকা ধারণ করেছে।

তারপর সেও পতাকা হাতে লড়তে লড়তে শাহাদত লাভ করেছে।"

তারপর তিনি পুনরায় বললেন : আমি দেখলাম, জান্নাতে এঁদের সকলকে আমার কাছে উপস্থিত করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই স্বর্ণের পালঙ্কে উপবিষ্ট রয়েছে, কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহার পালঙ্ক একটু কাৎ হয়ে রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এমনটি হলো কেন?

উত্তরে আমাকে বলা হলো : ওরা দু'জন নির্দ্বিধায় সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিল? পক্ষান্তরে, আবদুল্লাহ্ কিছুক্ষণ ইতস্তত: করে তারপর অগ্রসর হয়েছিল।"

জা'ফর (রা)-এর মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শোক

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) যথাক্রমে খুযা'আ গোত্রের উম্মু ঈসার সূত্রে, তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর কন্যা উম্মু জা'ফরের সূত্রে, তিনি তাঁর (দাদী) আসমা বিন্‌ত উমায়সের সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : জা'ফর (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের শাহাদত লাভের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট আগমন করেন। আমি তখন

চল্লিশটি চামড়া শোধন করে, আটা গুলে, ছেলে মেয়েদের গোসল করিয়ে, তেল মাখিয়ে সবেমাত্র অবসর হয়েছি। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসে আমাকে বললেন : তুমি জা'ফরের ছেলে মেয়েদের একটু আমার কাছে নিয়ে এসো।

আসমা বলেন : আমি তাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তাদেরকে কোলে টেনে নেন। তখন তাঁর দু'চোখে অশ্রুর বন্যা। আমি বললাম : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক, আপনার কান্নার হেতু কি? আপনার কাছে জা'ফর ও তার সঙ্গীদের কোন খবর পৌঁছেছে কি?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হ্যাঁ, আজই তাঁরা শহীদ হয়েছে।

আসমা বলেন : শুনে আমি চীৎকার করে উঠে দাঁড়ালাম এবং মহিলারা আমার কাছে এসে জড়ো হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বললেন : দেখ, তোমরা কিন্তু জা'ফরের পরিবারের জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করতে গাফলতি করো না! কেননা, তাঁরা তাদের গৃহকর্তার শোকে মুহ্যমান।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : জা'ফর (রা)-এর মৃত্যু সংবাদ আসলে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখমণ্ডলে শোকের ছাপ দেখতে পেলাম।

আয়েশা (রা) বলেন : তখন একব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মহিলারা তো আমাদেরকে বিপাকে ফেলে দিয়েছে। জবাবে তিনি বললেন : তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে শান্ত করো।

আয়েশা (রা) বলেন : লোকটি চলে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে ঐ একই অনুযোগের পুনরাবৃত্তি করলো। রাবী বলেন : শুনে আয়েশা (রা) বললেন : লৌকিকতা অনেক সময় সংশ্লিষ্ট লোকদের জন্যে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

আয়েশা (রা) বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি আবার গিয়ে তাদেরকে শান্ত কর! যদি তাতে তারা না মানে, তাহলে তাদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করবে।

আয়েশা (রা) বলেন : আমি তখন মনে মনে বললাম, আল্লাহ্ তোমাকে রহমত থেকে দূরে রাখুন। আল্লাহ্র কসম! না তুমি পারলে নিজেকে সংযত রাখতে, না পারলে রাসূল (সা)-এর হুকুম তামিল করতে! তিনি বলেন : আমি তখনই আঁচ করতে পেরেছিলাম যে, লোকটি মহিলাদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করতে পারবে না।

মালিক ইব্ন যাফিলার হত্যা

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুসলিম বাহিনীর দক্ষিণ অংশের দায়িত্বে নিয়োজিত কুতবা ইব্ন কাতাদা উযরী (রা) মালিক ইব্ন যাফিলার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করেন। এসময় কুতবা ইব্ন কাতাদা কবিতার ছন্দে বলেন :

طعنت ابن زافلة بن الارا * ش برمح مضى فيه ثم انحطم
ضربت على جيره ضربة * فمال كما مال غصن السلم
وسقنا نساء بنى عمه * غداة رقوقين سوق النعم

অর্থাৎ—যাফিলা ইব্ন আরাশের পুত্রের উপর আমি
বল্লম দ্বারা এমনি আঘাত হানলাম যে,
তার দেহাভ্যন্তরে ঢুকেই তা ভেঙ্গে গেল।
তার ঘাড়ে আমি এমনি আঘাত হানলাম যে,
কুলগাছের শাখার ন্যায় সে নুয়ে পড়লো।
তারপর তার বংশের মহিলাদের হাঁকিয়ে নিলাম
এমনভাবে, যেমনটি হাঁকিয়ে নেয়া হয় উটপাখিকে।

ইব্ন হিশাম বলেন : ইব্ন আরাশ বা আরাশের পুত্র শব্দটি ইব্ন ইসহাকের নয়, অন্য কারো থেকে তা বর্ণিত। এর তৃতীয় পংক্তিটি খাল্লাদ ইব্ন কুররার। মালিক ইব্ন যাফিলার স্থলে কেউ কেউ মালিক ইব্ন রাফিলা বলেছেন।

হাদাস গোত্রীয় মহিলা জ্যোতিষীর সতর্কবাণী

ইব্ন ইস্হাক বলেন : হাদাস গোত্রের এক মহিলা জ্যোতিষী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহিনীর আগমন সংবাদ শুনে তার স্বগোত্র হাদাস ও বাতান গোত্রকে যার অপর নাম গানাম গোত্র—সতর্ক করে দিয়ে বলে :

انذركم قوما حزراً ينظرون شزرا ويقودون الخيل تترى ويهريقون دما عكرا

আমি এমন এক সম্প্রদায় সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি, যারা দৃষ্টিপাত করে সদম্ভে ও বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে হাঁকিয়ে চলে সারি সারি অশ্ব, রক্তপাত করে নানাভাবে।

তার গোত্রের লোকজন তার কথায় সতর্ক হয় এবং বনূ লাখম এর সংশ্রব ও সমর্থন দান থেকে তারা সরে দাঁড়ায়। ফলে, হাদাস গোত্রের মধ্যে বনূ গানাম সর্বাধিক সমৃদ্ধিশালী রূপে টিকে থাকে। আর যারা যুদ্ধে জড়িয়েছিল, হাদাস গোত্রের সেই শাখাগোত্র বনূ ছালাবা বেশীদিন তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারেনি। দিন দিন তাদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) মুসলমানদেরকে নিয়ে পশ্চাৎ অপসরণ করে সদলবলে মদীনায় ফিরে আসেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক বীর যোদ্ধাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র) উরওয়া ইব্ন যুবায়র সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, মুসলিম বাহিনী মদীনার নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং মুসলমানগণ এগিয়ে গিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। শিশু-কিশোররাও ছুটে আসে। রাসূলুল্লাহ্

(সা) বাহনে চড়ে জনতার সঙ্গে এগিয়ে আসছিলেন। শিশু-কিশোরদেরকে দেখে তিনি বলে উঠলেন : শিশুদেরকে তোমরা বাহনের উপর তুলে নাও, আর জা'ফরের ছেলেটিকে আমার কাছে দাও! সে মতে জা'ফরের পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে আনা হলে তিনি তাকে নিজের পাশে বসিয়ে নেন।

বর্ণনাকারী বলেন : জনতা সৈন্যদের উপর ধূলি নিক্ষেপ করতে শুরু করে এবং ভর্ৎসনা করে তাদেরকে বলে : হে পলায়নকারী দল! আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ থেকে তোমরা পালিয়ে এসেছো।

বর্ণনাকারী বলেন : তা' শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار انشاء الله تعالى

"না, না, এরা পলায়নকারী নয়, বরং পুনরায় এরা আল্লাহ্ চাহেতো ফিরে গিয়ে আক্রমণ চালাবে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর যথাক্রমে আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র, হারিস ইব্‌ন হিশাম এর বংশের জনৈক ব্যক্তি এবং নবী সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রা) সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেন। উম্মু সালামা (রা) সালামা ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন 'আসের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন : ব্যাপার কী, সালামাকে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের সাথে সালাতের জামাআতে হাযির হতে দেখছি না?

উত্তরে সে বললো : আল্লাহ্‌র কসম! তিনি বের হতেই পারেন না। বের হলেই জনতা চীৎকার করে বলতে শুরু করে, হে পলায়নকারী! আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ থেকে তুমি পালিয়ে এসেছ। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি ঘর থেকে বের হওয়া ছেড়েই দিয়েছেন, এখন আর বেরই হন না।

মূতা যুদ্ধসংক্রান্ত কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কায়স ইব্‌ন মুসাহ্‌হার ইয়ামুরী (রা) খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) তাঁর দলবলসহ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে আসায়, এ সম্পর্কে লোকজনের বিরূপ আচরণের বিবরণ এবং নিজের ও মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে কৈফিয়তস্বরূপ কবিতার ছন্দে বলেন :

আল্লাহ্‌র শপথ!
ঘোড়া যখন ইতস্তত করছিল এবং চোখাচুখি করছিল
আমার তখনকার বিরত হওয়ার জন্য—
আমার নফ্‌স আমাকে অহরহ
তিরস্কার করতেই থাকবে;

তখন আমার বিরত হওয়াটা এজন্যে ছিল না যে,
পালিয়ে আমি রেহাই পেয়ে যাবো,
অথবা যার জন্যে নিহত হওয়াটা অনিবার্য
তাকে আমি বাঁচিয়ে নেব হত্যার হাত থেকে;
বরং আমি সেখানে এজন্যে থেমে যাই যে,
আমি নিজেকে খালিদের নেতৃত্বের অধীনে
সমর্পণ করেছিলাম।
খালিদ তো এমন এক ব্যক্তিত্ব—যার কোন তুলনা নেই।
আর এও একটা কারণ ছিল যে,
মূতার তীরন্দাজদের তীর কোন কাজই করছিল না।
জা'ফরের মতো ব্যক্তিত্ব তখন শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন।
আর খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ সৈন্যদলের উভয় বাহুকে
করে দিয়েছিলেন সংযুক্ত।
এরা সকলেই ছিলেন মুহাজির—
কেউ মুশরিক ছিলেন না—
আর না ছিলেন অস্ত্রশস্ত্রবিহীন।

কায়স ইব্ন মুসাহ্হার উক্ত পংক্তিগুলোতে যুদ্ধের ব্যাপারে লোকজনের মতানৈক্য এবং মৃত্যুর প্রতি তাদের অনীহার কথা তুলে ধরেছেন। খালিদের সদলবলে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে আসাটা যে যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত ছিল, এ কথাও তাঁর উক্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়।

ইব্ন হিশাম বলেন : খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে মুসলমানগণ তাদের আমীররূপে বরণ করে নেন। তার পরপরই আল্লাহ্ তাদের বিজয়ের দ্বার খুলে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করে যান।

হাস্সান ইব্ন সাবিতের কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবিগণ মূতার যুদ্ধের ব্যাপারে যেসব মর্সিয়ার রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর নিম্নোক্ত কবিতা ছিল অন্যতম :

মদীনায় আমার উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়
এক সুকঠিন রাত।
সে রাতে সবই যখন সুখনিদ্রায় বিভোর
আমি তখন রাত জেগে ছিলাম—
আমার এক বন্ধুর স্মরণে।

চোখ থেকে প্রবাহিত হচ্ছিল অশ্রুমালা,
কান্নার হেতু ছিল স্মরণ।
হ্যাঁ, বন্ধুর বিরহ এক সুকঠিন বিপদই বটে।
কিন্তু এখনো রয়েছেন এমন অনেক সম্ভ্রান্ত লোক,
বিপদে যারা ধৈর্য ধারণ করে থাকেন।
কত বিশিষ্ট ঈমানদার ব্যক্তিগণকে দেখলাম,
একের পর এক অবতরণ করছেন মৃত্যুর ঘাটে।
যাদের শূন্যস্থান পূরণ হবে অনেক দেরীতে
(সহজে সে ক্ষতি পূরণ হবার নয়।)
আল্লাহ্ তা'আলা যেন দূরে না রাখেন
সে সব শহীদকে—
যাঁরা একের পর এক শহীদ হলেন মূতার প্রান্তরে।
দুই ডানাধারী জা'ফর, যায়দ ইব্ন হারিসা এবং
আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা যাদের অন্যতম।
যখন তারা শহীদ হলেন একের পর এক,
আর মৃত্যুর সব হেতু সেখানে কার্যকর ছিল।
এটা হচ্ছে ঐ দিনের কথা
যেদিন তারা মু'মিনদের সাথে নিয়ে
এগিয়ে যাচ্ছিলেন।
এক সৌভাগ্যশালী নধরকান্তি, পূর্ণিমার চাঁদসম
উজ্জ্বল আনন বিশিষ্ট এক হাশেমী—তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন—।
অপকর্ম আর পঙ্কিলতাকে যিনি ঘৃণা করতেন—
অধিকার সংরক্ষণে তৎপর দুঃসাহসী বীর পুরুষ।
রণাঙ্গনে তিনি প্রাণপণে মুকাবিলা করেন
বল্লমধারী দুশমনের।
শত্রুর বল্লমের আঘাতে তিনি এমনভাবে
লুটিয়ে পড়েন যে,
কোন কিছুর অবলম্বন গ্রহণেরও ছিল না কোন অবকাশ।
এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি শামিল হয়ে পড়লেন
শহীদদের দলে।
প্রতিদান তাঁর জান্নাতের নিবিড় সবুজ বাগ-বাগিচা।
জা'ফরের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করতাম

মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ আনুগত্য।
আর তিনি যখন নির্দেশ প্রদান করতেন,
তখন তা হতো দৃঢ় প্রত্যয়ে বলীয়ান আদেশ।
হাশেমীরা চিরকালই রয়েছেন ইসলামের স্তম্ভস্বরূপ,
গৌরব ও মর্যাদার প্রতীকরূপে।
এঁরা হলেন ইসলামের পর্বত স্বরূপ,
আর অন্যরা পর্বত গাত্রের পাথর স্বরূপ।
এঁরা হচ্ছেন নানাবিধ গুণে গুণান্বিত
সর্দার গোষ্ঠী—।
এঁদের মধ্যে রয়েছেন জা'ফর, তাঁর সহোদর আলী
হামযা, আব্বাস ও আকীলের মতো গুণীজন।
সর্বোপরি এঁদের মধ্যে রয়েছেন নির্বাচিত পুরুষ মুহাম্মদ (সা)
এঁরা হচ্ছেন সজীব তরতাজা কাঠ স্বরূপ—
যাথেকে তার যে কোন অংশ নিংড়িয়ে
সংগ্রহ করা চলে জীবন রক্ষাকারী পানি।
এঁরা এমনি বীর পুরুষ—
যাঁদের মাধ্যমে প্রতিটি ধূলি আচ্ছন্ন রণাঙ্গনে—
পাওয়া যায় মুক্তির সন্ধান।
এঁরা আল্লাহ্র ওলী।
এঁদের মধ্যেই আল্লাহ্ নাযিল করেছেন তাঁর পবিত্র বিধান।
আর এঁদেরই মাঝে রয়েছেন
পবিত্র গ্রন্থধারী পবিত্র আত্মা মহাপুরুষ।

কা'ব ইব্ন মালিকের কবিতা

কা'ব ইব্ন মালিক (রা) তাঁর কবিতায় বলেন :

সকলের চোখ যখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন
তোমার চোখ দু'টি তখন মুষলধারে অশ্রুবর্ষণ করছে—
যেন মেঘমালা করে মুষলধারে বারিপাত।
এমন এক বিষাদ ঘেরা রাতে
যখন দুনিয়ায় যত বিপদ এসে আমাকে করলো আচ্ছন্ন
কখনও আমি নির্জনে করি অশ্রু বিসর্জন
আবার কখনও অস্থিরভাবে করি পার্শ্ব পরিবর্তন।

বিষাদসিন্ধু আমাকে গ্রাস করেছে।
মনে হয় যেন সপ্তর্ষিমণ্ডল ও সামাক তারার হাতে
আমাকে সমর্পণ করা হয়েছে।
(বিশ্বচরাচরের সাথে যেন আমি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এক নভোচারী)
যেন আমার পাঁজরসমূহ এবং দেহাভ্যন্তরের
অঙ্গ প্রত্যঙ্গে / ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে একটি অগ্নিপিণ্ড,
যা আমার দেহাভ্যন্তরে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে।
এসব সেই শহীদানের শোক ব্যথার কারণে,
যাঁরা শহীদ হয়েছেন মূতার রণক্ষেত্রে একের পর এক।
অথচ তাঁদের শবদেহগুলোকে স্থানান্তরিত করাও
সম্ভব হয়ে উঠেনি।
আল্লাহ্‌ রহমত বর্ষণ করুন
এসব নওজোয়ান শহীদানের প্রতি,
আর তিনি তাঁদের অস্থিসমূহকে সিক্ত করুন
মুষলধারে বর্ষিত বৃষ্টির দ্বারা।
আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে
মূতায় তাঁরা নিজেদেরকে করেছিলেন দৃঢ়পদ, অবিচল
যাতে না দেখতে হয় পরাজয়ের মুখ,
আর না যেতে হয় পশ্চাৎ অপসরণ করে পালিয়ে।
তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন মুসলিম বাহিনীর সম্মুখ দিয়ে
বর্মসজ্জিত উষ্ট্রের মত।
এটা হচ্ছে ঐ সময়ের কথা—
যখন ঐ শহীদগণ পথের দিশা ও অনুপ্রেরণা পাচ্ছিলেন
তাঁদের অগ্রপথিক সেনাপতি জা'ফর
আর তাঁর হস্তস্থিত পতাকা থেকে।
কত উত্তম সেনাপতি-ই না তিনি!
সারিবদ্ধ সৈন্যরা এগিয়ে গেল,
উভয় পক্ষে হলো তুমুল সংঘর্ষ।
ভূ-লুণ্ঠিত ও শহীদ হলেন জা'ফর
জা'ফরের অন্তর্ধানে বিবর্ণ হয়ে পড়লো দীপ্ত চন্দ্র,
সূর্য হলো রাহুগ্রস্ত
আর উপক্রম হয়েছিল তা অস্ত যাওয়ার।

জা'ফরের নেতৃত্ব—হাশিম গোত্রের আভিজাত্য
ও উচ্চতার বুনিয়াদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত
তাঁকে অনুকরণ করবে সে সাধ্য কারো নেই।
এঁরা এমনি এক গোষ্ঠী—
যাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন তার বান্দাদেরকে
আর তাঁদেরই মাঝে তিনি নাযিল করেছেন তাঁর পবিত্র গ্রন্থ।
সমস্ত মানবগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁরা
সম্মান সম্ভ্রমের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ।
তাঁদের জ্ঞান গরিমা অজ্ঞদের অজ্ঞতাকে
ঢেকে ফেললো।
এঁরা কোনদিন তাঁদের কোমর বাঁধেন না,
নির্বুদ্ধিতামূলক কাজের জন্যে।
তাঁদের বক্তাদের সর্বদা দেখা যায়—
সত্যভাষণ উচ্চারণে।
এঁরা দীপ্ত আসনবিশিষ্ট।
লোকে যখন দুর্ভিক্ষের বাহানায় দানে বিরত থাকে,
তখনো তাঁদের দানের হস্ত থাকে উন্মুক্ত।
তাঁদের চালচলন আল্লাহ্ পসন্দ করেন,
তাঁর সৃষ্টি জগতের পথের দিশারূপে।
আর তাঁদেরই প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছে
প্রেরিত নবীর সাহায্যার্থে।

জা'ফরের উদ্দেশ্যে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর শোকগাথা

আমি অনেক ক্রন্দন করলাম।
আর আমার নিকট জা'ফরের হত্যাকাণ্ড ছিল
এক অসহনীয় গুরুভার।
সৃষ্টি জগতের মধ্যে তিনিই ছিলেন
নবীর সর্বাধিক প্রিয়জন।
আমার কাছে যখন জা'ফরের মৃত্যু সংবাদ দেয়া হলো
আমি তখন চীৎকার করে বলে উঠলাম :
নবীর পতাকা 'উকাব' আর এর ছায়াতলে
এখন আর কে লড়বে

জা'ফরের মত অগ্রসেনার ভূমিকা পালন করে—
যখন তলোয়ারগুলো হবে নিষ্কোষিত,
আর বল্লম উপর্যুপরি নিক্ষিপ্ত হয়ে করবে তার তৃষ্ণা নিবারণ ?
ফাতিমার স্বনামধন্য নন্দন জা'ফরের পরে?
যিনি সৃষ্টি জগতের সকলের তুলনায় উত্তম
কুল-মর্যাদার দিক থেকে এবং
সমধিক মর্যাদাবান বদান্যতার দিক থেকে।
অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে যিনি সর্বাধিক আপোষহীন।
সত্যের সামনে যিনি সর্বাধিক অবনত মস্তক, অকপটে।
বদান্যতায় যিনি সর্বাধিক মুক্ত হস্ত
অশ্লীল কুবাক্য উচ্চারণে সর্বাধিক সকুণ্ঠ,
সদাচার অনুষ্ঠানে যিনি সর্বাধিক করিৎকর্মা
তবে একমাত্র নবী মুহাম্মদ (সা) ছাড়া।
কেননা, সৃষ্টিজগতে তাঁর তুল্য আর কেউই নেই।
সৃষ্টিকূলের মাঝে তিনিই তো সেরা পুরুষ।

মূতার যুদ্ধের দিন হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিতের মর্সিয়া

মূতার যুদ্ধের দিনে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) যায়দ ইব্‌ন হারিসা এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর জন্য শোক প্রকাশ করে বলেন :

অতিরিক্ত কান্নায় শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুধারী হে নয়ন,
তোমার এ অশ্রু মোটেও যথেষ্ট নয়—
তুমি আরো কাঁদো, আরো অশ্রু বহাও!
অবকাশ মুহূর্তে এ কবরবাসীদের কথা স্মরণ কর।
স্মরণ কর মূতার কথা, আর সেখানকার সে ঘটনাটি—
যখন মুসলিম বাহিনী পশ্চাদ অপসরণ করে—
পালানোর দুঃসহ ঘটনাটি ঘটেছিল
যায়দকে একাকী রণক্ষেত্রে ফেলে।
হায় বেচারা যায়দ!
কী উত্তম পরিণতি হলো এ বেচারা বন্দীটির!
(শাহাদতের পিয়ালা তিনি পান করলেন!)
মানবকূলের সর্দার—
সৃষ্টিকুলের সর্বোত্তম পুরুষের তিনি স্নেহভাজন।

তাঁর প্রতি অনুরাগ প্রতিটি বুকে বিরাজমান।
একমাত্র আহমদ নবীই এমন—
যাঁর কোন জুড়ি নেই—
তাঁর দুঃখশোকে আর আনন্দে,
আমরা সর্বাধিক একাত্মতাবোধ করি।
নিঃসন্দেহে যায়দ আমাদের আমীরের দায়িত্বে
নিয়োজিত থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন।
এ দায়িত্ব পালনে তিনি মিথ্যা বা কপটতার আশ্রয় নেননি।
হে আমার অশ্রুপূর্ণ নয়ন!
খাযরাজী আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহার জন্যে
অশ্রু বিসর্জনেও তুমি কার্পণ্য করো না।
কেননা, এই খাযরাজী ছিলেন সেখানকার
সিপাহ্সালার আর তিনি চেষ্টার কোন ত্রুটিই করেননি।
তাঁদের শাহাদতের সংবাদটি আমাদের কাছে পৌঁছে—
ভেঙ্গে দিয়েছে আমাদের মনোবল,
এখন আমাদের রাত অতিবাহিত হয় বিষাদ আর—
আহাজারীর মধ্য দিয়ে।

মূতা প্রত্যাগত জনৈক মুসলমানের বেদনাগাঁথা

মূতার যুদ্ধ-প্রত্যাগত জনৈক মুসলমান তাঁর বেদনাগাঁথা গেয়েছেন এভাবে :

আমার বেদনার্ত থাকার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে,
আমি ফিরে এসেছি—
অথচ জা'ফর, যায়দ ও আবদুল্লাহ্
মূতা প্রান্তরে সমাধিস্থ হয়ে রইলেন।
তাঁরা শাহাদাতবরণ করে মঞ্জিলে মাকসূদে পৌঁছে গিয়েছেন,
আর আমি রয়ে গিয়েছি আরো কঠিন পরীক্ষার জন্যে।
তাঁদের তিন জনকে এগিয়ে নেয়া হলো,
আর তাঁরাও স্বচ্ছন্দে এগিয়ে গেলেন—
মৃত্যুর কঠিন রক্তিম পথে।

মূতার যুদ্ধের শহীদান

মূতার যুদ্ধের শাহীদানের নাম তাঁদের গোত্রের নামসহ নিম্নরূপ :

কুরায়শের শাখা বনূ-হাশিমে :

জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) ও
যায়দ ইব্ন হারিসা (রা)।

'আদী ইব্ন কা'ব গোত্রের :

মাসঊদ ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন হারিসা ইব্ন নাযলা (রা)।

মালিক ইব্ন হাসল গোত্রের :

ওহাব ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারাহ্ (রা)।

আনসারদের হারিস ইব্ন খাযরাজ গোত্রের :

আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ও

আব্বাদ ইব্ন কায়স (রা)।

গানাম ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার গোত্রের :

হারিস ইব্ন নু'মান ইব্ন আসাফ (রা)।

মাযিন ইব্ন নাজ্জার গোত্রের :

সুরাকা ইব্ন আমর ইব্ন আতিয়্যা (রা)।

ইব্ন হিশাম বলেন : ইব্ন শিহাব যুহরী মূতার যে সব শহীদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরা হলেন :

মাযিন ইব্ন নাজ্জার গোত্রের :

আবূ কুলায়ব ইব্ন আমর ইব্ন যায়দ (রা) ও

জাবির ইব্ন আমর ইব্ন যায়দ (রা)।

এঁরা দু'জন সহোদর ভাই ছিলেন।

মালিক ইব্ন আক্সা গোত্রের :

সা'দ ইব্ন হারিস ইব্ন আব্বাদ এর পুত্রদ্বয়

আমর (রা) ও আমির (রা)।

ইব্ন হিশাম বলেন : কোন কোন বর্ণনায় আবূ কুলাব ইব্ন আমর এবং জাবির ইব্ন আমরও বলা হয়েছে। অর্থাৎ আবূ কুলায়ব স্থলে আবূ কুলাব।

মক্কা বিজয়
[রমযান, ৮ম হিজরী সন]

বনূ বকর ও বনূ খুযাআর সংঘর্ষ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মূতা অভিযান শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমাদাল উখ্‌রা ও রজব দুই মাস মদীনায় অবস্থান করেন।

তারপর একদা বনূ বকর ও বনূ আব্‌দ মানাত ইব্‌ন কিনানা বনূ খুযাআ গোত্রের উপর আক্রমণ করে বসে। তারা তখন মক্কার নিম্নাঞ্চলে ওতীর নামক একটি কূপের নিকট অবস্থান করছিল। উক্ত দু'টি গোত্রের সংঘাতের হেতু ছিল এই যে, মালিক ইব্‌ন আব্বাদ নামক বনূ হাযরামীর জনৈক ব্যক্তি ব্যবসার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ঐ হাযরামী ব্যক্তিটি তখন ছিল আসওয়াদ ইব্‌ন রাযন এর চুক্তিবদ্ধ মিত্র। যখন সে বনূ খুযাআর অঞ্চলের মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছল, তখন তারা তাকে হত্যা করে ফেলে এবং তার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এর প্রতিশোধ স্বরূপ বনূ বকরও বনূ খুযাআর এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। ইসলামের আর্বিভাবের অব্যবহিত পূর্বে বনূ খুযাআ বনূ আসওয়াদ ইব্‌ন রাযন দায়লীর উপর হামলা করে সালমা, কুলসুম ও যুআয়ব নামক তিন ব্যক্তিকে আরাফাতে একেবারে হারমের সীমান্তফলকের নিকটে হত্যা করে। এঁরা ছিলেন বনূ কিনানার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ দায়লীর একব্যক্তি আমাকে বলেছে যে, জাহিলী যুগে বনূ রাযনের কোন ব্যক্তি নিহত হলে, তার বিনিময়ে দু'দুটো দিয়ত বা রক্তপণ দেয়া হত। পক্ষান্তরে, আমাদের কেউ নিহত হলে, তার জন্যে দেয়া হত একটা করে দিয়ত। কারণ, আমাদের মধ্যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ বকর ও বনূ খুযাআর মধ্যে এ হানাহানি চলতেই থাকে যাবৎ না ইসলাম এসে বাঁধা দেয় এবং মানুষজন তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কুরায়শদের মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, তখন কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যে শর্তারোপ করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের প্রতি যে শর্তারোপ করেন, তন্মধ্যে একটি শর্ত ছিল, যেমন যুহরী যথাক্রমে উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র, মিসওর ইব্‌ন মাখরামা ও মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম থেকে বর্ণনা করেছেন :

যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া পসন্দ করবে, তারা তা পারবে, আর যারা কুরায়শদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে চাইবে, তারাও তা পারবে। এ শর্ত মুতাবিক বনূ বকর কুরায়শদের সাথে, আর বনূ খুযাআ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় বনূ বকর এর শাখাগোত্র বনূ দায়লী একে গনীমতরূপে গ্রহণ করে এবং বনূ খুযাআর নিকট থেকে বনূ আসওয়াদ ইব্ন রাযন-এর লোকদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হয়। অবশেষে নাওফাল ইব্ন মুআবিয়া দায়লী দায়ল গোত্রে আসে। তখন সে তাদের সর্দার হলেও বনূ বকর-এর সকলে কিন্তু তাকে সর্দাররূপে মান্য করতো না। সে তার দলবল নিয়ে এক রাতে অতর্কিতে বনূ খুযাআর উপর আক্রমণ করে বসে। তখন তারা ওতীর নামক স্থানে তাদের কূপের নিকট অবস্থান করছিল। তারা প্রথমে ঐ গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। তারপর উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

এদিকে কুরায়শরা ও বনূ বকরকে অস্ত্র সরবরাহ করে। এমন কি রাতের আঁধারে কিছু সংখ্যক কুরায়শ যোদ্ধা তাদের সাথে গোপনে যুদ্ধেও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। একপর্যায়ে তারা খুযাআ-গোত্রীয়দেরকে ধাওয়া করে হারম সীমার মধ্যে ঠেলে দেয়। হারমে ঢুকে পড়ে বকর গোত্রীয়রা বলল : হে নাওফাল, আমরা তো হারমে ঢুকে পড়েছি। এবার তুমি জান, আর তোমার উপাস্য দেবতারা জানে। জবাবে নাওফাল বলে : এতো একটা গুরুতর কথা! আজ কোন উপাস্য দেবতা নেই। তোমরা তোমাদের রক্তপণের শোধ নিয়ে নাও! আমার জীবনের কসম! তোমরা যখন হারমের মধ্যে চুরি করতে পার, সেখানে তোমরা তোমাদের রক্তপণের শোধ নিতে পারবে না কেন? অথচ ঘটনা হচ্ছে এই যে, বনূ বকর গোত্রই বনূ খুযাআ গোত্রের মুনাব্বিহ্ নামক এক ব্যক্তিকে—ওতীর নামকস্থানে নৈশহামলা চালিয়ে হত্যা করেছিল। মুনাব্বিহ্ ছিল অত্যন্ত দুর্বল ও জরাগ্রস্ত লোক। সে এবং তার স্বগোত্রীয় তামীম ইব্ন আসাদ নামক আরেক ব্যক্তি একদিন কোথাও রওনা হয়েছিল। পথে মুনাব্বিহ্ তাকে লক্ষ্য করে বলে : তুমি তোমার নিজের জান বাঁচাও। আল্লাহ্র কসম! আমি তো মরতেই বসেছি। আমাকে ওরা মেরে ফেলুক বা ছেড়েই দিক আমার মনোবল ভেঙ্গে গেছে। এরপর তামীম তাকে ছেড়ে চলে যায়। বনূ বকরের লোকজন একাকী নাগালে পেয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে। বনূ খুযাআ মক্কায় প্রবেশ করে বুদায়ল ইব্ন ওরাকা এবং রাফি নামক তাদেরই এক কৃতদাসের ঘরে আশ্রয় নেয়। তারপর মুনাব্বিহ্কে একাকী ফেলে পালিয়ে আসার ব্যাপারে ওযরখাহী করে তামীম ইব্ন আসাদ কবিতায় বলেন :

আমি যখন প্রত্যক্ষ করলাম—
ধেয়ে আসছে বনূ নুফাসার মারমুখী লোকজন,
বিস্তৃত সমভূমি, শক্ত কঙ্করময় ও নরম কাঁদামাটি
সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে,
চতুর্দিকে কেবল তারা আর তারাই
অন্য কারো অস্তিত্বই নেই।
বিশাল বপু ঘোড়াসমূহে সওয়ার হয়ে
তখন আমার স্মৃতিপটে জাগরুক হল—

তাদের তো বেশ কিছু রক্তপণ
আমাদের কাছে পাওনা আছে
বেশ কিছু কাল ধরে।
আমি তখন তাদের দিক থেকে পেলাম মৃত্যুর গন্ধ
আর শঙ্কিত হলাম ভারতীয় শাণিত তরবারির
প্রচণ্ড মারের ব্যাপারে।
আমি অনুভব করলাম,
তাদের হাতে যে-ই পড়বে, তার আর রক্ষা নেই;
তারা নির্ঘাৎ তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে
সিংহী আর তার শাবকের আহার্য সরবরাহ করবে।
আর তার উচ্ছিষ্ট তারা রেখে দেবে—
কাকের আহার্য রূপে।
আমি তখন আমার পদযুগলকে শক্ত করে
দাঁড়িয়ে গেলাম।
হোঁচট খাওয়ার ভয় তখন আমার আর রইলো না,
আর বস্ত্রাদি ছুঁড়ে ফেলে দিলাম তরুলতাহীন প্রান্তরে
এমনিভাবে আমি আমার প্রাণটা বাঁচালাম।
ঐ সময় আমি যেভাবে এস্তপদে ছুটে পালিয়েছি
সম্ভবতঃ শূন্য উদর বিশিষ্ট কোন গর্দভও
এভাবে ছুটে পালাতে পারে না।
সে (অর্থাৎ আমার সহধর্মিণী) আমাকে ভর্ৎসনা করে
আমি নাকি হচ্ছি চরম ভীতু,
অথচ সে নিজে যদি ঐ ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা
স্বচক্ষে দেখতে পেতো,
তবে রীতিমত প্রস্রাব করে তার গুপ্তাঙ্গের চতুর্দিক
(তথা কাপড়-চোপড়) ভিজিয়ে তুলতো!
আমাদের লোকজন সম্যক জ্ঞাত আছে,
মুনাব্বিহ্‌কে ছেড়ে সাধে আমি পালিয়ে আসিনি।
ওরে পোড়া কপালী যদি তোর বিশ্বাস না হয়।
আমার সঙ্গী সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ,
কী মারাত্মক পরিস্থিতির সেদিন উদ্ভব হয়েছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বর্ণিত আছে যে, উক্ত পংক্তিগুলো মূলতঃ হাবীব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আলম হুযালীর। এছাড়া—

তখন আমার স্মৃতিপটে জাগরুক হলো—

আরেকটি পংক্তি, যা আবূ উবায়দা থেকে বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আখজার ইব্‌ন লুয়াত দায়লী নিম্নোক্ত কবিতা বনূ কিনানা এবং বনূ খুযাআর যুদ্ধ সম্পর্কে বলেছিলেন :

সুদূরের ঐ বন্ধুরা কি এ সংবাদটি পেয়েছে
যে, কা'ব গোত্রকে আমরা
ফিরিয়ে দিয়েছি বর্শা ফলকের উপরিভাগের দ্বারা?
রাফি ক্রীতদাসের বাড়িতে আমরা তাদেরকে আবদ্ধ করেছি,
যা বুদায়ল গোত্রের পল্লীর নিকট অবস্থিত।
তারা ছিল একান্তই অসহায় বন্দী—
নড়াচড়া করবার শক্তি ছিল না তাদের।
আমরা তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখলাম,
যখন দীর্ঘ হলো সে অবরোধ,
তখন আমরা তাদের প্রতি—
প্রতিটি গিরি সঙ্কট থেকে মুষলধারে তীর বর্ষণ করতে লাগলাম।
আমরা তাদেরকে যবাই করছিলাম—
মেষ যবাই করার মতো,
তখন আমরা যেন সেই সিংহকুল,
যারা দন্ত-নখর দ্বারা ওদেরকে খণ্ডবিখণ্ড করে চলেছিল।
তারা আমাদের প্রতি যুলুম করেছে।
তারা চলার পথে আমাদের প্রতি—
আক্রমণ চালিয়েছে।
হারামের পাথরের ফলকের কাছেই
ওরা আমাদের লোকদের প্রথমে হত্যা করেছে।
জনপদ থেকে তাদেরকে যখন—
তাড়া করা হয়েছিল,
তখন মনে হচ্ছিল,
ফাসুর পাহাড়ে কেউ যেন উটপাখির ছানাদের তাড়াচ্ছে;
আর তারা প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে।

বুদায়লের কবিতা

আল-বুদায়ল ইব্‌ন আবদে মানাত ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আজব নিম্নের কবিতা দিয়ে তার জবাব দেন। ঐ কবিকে বুদায়ল ইব্‌ন উম্মু আসরাম বলে অভিহিত করা হতো। ঐ কবিতায় তিনি বলেন :

আত্মম্ভরিতা প্রকাশে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা—
হারালো একে অপরের সঙ্গ,
আমরা এক নাফেল ছাড়া তাদের কোন নেতাকেই
আর অবশিষ্ট রাখিনি;
যে তাদেরকে সংহত ও সংঘবদ্ধ করে নেতৃত্ব দেবে।
ঐ সম্প্রদায়ের ভয়েই কি তোমরা—
ওতীর অতিক্রমকালে কেঁপে মরো,
তাদের নিয়ে তোমরা অহরহ মেতে থাকো
টিপ্পনী কাটার মধ্যে?
আর কোন সময় পেছন পানে ফিরেও তাকাও না?
প্রতিদিনই আমরা শোধ করে থাকি
কারো না কারো রক্তপণ,
কিন্তু কোন রক্তপণ আমাদের দেওয়া হয় না।
(কেননা, আমাদের কেউ তো—
শত্রুর হাতে নিহতই হয় না। তাই রক্তপণের প্রশ্নও উঠে না।
আমরা এমনি বীর গোষ্ঠী।)
তালাআ কূপের নিকট তোমাদের পল্লীতে
আমরা আক্রমণ চালাই অতি ভোরে তরবারি দিয়ে,
যে তরবারিগুলো ধারই ধারেনা তোমাদের
ভর্ৎসনাকারিণী ললনাদের।
আমরা অন্তরায় সৃষ্টি করি
বীয ও ওতৃদ থেকে নিয়ে রাযওয়া পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত,
বিস্তৃত বিশাল অঞ্চলে
তোমাদের অশ্বপাল চলার পথে।
গামীমের যুদ্ধের দিন তোমাদের এক ব্যক্তি
যখন আত্মরক্ষার্থে দৌড়িয়ে পালাচ্ছিল,
তখন আমাদের এক বীর অশ্বারোহীর মাধ্যমে
ওখানেই তার দফারফা করে দেই।
কসম আল্লাহ্‌র ঘরের—
তোমরা মিছামিছিই বলছো যে, তোমরা
করোনি যুদ্ধের সূত্রপাত;
আর আমরাই তোমাদেরকে অহেতুক পেরেশানীতে
লিপ্ত করেছি।

ইব্ন হিশাম বলেন : উক্ত কবিতার অংশ

'নাফিল ব্যতীত আরো কোন নেতাকে
অবশিষ্ট রাখিনি ... ... ।'
এবং যে পংক্তিটিতে বলা হয়েছে :
রাযওয়া পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় ..."

তা ইব্ন ইসহাক থেকে বর্ণিত নয়, বরং পংক্তিগুলো অন্যের বর্ণনা থেকে নেয়া।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বনূ খুযাআর সাহায্যের আবেদন

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ বকর ও কুরায়শ বনূ খুযাআর উপর যৌথভাবে চড়াও হয়ে তাদের ক্ষতিসাধন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে কৃত সন্ধি ভঙ্গ করে। কেননা, খুযাআ গোত্রের লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চুক্তিবদ্ধ মিত্র ছিল। তখন খুযাআ গোত্রের আমর ইব্ন সালিম, যিনি বনূ কা'ব-এরও একজন বটে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট মদীনায় আসেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন লোকজন-পরিবেষ্টিত অবস্থায় মসজিদে নববীতে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন আমর ইব্ন সালিম কবিতার ছন্দে বললেন :

হে রব! আমি মুহাম্মদকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি
সেই পুরনো সন্ধির কথা,
যা সম্পাদিত হয়েছিল তাঁর এবং আমার
পূর্ব পুরুষদের মাঝে।
(বনূ আবদে মানাতের মা ও কুসাঈ-এর মা
আমাদের খুযাআ বংশীয়া রমণী হওয়ার সুবাদে)
(হে মুহাম্মদ!) আপনারা হচ্ছেন আমাদের সন্তান,
আমাদেরই লোক আপনার পিতৃপুরুষ
এ জন্যেই আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি
(বা আপনার সাথে সন্ধিবদ্ধ হয়েছি।)
আর তারপর সে সন্ধি থেকে আমরা
গুটিয়ে নেইনি আমাদের হাত,
সুতরাং আপনি আমাদের সাহায্য করুন!
আল্লাহ্ আপনাকে যথার্থ পথে পরিচালিত করুন!
আর আপনি আল্লাহ্র বান্দাদেরকে
আহবান জানান—
তারা যেন এগিয়ে আসে আমাদের সাহায্যার্থে।
তাদের মধ্যে বিরাজ করছেন আল্লাহ্র রাসূল,
যিনি অনন্য তাঁর ব্যক্তিত্বে।

তাঁর প্রতি যখন কেউ করে অন্যায় আচরণ,
তখন বিবর্ণ হয়ে যায় তাঁর মুখমণ্ডল।
এক বিশাল বাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে—
তখন তিনি এগিয়ে আসেন
সমুদ্রের ফেনা উদ্‌গীরণের মতো।
এখন কুরায়শরা আপনার সাথে কৃত সন্ধির শর্ত
ভঙ্গ করেছে,
যা তারা আপনার সাথে সম্পাদন করেছিল
পাকাপোক্তভাবে।
আর তারা 'কাদা' নামক স্থানে
আমার জন্যে ওঁৎ পেতে রয়েছে।
তাদের ধারণা, আমি কাউকেই ডেকে পাবো না,
অথচ তারা মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং সংখ্যায় অল্প।
তারা ওতীরে আমাদের উপর নৈশ আক্রমণ চালিয়েছে,
এবং রুকূ ও সিজদারত অবস্থায় আমাদের হত্যা করেছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তার এ উদাত্ত আহবান শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : نصرت يا عمرو بن سالم —"অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করা হবে, হে আমর ইব্‌ন সালিম!" তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে আকাশ থেকে এক টুকরো মেঘ আত্মপ্রকাশ করল। তিনি বলে উঠলো : এ মেঘমালা বনূ কা'ব-এর উপর সাহায্যের বৃষ্টি বর্ষণ করবে।

তারপর বুদায়ল ইব্‌ন ওরাকা বনূ খুযাআর কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট মদীনায় আগমন করে এবং তাঁকে তাদের বিরুদ্ধে কুরায়শদের বনূ বকরকে সাহায্য প্রদানের কথা অবহিত করেন। তারপর তাঁরা মক্কা অভিমুখে রওনা হয়ে যান। তাঁরা চলে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজনকে লক্ষ্য করে বললেন : যতদূর মনে হয়, সন্ধিকে পাকাপোক্ত করা এবং সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আবূ সুফিয়ান তোমাদের নিকট ছুটে আসছে।

বুদায়ল ইব্‌ন ওরাকা ও তাঁর সঙ্গীরা মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। পথে উসফান নামক স্থানে আবূ সুফিয়ানের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হলো। কুরায়শরা তাঁকে সন্ধি পাকাপোক্ত করার এবং সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেছে। বলাবাহুল্য, তারা যে কাণ্ড করেছিল, তাই তাদেরকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। বুদায়লকে দেখে আবূ সুফিয়ান তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো : কী হে বুদায়ল! কোত্থেকে আসছো? আবূ সুফিয়ানের অনুমান করতে কষ্ট হয়নি যে, বুদায়ল নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসেছিলেন।

জবাবে বুদায়ল বললেন : এই তো খুযাঈদের সাথে একটু সমুদ্রোপকূলে আসলাম। আবূ সুফিয়ান বললো : তুমি কি মুহাম্মদের নিকট আসোনি? বুদায়ল বললেন : না তো!

তারপর বুদায়ল মক্কায় এসে পৌঁছলে আবূ সুফিয়ান তাঁর লোকজনকে বললো : বুদায়ল যদি মদীনা থেকে এসে থাকে, তবে তার বাহন খেজুর বীচি খেয়ে থাকবে। এই বলে আবূ সুফিয়ান তাঁর বাহনের আস্তাবলে গিয়ে বুদায়লের উষ্ট্রীর কিছু মল নিয়ে তাতে খেজুরের বীচি দেখতে পেলো। দেখেই সে মন্তব্য করলো : আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলতে পারি যে, বুদায়ল মুহাম্মদের নিকট থেকেই এসেছে।

আবূ সুফিয়ানের সন্ধি প্রচেষ্টা : পিতার সাথে উম্মু হাবীবার আচরণ

তারপর আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে আগমন করে। এসে সে সর্বপ্রথম নবী সহধর্মিণী (স্বীয় কন্যা) উম্মু হাবীবার ঘরে যায়। ঘরে প্রবেশ করেই আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিছানার উপর বসতে উদ্যত হলে, উম্মু হাবীবা বিছানাটি গুটিয়ে সরিয়ে ফেলেন। তখন আবূ সুফিয়ান বলে উঠলো : বেটি! আমার সম্মানে এ বিছানা থেকে আমাকে দূরে রাখছো, নাকি বিছানাটির সম্মানে তাথেকে আমাকে সরিয়ে দিচ্ছো, বুঝে উঠতে পারলাম না! জবাবে উম্মু হাবীবা (রা) বললেন : বরং এটা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর শয্যা। আর আপনি হচ্ছেন নাপাক পৌত্তলিক। আপনি আল্লাহ্‌র রাসূলের শয্যার উপর বসবেন এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। এ কথা শুনে আবূ সুফিয়ান বলে উঠলো : আল্লাহ্‌র কসম! বেটি, আমাকে ছেড়ে এসে তুই খুবই খারাপ হয়ে গেছিস।

তারপর আবূ সুফিয়ান বের হয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে কথা বলে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ নিরুত্তর থাকায় সে আবূ বকরের নিকট গিয়ে তার পক্ষে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে কথা বলার অনুরোধ জানায়। জবাবে হযরত আবূ বকর (রা) বললেন : আমার পক্ষে তা সম্ভবপর হবে না।

তারপর আবূ সুফিয়ান উমর (রা)-এর নিকট এসে এ ব্যাপারে আলাপ করলে, তিনিও বললেন : রাসূলুল্লাহ্‌র দরবারে আমি করবো সুপারিশ তোমাদের পক্ষে? আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি এতটুকু শক্তিও পাই, তা হলে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো!

অগত্যা সে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর নিকট গেল। রাসূল-তনয়া ফাতিমা (রা) তখন আলী (রা)-এর নিকটে বসা ছিলেন এবং তার কাছে ছিলেন তাঁদের শিশুপুত্র হাসান। আবূ সুফিয়ান এভাবে কথা পাড়লো :

> "আলী, তোমাকেই আমি আমার প্রতি সর্বাধিক দরদী
> মনে করি। আমি বিশেষ একটি প্রয়োজনে এসেছিলাম।
> বিফল হয়ে ফিরে যেতে মন চায়না। অতএব তুমি
> আমার পক্ষে রাসূলুল্লাহ্‌র কাছে একটু সুপারিশ কর!"

জবাবে আলী (রা) বললেন : তোমার সর্বনাশ হোক, আবূ সুফিয়ান, আল্লাহ্‌র রাসূল যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সে ব্যাপারে কিছু বলার সাধ্যি আমার নেই। জবাব শুনে আবূ সুফিয়ান ফাতিমা

(রা)-কে লক্ষ্য করে বললো : হে মুহাম্মদ তনয়া! তুমি তোমার এ শিশু-পুত্রটিকে লোকদের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে বলবে কি? ফলে, আজীবন সে আরবের নেতা রূপে গণ্য হবে? জবাবে ফাতিমা (রা) বললেন : ওর এখনো সে বয়স হয়নি যে সে লোকদের বিচার মীমাংসা করতে পারে! তা ছাড়া আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর বিচার মীমাংসা করার সাধ্যিও কারো নেই।

আবূ সুফিয়ান বললো : আবুল হাসান, আমার জন্যে বিষয়গুলো জটিল হয়ে গেল দেখছি! তুমি আমাকে কিছু পরামর্শ দাও দেখি!

জবাবে আলী (রা) বললেন : আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। তুমি হচ্ছো বনূ কিনানার সর্দার। তুমি নিজেই লোকদের মাঝে মীমাংসার ব্যবস্থা করে দেশে চলে যাও!

আবূ সুফিয়ান বললো : তুমি কি মনে কর, এতে কোন কাজ হবে? জবাবে আলী (রা) বললো : না, আল্লাহর শপথ আমি ঠিক তা মনে করি না, কিন্তু এছাড়া তোমাকে বলার মত তো আমি কিছুই পাচ্ছি না!

তারপর আবূ সুফিয়ান মসজিদে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললো : লোকসকল! আমি সকলের সামনে হুদায়বিয়ার সন্ধি নবায়ন করলাম। একথা বলেই সে উটের পিঠে চড়ে তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে চলে যায়।

তারপর সে কুরায়শদের নিকট ফিরে এলে তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলো : কী সংবাদ নিয়ে আসলে? জবাবে আবূ সুফিয়ান বললো : মুহাম্মদের কাছে গিয়ে আমি তার সঙ্গে আলাপ করেছি। কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ! সে আমাকে কোন উত্তরই দিল না! তারপর গেলাম আবূ কুহাফার ছেলের কাছে। কিন্তু তার কাছেও কোন কল্যাণ পেলাম না। তারপর খাত্তাবের পুত্রের নিকট গিয়ে তাকে পেলাম নিকৃষ্টতম শত্রুরূপে। ইব্‌ন হিশাম 'নিকৃষ্টতম শত্রু' স্থলে 'সেরা শত্রু' বলেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : (আবূ সুফিয়ানের বিবরণ) তারপর আমি গেলাম আলীর নিকট। তাকে অবশ্য অন্যদের তুলনায় অনেকটা নমনীয় পেয়েছি। সে আমাকে যে পরামর্শ দিল, আমি তা-ই বাস্তবায়িত করে এসেছি। কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হয়েছে কি না, তা আমি বলতে পারবো না।

তারা বললো : তোমাকে সে কী পরামর্শ দিয়েছিলো? জবাবে আবূ সুফিয়ান বললো : আমাকে সে লোকসমক্ষে সন্ধি চুক্তি নবায়নের ঘোষণা দিতে বলে দিয়েছিল। আমি তাই করে এসেছি।

তারা আবার জিজ্ঞেস করলো : মুহাম্মদ কি তা অনুমোদন করেছে? জবাবে আবূ সুফিয়ান বললো : 'না', তারা বললো : ধ্বংস হোক তোমার! আল্লাহ্‌র শপথ! লোকটি তোমার সঙ্গে তামাশা বৈ কিছু করেনি। তুমি যা বলে এসেছো তাতে কোন কাজই হবে না।

আবূ সুফিয়ান বললো : তা অবশ্যি ঠিক। আল্লাহ্‌র কসম! এ ছাড়া আমার কোন গত্যন্তরও ছিল না।

মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজনকে প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দেন। তাঁকে প্রস্তুত করে দেয়ার জন্যে পরিবারের লোকজনকেও তিনি আদেশ করেন। এ সময় আবূ বকর (রা) তাঁর কন্যা আয়েশা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুদ্ধযাত্রার আসবাবপত্র গুছিয়ে দিচ্ছিলেন। তা লক্ষ্য করে আবূ বকর (রা) বললেন : বেটি! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার যুদ্ধের আসবাবপত্র গুছিয়ে দেয়ার জন্যে তোমাদেরকে আদেশ করেছেন নাকি? জবাবে তিনি বললেন : জ্বী হ্যাঁ আব্বা, আপনিও প্রস্তুত হয়ে যান! তিনি আবার বললেন : তিনি কোথায় যেতে পারেন বলে তোমার ধারণা হয়?

আয়েশা (রা) বললেন : আল্লাহ্র শপথ, তা আমার জানা নেই। তারপর অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেই ঘোষণা দিলেন যে, তিনি মক্কায় যাবেন এবং তাঁদেরকেও তিনি সফরের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি বললো :

اَللّٰهُمَّ خُذِ الْعُيُوْنَ وَالْاَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشٍ حَتّٰى نَبْغَتَهَا فِى بَلَادِهَا

অর্থাৎ—হে আল্লাহ্! চোখসমূহকে গাফিল এবং সংবাদসমূহকে তুমি কুরায়শদের নিকট গোপন রেখো! যাতে করে আমরা তাদের নগরীতে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করতে পারি।

সে মতে লোকজন প্রস্তুতি গ্রহণ করে। হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) লোকদেরকে যুদ্ধ প্রস্তুতির উৎসাহ দিয়ে এবং খুযাআ গোত্রের বিপন্ন লোকজনের কথা উল্লেখ করে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেন :

عنانی ولم اشهد ببطحاء مكة * رجال بنی كعب تحز رقابها

—ব্যাপারটি আমাকে খুবই মর্মাহত করেছে, অথচ আমি তখন মক্কাভূমিতে উপস্থিত ছিলাম না, যখন বনূ কা'বের লোকদের গর্দান কাটা হচ্ছিল—

بايدى رِجَالٍ لم يَسُلُّو اسيوفهم * وَقَتلى كَثير لم تجن ثِيَابَهَا

সেসব লোকদের হাতে, যারা প্রকাশ্যে তাদের তরবারিসমূহকে নিষ্কোষিত করেনি। (বরং রাতের আঁধারে কাপুরুষের মত গোপনে গোপনে হত্যা রাহাজানি ও লুটপাট শুরু করেছিল) আর অনেক নিহতকেই বস্ত্রাচ্ছাদিত করে কাফন-দাফন দেয়া সম্ভবপর হয়ে উঠেনি।

الاَ لَيْتَ شِعْرِى هل تنَالَنَّ نُصرَتِى * سُهَيلَ بن عَمرٍو وَحَرَّهَا وَعِقَابُهَا

হায়, যদি কেউ আমাকে অবগত করতো, সুহায়ল ইব্ন আমরের কাছে আমার ছোট বড় সাহায্যগুলো পৌঁছলো কি না!

وَصَفْوَانَ عَود حَنَّ مِن شُفرِو استه * فَهَذَا اَوانُ الحَربِ شَدَّ عصَابُهَا

আর সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া একটি বৃদ্ধ উটের মত। মৃদু পশ্চাৎ-বায়ুর আওয়ায শুনেও সে ভয়ে কঁকিয়ে উঠে। এটাই যুদ্ধের সময়।

فَلاَ تَأْمَنَنَّا يَا بنَ أُمَّ مَجَالِدٍ * اذ احتُلِبَت صرفًا واعصَل نَابِهَا

হে উম্মু মাজালিদপুত্র (ইকরিমা ইব্‌ন আবূ জাহ্‌ল)! আর তুই আমাদের হাত থেকে কোনক্রমেই নিরাপদ মনে করিস্‌নে। যখন যুদ্ধের স্তন থেকে নির্ভেজাল দুধ বের করে আনা হবে, আর তার চর্বন দন্ত ভোঁতা করে দেয়া হবে।

وَلاَ تَجزَعُوا مِنَّا فَانَّ سُيوفَنَا * لَهَا وَقعَةٌ بِالمَوتِ يَفتَحُ بَابِهَا

আর আমাদের নিকট থেকে ভয়ে পালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করো না। কেননা, আমাদের তরবারিসমূহ এমন কাণ্ড শুরু করে দেবে যে, তাতে মৃত্যুর দ্বার উন্মোচিত হবে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত তাঁর উক্তি "بايدى رجال لم يلوا سيوفهم" এর দ্বারা কুরায়শদেরকে এবং "ابن ام مجالد" বা উম্মু মাজালিদ তার বলতে, ইকরিমা ইব্‌ন আবূ জাহ্‌লকে বুঝিয়েছেন।

হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা'আর পত্র

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র) উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র প্রমুখ আলিমগণের সূত্রে বর্ণনা করেন। তারা বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর, হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা'আ (রা) এ অভিযানের সংবাদ দিয়ে কুরায়শদের নিকট একটি পত্র লিখেন। তারপর তা পুরস্কারের বিনিময়ে কুরায়শদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে এক মহিলার হাত অর্পণ করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফরের ধারণা, এ মহিলাটি ছিল মুযায়না গোত্রের। অন্যদের ধারণায় সে ছিল আবদুল মুত্তালিবের বংশের জনৈক ব্যক্তির 'সারা' নাম্নী দাসী। মহিলাটি পত্রটি তার মাথার চুলের খোপায় গুঁজে রওনা হয়ে পড়ে। এদিকে আসমান থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হাতিবের এ কার্যক্রমের সংবাদ এসে যায়। ফলে, সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব ও যুবায়র ইব্‌ন আওয়ামকে এ আদেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, ঐ মহিলাকে ধরো যার মাধ্যমে হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা'আ আমাদের এ অভিযানের প্রস্তুতির ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে, কুরায়শদের নিকট পত্র পাঠিয়েছেন।

সেমতে, তাঁরা দু'জন খালীকা বনূ আবূ আহমদ[১] নামক স্থানে গিয়ে তাকে ধরে ফেলেন। তাঁরা তাকে উটের উপর থেকে নামিয়ে তার হাওদায় তল্লাসী চালান। কিন্তু তাঁরা তাতে কিছুই খুঁজে পেলেন না। তখন আলী (রা) তাকে লক্ষ্য করে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিথ্যা বলেননি। আমরাও মিথ্যা বলছি না। হয় তুমি চিঠিখানা বের করে দেবে, নতুবা আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে ছাড়ব। আলী (রা)-এর এরূপ কঠোরতা লক্ষ্য করে মহিলাটি বলল : আপনি একটু অন্যদিকে মুখ ফিরান। আলী (রা) অন্যদিকে ফিরিয়ে দাঁড়ালে সে তার চুলের খোঁপা থেকে চিঠিটি বের করে তাঁর হাতে তুলে দিল। তিনি চিঠিটা নিয়ে

---

১. ইয়াকূতের বিবরণ অনুয়ায়ী স্থানটি মদীনা থেকে বার মাইল দূরে অবস্থিত। কেউ কেউ খালায়কা বলেও স্থানটির নাম উল্লেখ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতিব (রা)-কে ডেকে এনে বললেন : কিসে তোমাকে এ কাজে প্ররোচিত করলো, হে হাতিব?

জবাবে হাতিব (রা) বললেন : "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্র শপথ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবশ্যই আমার ঈমান রয়েছে। আমি মোটেও বদলে যাইনি বা আমার মধ্যে কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি। কিন্তু আমি এমন এক ব্যক্তি, যার গোত্রগোষ্ঠী বা আপনজন বলতে কেউ নেই। কিন্তু আমার স্ত্রী-পুত্ররা কুরায়শদের মধ্যে রয়ে গেছে। সেহেতু তাদের প্রতি আমি এ আনুকূল্যটুকু দেখিয়ে তাদের একটু সহানুভূতি অর্জনের চেষ্টা করেছি।

এ কথা শুনে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলে উঠলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাকে অনুমতি দিন, আমি ওর গর্দানটা উড়িয়ে দেই। কারণ, এ লোকটি মুনাফিকী করেছে।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : উমর! তুমি কি জানো যে আল্লাহ্ তা'আলা বদর যুদ্ধের অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে বলে দিয়েছেন যে, তোমরা তোমাদের মনে যা চায়, তা-ই কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তারপর আল্লাহ তা'আলা হাতিব সম্পর্কে নাযিল করেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاۤءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ...... فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ".

অর্থাৎ—"হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছো, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা রাসূলকে এবং তোমাদের বের করে দিয়েছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহ্কে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো, তবে কেন তোমারা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করেছো? তোমরা যা গোপন করো এবং তোমরা যা প্রকাশ কর, তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেউ এটা করে সে তো সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়।

তোমাদের কাবু করতে পারলে তারা হবে তোমাদের শত্রু এবং হাত ও জিহবা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং তারা চাইবে যে তোমরাও কুফরী করো।

তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। তোমরা যা কর তিনি তা দেখেন।

তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল : তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য যদি না তোমরা এক আল্লাহ্র উপর ঈমান আন। তবে ব্যতিক্রম হলো আপন পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তি, "আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট আমি কোন অধিকার রাখি না।"

ইবরাহীম ও তার অনুসারিগণ বলেছিল : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই উপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।'

'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাফিরদের পীড়নের পাত্র করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ক্ষমা কর ; তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

তোমরা যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে। কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ" (৬০ : ১-৬)।

মক্কার পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যাত্রা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব যুহরী আমার কাছে, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মাসউদ সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি কুলসুম ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন খাল্‌ফ গিফারীকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। রমযানের দশ তারিখে তিনি রওনা হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সঙ্গীরা রোযা রাখেন। যখন তাঁরা উসফান ও আমাজের মধ্যবর্তী কুদায়দ নামক স্থানে পৌছেন, তখন তিনি সঙ্গীদেরসহ ইফতার করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর সেখান থেকে রওনা হয়ে তিনি দশ হাজার মুসলমানসহ মার্‌রায যাহ্‌রান নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। তন্মধ্যে সুলায়ম গোত্রের সাত শ', মতান্তরে এক হাজার, আর মুযায়না গোত্রের এক হাজার লোক এবং আনসার ও মুহাজিরদের সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন; তাঁদের একজনও অনুপস্থিত ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মার্‌রায যাহ্‌রানে অবস্থান করছিলেন, কুরায়শরা তখনো তাঁর আগমন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। ঐ রাতেই আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌ব, হাকীম ইব্‌ন হিযাম ও বুদায়ল ইব্‌ন ওরাকা সঙ্গোপনে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বের হয়।

এদিকে আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব মক্কা থেকে বের হয়ে পথে কোন এক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মিলিত হন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আব্বাস (রা) সপরিবারে হিজরত করে জুহফা নামক স্থানে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে মিলিত হন। তিনি হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব নিয়ে এর পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় বসবাস করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর প্রতি প্রসন্নই ছিলেন। ইব্‌ন শিহাব যুহরী এরূপই বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন হারিস ও ইব্‌ন উমাইয়ার ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরাও মক্কা ও মদীনার মধ্যে অবস্থিত 'বানীকুল-ইকাব' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সংগে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। উম্মু

সালামা (রা) তাঁদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে কথা বলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার চাচাতো ভাই এবং ফুফাতো ভাই ও জামাতা এসেছেন। জবাবে তিনি বললেন : ওদের দিয়ে আমার কোনই কাজ নেই। চাচাতো ভাইটি তো আমার অমর্যাদা করেছে। আর ফুফাতো ভাই ও জামাই মক্কায় আমাকে অনেক কটু কথা বলেছে।

আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিসের সঙ্গে তাঁর একটি শিশুপুত্রও ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জবাব শুনে তিনি বলে উঠলেন : আল্লাহ্‌র শপথ, হয় তিনি আমাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেবেন, না হয় এ ছেলেটির হাত ধরে আমি যে দিকে চোখ যায় চলে যাবো এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাৎরাতে কাৎরাতে প্রাণ বিসর্জন দেবো।

তাঁর এ মনোভাবের কথা অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মনে ভাবান্তর উপস্থিত হলো। তাঁর হৃদয়ে তাদের প্রতি করুণার উদ্রেক হলো। তিনি তাদেরকে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন। তখন তারা তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো।

ইব্‌ন হারিসের কৈফিয়তমূলক কবিতা

ইসলাম গ্রহণকালে কবিতার মাধ্যমে নিজের পূর্বের কটু বাক্যের জন্যের কৈফিয়ত পেশ করে তিনি নিম্নরূপ বক্তব্য প্রকাশ করেন :

আপনার জীবনের শপথ,
যখন আমি কুফরের ঝাণ্ডা হাতে চেষ্টিত ছিলাম
লাত মানাতের ঘোড়-সওয়ারদেরকে মুহাম্মদের ঘোড়সওয়ারদের
মুকাবিলায় জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে,
তখন নিঃসন্দেহে আমি ছিলাম ঐ ব্যক্তির তুল্য,
যে ঘুঁটঘুটে অন্ধকার রাতে—
চারদিকে হাত পা মারছিল।
এখন সে সময়টি এসেছে,
যখন আমাকে হাতে ধরে সঠিক পথে চালিত করা হচ্ছে।
আর আমি এখন সঠিক পথের পথিক।
একজন দিশারী আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন,
আমার প্রবৃত্তি নয়।
তিনি আমাকে উঠিয়ে দিয়েছেন হিদায়েতের রাজপথে,
যার বিরুদ্ধে এতকাল আমি লড়ে এসেছি,
তিনি আমাকে যুক্ত করে দিয়েছেন আল্লাহ্‌র সাথে,
যার বিরুদ্ধে আমি প্রাণপণে লড়ে—
দিন দিন তাঁকে দূরে—
আরো দূরে সরিয়ে দিয়েছি।

আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম এবং তাঁর থেকে দূরে থাকতাম। অথচ মুহাম্মদের সংগে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তবে আমি এ সম্পর্ক প্রকাশ করতাম না।

তাঁর কথা আর কি বলব! তিনি তো এমন ব্যক্তি, যিনি নিজের ইচ্ছামত কিছুই বলেন না, যদি এরূপ করতেন, তাহলে শুধু তাঁর নিন্দাই করা হতো না, বরং তাঁকে মিথ্যাবাদী বলা হতো।

আমি এখন তাঁকে খুশি করতে চাই এবং প্রতিটি ব্যাপার আমার সম্প্রদায়ের সাথে আর সম্পৃক্ত থাকতে চাই না; যতক্ষণ না আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া হয়।

সাকীফ গোত্রকে বলে দাও যে, এখন আমি তাদের সাথী হয়ে যুদ্ধ করতে চাই না। তাদের আরো বলে দাও, তারা যেন এখন আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ধমক দেয়।

আমি সেই সেনাদলে ছিলাম না, যারা আমাদেরকে পাঁকড়াও করেছিল এবং ঐ সেনাদলকে আমি মুখ বা হাতের ইশারায় ডাকিনি।

এরা সেই গোত্র—যারা বহুদূর থেকে এসেছিল, এদের টেনে আনা হয়েছিল, এরা 'সুহাম ও সুরুদ'[১] নামক স্থান থেকে এসেছিল।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মার্‌রায যাহ্‌রানে অবতরণ করলেন, আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব বলেন : তখন আমি মনে মনে বললাম, হায়, ধ্বংস কুরায়শদের! তারা এসে নিরাপত্তার আবেদন জানানোর আগেই যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলপূর্বক মক্কায় ঢুকেই পড়েন, তা হলে কুরায়শরা চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বলেন : তারপর আমি রাসূলের সাদা রঙের খচ্চরে চড়ে বসি। তারপরে আমি বেরিয়ে পড়ি এবং আরাক নামক স্থানে এসে পৌঁছি। তখন আমি মনে মনে বলছিলাম : হায়, আমি যদি কোন কাঠুরিয়া, গোয়ালা কিংবা অন্য কাউকে পেতাম, যে মক্কায় গিয়ে কুরায়শদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থান সম্পর্কে সংবাদ দেবে; যাতে করে অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হবার আগেই তারা তাঁর কাছে নিরাপত্তার আবেদন জানাবে, তা হলে কতই না উত্তম হতো!

আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলের খচ্চরের পিঠে চড়ে আমি চলছি, আর যে উদ্দেশ্যে আমি বের হয়েছিলাম তার অনুসন্ধান করছি, এমন সময় আমি আবূ সুফিয়ান এবং বুদায়ল ইব্‌ন ওরকার কথোপকথন শুনতে পেলাম। তখন তারা দু'জনে বাদানুবাদ করছিল। আবূ সুফিয়ান বলছিল : আমি এ রাতের মত এত আগুন এত অধিক সংখ্যক লোক-লশকর তো আর কখনো দেখিনি!

আব্বাস বলেন, এর জবাবে বুদায়ল বলছিল : আল্লাহ্‌র কসম! এরা খুযাআ গোত্রের লোক, নিশ্চয়ই এরা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করেছে।

আব্বাস (রা) বলেন : জবাবে আবূ সুফিয়ান বলছিল, এ আগুন ও লোক-লশকর বনূ খুযাআর হতেই পারে না। তাদের সংখ্যা ও শক্তি এর চাইতে অনেক কম।

---

১. সুহাম ও সুরুদ—ইয়ামানে অবস্থিত দু'টি স্থানের নাম।

আব্বাস ইব্ন আবদুল (রা) মুত্তালিব বলেন : আবূ সুফিয়ানের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে আমি বলে উঠলাম : 'হে আবূ হান্যালা' সেও তখন আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পারলো। সে বললো আবুল ফযল নাকি? আব্বাস বলেন : তখন আমি বললাম : 'হ্যাঁ।'

সে বললো : 'আমার বাবা-মা তোমার জন্যে কুরবান! তুমি যে এখানে, ব্যাপার কী? আমি বললাম : ধ্বংস হও, হে আবূ সুফিয়ান! ঐ চেয়ে দেখ, আল্লাহ্র রাসূলকে লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ্র শপথ! কুরায়শদের ধ্বংস অনিবার্য।

আবূ সুফিয়ান বলল : তা হলে এখন উপায়? আমার বাপ-মা তোমার জন্যে কুরবান হোন! আব্বাস বলেন : আমি তখন বললাম, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ যদি তোমাকে নাগালে পান, তা হলে তরবারি দ্বারা তোমার গর্দান উড়িয়েই তবে ছাড়বেন। তুমি বরং এ খচ্চরের পিঠে চড়ে বসো। আমি তোমাকে আল্লাহ্র রাসূলের নিকট নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে তোমার জন্যে নিরাপত্তার আবেদন জানাই।

আব্বাস (রা) বলেন : সে মতে সে আমার পিছনে খচ্চরের উপর চড়ে বসে। তার সঙ্গীদ্বয় ফিরে চলে যায়। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলাম। যখনই আমি মুসলমানদের কোন আগুনের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তখনই মুসলমানরা পরস্পর বলাবলি করছিল : ইনি কে? যখন তাঁরা আমাকে খচ্চরের পিঠে উপবিষ্ঠ দেখতে পেতো, তখন বলে উঠতো, ওহ্, উনি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা, তাঁরা খচ্চরে সওয়ার হয়ে যাচ্ছেন। এভাবে আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর আগুনের পাশে দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তিনি বলে উঠলেন : এ লোকটি কে? বলে তিনি দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। তারপর যখন তিনি বাহনের পিছনে আবূ সুফিয়ানকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি লাফিয়ে উঠলেন এবং বললেন : এতো আল্লাহ্র দুশমন আবূ সুফিয়ান দেখছি! "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি কোন প্রকার সন্ধিচুক্তি ছাড়াই তাকে আমাদের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছেন।" তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ছুটলেন। আর আমি চাবুক কষে খচ্চরকে উত্তেজিত করে তাঁর আগেই পৌঁছে গেলাম, ঠিক যেমনটি ধীরগতি সম্পন্ন কোন মানুষের আগেই দ্রুতগতির সওয়ারী গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়।

আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) আরো বলেন : তারপর আমি খচ্চর থেকে নেমে রাসূলুল্লাহ্র কাছে উপস্থিত হলাম। সাথে সাথে উমর (রা)ও সেখানে প্রবেশ করলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এই যে আবূ সুফিয়ান, কোন প্রকার সন্ধিচুক্তি ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলা একে আমাদের নাগালের মধ্যে দিয়েছেন। অনুমতি হলে আমি এর গর্দানটা উড়িয়ে দেই।

আব্বাস (রা) বলেন : আমি তখন বলে উঠলাম : "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কিন্তু একে আশ্রয় দিয়েছি।" তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একান্ত পাশ ঘেঁষে বসে তাঁর মাথায় হাত দিয়ে বললাম : আল্লাহ্র কসম, আজকের রাত আমি ছাড়া আর কেউই তার সাথে একান্তে

মিলিত হয়নি বা কানাঘুঁষা করেনি। তারপর আবূ সুফিয়ানের ব্যাপারে উমর যখন অনেক কিছু বলে ফেললেন, তখন আমি বললাম : থামো হে উমর, আল্লাহ্‌র শপথ, এ ব্যক্তি যদি আদী ইব্‌ন কা'আব গোত্রের লোক হতো, তাহলে তুমি এতসব বলতে না! কিন্তু তুমি জানো যে, এ আব্‌দে মানাফ গোত্রের লোক, তাই তোমার এত বাড়াবাড়ি! উত্তরে উমর বললেন : থামো, হে আব্বাস! আল্লাহ্‌র কসম, যেদিন তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছিলে, সেদিন তোমার ইসলাম গ্রহণ আমার নিকট (আমার পিতা) খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ছিল। যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করতেন—করেন আমি জানি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তোমার ইসলাম গ্রহণ, খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা সেদিন প্রিয়তর হতো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক আবূ সুফিয়ানের আশ্রয়দান ও তাঁর ইসলাম গ্রহণ

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আব্বাস, একে আপনি আপনার তাঁবুতে নিয়ে যান। আগামী দিন সকালে একে আমার কাছে নিয়ে আসবেন!

আব্বাস (রা) বলেন : তারপর আমি তাকে আমার তাঁবুতে নিয়ে গেলাম। আমার কাছেই সে রাত্রিযাপন করলো। পরদিন প্রত্যুষে আমি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলাম। আবূ সুফিয়ানকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : ধ্বংস হও, হে আবূ সুফিয়ান! এখনো কি তোমার বোঝার সময় হয়নি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, সে বলল, আপনার প্রতি আমার মা-বাবা কুরবান হোন! আপনি কতনা ধৈর্যশীল, মহানুভব ও আত্মীয় বৎসল! আল্লাহ্‌র কসম, আমার এ প্রত্যয় জন্মেছে যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে সত্যিই যদি অপর কোন উপাস্য থাকতেনই, তা হলে এ অবস্থায় তিনি আমার কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই করতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবার বললেন : আবূ সুফিয়ান, এখনো কি তোমার এ কথাটি বুঝবার সময় হলো না যে, আমি আল্লাহ্‌র সত্য রাসূল?

জবাবে আবূ সুফিয়ান বললেন : আমার বাপ-মা আপনার জন্যে কুরবান হোন! আপনি কতই না ধৈর্যশীল, মহানুভব ও আত্মীয় বৎসল! আল্লাহ্‌র কসম, এ ব্যাপারে অবশ্য এখনো আমার মনে কিছুটা খটকা রয়ে গেছে।

একথা শুনে আব্বাস (রা) বলে উঠলেন : দূর! তুমি এক্ষুণি ইসলাম গ্রহণ কর তো! তোমার গর্দানটা উড়িয়ে দেয়ার আগেই তুমি এমর্মে সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল!

আব্বাস (রা) বলেন : তখন আবূ সুফিয়ান সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে ইসলাম গ্রহণ করে।

আব্বাস (রা) বলেন : তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আবূ সুফিয়ান গৌরবপ্রিয় লোক, তাই আপনি তার জন্যে কোন বিশেষ ব্যবস্থা করুন! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ!

যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দ্বার রুদ্ধ রাখবে সে নিরপদ !!

এবং যে ব্যক্তি মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, সেও নিরাপদ !!!

তারপর যখন আবূ সুফিয়ান চলে যাওয়ার জন্য রওনা হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আব্বাস, গিরিপর্বতের নিকট উপত্যকার সঙ্কীর্ণ স্থানে একে একটু থামাবেন যাতে করে আল্লাহ্র সৈনিকরা সে পথে অতিক্রমকালে সে তাদেরকে এক নযর দেখতে পায়।

আব্বাস (রা) বলেন : তারপর আমি বেরিয়ে পড়ি এবং রাসূলুল্লাহ্র আদেশ অনুসারে উপত্যকার সঙ্কীর্ণ স্থানে তাকে একটু থামাই।

আবূ সুফিয়ানের সামনে সৈন্যদের মহড়া

আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব বলেন : তারপর এক একটি করে গোত্র আপন আপন পতাকা হস্তে পথ অতিক্রম করতে থাকে। যখনই কোন একটি গোত্র অতিক্রম করছিল, তখনই আবূ সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করছিল : এরা কারা আব্বাস ? আর জবাবে আমি বলছিলাম : এঁরা হচ্ছে সুলায়ম গোত্র! তখন সে বলছিল : সুলায়মের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক! তারপর আরেকটি গোত্র অতিক্রম করলে সে আবার জিজ্ঞাসা করলো : আব্বাস! এরা কারা ? আমি বললাম : এরা হচ্ছে মুযায়না গোত্র। সে বলে উঠে : মুযায়না দিয়ে আমার কী কাজ ? এভাবে একে একে সবক'টি গোত্র অতিক্রম করছিল, তখনই সে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল যে, এদের কী পরিচয়? আর আমার থেকে তাদের পরিচয় পেয়ে সে বলছিল : এদের সাথে আমার কী সম্পর্ক? অবশেষে সবুজ বাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) অতিক্রম করলেন। ইব্ন হিশাম বলেন : তাঁদের দেহস্থিত বিপুল লৌহবর্ম এবং রমরমা ভাবের জন্যে তাঁদেরকে 'সবুজ বাহিনী' বলে অভিহিত করা হয়।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এ বাহিনীতে মুহাজির এবং আনসার সাহাবিগণ ছিলেন। তাঁদের সকলেই লৌহবর্ম পরিহিত ছিলেন। তা লক্ষ্য করে আবূ সুফিয়ান বলে উঠলেন : সুব্হানাল্লাহ্! এরা কারা হে আব্বাস? তিনি বলেন : আমি তখন বললাম : মুহাজির ও আনসার পরিবেষ্টিত আল্লাহ্র রাসূল! আবূ সুফিয়ান বললেন : আল্লাহ্র কসম! আজ এমন কোন শক্তি নেই যারা এদের মুকাবিলা করতে পারে! তোমার ভাতিজার রাজত্ব তো দেখছি বিশাল আকার ধারণ করেছে, হে আব্বাস! আমি বললাম : এ হচ্ছে নবূওয়াতের শান, হে আবূ সুফিয়ান। এটা রাজত্বের বহিঃপ্রকাশ নয়। সে বললো : হ্যাঁ, তুমি যথার্থই বলেছো।

আবূ সুফিয়ানের প্রত্যাবর্তন

আব্বাস (রা) বলেন : তখন আমি বললাম, এবার তুমি জলদি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে চলে যাও। আবূ সুফিয়ান সে মতে তার সম্প্রদায়ের লোকজনের নিকট উপস্থিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলো :

"হে কুরায়শকুল! এই যে মুহাম্মদ তোমাদের মাথার উপর এসে পড়েছেন। তাঁর মুকাবিলা করার শক্তি তোমাদের নেই। সুতরাং যে আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ!"

তার একথা শুনে উতবা তনয়া হিন্দা উঠে দাঁড়াল এবং তার কাছে এসে তার গোঁফ ধরে বললো : اقتلوا الحميت الدسم الاحمس। এ মশকের মত মোটা চর্বিদার ভুঁড়িওয়ালা অপদার্থকে

তোমরা মেরে ফেল! বড় মন্দ নেতা সে। আবূ সুফিয়ান বললো : সর্বনাশ হোক্ তোমাদের! এর কথায় তোমরা বিভ্রান্তি হয়ো না! তোমাদের মধ্যে এমন এক মহাশক্তির আগমন ঘটেছে, যার মুকাবিলা করার সাধ্য তোমাদের নেই। যে কেউ আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ!

লোকেরা বলে উঠলো : "আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুন! তোমার ঘর আমাদের কী কাজে আসবে? আর ক'জন লোকেরই বা তোমার ঘরে সংকুলান হবে ?"

তখন আবূ সুফিয়ান বললো :

"যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকবে, সেও নিরাপদ!

আর যে ব্যক্তি মসজিদে (হারাম) প্রবেশ করবে, সেও নিরাপদ !!"

এ ঘোষণা শুনে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে আপন আপন ঘর ও মসজিদের দিকে ছুটে যায়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যী-তোয়ায়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর আমার নিকট বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যী-তোয়ায় পৌঁছে বাহনের উপর বসা অবস্থায়ই থেমে যান। তখন তাঁর পাগড়ীটি শ্যামলা ছিল না, ববং তা' ছিল লোহিত বর্ণের ইয়ামনী চাদরের। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জয়যুক্ত করায় আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত হয়ে তিনি মাথা এতই ঝুঁকিয়ে বসেন যে, তাঁর দাড়ি মুবারক একেবারে হাওদার সঙ্গে ঠেকে যায়।

আবূ কুহাফার ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি তাঁর আম্মাজান আস্‌মা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন যী-তোয়ায় অবস্থান করেন, তখন আবূ কুহাফা তাঁর এক কন্যাকে বললেন : বেটি, আমাকে আবূ কুবায়স পাহাড়ে[১] নিয়ে চল! আসমা বলেন : তাঁর দৃষ্টিশক্তি তখন লোপ পেয়ে গিয়েছিল। যা হোক, তার সে কন্যাটি তাঁকে নিয়ে পাহাড়ে আরোহণ করে। তখন আবূ কুহাফা বলেন : বেটি, তুমি কী দেখতে পাচ্ছো?

জবাবে মেয়েটি বললো : আমি এক বিশাল জনতা দেখতে পাচ্ছি। আবূ কুহাফা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন : তারা কি অশ্বারোহী? জবাবে মেয়েটি বললো : আমি এক ব্যক্তিকে সে বাহিনীর সামনে পিছনে ছুটাছুটি করতে দেখতে পাচ্ছি। আবূ কুহাফা বললেন : আসলে ঐ ব্যক্তিটি বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং তাদের সামনে থাকছে।

তারপর মেয়েটি বললো : আল্লাহ্‌র কসম! এবার জনতা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে দেখতে পাচ্ছি। রাবী আসমা (রা) বলেন; আবূ কুহাফা বললেন : তা হলে আরোহীদেরকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে বাড়ি নিয়ে চল! সে মতে মেয়েটি তাঁকে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসে। কিন্তু বাড়িতে পৌঁছবার আগেই তিনি অশ্বারোহীদের সামনে পড়ে যান।

---

১. কা'বা শরীফ সংলগ্ন পাহাড়—আজকাল এখানে সৌদী বাদশাহর একটি মহল রয়েছে।

আসমা বলেন : মেয়েটির গলায় একটি সোনার হার ছিল। একজন তার গলা থেকে তা কেড়ে নিয়ে নেয়। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় ঢুকেন এবং মসজিদে প্রবেশ করেন, তখন আবূ বকর (রা) তাঁর পিতাকে নিয়ে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে দেখে বলে উঠলেন : মুরব্বীকে ঘরেই রেখে আসতে, আমি নিজে গিয়ে তাঁকে দেখে আসতাম!

জবাবে আবূ বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আপনি তাঁর নিকট যাওয়ার চাইতে তাঁর আপনার কাছে আসাটাই অধিকতর সঠিক হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে তাঁর নিজের সামনে বসালেন। তারপর তাঁর পবিত্র হাত বৃদ্ধের বুকে মুছে দিয়ে বললেন : 'আপনি মুসলমান হয়ে যান!' তখন আবূ কুহাফা আর কালবিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) বলেন : তারপর আবূ বকর (রা) তাঁকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন। তাঁর মস্তক তখন শ্বেত-শুভ্র দেখাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তাঁর চুল রাঙিয়ে দাও! তারপর আবূ বকর দাঁড়িয়ে তাঁর বোনের হাত ধরে বললেন : দোহাই আল্লাহ্‌র! দোহাই ইসলামের!! আমি আমার বোনের হারটি ফেরত চাই। কিন্তু কারো থেকে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। তখন আবূ বকর (রা) বলে উঠলেন : হে আমার বোন! সাওয়াবের আশায় তোমার হারটি (আল্লাহ্‌র কাছে) জমা আছে বলে মনে করো। কারণ লোকদের মধ্যে আজকাল আর সে আমানতদারী নেই!'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলিম বাহিনীর মক্কা প্রবেশ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নাজীহ্ আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর লোক-লশকরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে যী-তোয়া থেকে মক্কায় প্রবেশের আদেশ দেন। যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)-কে তিনি কুদার দিক থেকে প্রবেশের আদেশ দেন। যুবায়র (রা) বাহিনীর বাম অংশের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। সা'দ ইব্‌ন উবাদাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছু লোক নিয়ে কাদার দিক থেকে প্রবেশের নির্দেশ দেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কোন কোন আলিম বলেন যে, সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) মক্কা প্রবেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে বললো :

اَلْيَوْمَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ اَلْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْحُرْمَةُ

"আজকের দিন সংঘাতের দিন! আজ বায়তুল্লাহ্‌র হুরমতকে হালাল বিবেচনার দিন!!"

জনৈক মুহাজির তাঁর এ কথাটি শুনে ফেলেন। ইব্‌ন হিশামের মতে, তিনি ছিলেন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! সা'দ ইব্‌ন উবাদা কী বলছে শুনুন! কুরায়শদের উপর সে যে হামলা করবে না, এ ব্যাপারে আমরা তার উপর ভরসা করতে পারছি না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিবকে লক্ষ্য করে বললেন : ওর কাছে যাও এবং তার নিকট থেকে পতাকা নিজ হাতে নিয়ে তা নিয়ে তুমিই বরং নগরে প্রবেশ কর!

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নাজীহ্ তাঁর বর্ণনায় আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদেশে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) কিছু লোক নিয়ে মক্কার নিম্নাঞ্চলবর্তী লায়ত দিয়ে প্রবেশ করেন। তিনি ছিলেন ডান দিকের বাহিনীর অধিনায়ক। তাঁর সে বাহিনীতে আসলাম, সুলায়ম, গিফার, মুযায়না, জুহায়না এবং আরবের আরো বেশ ক'টি গোত্রের লোকজন ছিলেন।

অপরদিকে আবূ উবায়দা ইব্‌ন জার্‌রা (রা) মুসলমানদের এক সারি লোক নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে দিয়ে মক্কায় উপস্থিত হন। আর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) আযাখিরের দিক থেকে মক্কার উচ্চ এলাকায় প্রবেশ করে সেখানেই তাঁবু স্থাপন করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নাজীহ্ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া, ইক্‌রিমা ইব্‌ন আবূ জাহ্‌ল ও সুহায়ল ইব্‌ন আমর যুদ্ধের উদ্দেশ্যে খানদামা নামক স্থানে কিছু সৈন্য সমাবেশ করেন। অপর দিকে বনূ বকর গোত্রে হিসাম ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন খালিদ, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কা প্রবেশের আগে তার অস্ত্রে শান দিতে শুরু করে। তা দেখে তার স্ত্রী তাকে লক্ষ্য করে বলে : এসব প্রস্তুত করা হচ্ছে কেন? জবাবে সে বলে : মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের জন্যে। তার স্ত্রী তাকে বলে : আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের মুকাবিলায় তোমরা কিছুই করতে পারবে বলে তো আমার মনে হয় না। জবাবে হিমাস ইব্‌ন কায়স বলে : আমি তো আশা করছি, তাদের কেউ একজনকে তোমার খিদমতে নিয়োজিত করতে পারবো। তারপর সে কবিতায় বললো :

ان يقبلوا اليوم فمالى علة * هذا سلاح كامل والة

وذو غرارين سريع السلة

অর্থাৎ —আজ যদি তারা যুঝিতে আসে কেউ আমার সনে
পূর্ণ অস্ত্রে সজ্জিত আছি ফুল্ল মনে
আছে বর্শা আছে তার সাথে দীর্ঘফলা
আছে তার সাথে তেগ যে দুধারী (কাটিব গলা)।

তারপর সে খানদামায় গিয়ে সাফ্‌ওয়ান, সুহায়ল ও ইকরিমার সঙ্গে মিলিত হয়। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের কয়েকজন সাথীর সঙ্গে তাদের দেখা হয় এবং দু'পক্ষে সামান্য সংঘর্ষও হয়। এতে বনূ মুহারিব ইব্‌ন ফিহ্‌র গোত্রের কুর্‌য ইব্‌ন জাবির ও বনূ মুনকিযের মিত্র খুনায়স ইব্‌ন খালিদ রবী'আ ইব্‌ন আসরাম শহীদ হন। এঁরা দু'জনই ছিলেন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের বাহিনীভুক্ত। খালিদের অবলম্বিত পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে চলায় তাঁদের এ বিপর্যয় ঘটে। তাঁরা উভয়ে একত্রে নিহত হন। কুরযের নিহত হওয়ার একটু আগে খুনায়স নিহত হয়েছিলেন। কুরয ইব্‌ন জাবির তাঁর পদদ্বয়ের দ্বারা খুনায়সকে আগলে রেখে তাঁকে রক্ষার জন্যে লড়াই করতে করতে নিজেও শাহাদত বরণ করেন। তখন তিনি যে গাথাটি বলছিলেন তা ছিল এরূপ :

قد علمت صفراء من بنى فهر * نقية الوجه نقيه الصدر

لاضربن اليوم عن ابى صخر

অর্থাৎ—বনূ ফিহরের হলুদ বর্ণের, শুভ্র চেহারার
ও নির্মল অন্তরের লোকগুলোর জানা হয়ে গেছে,
আবূ সাখ্‌রের প্রতিরক্ষার জন্যে
কী দারুণ লড়াই না লড়েছি আমি!

ইব্‌ন হিশাম বলেন : খুনায়স-ই আবূ সাখর কুনিয়াতে মশহুর ছিলেন। তিনি ছিলেন খুযাআ গোত্রের লোক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নাজীহ্ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর আমার নিকট আরো বর্ণনা করেন যে, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের বাহিনীর লোক জুহায়না গোত্রের সালামা ইব্‌ন মায়লাও শহীদ হন। পক্ষান্তরে মুশরিকদের পক্ষে বার তেরজন নিহত হওয়ার পর তারা পরাজিত হয়। হিমাশও পরাজয় বরণ করে ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে স্ত্রীকে বলে : দরজাটা বন্ধ করে দাও! তখন স্ত্রী বলে উঠলো : তুমি যা বলেছিলে তার কী হলো গো? তখন সে কবিতায় বলে :

انك لو شهدت يوم الخندمة * اذ فرصفوان وفر عكرمة
وابو يزيد قائم كالمؤتمه * واسقعبلتهم بالسيوف المسلمة

ওহে! যদি তুমি থাকতে যুদ্ধকালে খানদামায়,
তবে দেখতে কেমনে পালায় সাফ্‌ওয়ান এবং ইকরিমায়
বাপের বেটা আবূ ইয়াযীদ[১] দাঁড়িয়ে রয় স্তম্ভ সম
তরবারি নিয়ে লড়ছিল সে সামনে তার টেকা দায়!

ويقطعن كل ساعد وجمجمه * ضربا فلا يسمع الا غمغمه

তলোয়ারেতে কব্জি কাটে, যায় যে উড়ে মাথার খুলি,
চতুর্দিকে 'হাম্‌হাম, সুর উড়ছে কেবল মাঠের ধূলি।

لهم نهيت خلفنا وهمهمه * لم تنطقى فى اللوم ادنى كلمه

হুঙ্কারেতে কাঁপছে ধরা, আর যে কিছুই যায় না শোনা
ওসব যদি দেখতে তুমি, খোঁটা দিতে যেতে ভুলি।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : পংক্তিগুলো মূলত রাযীশ হুযালীর বলে বর্ণিত।

মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমানদের সাঙ্কেতিক চিহ্নসমূহ

মক্কা বিজয়, হুনায়ন ও তায়েফের যুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্কেতবাণী ছিল নিম্নরূপ :
মুহাজিরদের সঙ্কেত : يا بنى عبد الرحمن —হে আবদুর রহমানের গোত্র!
খাযরাজীদের সঙ্কেত : يا بنى عبد الله — হে আবদুল্লাহ্‌র গোত্র!
আওস গোত্রীয়দের সঙ্কেত : يا بنى عُبيد الله — হে উবায়দুল্লাহ্‌র গোত্র!

১ সুহায়ল ইব্‌ন আমর।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মক্কা প্রবেশের আদেশদানকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মুসলিম সেনাপতিদের নিকট থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে লড়তে আসা লোকদের ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে না। তবে তিনি নাম উল্লেখ করে বিশেষ কিছু লোককে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন, এমন কি যদি তাদেরকে কা'বার গিলাফের নীচেও পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে আমর ইব্‌ন লুআই গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ছিল অন্যতম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে হত্যার আদেশ এ জন্য দিয়েছিলেন যে, বাহ্যতঃ সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদেশক্রমে সে ওয়াহী লিপিবদ্ধ করতো। কিন্তু পরে মুরতাদ হয়ে পৌত্তলিকতা অবলম্বন করে কুরায়শদের কাছে ফিরে যায়। মক্কা বিজয়ের দিন সে উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফানের নিকট গিয়ে আশ্রয় নেয়। সে ছিল উসমান (রা)-এর দুধভাই। উসমান (রা) তাকে লুকিয়ে রাখেন। পরে মক্কা বিজয় শেষে পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে গেলে মুসলমানগণ এবং মক্কাবাসীরা যখন পুরোপুরি উত্তেজনা মুক্ত, তখন তিনি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং তার জন্যে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দীর্ঘক্ষণ নীরব থেকে তারপর বললেন : 'আচ্ছা, ঠিক আছে।' তারপর উসমান (রা) চলে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : আমি তো এজন্যে নীরব ছিলাম যাতে তোমাদের কেউ একজন উঠে গিয়ে ওর গর্দানটা উড়িয়ে দেয়!

একথা শুনে জনৈক আনসার সাহাবী বলে উঠলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি যদি আমাকে একটু ইশারা করতেন! জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : ইশারায় কাউকে হত্যা করা নবীর জন্যে শোভা পায় না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : পরে লোকটি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তাঁকে গভর্নরও নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)ও তাঁর খিলাফতকালে তাঁকে গভর্নর করেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ তামীম ইব্‌ন গালিব এর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাতলকেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। সে মুসলমান ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে একজন আনসার সাহাবীকে সাথে দিয়ে যাকাত উশুল করার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। একজন মুসলিম গোলামও সেবক হিসাবে তার সাথে ছিল। পথে একটি মঞ্জিলে সে অবতরণ করে এবং একটি ভেড়া যবাই করে তার জন্যে খাদ্য প্রস্তুত করার জন্যে গোলামকে নির্দেশ দেয়। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে জেগে যখন সে দেখতে পেল যে, গোলামটি খাদ্য প্রস্তুত করেনি, তখন সে তার উপর হামলা করে তাকে হত্যা করে এবং নিজে মুরতাদ হয়ে পৌত্তলিক জীবনে ফিরে যায়।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাতলের দু'টি দাসী গায়িকা ছিল। একজন ছিল ফারতনা এবং অপরজন ছিল তারই আরেক সঙ্গিনী। এরা দু'জনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুৎসামূলক গান গেয়ে বেড়াতো। তিনি তার সঙ্গে তার এ দু'টি দাসীকেও হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হুয়ায়রিস ইব্ন নাকীয ইব্ন ওহাব ইব্ন আব্দ ইব্ন কুসাঈও এ তালিকার অন্যতম ব্যক্তি। এ লোকটিও মক্কায় নানাভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জ্বালাতন করতো।

ইব্ন হিশাম বলেন : আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব রাসূল দুহিতা ফাতিমা ও উম্মু কুলসুমকে মক্কা থেকে মদীনায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে ইব্ন নাকীয তাঁদেরকে বিব্রত করেছিল এবং তীর নিক্ষেপ করে তাঁদেরকে ভূপাতিত করেছিল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এ তালিকায় মিকয়াস ইব্ন হুবাবাও ছিল। ইতোপূর্বে সে একজন আনসারীকে হত্যা করে পৌত্তলিক হয়ে কুরায়শদের কাছে ফিরে গিয়েছিল। ঐ আনসারীটি ভুলক্রমে মিকয়াসের ভাইকে হত্যা করে ফেলেছিলেন। ঐ আনসারীকে হত্যার বদলেই তাকে হত্যার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আরেকজন ছিল মুত্তালিব বংশের কোন এক ব্যক্তির সারা নাম্নী এক দাসী। ইকরিমা ইব্ন আবূ জাহ্লও এ তালিকার অন্যতম একজন ছিল। মক্কায় যারা নবী করীম (সা)-কে ক্লেশ দিত 'সারা' ছিল তাদের একজন। ইকরিমা ইয়ামানে পালিয়ে যায়। তার স্ত্রী উম্মু হাকিম বিন্ত হারিস ইব্ন হিশাম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিরাপত্তার আবেদন জানান, তাঁর আবেদন মঞ্জুর হলে স্বামীর খোঁজে তিনি ইয়ামানে যান, অবশেষে তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে নিয়ে আসলে ইকরিমাও ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাত্তালকে সাঈদ ইব্ন হুরায়স মাখযূমী ও আবূ বুরযা আসলামী দু'জনে মিলে হত্যা করেন। মিকয়াস ইব্ন হুবাবাকে হত্যা করে তারই স্বগোত্রীয় নুমায়লা ইব্ন আবদুল্লাহ্। মিকয়াস ইব্ন হুবাবার হত্যা প্রসঙ্গে তার বোন কবিতায় বলে :

لعمرى لقد اخزى نميلة رهطه * وفجع اضياف الشتاء بمقيس

فلله عينا من رأى مثل مقيس * اذ النفساء اصبحت لم تخرس

অর্থাৎ—আমার জীবনের শপথ,
নুমায়লা তার স্বগোত্রকে কলঙ্কিত করলো।
মিকয়াসকে হত্যা করে শীতকালের অতিথিদেরকে সে—
বিরাট কায় ক্লেশে ফেলে দিল।
আল্লাহ্র ওয়াস্তে বল দেখি,
সে চোখ আজ কোথায়,
যে মিকয়াসের মত দানশীল মহানুভব ব্যক্তিকে দেখবে,
যখন পোয়াতীদেরকেও পথ্যাদি সরবরাহ করা হয় না ?

আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাতলের দাসীদ্বয়ের একজন নিহত হয় এবং অপর জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে তার জন্যে নিরাপত্তার আবেদন জানানো হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা মঞ্জুর করেন। সারার জন্যে নিরাপত্তা প্রার্থনা করা হলেও তাকেও তিনি নিরাপত্তা দিয়ে দেন। ফলে, সে রক্ষা পেয়ে যায়। অবশেষে উমর (রা)-এর শাসনামলে জনৈক অশ্বারোহীর ঘোড়ার খুরের নীচে পিষ্ট হয়ে সে মারা পড়ে। হুয়ায়রিস ইব্ন নাকীযকে আলী (রা) হত্যা করেন।

উম্মু হানীর দুই আশ্রিত দেবর

ইব্ন ইসহাক বলেন : সাঈদ ইব্ন আবূ হিন্দ আমার নিকট আকীল ইব্ন আবূ তালিবের গোলাম আবূ মুর্‌রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ তালিবের কন্যা উম্মু হানী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কার উচ্চ এলাকায় অবতরণ করেন, তখন আমার দেবর সম্পর্কীয় বনূ মাখযূমের দুই ব্যক্তি পালিয়ে আমার নিকট চলে আসে। উম্মু হানী ছিলেন মাখযূমী গোত্রের হুবায়রা ইব্ন আবূ ওহাবের স্ত্রী। তিনি বলেন : এমন সময় আমার ভাই আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) আমার ঘরে আগমন করলেন। তাদের দু'জনকে দেখেই তিনি বলে উঠলো : আল্লাহ্‌র কসম, আমি এদেরকে হত্যা করবোই। তখন আমি তাদেরকে আমার ঘরে আবদ্ধ করে দরজা বন্ধ করে দিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট মক্কার উচ্চভূমিতে ছুটে গেলাম। তিনি তখন এমন একটি পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করছেন, যাতে আটার চিহ্ন লেগে ছিল এবং তাঁর কন্যা ফাতিমা তখন তাঁকে কাপড় দিয়ে আড়াল করে রেখেছিল।

গোসল শেষ করে তিনি যথারীতি কাপড় পরলেন। তারপর আট রাকাআত চাশতের সালাত আদায় করলেন। তারপর আমার কাছে এসে বললেন : স্বাগতম হে উম্মু হানী! কী মনে করে আসলে? আমি তখন তাঁকে ঐ দু'ব্যক্তি ও আলীর সংবাদ জানালাম। শুনে তিনি বললেন : তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাকে আশ্রয় দিলাম, তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমিও তাকে নিরাপত্তা দিলাম। আলী ওদেরকে হত্যা করবে না।

ইব্ন হিশাম বলেন : তারা দু'জন ছিলেন হারিস ইব্ন হিশাম ও যুহায়র ইব্ন আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হারামে প্রবেশ

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ ছওর সূত্রে, তিনি সাফিয়্যা বিন্ত শায়বা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় অবতরণের পর যখন লোকজনের মধ্যে স্বস্তির ভাব ফিরে পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে আসে, তখন তিনি বের হয়ে বায়তুল্লাহ্য় আসেন এবং বাহনের উপর বসা অবস্থায়ই সাতবার তা প্রদক্ষিণ করেন। তাওয়াফকালে তিনি তাঁর হাতের ছড়ি দ্বারা হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করে চুম্বনের কাজ সারেন। তাওয়াফ শেষে তিনি উসমান ইব্ন তাল্‌হাকে ডেকে তার নিকট থেকে কা'বার চাবি নেন। কা'বার দরজা খোলা হলে তিনি তাতে প্রবেশ

করেই কাঠের তৈরি একটি কবুতর মূর্তি দেখতে পান। তিনি নিজহাতে তা ভেঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দেন। তারপর কা'বার দরজায় এসে দাঁড়ান। ইতোমধ্যে তাঁর আগমনে মসজিদে বেশ লোকজনের সমাবেশ ঘটে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট জনৈক আলিম বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বার দরজায় দাঁড়িয়ে নিম্নরূপ খুতবা দেন :

কা'বা শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খুতবা

لا اله الا الله وحده لاشريك له * صدق وعده ونصر عبده
وهزم الاحزاب وحده * الا كل مأثرة او دم
او مال يدعى * فهو تحت قدمى ها يتن
الا سدانة البيت * وسقايه الحاج
ألا وقتيل الخطا شبه العمد * بالسوط والعصا
ففيه الدية مغلظة مئة من الابل * اربعون منها فى بطونها اولادها
يامعشر قريش ، ان الله * قد اذ هب عنكم نخوة الجاهلية
وتعظمها بالاباء * الناس من ادم
وادم من تراب

এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই।
তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন।
একাই সব বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছেন।

জেনে রাখ! জাহিলিয়াত যুগের সকল আভিজাত্যের অহমিকা রক্তের বা সম্পদের সকল প্রতিশোধের দাবী আমার এ দু'পায়ের নীচে (দলিত হলো)।

তবে, বায়তুল্লাহ্‌র সেবা বা ব্যবস্থাপনা ও হাজীদের পানি পান করানের ব্যাপার দুটো এর ব্যতিক্রম।

জেনে রাখ! ভুলক্রমে হত্যার ব্যাপারটা ছড়ি অথবা লাঠি দ্বারা প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার তুল্য।
এর জন্যে দিয়তে মুগাল্লাযা অর্থাৎ একশ' উট দিতে হবে—যার চল্লিশটি হবে গর্ভবতী।

হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহিলিয়াতের যুগের অহমিকা ও বংশ গৌরবের অবসান ঘটিয়েছেন।

মানুষ মাত্রই আদম থেকে সৃষ্ট,
আর আদম সৃষ্ট মাটি থেকে।

তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُم عِنْدَ اللّٰه اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔

অর্থাৎ—"হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু জানেন। সমস্ত খবর রাখেন" (৪৯ : ১৩)।

তারপর তিনি বললেন :

يا معشر قريش * ماترون انى فاعل فيكم ؟

হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমাদের ব্যাপারে আমি কী আচরণ করবো বলে তোমরা ধারণা পোষণ কর।

জবাবে তারা বললো :

خيرا ، اخ كريم * وابن اخ كريم

উত্তম ধারণা রাখি। আপনি আমাদের মহানুভব এক ভাই,
মহানুভব এক ভাইপো।

তখন তিনি বললেন : اذ هبوا فانتم الطلقاء : —'যাও, তোমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন, সম্পর্ণ দায়মুক্ত!

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে আসন গ্রহণ করলেন। আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বায়তুল্লাহ্‌র চাবি হাতে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্ আপনার প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন! বায়তুল্লাহ্‌র সেবায়েতের পদ এবং হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব-এ দুটোই আমাকে দান করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন : উসমান ইব্‌ন তালহা কোথায়?

তাকে ডেকে আনা হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

هاك مفتاحك يا عثمان ، اليوم يوم برو وفاء

"এই লও তোমার চাবি, হে উসমান!
আজকের দিন হচ্ছে সদাচার ও বিশ্বস্ততার পালনের দিন।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন :

انما اعطيكم ما ترزءون لا ماترزءون

"আমি তোমাকে তোমার কাঙ্ক্ষিত পদ অর্থাৎ হাজীদের পানি পান করানের দায়িত্ব প্রদান করছি, যাতে পরিশ্রম ও কায়িক্লেশ আছে। বায়তুল্লাহ্‌র সেবায়েতের পদ নয়, যাতে তেমন ঝামেলা নেই।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কতিপয় আলিম আমার নিকট এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়তুল্লাহ্য় প্রবেশ করে তার ভিতরে ফেরেশতা প্রভৃতির কিছু

ছবি দেখতে পান। তিনি দেখতে পান যে, ইবরাহীম (আ)-এর এমনি একটি ছবি তাতে রয়েছে, যাতে দেখানো হয়েছে যে, তিনি তীর হাতে ভাগ্য নির্ণয় করছেন। তখন তিনি বললেন : আল্লাহ্ ওদেরকে ধ্বংস করুন! ওরা আমাদের মহান মুরুব্বীকে তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয়কারী বানিয়ে ছেড়েছে, অথচ ঐসব ভাগ্য নির্ণয়ের তীরের সাথে তাঁর কী সম্পর্ক! কোথায় তাঁর মর্যাদা, আর কোথায় এসব অলীক তীর, আর অলীক ভাগ্য নির্ণয়।

ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ۔

"ইবরাহীম তো ইয়াহূদী বা নাসারা ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"

তারপর তিনি ছবিগুলো মুছে ফেলতে নির্দেশ দেন এবং সেমতে সেগুলো মুছে ফেলা হয়।

কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায়

ইব্ন হিশাম বলেন : আমার নিকট আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিলালকে সঙ্গে নিয়ে কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে আসেন এবং বিলাল পিছনে রয়ে যান। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বিলালের নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোথায় সালাত আদায় করলেন? কিন্তু তিনি কয় রাকাআত পড়লেন, তা তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন না। ইব্ন উমর (রা) যখনই কা'বায় প্রবেশ করতেন, তখনই তিনি কা'বার দরজা পিছনে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যেতেন এবং তাঁর এবং কা'বার সামনের দেয়ালের মাঝখানে তিন হাত পরিমাণ দূরত্ব থাকতো। এ অবস্থায় তিনি সালাত আদায় করতেন। বিলাল (রা) তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাত আদায়ের যে স্থানটি নির্দেশ করেছিলেন সেখানেই তিনি সালাত আদায় করতেন।

হারিস ও আত্তাবের ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন হিশাম বলেন : আমার নিকট আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের বছর কা'বায় প্রবেশ করেন। তখন বিলাল (রা) তার সঙ্গে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। আবূ সুফিয়ান ইব্ন হার্ব, আত্তাব ইব্ন উসায়দ ও হারিস ইব্ন হিশাম তখন কা'বার আঙিনায় উপবিষ্ট ছিলেন। আযান শুনে আত্তাব ইব্ন উসায়দ বললো : আল্লাহ্ (আমার পিতা) উসায়দকে এ সম্মানটুকু দান করেছেন যে, তাকে এটুকু শুনতে হয়নি, কেননা, তিনি এসব শুনলে অবশ্যই ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হতেন।

হারিস ইব্ন হিশাম বললো : আল্লাহর কসম! আমি যদি জানতে পারতাম যে, সে (অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল) সত্যবাদী তা হলে আমি অবশ্যই তাঁর পথ ধরতাম।

উক্ত দু'জনের কথা শুনে আবূ সুফিয়ান বললেন : আমি কোন মন্তব্য করছি না। আমি যদি কিছু বলতে যাই, তবে এ কঙ্করগুলোই আমার পক্ষ থেকে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দেবে যে, আমি এরূপ এরূপ মন্তব্য করেছি।

তারা এরূপ বলাবলির পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নিকট এসে বললেন : তোমরা এতক্ষণ যা বলাবলি করলে, তার সবই আমি জ্ঞাত আছি। তিনি তাদের সব কথার পুনরাবৃত্তি করে তাদেরকে শুনিয়ে দিলেন। হারিস ও আত্তাব কালবিলম্ব না করে বলে উঠলো :

نشهد انك رسول الله والله ما اطلع على هذا احد

كان معنا ، فنقول اخبرك

"আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্র কসম! আমাদের কাছে কেউই ছিল না যে, বলবো, সেই তা জেনে আপনাকে জানিয়ে দিয়েছে"।

একটি হত্যাকাণ্ড ও রাসূলুল্লাহ্ কর্তৃক রক্তপণ শোধ

ইব্ন ইসহাক বলেন : সাঈদ ইব্ন আবূ সানদার আসলামী তাঁর সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির সম্পর্কে আমার নিকট বর্ণনা করেন :

আহ্মার বা'সা নামের আমাদের একজন সাহসী সঙ্গী ছিল। সে যখন নিদ্রা যেতো, তখন এত জোরে নাক ডাকতো যে, তার শয়নস্থল কারো নিকট গোপন থাকতো না। তাই সে যখন তার মহল্লায় নিদ্রা যেতো, তখন মহল্লার এক প্রান্তে গিয়ে নিদ্রা যেতো। রাতে মহল্লায় কোন হামলা হলে লোকজন "হে আহমার! হে আহমার!" বলে চীৎকার জুড়ে দিতো। সে তখন উঠে সিংহের মত গর্জন করতে করতে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। তার সামনে তখন আর কেউই টিকতে পারতো না।

এক রাতের ঘটনা। হুযায়ল গোত্রের কিছু যুদ্ধবাজ লোক আহমার গোত্রের উপর হামলা করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে। তারা মহল্লার কাছাকাছি এসে পৌঁছালে ইব্ন আসওয়া হুযালী তার গোত্রের লোকজনকে বললো : ওহে! তাড়াহুড়ো করো না। আমি আগে একটু দেখে নেই, যদি আহমার মহল্লায় থাকে, তাহলে তাদের উপর হামলা করা সম্ভব হবে না। তবে তার নাক ডাকার আওয়ায গোপন থাকবে না।

রাবী বলেন : তারপর সে ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে তার নাক ডাকার আওয়ায শোনার চেষ্টা করল এবং যখন সত্যি সত্যি তার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলো, তখন সে ওদিকে অগ্রসর হয়ে একেবারে তরবারি তার বুকে ঠেকালো। কিন্তু তখনও তার নাক অবিরতভাবে ডেকেই চলেছে। শেষ পর্যন্ত সে তার উপর হামলা করে তাকে হত্যা করে ফেলে। তারপর তারা আহমারের গোত্রের উপর হামলা চালালো। লোকজন চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী আহমার, আহমার বলে চিল্লাচিল্লি করতে লাগলো, কিন্তু আহমারের কাজ তো ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে! সে আসবে কোথেকে? তারপর যখন মক্কা বিজিত হলো, বিজয়ের পরের দিনের কথা। ইব্ন আসওয়া হুযালীও মক্কায় এলো। সে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল এবং লোকজনকে নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। সে ভয়ে ভয়ে ছিল যে, পাছে প্রতিপক্ষের লোকজন তাকে চিনে ফেলে। বনূ খুযাআর লোকজন তাকে দেখেই চিনে ফেলে। তারা তাকে সঙ্গে সঙ্গে চুতুর্দিক থেকে ঘিরে

ফেলে। সে তখন মক্কার একটি প্রাচীর গাত্রের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করে, ওহে! তুমিই কি আহমারের ঘাতক? সে বলল : হ্যাঁ আমিই আহমারের ঘাতক, তাতে কী হয়েছে?

রাবী বলেন: এমন সময় খিরাশ ইব্‌ন উমাইয়া তলোয়ার হাতে এগিয়ে এলো। সে বললো : এ লোকটার নিকট থেকে তোমরা সকলে সরে যাও! আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের ধারণা, সেও চাচ্ছে যে, লোকজন তার নিকট থেকে দূরে সরে যাক। তারপর যখন আমরা লোকটির নিকট থেকে দূরে সরে দাঁড়ালাম, তখন খিরাশ তার উপর হামলা করলো এবং তার তলোয়ার খানা ইব্‌ন আসওয়ার পেটে ঢুকিয়ে দিল। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যেন সে দৃশ্যটা এখনও দেখতে পাচ্ছি যে, তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে! আর তার চোখ দুটো মাথার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। আর সে বলছে : তোমরা এ কাজটি করলে, হে খুযাআ গোত্রের লোকজন? অবশেষে ধপাস করে তার দেহটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

يا مَعشَر خزاعة ارفعوا ايديكم عن القتل فقد كثر القتل ان نفع ـ لقد قتلتم قتيلا لادينه

"হে খুযাআ গোত্রের লোকজন! এবার হত্যা হানাহানি থেকে হাত গুটিয়ে নাও! খুনোখুনি ঢের হয়েছে। খুনোখুনিতে কোন মঙ্গল নেই। তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, আমি তার রক্তপণ আদায় করে দেবো।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুর রহমান ইব্‌ন হারমালা আসলামী আমার নিকট সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খিরাশ ইব্‌ন উমাইয়ার ব্যাপারটি সম্পর্কে অবহিত হলেন, তখন তিনি বললেন :

ان خراشا لقتال

"নিঃসন্দেহে খিরাশ একজন বড় খুনী।" তিনি তার এ দোষটির কথা প্রায়ই বলতেন।"

কা'বার হুরমত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খুতবা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাঈদ আবূ সাঈদ মাকবুরী আমার নিকট আবূ শুরায়হ খুযাঈর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন যুবায়র[১] যখন তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের সাথে লড়বার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসলেন, তখন আমি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : এসব কী হচ্ছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কা বিজয়ের সময় আমরা তাঁর সঙ্গে ছিলাম। মক্কা বিজয়ের পরের দিন বনূ খুযাআর লোকজন হুযায়ল গোত্রের এক ব্যক্তির উপর হামলা করে তাকে হত্য করে, অথচ লোকটি মুশরিক ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে সম্পর্কে আমাদের সামনে এরূপ খুতবা দেন :

১. আসলে ইনি আমর ইব্‌ন যুবায়র ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমর ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস। ইব্‌ন যুবায়রের ভাই যেহেতু উমাইয়াদের পক্ষে এবং তাঁর ভাইয়ের বিপক্ষে ছিলেন, এজন্যই ইব্‌ন হিশাম বা রাবী বাক্কায়ী এরূপ ধারণা হয়েছে বলে রওযুল উনুফে সুহায়লী অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

يا ايها الناس ان الله حرم مكة يوم خلق السموات والارض فهى حرام من حرام الى يوم القيامة فلا يحل لامرئ يومن بالله واليوم الآخر ان يسفك فيها دما ولايعضد فيها شجرا لم تحلل لاحد كان قبلى ولا تحل لاحد يكون بعدى ولم تحلل لى الا هذه الساعة غضبا على اهلها الا ثم قد رجعت كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال لكم ان رسول الله قاتل فيها فقولوا : ان الله قد احلها لرسوله ولم يحللها لكم يا معشر خذاعة ارفعوا ايديكم عن القتل فقد كثر القتل ان نفع لقد قتلتم قتيلا لا دينه فمن قتل بعد مقامى هذا فاهله بخير النظرين ان شاءوا فدم قاتله وان شاءوا فعقله

হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ্ তা'আলা যেদিন আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিনই তিনি মক্কাকে হারাম বা সম্মানিত করেছেন। কিয়ামতের দিন অবধি তা এভাবেই সম্মানিত থাকবে। সুতরাং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস পোষণ করে এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে এতে রক্তপাত করা বা তার গাছপালা কাটা বৈধ নয়। এসব আমার পূর্ববর্তী কারো জন্য বৈধ করা হয়নি, আর আমার পরবর্তী কারো জন্য কোনদিন বৈধ করা হবে না। এর অধিবাসীদের প্রতি (আল্লাহ্র) ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ শুধু এ মুহূর্তে আমার জন্যে তা বৈধ করা হয়েছে। ওহে, শুনে রাখ, এর বিগত দিনের মতো আবার এর মর্যাদা (হুরমত) ফিরে এসেছে। সুতরাং তোমাদের যারা উপস্থিত আছে, তারা যেন অনুপস্থিতদেরকে এ পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ একথা বলবে যে, আল্লাহ্র রাসূল তো এখানে লড়াই করেছেন, তখন তোমরা জবাবে বলবে : আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের জন্য তা বৈধ করেছিলেন। তোমাদের জন্য তিনি তা বৈধ করেন নি। হে খুযাআ গোত্রের লোকজন! তোমরা হত্যা ও খুন-খারাবী থেকে তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও। খুন-খারাবী ঢের হয়েছে। এতে কোন মঙ্গল নেই। তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, আমি তার রক্তপণ শোধ করে দেবো। আমার এ ঘোষণার পর যে ব্যক্তিই নিহত হবে, তার উত্তরাধিকারীদের দু'টি বিকল্প অধিকার থাকবে। তারা যদি চায় তাহলে তার ঘাতকের নিকট থেকে কিসাস গ্রহণ করতে পারবে, (খুনের বদলে খুন)। আর চাইলে তার রক্তপণও আদায় করে নিতে পারবে।

এ খুতবা প্রদানের পর পরেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ খুযাআর ঐ নিহত ব্যক্তিটির রক্তপণ আদায় করে দেন।

(আবূ শুরায়হ এর এ বক্তব্য শোনার পর) আমর বলে উঠলেন : যাও বুড়ো, তোমার কাজে যাও! আমরা এর হুরমত বা মর্যাদা সম্পর্কে তোমার চাইতে বেশীই অবগত আছি। কা'বার মর্যাদা কোন রক্তপাতকারী, আনুগত্য বর্জনকারী এবং জিযিয়া দিতে অস্বীকারকারীর শাস্তি বিধানের অন্তরায় নয়।

তখন আবূ শুরায়হ তার জবাবে বললেন :

انى كنت شاهداً وكنت غائبا ولقد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان يبلغ شاهدنا غائبنا وقد ابلغتك وانت وشانك

"আমি সেদিন উপস্থিত ছিলাম, আর আপনি অনুপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের উপস্থিতদেরকে আমাদের অনুপস্থিতদের কাছে পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি আপনার কাছে তার সে পয়গামটি পৌঁছিয়ে দিলাম। এবার আপনার করণীয় কি তা আপনিই বুঝুন।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম যে রক্তপণ আদায় করেন

ইব্ন হিশাম বলেন : আমার নিকট এ মর্মে বিবরণ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথমে যার রক্তপণ আদায় করেছিলেন সে হচ্ছে জুনায়দাব ইব্ন আকওয়া। বনূ কা'বের লোকজন তাকে হত্যা করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একশ উষ্ট্রী দিয়ে তার রক্তপণ আদায় করেন।

আনসারদের আশংকা

ইব্ন হিশাম বলেন : ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ সূত্রে আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয় করে যখন তাতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করতে থাকেন। আনসারগণ তা প্রত্যক্ষ করে তাঁরা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলেন : তোমাদের কী ধারণা, আল্লাহ্ যখন তার ভূমি ও নগরীতে তাঁকে বিজয় দান করেছেন, তখন তিনি কি এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন?

তারপর যখন তিনি দু'আ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, তখন তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা এতক্ষণ কী বলাবলি করছিলে? তারা জবাব দিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিছুই না। তিনি যখন পীড়াপীড়ি করলেন, তখন তাঁরা সে ব্যাপারটি তাঁকে জানালেন। তখন নবী করীম (সা) বললেন :

معاذ الله المحيا محياكم والممات مماتكم

আল্লাহ্র পানাহ্! জীবনে মরণে আমি তোমাদেরই সাথে থাকবো।

মূর্তি ধ্বংস

ইব্ন হিশাম বলেন : ইব্ন শিহাব যুহরী উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে আমার জনৈক আস্থাভাজন রাবী মারফত আমি জানতে পেরেছি যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বাহনে চড়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। তিনি বাহনের উপর সওয়ার অবস্থায়ই বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করেন। বায়তুল্লাহ্র চারদিকে তখন শীসা বাঁধানো অনেক মূর্তি ছিল। নবী করীম (সা) তাঁর হস্তস্থিত ছড়ির দ্বারা মূর্তিগুলোর দিকে ইঙ্গিত করতে করতে বলছিলেন :

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

"সত্য সমাগত, অসত্য অপসৃত। অসত্য অপসৃয়মানই বটে।"

যে সমস্ত মূর্তির মুখমণ্ডলের দিকে তিনি ইশারা করেন, সেগুলো চিৎ হয়ে আর যেগুলোর পশ্চাৎভাগের দিকে ইশারা করেন, সেগুলো উপুড় হয়ে পড়ে যায়। এভাবে সব ক'টি মূর্তিই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

তামীম ইব্‌ন আসাদ খুযাঈ এ সম্পর্কে তাঁর কবিতায় বলেন :

. وفى الاصنام معتبر وعلم * لمن يرجو الثواب او العقابا

"মূর্তিগুলোর এ পরিণতিতে রয়েছে শিক্ষা তাদের জন্য যারা এগুলোর কাছে শাস্তি বা পুরস্কার আশা করে।"

ফুযালার ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাবী আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন লায়স গোত্রের ফুযালা ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন মালূহ বায়তুল্লাহ্ তওয়াফকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা করতে মনস্থ করে। সে যখন এ উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটবর্তী হল, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কী হে, ফুযালা নাকি?

জবাবে ফুযালা বলে উঠলো : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ফুযালা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করলো : মনে মনে তুমি কী বলছিলে হে? সে জবাব দিলেন : কিছু না, মনে মনে আল্লাহ্‌র যিকির করছিলাম।

রাবী বলেন : তার এ জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হেসে দিলেন। তিনি বললো : আল্লাহ্‌র কাছে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করো! বলতে বলতে তিনি তাঁর পবিত্র হাত তার বক্ষদেশে স্থাপন করেন। অমনি তার অন্তরে শান্তির শীতল পরশ অনুভূত হয়। তারপর ফুযালা প্রায়ই বলতেন :

والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله احب الى منه

"আল্লাহ্‌র কসম! তাঁর পবিত্র হাত আমার বুকের উপর থেকে সরাতেই অবস্থা এমন হলো যে, আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় তাঁর চাইতে প্রিয়তর আমার নিকট আর কেউই রইলো না।

ফুযালা বলেন : তারপর আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে যাই এবং স্ত্রীর সাথে আলাপ আলোচনায় রত হই। তখন সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো : নতুন কিছু শুনাও!

ফুযালা উত্তরে "নতুন কোন খবর নেই" বলে কবিতায় বললেন :

قالت هلم الى الحديث قلت لا * يأبى عليك الله والاسلام
لو ما رأيت محمدا وقبيله * بالفتح يوم تكسر الاصنام
لرأيت دين الله اضحى بينا * والشرك يغشى وجهه الاظلام

অর্থাৎ—স্ত্রী বললো : ও হে! আমাকে নতুন কিছু শুনাও!
আমি বললাম : না।
তোমাকে ওসব বলতে বারণ আছে আল্লাহ্‌র ও ইসলামের।
ওহে! যদি তুমি দেখতে মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের
বিজয়ের দিন—যেদিন মূর্তিগুলো ভেঙ্গে পড়ছিল—
টুকরো টুকরো হয়ে।

তাহলে তুমি উপলব্ধি করতে নিশ্চয়ই,
আল্লাহ্‌র দীন দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে,
আর শির্‌কের মুখমণ্ডলকে অন্ধকাররাশি গ্রাস করে নিয়েছে।

সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়াকে অভয়দান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর আমার নিকট উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন : সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া জিদ্দা হয়ে জাহাজযোগে ইয়ামানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়। তখন উমায়র ইব্‌ন ওহাব বললেন : হে আল্লাহ্‌র নবী, সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া হচ্ছে তার সম্প্রদায়ের নেতা। সে আপনার ভয়ে পালিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়েছে। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তাকে নিরাপত্তা দেয়া হলো।

উমায়র বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আপনি আমাকে এমন কোন নিদর্শন দিন, যাতে বুঝা যায় যে, আপনি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ঐ পাগড়িটি তাঁর হাতে তুলে দেন, যা পরিধান করে তিনি মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। উমায়র তৎক্ষণাৎ তা নিয়ে বের হয়ে পড়েন এবং সাফওয়ানের নাগালও পেয়ে যান। সে তখন সমুদ্রযাত্রার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তখন উমায়র তাকে ডেকে বলেন : হে সাফ্‌ওয়ান। আমার পিতামাতা তোমার জন্যে কুরবান হোক! দোহাই আল্লাহ্‌র! আত্মগোপন করো না! এই যে তোমার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অভয়নামা নিয়ে এসেছি।

সাফ্‌ওয়ান বললো : তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি আমার নিকট থেকে দূর হও! আমার সাথে তুমি কোন কথা বলবে না।

তখন উমায়র বললেন : সাফ্‌ওয়ান, তোমার জন্যে আমার পিতামাতা কুরবান হোন!

রাসূলুল্লাহ্ (সা)! মানব জাতির সর্বোত্তম পুরুষ,
মানব জাতির মধ্যে সর্বাধিক সদাচারী,
মানব জাতির সর্বাধিক সহিষ্ণু পুরুষ,
মানবকূল শিরোমণি,
তোমার পিতৃব্যপুত্র,
যাঁর মর্যাদা তোমারই মর্যাদা,
যাঁর গৌরব তোমারই গৌরব,
যাঁর রাজত্ব তোমারই রাজত্ব—

তিনিই তোমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। তখন সাফ্‌ওয়ান বললো : নিজের প্রাণের ব্যাপারে তাঁকে আমি ভয় করি।

উমায়র বললেন : 'তিনি এর চাইতে অনেক বেশি সহিষ্ণু, অনেক বেশি মহানুভব!' এবার সাফ্‌ওয়ান ভরসা পেলো এবং তাঁর সাথে ফিরে চললো। শেষ পর্যন্ত সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তখন সাফওয়ান বলল : সে (উমায়র) বলছে : আপনি নাকি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : সে যথার্থই বলেছে।

সাফ্ওয়ান : তা'হলে আমাকে দু'মাসের অবকাশ দিতে হবে। এ দু'মাস ভেবে দেখি, কী করা যায়।

রাসূলুল্লাহ্ : যাও, তোমাকে চার মাসের অবকাশ দেয়া হলো। যাতে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পার।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমার নিকট কুরায়শ বংশের জনৈক বিজ্ঞজন বর্ণনা করেন : সাফ্ওয়ান উমায়রকে বলেছিল :

তোমার সর্বনাশ হোক!
তুমি আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাও!
তুমি আমার সাথে কথা বলবে না।
কেননা, তুমি একটা আস্ত মিথ্যাবাদী
মুহাম্মদ নিশ্চয়ই এমনটি করেন নি। (অর্থাৎ আমাকে নিরাপত্তা দেন নি)
বদর যুদ্ধসংক্রান্ত বর্ণনার শেষভাগে আমরা এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করে এসেছি।

মক্কার সর্দারদের ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুহরী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, উম্মু হাকীম বিন্ত হারিস ইব্ন হিশাম ও ফাখতা বিন্ত ওয়ালীদ এঁরা যথাক্রমে ইকরিমা ইব্ন আবূ জাহ্ল ও সাফ্ওয়ান ইব্ন উমাইয়ার স্ত্রী ছিলেন। এঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন। উম্মু হাকীম তাঁর স্বামী ইকরিমার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিরাপত্তার আবেদন জানান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নিরাপত্তা দান করেন। পরে তিনি ইয়ামানে গিয়ে তার সাথে মিলিত হন। উম্মু হাকীম তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপনীত হন। তারপর যখন ইকরিমা ও সাফ্ওয়ান ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের উভয়ের পূর্বের বিবাহকে বহাল রাখলেন।

মক্কা বিজয়সংক্রান্ত কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর পৌত্র সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, হাস্সান নাজরানে অবস্থানরত ইব্ন যাবারীর উদ্দেশ্যে একটি মাত্র পংক্তি ছুঁড়ে মারেন, বাড়তি আর কিছুই বলেন নি, আর তা হলো :

لا تعدمن رجلا احلك بغضه * نجران فى عيش احذ لئيم

"সে লোকটিকে তুমি হারিয়ো না, যার বিরুদ্ধে অন্তরে পোষণ করা বিদ্বেষ তোমাকে নাজরানে নিয়ে নিক্ষেপ করেছে, যেখানে তোমাকে মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে।"

ইব্ন যাবা'রীর কানে তা পৌঁছতেই তিনি দৌড়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে উপস্থিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণকালে তিনি কবিতায় বলেন :

يا رسول المليك ان لسانى * راتق ما فتقت اذ انا بور

হে রাজাধিরাজের প্রেরিত রাসূল! আমার রসনা তখনো সংযত ছিল, যখন আমি ধ্বংসের পথে ছিলাম, তখনো সে ঔদ্ধত্যপূর্ণ কোন কথা বলেনি।

اذ آبارى الشيطان فى سنن الغى * ومن مال ميله مثبور

যখন আমি ধ্বংসের ও বিভ্রান্তির পথে শয়তানের চাইতেও বেশী অগ্রগামী ছিলাম। আর যে ব্যক্তি বিভ্রান্তির পথে অগ্রসর হয়, সে ধ্বংসই হয়ে থাকে।

آمن اللحم والعظام لربى * ثم قلبى الشهيد انت النذير

এখনতো আমার অস্থিমাংস পর্যন্ত আমার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছে। তারপর অন্তরও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আপনি সতর্ককারী রাসূল।

اننى عنك زاجر ثم حيا * من لؤى و كلهم مغرور

আমি আপনার জন্যে লুয়াই গোত্রকে ধমক লাগিয়েছি। ওরা তো সকলেই প্রতারণার শিকার, (তাই ঈমান আনছে না।)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইসলাম গ্রহণকালে যাবা'রী আরো বলেন :

منع الرقاد بلابل وهموم * والليل معتلج الرواق بهيم

নানরূপ দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ এসে আমার নিদ্রাকে ব্যাহত করলো, অথচ রাত ছিল ভাঁজে ভাঁজে অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

مما اتانى ان احمد لامنى * فيه فبت كاننى محموم

এর হেতু ছিল এই, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে, আহ্‌মদ নবী আমাকে ভর্ৎসনা করেছেন। ফলে আমার সারাটি রাত অতিবাহিত হলো এমনভাবে, যেন আমি প্রবল জ্বরাক্রান্ত রোগী।

ياخير من حملت على اوصالها * عيرانة سرح اليدين غشوم

হে সর্বোত্তম উষ্ট্রী আরোহী! যেগুলো ছিল উষ্ট্রের মত সবল, সুঠামদেহী ও দুর্বারগতি।

انى لمعتذر اليك من الذى * اسديت اذ انا فى الضلال اهيم

বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে হাবুডুবু খাওয়া দিনগুলোতে আমার কৃত অপরাধগুলোর জন্যে আমি আপনার কাছে লজ্জিত ও অনুতপ্ত।

ايام تأمرنى باغوى خطة * سهم وتأمرنى بها مخزوم

যে দিনগুলোতে একদিকে সাহম গোত্রের লোকজন আমাকে একটি ভ্রান্তিপূর্ণ পদক্ষেপের জন্যে উৎসাহিত করতো, আর মাখযূম গোত্রীয়রা আরেকটি ভ্রান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে।

وامد اسباب الردى ويقودنى * امرالغواة وامرهم مشئوم

যখন আমি আমার নিজের ধ্বংসের উপাদান নিজেই প্রস্তুত করে চলেছিলাম, আর বিভ্রান্ত প্রথভ্রষ্ট লোকদের ভ্রান্তিই আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ধ্বংসের পথে, অথচ তাদের ব্যাপার ছিল একান্তই অলক্ষুণে।

فاليوم آمن بالنبى محمد * قلبى ومخطئ لهذه محروم

আজ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আমার অন্তরে ঈমান এনেছে, আর এ ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতিকারী হচ্ছে হতভাগ্য।

مضت العداوة وانقضت اسبابها * ودعت اواصر بيننا وحلوم

বৈরিতার যুগের অবসান ঘটেছে এবং তার হেতুসমূহও আজ শেষ হয়ে গেছে। এখন আমাদের মধ্যকার সৌহার্দ সম্প্রীতি এবং প্রজ্ঞা আমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

فاغفر فدىً لك والداى كلاهما * زللى فانك راحم مرحوم

আমার পিতামাতা উভয়ে আপনার জন্যে কুরবান হোন! আপনি আমার ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করবেন। কেননা, আপনি দয়ালু এবং রহমত আপনার প্রতি বর্ষিত হয়েছে।

وعليك من علم المليك علامة * نور اغر وخاتم مختوم

আপনার মধ্যে রাজাধিরাজ আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলমের নিদর্শন রয়েছে। আপনি প্রোজ্জ্বল-দীপ্ত। আপনার মাধ্যমে নুবূওয়াত ও রিসালতের সীল লেগে গেছে। আর এ সীল স্বয়ং আল্লাহ্ই লাগিয়েছেন।

اعطاك بعد محبة برهانه * شرفا وبرهان الاله عظيم

আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সম্ভ্রম ও মর্যাদার প্রীতিপূর্ণ নিদর্শন দান করেছেন, আর আল্লাহ্র নিদর্শন মহান ও মাহাত্ম্যপূর্ণ।

ولقد شهدت ان دينك صادق * حق وانك فى العباد جسيم

আর আমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনার আনীত ধর্ম সত্য ও হক এবং গোটা মানব জাতির মধ্যে আপনার ব্যক্তিত্ব অনন্য।

والله يشهد ان احمد مصطفى * مستقبل فى الصالحين كريم

আল্লাহ্ স্বয়ং সাক্ষ্য দেন যে, আহমদ মুস্তাফা (সা) পুণ্যবানদের মধ্যে অত্যন্ত মান্যবর ও মর্যাদাশীল।

قوم علا بنيانه من هاشم * فرع تمكن فى الذر و اروم

তিনি এমন এক সাহসী সর্দার, যার ভিত্তি হাশিম বংশ থেকে উদ্গত। তিনিই মূল। তিনিই শাখা। এর উভয়ের অবস্থান অনেক ঊর্ধ্বে।

ইব্ন হিশাম বলেন : অনেক কাব্যবিশেষজ্ঞের মতে এ কবিতাগুলো যাবা'রীর হতেই পারে না।

কুফ্রীতে অবিচল হুবায়রা ও তার কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ মাখযূমের হুবায়রা ইব্ন আবূ ওহাব কুফরীর উপর অবিচল থেকে কাফির অবস্থায়ই মারা যায়। আবূ তালিব দুহিতা উম্মু হানী, যাঁর আসল নাম ছিল হিন্দ, তিনি ছিলেন তার স্ত্রী। উম্মু হানীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে হুবায়রা তার কবিতায় বলে :

হিন্দ্ কি তোমার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ?
নাকি তার বিচ্ছিন্নতার আবেদন তোমার কাছে এলো ?
বিপদ-দুর্যোগ এভাবেই আসে-যায়। নাজরানের এক সুরক্ষিত মযবুত দুর্গশীর্ষে—
যেখানে আমি রাত্রিযাপন করছিলাম,
তার কাল্পনিক মূর্তি আমার নিকট চলে এলো—
একটি রাত যেতে না যেতেই,
আর তা বিনিদ্র রাখলো সারারাত ধরে আমাকে।
শপথ সে ভর্ৎসনাকারিণীর—
যে এক রাতে উঠে আমাকে ভর্ৎসনা করছিল।
আর সে যখন আমাকে ভর্ৎসনা করছিল
তখন সে ছিল চরম বিভ্রান্তির শিকার।
সে আমাকে বলছিল :
আমি যদি আমার গোত্রের আনুগত্য করি
(অর্থাৎ কুফরী অবলম্বন করে থাকি)
তা হলে আমি নাকি ধ্বংস হয়ে যাবো,
অথচ তার বিরহ ছাড়া আর কিছুই আমাকে ধ্বংস করতে পারবে না।
আমি এমন এক গোত্রের লোক—
যখন তার সংগ্রাম সাধনা তুঙ্গে থাকে
তখন তার অবস্থা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠে।
তখন আমি আমার গোত্রের প্রতি
একাত্মতা ও সমর্থন ঘোষণা করে—
তাদের পাশে দাঁড়িয়ে যাই,
যখন তাদের সংগ্রাম চলে—
দীর্ঘকায় বল্লম বর্শার ছায়াতলে।
আর যখন তাদের হাতে তলোয়ার হয়ে যায় খেলনা স্বরূপ,
যেন শিশুদের হাতের রুমাল।
যা তারা একে অপরের গায়ে ছুড়ে মারে,
আর তলোয়ারের ছায়াতলেই কাটে তাদের জীবন।

আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি ওসব বিদ্বেষপরায়ণদের,
আর তাদের বিদ্বেষপূর্ণ আচরণকে।
আমার ও আমার পরিবার পরিজনের জীবিকা তো
আল্লাহ্রই হাতে। (ওদের হাতে নয়
তাই ওদেরকে আমি পরোয়া করি না।)
কোন ব্যক্তির তাৎপর্যবিহীন কথাবার্তা হচ্ছে এরূপ,
যেরূপ তীর চালানো, যাতে ফলা নেই।
তাই, তুমি যদি মুহাম্মদের ধর্মের আনুগত্য
কর, তাঁর সংগে আত্মীয়তার সম্পর্ক
বজায় রাখার চেষ্টা কর।
তা হলে দূরবর্তী এমন কোন পাহাড়ে চলে যাও,
যেখানে গোলাকৃতির ধূলাধূসরিত কঙ্কররাজী রয়েছে,
আর যেখানে তোমার নামগন্ধ নেই।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এক বর্ণনায় মূল আরবী কবিতায়—وعطفت الارحام منك حبالها এর স্থলে আছে : وقطعت الارحام منك حبالها অর্থাৎ—(মুহাম্মদের ধর্মের আনুগত্য গ্রহণের মাধ্যমে তুমি) তোমার পক্ষ থেকে আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন করলে—(আমার সাথে)।

মক্কা বিজয়ের দিন উপস্থিত মুসলমানদের সংখ্যা

ইব্ন ইসহাক বলেন : মক্কা বিজয়ের সময়ে উপস্থিত মুসলমানদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে দশ হাজার ছিল।

বনূ সুলায়মের - সাত শ' জন। কেউ কেউ এ সংখ্যা এক হাজার বলেছেন।
বনূ গিফারের - চার শ' জন।
আসলাম গোত্রের - চার শ' জন।
মুযায়না গোত্রের - এক হাজার তিন জন।

অবশিষ্ট সকলেই ছিলেন কুরায়শ, আনসার ও তাঁদের মিত্র এবং আরবের তামীম, কায়স ও আসাদ গোত্রের লোক।

মক্কা বিজয়কালীন হাস্সান ইব্ন সাবিতের কবিতা

কথিত আছে যে, হাস্সান ইব্ন সাবিত আনসারী (রা) মক্কা বিজয়েরর দিন এ কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন :

عفت ذات الاصابع فالجواء * الى عذراء منزلها خلاء

যাতুল আসাবি ও জাওয়া থেকে শুরু করে আযরা পর্যন্ত কোথাও কোন মঞ্জিলে কোন জনমানব নেই।

ديار من بنى الحسحاس قفر * تعفيها الروامس والسماء

(বনূ আসাদের শাখাগোত্র) বনূ হাস্‌হাসের বাড়িঘর এখন ধু-ধু প্রান্তর। বায়ু ও বৃষ্টি এগুলোর নাম নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দিয়েছে।

وكانت لايزال بها انيس * خلاك مروجها نعم وشاء

অথচ একদা এখানেও ছিল সমব্যথী, সহমর্মী। আর তাদের চারণক্ষেত্রেও বিচরণ করতো দলে দলে উট ও বকরী।

فدع هذا ولكن من لطيف * يورقنى اذا ذهب العشاء

এখন তার কথা ছেড়ে দাও, বল দেখি আমার প্রেমাস্পদের কল্পনার কী হবে, যে গভীর রাতে এসে আমাকে জাগিয়ে তোলে।

لشعثاء التى قد تيمته * فليس لقلبه منها شفاء

(আমার প্রেমাস্পদ স্ত্রী) শা'ছার জন্যে শত্রুর রক্তপিপাসু ও প্রাণের বৈরী তীর রাখা রয়েছে; কিন্তু তাকে হত্যার মাধ্যমে তার অন্তরের শান্তিলাভ কোনদিনই ঘটবে না।

كان خبيئة من بيت رأس * يكون مزاجها عسل وماء

(তারজন্য আমার সে প্রেম) জর্দানের 'বায়তে-রাসে' তৈরী মদের ন্যায়,
যা মধু ও পানির মিশ্রণে তৈরী।

اذا ما الأشربات ذكرن يوما * فهن لطيب الراح الفداء

যেদিন মদের গুণাগুণ আলোচনা করা হয়,
সেদিন এগুলো থেকে সুঘ্রাণ বের হয়।

نوليها الملامة ان المنا * اذا ما كان مغث او لحاء

আমরা তাকে ভর্ৎসনা করি, আর তা পরিপূর্ণ
হয় যখন এর সাথে থাকে চড়-থাপ্পড় অথবা গালমন্দ।

ونشربها فتتركنا ملوكا * واسدا ما ينهنهن اللقاء

আমরা সে মদ পান করি, যা আমাদের
বাদশাহ ও সিংহের সাথে সাক্ষাৎ করতেও বাধা দেয় না।

عدمنا خيلنا ان لم تروها * تشير النقع موعدها كداء

আমরা যেন আমাদের ঘোড়াগুলো হারিয়ে ফেলি,
যদি তোমরা সেগুলোকে 'কিদায়'[১] ধূলি ওড়াতে না দেখো।

ينازت عن الاعنة مصغيات * على أكتافها الاسل الظماء

এমন অবস্থায় যে, সেগুলো লাগামের বশ মানতে চায় না—
আর সেগুলোর কাঁধে রয়েছে তৃষ্ণার্ত তীর।

---

১. মক্কার নিকটবর্তী একটি স্থান।

تظل جيادنا متمطرات * يلطمهن بالخمر النساء

আমাদের ঘোড়াগুলো (মক্কা বিজয়ের দিন) একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছিল। আর মহিলারা তাদের ওড়না দিয়ে সেগুলোর ধুলোবালি ঝেড়ে দিচ্ছিলো।

فأما تعرضوا عنا اعتمرنا * وكان الفتح وانكشف الغطاء

সুতরাং হয় তোমরা আমাদের পথ ছেড়ে দাও, আমরা উমরা আদায় করবো, বিজয় সম্পন্ন হবে এবং পর্দা উঠে যাবে।

والا فاصبردا لجلاد يوم * يعين الله فيه من يشاء

নচেৎ যুদ্ধের কষ্ট বরণের জন্যে তৈরী হও। আল্লাহ্ তা'আলা তাতে যাকে ইচ্ছা সাহায্য করবেন।

وجبريل رسول الله فينا * وروح القدس ليس له كفاء

আল্লাহ্র দূত জিবরাঈল (আ) আমাদের মধ্যে রয়েছেন। রূহুল কুদ্দুস বা পবিত্রাত্মা জিবরাঈলের সমকক্ষ আর কেউই হতে পারে না।

وقال الله قد ارسلت عبدا * يقول الحق ان نفع البلاء

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : আমি আমার বান্দাকে রাসূল করে পাঠিয়েছি। তিনি সত্য বলবেন। যদি আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, (তবেই মুক্তি)!

شهدت به فقوموا صدقوه * فقلتم لانقوم ولانشاء

আমি তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছি। সুতরাং তোমরাও দাঁড়িয়ে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দাও, কিন্তু তোমরা বললে ঃ না, আমরা তা করবো না এবং আমরা তা চাইও না।

وقال الله قد سيرت جندا * هم الانصار عرضتها اللقاء

আর আল্লাহ্ তা'আলা বললো : আমি আমার বাহিনীকে প্রেরণ করেছি। তারাই হলো সাহায্যকারী। তাদের কাজই হলো দুশমনের মুকাবিলা করা।

لنا فى كل يوم من معد * سباب او قتال او هجاء

মাআদ গোত্রের পক্ষ থেকে প্রতিদিনই আমাদের জন্যে রয়েছে গালিগালাজ, যুদ্ধবিগ্রহ অথবা কটাক্ষ ও নিন্দা।

فنحكم بالقوافى من هجانا * ونضرب حين تختلط الدماء

এজন্যে যারা আমাদের কুৎসা ও নিন্দা করে, আমরা আমাদের কাব্য দ্বারা তাদের ফয়সালা করে দেই। আর যখন রণক্ষেত্রে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়, তখন আমরা তাদের প্রতি তলোয়ারের আঘাত হেনে থাকি।

الا ابلغ ابا سفيان عنى * مغلغلة فقد برح الخفاء

ওহে! আবূ সুফিয়ান—যে আত্মগোপন করে রয়েছে এবং এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে সময় কাটাচ্ছে, তাকে আমার পক্ষ থেকে পয়গাম পৌঁছিয়ে দাও—

بان سيوفنا تركتك عبد * وعبد الدار سادتها الاماء

যে, আমাদের (আনসারদের) তরবারি মক্কা বিজয়ের দিন তোমাকে একটি তুচ্ছ দাসে পরিণত করেছে এবং বনূ আবদুদ-দারের সর্দাররা মর্যাদার দিক থেকে একেবারে বাঁদী দাসীর পর্যায়ে চলে গিয়েছে।

هجوت محمدا و اجبت عنه * وعند الله فى ذاك الجزاء

তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর নিন্দা করেছো, আর আমি তাঁর পক্ষ থেকে জবাব দিয়েছি। আর আল্লাহ্‌র নিকট এজন্যে রয়েছে প্রতিদান।

اتهجوه ولست له بكفء * فشركما لخيركما الفداء

ওহে, তুমি কি তাঁর নিন্দা করো, অথচ কোনমতেই তুমি তার সমকক্ষ নও? সুতরাং তোমাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম জনের জন্যে তোমাদের অধম জন কুরবান হতে পারে। (অথাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর জন্যে তুমি আবূ সুফিয়ান কুরবান হতে পারো।)

هجوت مباركا برا حنيفا * آمين الله شيمته الوفاء

তুমি এমন এক মহামানবের নিন্দা করেছো, যিনি বরকতময়, পুণ্যবান একনিষ্ঠ মুসলিম এবং আল্লাহ্‌র আমানতদার—যাঁর স্বভাবই হচ্ছে বিশ্বস্ততা।

أ من يهجو رسول الله منكم * و يمدحه و ينصره سواء ؟

ঐ ব্যক্তি কি কখনো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসাকারী ও তাঁর সাহায্যকারীর সমমর্যাদা সম্পন্ন হতে পারে—যে তাঁর নিন্দা করে থাকে?

فإن أبى و والده وعرضى * لعرض محمد منكم وقاء

ওহে, শুনে রাখো, নিঃসন্দেহে আমার পিতা এবং তাঁরও পিতা এবং আমার মান-মর্যাদা সবকিছু মুহাম্মদ (সা)-এর মান-মর্যাদাকে তোমাদের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করার জন্যে রক্ষাকবচ স্বরূপ।

لسانى صارم لاعيب فيه * وبحرى لاتكدره الدلاء

আমার রসনা শাণিত তলোয়ারসম, তাতে কোন ত্রুটি নেই। আর আমার সমুদ্র এমন-ই, যাতে বার বার বালতি পড়লেও তা তার পানিকে ঘোলা করতে পারবে না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) মক্কা বিজয়ের দিন এ কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

কোন কোন বর্ণনায়— لسانى صارم لاعيب فيه

এর স্থলে আছে : لسانى صارم لا عتب فيه

অর্থাৎ আমার রসনা এমনিই এক অবিশ্রান্ত শাণিত তলোয়ার—যাতে নেই কোন অবসাদ বা ক্লান্তি।

আমার নিকট যুহরী (র) সূত্রে এ বর্ণনা পৌছেছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখতে পেলেন যে মহিলারা তাদের দোপাট্টা দিয়ে ঘোড়ার মুখের ধূলি ঝেড়ে দিচ্ছে, তখন তিনি আবূ বকর (রা)-এর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।

আনাস ইব্ন যুনায়মের কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আনাস ইব্ন যুনায়ম দায়লী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ওযর পেশ করে আমর ইব্ন সালিম খুযাঈ-এর নিম্নের কবিতাটি বলেন :

انت الذى تهدى معد بامره * بل الله يهديهم وقال لك اشهد

আপনি কি সেই সত্তা, যাঁর হিদায়াত দ্বারা মা'আদ গোত্রের লোকজনকে সরল পথ প্রদর্শন করা যেতে পারে। বরং আল্লাহ্ তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন। আর আল্লাহ্ আপনাকে বলেছেন—আপনি সাক্ষী থাকুন।

وما حملت من ناقة فوق رحلها * ابر و أوفى ذمة من محمد

কোন উষ্ট্রীই এমন কোন সওয়ারকে তার হাওদাতে করে বহন করেনি, যিনি মুহাম্মদ (সা) থেকে অধিকতর পূণ্যবান, অধিকতর অঙ্গীকার পালনকারী—

أحث على خير وأسبغ نائلا * إذا راح كاليف الصقيل المهند

যিনি মুহাম্মদ (সা)-এর চেয়ে মঙ্গলের অধিকতর প্রেরণা দানকারী, তাঁর চেয়ে বেশী দাতা, যখন যুদ্ধ বাঁধে, তখন তিনি এমন দ্রুত চলেন, যেমনটি চলে শাণিত ভারতীয় তলোয়ার।

واكسى لبرد الخال قبل ابتذاله * واعطى لرأس السابق المتجرد

নিজে ব্যবহার না করেই যিনি বহুমূল্য ইয়ামানী চাদর অন্যকে পরিয়ে দিতে সর্বাধিক তৎপর এবং দ্রুতগামী বহুমূল্য ঘোড়া দানের ক্ষেত্রে যিনি তাঁর চেয়ে বেশী পারঙ্গম।

و تعلم رسول الله انك مدركى * وان وعيدا منك كالاخذ باليد

হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি জেনে নিন, আমার আপনাকে ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই, আপনি এমনিভাবে আমার পূর্ণ সত্তার উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছেন। আর আপনার হুঁশিয়ারি যেন সাক্ষাৎ হাতে ধরা।

تعلم رسول الله انك قادر * على كا صرم متهمين ومنجد

জেনে নিন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি নিম্নভূমি ও উচ্চভূমির সকল বাড়ির উপরই ক্ষমতাবান (অর্থাৎ সবই আপনার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।)

تعلم بان الركب ركب عويمر * هم الكاذبون المخلفوا كل موعد

আপনি জেনে নিন, আমরের বাচ্চার দলের লোকজন হচ্ছে ঐসব লোক, যারা মিথ্যাচারী এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী।

ونبوا رسول الله انى هجوته * فلا حملت سوطى الىّ إذن يدى

তারা রাসূলূল্লাহ্কে বলেছে যে, আমি নাকি তাঁর নিন্দাবাদ করেছি। যদি তা সত্য হতো, তা হলে আমি যেন নিজ হাতেই নিজেকে বেত্রাঘাত করতাম। (অর্থাৎ তা হতো আমার নিজ হাতে নিজেকে বেত্রাঘাত করা তুল্য।)

سوى انني قد قلت ويل ام فتية * أصيبوا بنحس لا بطلق واسعد

অবশ্য একথা আমি বলেছি যে, ঐসব কিশোর তরুণদের মায়েদের জন্য সর্বনাশ, যারা চরম ভাগ্যবিড়ম্বিতরূপে মারা গেছে। যাদের মধ্যে ছিল না কোন সম্ভাবনা বা সৌভাগ্য।

أصابهم من لم يكن لدمائهم * كفاء فعزت عبرتي وتبلدى

তাদেরকে এমন সব লোকেরা ধ্বংস করেছে, যারা তাদের প্রাণের বিনিময়েও এদের রক্তপণ শোধের ক্ষমতা রাখে না। (অর্থাৎ তারা তাদের সমকক্ষ নয়) এজন্যেই আমি অশ্রু বহাচ্ছি এবং শোকাকুল ও উদ্বিগ্ন হচ্ছি।

فانك اخفرت ان كنت ساعيا * بعبد ابن عبد الله وابنة مهود
ذويب وكلثوم وسلمى تتابعوا * جميعا فإلا تدمع العين أكمد

আপনি নিঃসন্দেহে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেছেন, যদি আপনি চেষ্টিত হয়ে থাকেন আব্দ ইব্ন আবদুল্লাহ্, মুহাব্বিদের কন্যা, যুওয়াইব, কুলসূম ও সালমাকে উপর্যুপরি হত্যা করতে। তাদের জন্যে আমার চোখ যদি অশ্রু নাও বহায়, অন্তর তো ব্যথিত হবে অবশ্যই।

وسلمى وسلمى ليس حي كمثله * واخوته وهل ملوك كأعبد

আর সালমা! সালমা হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি—যার সমকক্ষ এবং যার ভাইদের সমকক্ষ কোন ব্যক্তি হতে পারে না। আর রাজা বাদশাহ্রা কি দাসদের মতো হয়? (কখনো তাদের মর্যাদা এক হতে পারে না)

فاني لا دينا فتقت ولا دما * هرقت تبين عالم الحق واقصد

আর না আমি কোন দীনের পর্দা ছিন্ন করেছি, আর না কাউকে হত্যা করে, রক্তপণের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি। আপনি বাস্তব জগৎকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সুসম পথ অবলম্বন করুন!

বুদায়ল ইব্ন আব্দে মানাফের জবাবী কবিতা

বুদায়ল ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন উম্মু আসরাম জবাবী কবিতায় বলেছেন :

بَكى انس رزنا فاعوله البكا * فالا عديا اذ تطل وتبعد

আনাস ইব্ন যুনায়ম রাযনের জন্যে কান্নাকাটি ও আহাজারী করেছে, আর সে আহাজারীতে সে খুব শোরগোল করেছে। তার এজন্যে কান্নাকাটি করাই উচিত ছিল যে, আদী গোত্রের রক্তপণ বৃথা গেল।

بكيت ابا عبس لقرب دمائها * فتعذر اذ لايوقد الحرب موقد

তুমি আবূ আব্স গোত্রের জন্যে কান্নাকাটি করেছো। কেননা, তাদের রক্তপণ গ্রহণের জন্যে তুমিই ছিলে রক্তসম্পর্কে নিকটবর্তী। এখন যে তুমি ওযর পেশ করছো তা এজন্যে যে, এখন আর কোন যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী কেউ নেই।

أصابهم يوم الخنادم فتية * كرام فسل منهم نفيل ومعبد

তাদেরকে খানদামার যুদ্ধের দিন এমন কিছু যুবক হত্যা করেছে, যারা ছিল খুবই অভিজাত বংশের লোক, এঁদের আভিজাত্য সম্পর্কে যাকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন, সে-ই তা বলবে, এঁদের মধ্যে নুফায়ল ও মাআবাদের মত লোকেরাও ছিলেন।

هنالك إن تسفح دموعك لا تلم * عليهم وان لم تدمع العين فاكمدوا

এমতাবস্থায় তাদের জন্যে যদি তোমাদের অশ্রু প্রবাহিত হয়, তাহলে তোমাদেরকে তিরস্কার করা চলে না। আর যদি চোখ অশ্রু নাও ঝরায়, তা হলে কমপক্ষে তোমাদের অন্তর তো ব্যথিত হওয়া উচিত।

ইব্ন হিশাম বলেন : উক্ত পংক্তিগুলো তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ।

বুজায়র ইব্ন যুহায়রের কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : বুজায়র ইব্ন যুহায়র ইব্ন আবূ সালমাও বিজয় দিবসে কবিতায় বলেন :

نفى اهل الحبلق كل فج * مزينة غدوة وبنو خفاف

মুযায়না গোত্র এবং সুলায়ম গোত্রের শাখা বনূ খুফাফ সাত সকালে প্রতিটি রাস্তায় ছাগপাল নিয়ে মাঠে গমনকারীদের পথরোধ করে দাঁড়ালো।

ضربناهم بمكة يوم فتح * النبى الخير بالبيض الخفاف

নবী করীম (সা)-এর মক্কা বিজয়ের দিন আমরা হালকা ধরনের তরবারি দিয়ে তাদের গর্দান উড়িয়েছি।

صبحناهم بسبع من سليم * والف من بنى عثمان واف

সুলায়ম গোত্রের সাত শ' এবং বনী উসমান তথা মুযায়না গোত্রের পূর্ণ একহাজার লোক নিয়ে অতি প্রত্যুষেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম তাদের উপর।

نطا اكتافهم ضربا وطعنا * ورشقا بالمريشة اللطاف

তলোয়ারের আঘাতে আঘাতে এবং বর্শা বল্লম ও হাল্কা তীর নিক্ষেপ করে আমরা তাদের স্কন্ধসমূহ জর্জরিত ও রক্তাক্ত করে দিচ্ছিলাম।

ترى بين الصفوف لها حفيفا * كما انصاع الفواق من الرصاف

সারিসমূহের মধ্য দিয়ে পালকবিশিষ্ট তীরসমূহ এমন দ্রুতবেগে শন্ শন্ আওয়াজে এগিয়ে যাচ্ছিল যে, সে আওয়াজ স্পষ্ট শুনা যাচ্ছিল।

فرحنا والجياد تجول فيهم * بارماح مقومة الثقاف

আমরা যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলাম, তখন আমাদের অশ্বগুলো উত্তমরূপে সোজা করা বল্লমসমূহ নিয়ে চক্কর দিতে থাকে।

فأبنا غانمين بما اشتهينا * وآبوا نادمين على الخلاف

তারপর আমরা আমাদের ইচ্ছামত গনীমতের মাল নিয়ে ফিরে আসলাম। পক্ষান্তরে তারা ঠিক তার উল্টা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল।

واعطينا رسول الله منا * مواثقنا على حسن التصافي

আর আমরা আল্লাহ্র রাসূলকে প্রদান করলাম আমাদের অঙ্গীকার অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নির্মল অন্তরে।

وقد سمعوا مقالتنا فهموا * غداة الروع منا بانصراف

যখন যুদ্ধের দিন তারা আমাদের বক্তব্য শুনতে পেলো, তখন তারা আমাদের থেকে দূরে চলে যেতে মনস্থ করলো।

ইব্‌ন মিরদাসের কবিতা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মক্কা বিজয়কালে আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস সুলামী নিম্নের পংক্তিগুলো বলেন :

منا بمكة يوم فتح محمد * الف تسيل به البطاح مسوم

মুহাম্মদ (সা)-এর বিজয়ের দিন, মক্কায় আমাদের একহাজার চিহ্নিত বীরপুরুষের পদভারে মক্কাভূমি প্রকম্পিত হয়।

نصروا الرسول وشاهدوا ايامه * وشعارهم يوم اللقاء مقدم

তাঁরা আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন এবং তাঁর বিজয়ের দিনগুলোও তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন। যুদ্ধের দিন তাঁদের নিশান ছিল সবার আগে।

فى منزل ثبتت به اقدامهم * ضنك كأن الهام فيه الحنتم

যে সংকীর্ণ স্থানে তাদের যুগল পদসমূহ জমে যেতো, সেখানে শত্রুপক্ষের লোকদের মুণ্ডসমূহ মাকাল ফলের মতো ঝরে পড়তো।

جرت سنابكها بنجد قبلها * حتى استقاد لها الحجاز الادهم

এর আগে এ পদসমূহের ভারে নজদভূমিও প্রকম্পিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ হিজাযও তাদেরকে তার নিজের দিকে আকর্ষণ করেছে।

الله مكنه له واذله * حكم السيوف لنا وجد مزحم

আল্লাহ্ তা'আলা হিজায-ভূমিতে তাঁকে (অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-কে) ক্ষমতাসীন করেছেন। তলোয়ারের ফয়সালা এবং আমাদের অপরাজেয় সংগ্রাম সাধনা এ ভূমিকে আমাদের পদানত করে দিয়েছে।

عود الرياسة شامخ عرنينه * متطلع ثغر المكارم خضرم

সর্দারী ও নেতৃত্বের যোগ্যপাত্র, তাঁদের নাক তথা মর্যাদা সমুন্নত। সদাচার ও মহানুভবতায় তাঁরা অভ্যস্ত এবং অত্যন্ত বদান্যশীল।

ইব্ন মিরদাসের ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন হিশাম বলেন : কতিপয় কবিতা-বিশারদ আমার নিকট আব্বাস ইব্ন মিরদাসের ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা মিরদাসের একটি মূর্তি ছিল। আর তা ছিল পাথরের তৈরি। তার নাম ছিল যিমার। মিরদাস তার পূজা করতেন। একদা মিরদাস পুত্র আব্বাসকে বললেন : বৎস, মূর্তি দেবতা যিমারের পূজা আরাধনা কর। সে-ই তোমার কল্যাণ অকল্যাণ করে থাকে। এদিকে আব্বাস একদিন যখন যিমারের কাছেই অবস্থান করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি ঐ মূর্তির পেট থেকে জনৈক নকীবকে এরূপ কবিতা বলতে শুনতে পান :

قل للقبائل من سليم كلها * اودى ضمار وعاش اهل المسجد
ان الذى ورث النبوة والهدى * بعد بن مريم من قريش مهتدى
اودى ضمار وكان يعبد مرة * قبل الكتاب الى النبى محمد

সুলায়মের সকল গোত্রকে বলে দাও, যিমার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং মসজিদওয়ালারা জীবন লাভ করেছে। মারয়াম তনয়ের পর যিনি নবূওয়াত ও হিদায়াতের উত্তরাধিকার লাভ করেছেন, কুরায়শের সে মহান ব্যক্তি হিদায়াতপ্রাপ্ত। যিমার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, অথচ মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে কিতাব নাযিল হওয়ার পূর্বে সে পূজিত হতো।

তখন আব্বাস যিমারকে পুড়িয়ে দেন এবং নবী করীম (সা)-এর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

জা'দা ইব্ন আবদুল্লাহ্র কবিতা

ইব্ন হিশাম বলেন : বনূ খুযাআর জা'দা ইব্ন আবদুল্লাহ্ মক্কা বিজয়ের দিন নিম্নলিখিত পংক্তিগুলো বলেন :

أ كعب بن عمرو دعوة غير باطل * لحين له يوم الحديد متاح
اتيحت له من ارضه وسمائه * لتقتله ليلا بغير سلام

যুদ্ধক্ষেত্রে কা'ব ইব্ন আমরাকে কি আমি নির্ধারিত মৃত্যুর জন্যে ভুল দাওয়াত দিচ্ছি? (না, বরং) যমীন ও আসমানের পক্ষ থেকে তার জন্যে এটা সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে যে, তুমি তাকে রাতের বেলা বিনা অস্ত্রে বধ করবে।

ونحن الالى سدت غزال خيولنا * ولفتا سددناه وفج طلاح

আমরা হচ্ছি সে সব লোক, যাদের ঘোড়াসমূহ গাযালে পথরুদ্ধ করে দিয়েছে এবং লিফ্ত ও ফাজ্জে তালাহ্ নামক স্থানগুলোও আমরা অবরুদ্ধ করে রেখেছি।

خطرنا وراء المسلمين بجحفل * ذوى عضد من خيلنا و رماح

আমরা মুসলমানদের পিছনে এক বিরাট বাহিনীকে সক্রিয় করে তুলেছি। যাতে আমাদের দৃঢ়বাহুর অধিকারী অশ্বারোহী এবং অসংখ্য বল্লম রয়েছে।

তাঁর এ পংক্তিগুলো আরো অনেক পংক্তির মধ্যকার একাংশ মাত্র।

বুজায়দের কবিতা

বুজায়দ ইব্ন ইমরান খুযাঈ তাঁর কবিতায় বলেন :

وقد انشاء الله السحاب بنصرنا * ركام صحاب الهيدب المتراكب

আমাদের সাহায্যার্থে আল্লাহ্ মেঘমালা সৃষ্টি করেছেন—যা যমীনের উপর স্তরে স্তরে সজ্জিত রয়েছে।

وهجرتنا في ارضنا عندنا بها * كتاب اتى من خير ممل وكاتب

আর আল্লাহ্ আমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন এমন স্থানে হিজরত, যেখানে আমাদের কাছে কিতাব এসেছে উত্তম শ্রুতি লিখিয়ে ও উত্তম লিখনের মাধ্যমে।

ومن اجلنا حلت بمكة حرمة * لندرك ثأرا بالسيوف القواضب

আমাদের জন্যে মক্কায় হুরমতকে হালাল করা হয়েছে—যাতে করে আমরা শাণিত তলোয়ারের দ্বারা রক্তশোধ করতে পারি।

মক্কা বিজয়ের পর খালিদের বনূ জুযায়মা গোত্রে গমন এবং খালিদের ভুলের প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে আলীর যাত্রা

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) (মক্কা বিজয়ের পর) আল্লাহ্র পথে লোকজনকে আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে মক্কার আশে পাশের এলাকাসমূহে কয়েকটি জামাআতকে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁদের যুদ্ধের আদেশ দেননি। এসব জামাআতের মধ্যে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)ও ছিলেন। তিনি তাঁকে তিহামার নিম্নাঞ্চলে মুবাল্লিগ হিসাবে প্রেরণ করেন—যোদ্ধা হিসাবে নয়। তিনি বনূ জুযায়মার উপর গিয়ে চড়াও হন এবং তাদের কয়েক ব্যক্তিকে হত্যাও করে ফেলেন।[১]

ইব্ন হিশাম বলেন : আব্বাস ইব্ন মিরদাস এ উপলক্ষে বলেন :

فان تك قد امرت في القوم خالدا * وقدمته فانه قد تقدما

بجند هداه الله انت اميره * نصيب به فى الحق من كان اظلما

আপনি যদি খালিদকে জামাআতের আমীর বানিয়ে দিয়ে অগ্রসর করে দিয়ে থাকেন, তা হলে তিনি এমন একটি বাহিনীসহ অগ্রসর হয়েছেন, যাদের আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেছেন;

১ একে গাযওয়ায়ে গামীত বা গামীতের যুদ্ধ বলা হয়ে থকে। গামীত হচ্ছে বনূ জুযায়মের জলাশয় বা কূপের নাম।

আর তার আসল আমীর হচ্ছেন স্বয়ং আপনি। আমরা তার মাধ্যমে এমন সম্প্রদায়কে নির্মূল করে দেবো যারা অন্ধকারে ধুঁকে মরছে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ পংক্তি দুটো ইব্‌ন মিরদাসের সে কবিতার অংশ যা' তিনি হুনায়ন যুদ্ধের সময় বলেছিলেন। আমরা যথাস্থানে তা ইন্‌শা আল্লাহ্ বর্ণনা করবো।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট হাকীম ইব্‌ন হাকীম—আব্বাদ ইব্‌ন হানীফ- ইব্‌ন আলীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে দাঈ' বা আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারীরূপে প্রেরণ করেন—তিনি তাঁকে যোদ্ধারূপে প্রেরণ করেন নি। তাঁর সাথে তখন সুলায়ম ইব্‌ন মানসূর ও মুদলিজ ইব্‌ন মুর্‌রা প্রমুখ আরব কবীলাসমূহও ছিল। তাঁরা গিয়ে বনূ জুযায়মা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আব্‌দ মানাত ইব্‌ন কিনানার উপর চড়াও হন। ঐ গোত্রের লোকজন তাঁকে আসতে দেখে অস্ত্রধারণ করে। তখন খালিদ (রা) বলে উঠেন : ওহে, অস্ত্র সংবরণ কর, কেননা, লোকজন ইতোমধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ জুযায়মার কোন কোন বিজ্ঞজন আমার নিকট এমর্মে বর্ণনা করেছেন যে, খালিদ যখন আমাদের অস্ত্র সংবরণের নির্দেশ দিলেন, তখন আমাদের গোত্রের জাহ্‌দম নামক একব্যক্তি বলে উঠল : তোমাদের সর্বনাশ, হে বনূ জুযায়মা, আল্লাহ্‌র কসম! এ হচ্ছে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ! অস্ত্র সংবরণের পরই তোমাদের গ্রেফতারীর পালা। আর গ্রেফতারীর পরই উড়ানো হবে তোমাদের গর্দান। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কস্মিনকালেও অস্ত্র সংবরণ করবো না। তখন তার গোত্রের লোকজন তাকে পাকড়াও করলো এবং বললো : হে জাহদাম, তুমি কি চাও যে আমাদের রক্তপ্রবাহিত হোক? লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে। তারা অস্ত্র সংবরণ করেছে। যুদ্ধ থেমে গেছে। লোকজন নিরাপদ হয়ে গেছে। তারা তার অস্ত্রপাতি তার কাছ থেকে কেড়ে নিল এবং গোটা সম্প্রদায় খালিদের কথায় অস্ত্রসংবরণ করলো।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাকীম ইব্‌ন হাকীম আমার নিকট আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলীর বরাতে বলেন : যখন তারা অস্ত্রসংবরণ করলো, তখন খালিদের আদেশে তাদের বেঁধে ফেলা হলো, তারপর তলোয়ারের মুখে তাদের অনেককেই হত্যা করা হলো। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এ খবর পৌছলো, তখন তিনি তাঁর পবিত্র হস্তদ্বয় আকাশের দিকে উঠিয়ে বললেন :

اللّٰهُمَّ انى أبرأ اليك مما صنع خالد بن الوليد

"হে আল্লাহ্! খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের ক্রিয়া-কর্মের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি তা থেকে মুক্ত।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর স্বপ্ন ও আবূ বকর (রা)-এর ব্যাখ্যা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট বিজ্ঞজন বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবরাহীম ইব্‌ন জা'ফর মাহ্‌মূদী-এর বরাতে বলেন। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন এক লুকমা খেজুরের হালুয়া খেলাম এবং এর স্বাদ আস্বাদন করলাম। এর কিছুটা আমার গলায়

আটকে গেল। আলী তার হাত আমার গলায় ঢুকিয়ে তা বের করে আনলো। তা শুনে স্বপ্নের ব্যাখ্যাস্বরূপ আবূ বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যে সমস্ত জামাআত প্রেরণ করেছেন, তার কোন কোনটি আপনার ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করে ফিরবে আর কোন কোনটিতে অপ্রীতিকর ব্যাপারও ঘটবে, তারপর আপনি তার প্রতিবিধানের জন্যে আলীকে পাঠাবেন, তিনি সে সমস্যার জটিলতা দূর করবেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাবী আমার নিকট বর্ণনা করল, সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ সংবাদটি দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করলো : কেউ কি এ ব্যাপারে খালিদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেনি বা তার আদেশ অগ্রাহ্য করেনি?

সে ব্যক্তি বললো : জ্বী হ্যাঁ, একজন ফর্সামুখী লোক এর প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু খালিদ তাকে ধমক দিয়ে নিবৃত্ত করেন। আরেকজন দীর্ঘাঙ্গী লোকও খালিদের প্রতিবাদ করেন এবং তিনি তাঁর সাথে রীতিমত তর্কে প্রবৃত্ত হন, তাঁদের এ বিতর্ক চরমে পৌঁছে। তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলে উঠলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এ দু'জনের প্রথম জন হচ্ছে আমার পুত্র আবদুল্লাহ্, আর দ্বিতীয়জন আবূ হুযাফার আযাদকৃত গোলাম সালিম।

রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণ দানের জন্য আলী (রা)-কে প্রেরণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাকীম ইব্‌ন হাকীম আমার নিকট আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী সূত্রে বর্ণনা করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে ডেকে বললেন : হে আলী! তুমি ঐসব সম্প্রদায়ের কাছে যাও এবং তাদের ব্যাপারটি দেখ এবং জাহিলিয়াতের রীতিনীতিকে তোমার পদতলে দলিত কর!

সে মতে আলী বের হয়ে তাদের কাছে উপনীত হলেন। তিনি তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রদত্ত প্রচুর অর্থ-সম্পদও নিয়ে গেলেন। তিনি তাদের রক্তপণ এবং তাদের অর্থ সম্পদের ক্ষতিপূরণ শোধ করলেন। এমন কি তাদের কুকুরের জন্য কাষ্ঠনির্মিত পানপাত্রটাও তিনি তাদের পরিশোধ করে দেন। যখন তিনি রক্তপণ এবং অর্থ সম্পদের সব ক্ষতিপূরণ দিলেন, কারো কোন পাওনাই আর অবশিষ্ট রইলো না, তখনও তাঁর কাছে যথেষ্ট অর্থ সম্পদ অবশিষ্ট রয়ে গেল। তিনি তাদের সব পাওনা শোধ করে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের আর কারো কোন রক্তপণ বা অর্থের ক্ষতিপূরণ কি অপরিশোধকৃত রয়েছে? জবাবে তারা বললো : জ্বী, না।

তখন তিনি বললেন : এ অবশিষ্ট অর্থসম্পদও আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদেশ যথাযথভাবে পালনের ক্ষেত্রে সতর্কতাবশত দিয়ে দিচ্ছি-ঐ পাওনার পরিবর্তে তিনি সম্যক জানেন, কিন্তু তোমরা জানো না। তারপর তিনি সেরূপই করলেন। এরপর তিনি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ সংবাদ জানালেন। সব শুনে তিনি বললেন :

اَصَبْتَ وَاَحْسَنْتَ

"তুমি ঠিকই করেছো এবং চমৎকার কাজ করেছো।"

রাবী বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হলেন এবং তাঁর পবিত্র হস্তদ্বয় এমনভাবে উর্ধ্ব দিকে তুলে ধরলেন যে, তাঁর উভয় স্কন্দের নিম্নাংশ দেখা যাচ্ছিলো। তিনি তখন বলছিলেন :

اللهم انى ابرأ اليك مما صنع خالد بن الوليد ثلاث مرات

"হে আল্লাহ্! খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ যে কর্মকাণ্ড করেছে, তার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এরূপ তিনি তিনবার বললেন।

খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের ওযর পেশ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যারা খালিদকে এ ব্যাপারে নির্দোষ মনে করেন তারা বলেন, তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযাফা সাহ্‌সী আমাকে না বলা পর্যন্ত আমি যুদ্ধে লিপ্ত হইনি। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে তারা ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের বিরুদ্ধে লড়তে আদেশ দিয়েছেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ আমর মাদানী বলেছেন, খালিদ (রা) যখন ঐ সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে উপনীত হন, তখন তারা বলেছিলেন : —"আমরা ধর্মান্তরিত হয়েছি! আমরা ধর্মান্তরিত হয়েছি!![1]

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারা যখন অস্ত্রসংবরণ করলো, আর জাহদাম বনূ জুযায়মার প্রতি খালিদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করলো, তখন সে বলে উঠলো : হে বনূ জুযায়মার লোকজন, যুদ্ধের মওকা হারালে, এখন তোমরা যে আপদে লিপ্ত হলে, সে ব্যাপারে আমি পূর্বেই তোমাদের সতর্ক করেছিলাম। (কিন্তু হায়, তোমরা তাতে কান দিলে না!)

খালিদ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের বাক-বিতণ্ডা

আমি যতদূর জেনেছি, এ নিয়ে খালিদ (রা) ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর মধ্যে বচসা হয়। আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন : ইসলামের যুগে তুমি একটা আস্ত জাহিলিয়াতের কাজ করলে!

জবাবে খালিদ (রা) বললেন : আমি তো তোমার পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করেছি। তখন প্রতিউত্তরে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) বললেন : তুমি মিথ্যে বলছো এবং আমিই আমার পিতার হন্তাকে হত্যা করেছি। তুমি তো তোমার চাচা ফাকীহ ইব্‌ন মুগীরার হন্তাকেই হত্যা করেছো। এমন কি এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে অপ্রীতিকর অবস্থায় সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছলো তখন তিনি বললেন :

مهلا يا خالد دع عنك اصحابى فو الله لو كان لك
احد ذهبا ثم انفقت فى سبيل الله ما ادركت غدوة
رجـل مـن اصحابى ولا روحته

---

১. প্রথমদিকে মুসলমানদেরকে 'সাবী' বলা হতো। কেননা, প্রাচীন আরবের সাবীরাও মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকতেন। সে হিসাবে তারা বলেছিল : আমরা সাবী হয়ে গিয়েছি, মানে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে খালিদ তার মর্ম অনুধাবনে বা তা বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হন।

"ধীরে হে খালিদ! ধীরে! আমার সাহাবীদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার! আল্লাহ্র কসম, যদি তোমার কাছে উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, আর তা তুমি আল্লাহ্র পথে বিলিয়ে দাও, তবু তুমি আমার সাহাবীদের এক সকাল অথবা এক বিকালের সাওয়াব লাভেও সমর্থ হবে না।"

জাহিলিয়াতের যুগে কুরায়শ ও বনু জুযায়মার মধ্যের ঘটনা

ফাকীহ ইব্ন মুগীরা, আওফ ইব্ন আব্দ মান্নাফ ও আফ্ফান ইব্ন আবুল আস ইব্ন উমাইয়া বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইয়ামানে গিয়েছিলেন। আফ্ফানের সাথে তাঁর পুত্র উসমান এবং আওফের সাথে তাঁর পুত্র আবদুর রহমানও ছিলেন। উক্ত তিন ব্যক্তি ইয়ামানে মৃত্যুবরণকারী জনৈক বনূ জুযায়মগোত্রীয় ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের নিকট পৌঁছেয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ইয়ামান থেকে নিয়ে আসছিলেন। তাঁরা বনূ জুযায়মা গোত্রের উক্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের নিকট পৌঁছবার পূর্বেই ঐ গোত্রের খালিদ ইব্ন হিশাম নামক এক ব্যক্তি তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করে উক্ত অর্থ-সম্পদ দাবী করলো। তাঁরা তার কাছে তা অর্পণে অস্বীকৃতি জানালে সে তার সঙ্গীসাথী নিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো। তাঁরাও তার সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এ যুদ্ধে আওফ ও ফাকীহ ইব্ন মুগীরা নিহত হন। পক্ষান্তরে আফ্ফান ও তাঁর পুত্র উসমান বেঁচে যান। তারা ফাকীহ্ ইব্ন মুগীর ও আওফ ইব্ন আব্দ আওফের অর্থ-সম্পদ নিয়ে যায়। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) তাঁর পিতার ঘাতক উক্ত খালিদ ইব্ন হিশামকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তখন কুরায়শ গোত্র বনূ জুযায়মার সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে মনস্থ করে। বনূ জুযায়মারা বলে : আমাদের গোটা গোত্র তোমাদের লোকদের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত নয়, বরং ব্যক্তিগতভাবে কয়েকব্যক্তি মূর্খতাবশে তোমাদের লোকদের উপর হামলা করে তাদেরকে হত্যা করেছে। আমরা তার কিছুই অবগত নই। আমরা তোমাদের প্রাপ্য রক্তপণ এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্যে প্রস্তুত রয়েছি। কুরায়শরা তাদের এ ওযরখাহী ও প্রস্তাব মেনে নেয় এবং এভাবে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সালমার কবিতা

বনূ জুযায়মার এক ব্যক্তি এ উপলক্ষে নিম্নোক্ত কবিতা বলেন। কেউ কেউ বলেন এর রচয়িতা সালমা নাম্নী এক মহিলা :

ولو لا مقال القوم للقوم اسلموا * للاقت سليم يوم ذلك ناطحا

لماصعهم بسر واصحاب جحدم * ومرة حتى يتركوا البرك ضابحا

যদি এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে না বলতো যে, আত্মসমর্পণ ও সন্ধির পথে এসো, তা হলে সেদিন সুলায়ম গোত্র শিং মেরে লড়াই করতো, বুসরা, জাহদাম এবং মুর্‌রার সঙ্গী-সাথীরা তাদের উপর এমন তলোয়ার চালাতো যে, তারা কেবল তাদের উটগুলোকে আর্তনাদরত অবস্থায় ছেড়ে দিত।

فكائن ترى يوم الغميصاء من فتى * اصيب ولم يجرح وقد كان جارحا
الظت بخطاب الايامى وطلقت * غداتئذ منهن من كان ناكحا

তা হলে তুমি সে যুবককে, যে নিহত হয়েছে, গামীসার প্রান্তরে প্রত্যক্ষ করতে এমনভাবে যে সে আহত অবস্থায় থাকতো না বরং অনেককে সে হতাহত করে ছাড়তো। গামীসা প্রান্তরের বিবাহিতা মহিলাদের সে তখন বিধবা করে দিত এবং এ বিধবাদের সংখ্যা এত বেশি হতো যে, তাদের বিয়ে করার প্রস্তাবদাতাদের প্রাচুর্যে গামীসা ভূমি বিরক্ত হয়ে উঠতো।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উক্ত কবিতায় ব্যবহৃত بسر — এবং ألظت بخطاب শব্দগুলো ইব্‌ন ইসহাক বর্ণিত নয়, অন্য কারো বর্ণিত।

ইব্‌ন মিরদাসের জবাবী কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উক্ত কবিতার জবাব আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস নিম্নের কবিতার দ্বারা দেন। কেউ কেউ বলেন, বরং নিম্নের কবিতায় জবাব দেন জাহ্‌হাফ ইব্‌ন হাকীম সুলামী :

دعى عنك تقوال الضلال كفى بنا * لكبش الوغى فى اليوم والامس ناطحا

(হে মহিলা কবি সাল্‌মা!) তোমার বিভ্রান্তিপূর্ণ বাক্যালাপ রেখে দাও, আমাদের জন্যে যুদ্ধের সে সর্দারই যথেষ্ট, যিনি আজ বল আর কালই বল বীর-বিক্রমে মুকাবিলাকারী।

فخالد أولى بالتعذر منكم * غداة علا نهجا من الامر واضحا

খালিদই বরং একথার বেশী হকদার যে, তোমরা তাঁর কাছে ওযর পেশ করবে। কেননা, তাঁর সেদিনকার কর্মপন্থাই ছিল যথার্থ ও বাস্তব।

مُعانا بامر الله يزجى اليكم * سوانح لاتكبو له و بوارحا

আল্লাহ্‌র আদেশে তিনি ছিলেন সাহায্যপ্রাপ্ত। তিনি তোমাদের দিকে এমন বিপদরাশিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন যে, তা কোন মতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার ছিল না।

نعوا مالكا بالسهل لما هبطنه * عوابس فى كابى الغبار كوالحا

যখন রকমারি বিপদ আপদ বিভৎস মূর্তিতে দাঁত উচিয়ে রণাঙ্গনের ধূলি-ধূসরিত অন্ধকারে তার উপর আপতিত হলো, তখনই লোকজন মালিকের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়ে দিল।

فان نك اثكلناك سلمى فمالك * تركتم عليه نائحات ونائحا

সুতরাং আমি যদি তোমাকে পুত্রবিরহে কাতর করে থাকি, হে সালমা! তা হলে তা কি একটা খুব বড় কথা, মালিকের জন্যে তোমরা অনেককে বিলাপকারিণী ও বিলাপকারী বানিয়েছ।

জাহ্‌হাফ ইব্‌ন হাকীম সালামীর কবিতা

জাহ্‌হাফ ইব্‌ন হাকীম সালামী তাঁর কবিতায় বলেন :

شهدن مع النبى مسومات * حنينا وهى دامية الكلام
وغزوة خالد شهدت وجرت * سنابكهن بالبلد الحرام

নবী করীম (সা)-এর সংগে সে সব ঘোড়া হুনায়নের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, সেগুলোতে যুদ্ধের প্রতীকচিহ্ন ছিল। তাদের ক্ষতস্থানসমূহ থেকে অঝোরধারে রক্ত ঝরছিল। আর এসব যুদ্ধ প্রতীকধারী ঘোড়া খালিদের যুদ্ধেও এসেছে এবং বালাদুল হারাম বা পবিত্র নগরী মক্কায়ও এসেছে।

نعرض للطعان اذا التقينا * وجوها لا تعرض للطام

রণক্ষেত্রে আমরা যখন ওগুলোর মুখোমুখী হলাম, তখন সেগুলোর মুখ আমরা বল্লম নিক্ষেপের মাধ্যমে ফিরিয়ে দিলাম—যেগুলোকে চপেটাঘাতে ফিরানো যায় না।

ولستُ بخالع عنّ ثيابى * اذا هـز الكـماة ولا أرامـى
ولكنى يجول المهر تحتى * الى العلوات بالعضب الحسام

আর যখন বীর যোদ্ধা বল্লম ও তীর নিক্ষেপ করে তখন আমি বস্ত্রাদি ছেড়ে উলঙ্গ হয়ে পড়ি না, বা তীর নিক্ষেপ করি না বরং আমার নীচের ঘোড়া ক্ষুরধার তলোয়ার নিয়ে শক্তিশালী উটদের সারিতে ঢুকে চক্কর কাটতে থাকে এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে।

বনূ জুযায়মার এক প্রেমিক যুগলের কাহিনী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াবূব ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আখনাস আমার নিকট যুহরীর সূত্রে ইব্‌ন আবূ হাদরাদ আসলামী থেকে বর্ণনা করেন যে, উক্ত আবূ হাদরাদ বলেছেন : একদা আমি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের অশ্বারোহী দলের মধ্যে ছিলাম। তখন আমার বয়সী বনূ জুযায়মার একটি যুবক—যার দু'হাত তার ঘাড়ের সাথে রশি দিয়ে বাঁধা ছিল এবং তার অদূরেই কতিপয় মহিলা সমবেত ছিল, সে আমাকে বললো : হে যুবক! আমি বললাম : তোমার কী চাই? সে অনুনয়ের সাথে বললো : তুমি আমাকে একটু রশি ধরে ঐ মহিলাদের কাছে নিয়ে যেতে পার? ওদের কাছে আমার কিছু বলার আছে। তারপর তুমি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে এবং তোমরা যা ভাল মনে কর, তাই করবে।

জবাবে আমি বললাম : আল্লাহ্‌র কসম তুমি তো খুব মামুলী একটি অনুরোধ করেছো। এ আর কী কঠিন ব্যাপার! তখন আমি তাকে রশি ধরে মহিলাদের কাছে নিয়ে গেলাম। সে সেখানে দাঁড়িয়ে বললো :

اسلمى حبيش * على نفذ من العيش

শান্তিতে রও হে হুবায়শ!
আমার যে জীবনের শেষ!

أريتك اذ طالبتكم فوجدتكم * بحيلة أو ألفيتكم بالخوانق
ألم يك أهلا أن ينول عاشق * تكلف ادلاج السرى والودائق

হুবায়শা! তোমাকে আমি বলেছি যে, যখন আমি তোমাদেরকে খুঁজেছি তখন তোমাদের পেয়েছি কখনো হীলাতে আবার কখনো হাওয়ানীকে। যে প্রেমিক কখনো রাতের অন্ধকারে

আবার কখনো খরাদগ্ধ দুপুরে পথ চলার কষ্ট বরণ করেছে, সে কি তার কষ্টের বিনিময় পাওয়ার হকদার ছিল না?

فلا ذنب لى قد قلت إذ أهلنا معا * أثيبى بود قبل إحدى الصفائق

আমার কোন অপরাধ নেই, আমি আগেই বলেছি যখন আমাদের লোকজন একত্রে ছিল— কোন বিপদাপদ এসে পড়ার আগেই প্রেমের বদলে আমাকে প্রেম দাও!

إثيبى بود قبل أن تشحط النوى * وينأى الامير بالحبيب المفارق

প্রেমের বদলে তুমি আমাকে প্রেম দাও বিরহ অন্তরায় হওয়ার আগেই, আর বিপদ এসে গৃহকর্তা বিরহী বন্ধুকে দূরে আরো দূরে নিয়ে যাওয়ার আগেই।

فانى لاضيعت سر أمان * ولاراق عينى عنك بعدك رائق

আমি গোপন রহস্যের আমানত নষ্ট করিনি, তা কারো কাছে ফাঁস করে দিয়ে, আর না কোন চিত্তহারী প্রেমাস্পদ আমার চোখে তোমার পরে স্থান করে নিয়েছে।

سوى أن ما نال العشيرة شاغل * عن الود إلا أن يكون التوامق

তবে হ্যাঁ, সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে যে প্রেমের ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা বা গাফলতি আসেনি তা নয়, তবে এটাও কথা যে, প্রেম ভালবাসাটা উভয় দিকের ব্যাপার, এ ব্যাপারে কারো একচেটিয়া দায়-দায়িত্ব থাকে না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অধিকাংশ কাব্য বিশারদ শেষ দু'টি পংক্তি এ কবির বলে স্বীকার করেন না।

আবূ ইসহাক বলেন, ইয়াকূব ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আখনাস আমার নিকট যুহরীর সূত্রে ইব্‌ন আবূ হাদরাদ আসলামীর থেকে বর্ণনা করেন। তখন ঐ মহিলাটি তাকে বললো :

انت فحييت سبعا وعشرا وترا * وثمانيه تترى

তোমাকে তো বিরতিপূর্ণ সতের বছর এবং অবিরতভাবে আট বছর অবধি حياك الله (আল্লাহ্ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন বা নন্দিত করুন) বলে প্রত্যুত্তর দিয়ে তোমার প্রেমের প্রতিদান দেয়া হয়েছে।

ইব্‌ন আবূ হাদরাদ আসলামী বলেন : তারপর আমি তাকে সেখান থেকে নিয়ে এসে তার গর্দান উড়িয়ে দেই।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ ফার্‌রাস ইব্‌ন আবূ সুনবুলা আসলামী তাঁর কতিপয় প্রত্যক্ষদর্শী শায়খের বরাতে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, তাঁরা তাঁদের চোখে দেখা ঘটনা বর্ণনা করেছেন : যখন উক্ত যুবকটির গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হয়, তখন তার ঐ দিয়তাটি তার কাছেই দাঁড়িয়ে তা প্রত্যক্ষ করছিল। তারপর সে তার প্রেমিকের উপর উপুড় হয়ে পড়ে এবং তাকে চুম্বন করতে করতে সেও সেখানে প্রাণ বিসর্জন দেয়।

বনূ জুযায়মান জনৈক কবির কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ জুযায়মার জনৈক কবি বলেন :

جزى الله عنا مدلجا حيث اصبحت * جزائة بؤسى حيث سارت وحلت

মুদলিজ গোত্রের লোকজন যেখানেই প্রভাত করুক, যেখানেই মঞ্জিল করুক বা অবতরণ করুক, আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তাদের যেন কঠোর প্রতিদান দেন।

أقاموا على أقضاضنا يقسمونها * وقد نهلت فينا الرماح وعلّت

তারা আমাদের তাবৎ ধন-সম্পদ জবর দখল করে নেয় এবং তা নিজেদের মধ্যে ভাগবণ্টন করে নেয়। তাদের বল্লম-বর্শাসমূহ আমাদের মধ্যে তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করেছে।

فو الله لو لا دين آل محمد * لقد هربت منهم خيول فشلت

আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবারের দীন না হলে, তাদের অশ্বারোহীদের প্রতিরোধ এমন কঠোরভাবে করা হতো যে, তাদের পালিয়ে বাঁচা দায় হতো।

وما ضرهم أن لا يعينوا كتيبة * كرجل جراد أرسلت فاشمعلت

তারা যে এমন বাহিনীকে সাহায্য করেনি যা ছিল সেই পতঙ্গপালের মতো যাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, আর তারা দিক-বিদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে, তা তাদের কোন ক্ষতি করেনি।

فإت ما يثيبوا او يثوبوا لامرهم * فلا نحن نجزيهم بما قد أضلّت

হয় তাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে, অথবা তারা তাদের নিজ নিজ কাজ থেকে ফিরে যায়। ফলে, তারা যে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে, তারও কোন প্রতিদান আমরা তাদের দেইনি।

ওহাবের জবাবী কবিতা

প্রত্যুত্তরে বনূ লায়স গোত্রের জনৈক ওহাব বলে উঠেন :

دعونا الى الاسلام والحق عامرا * فما ذنبنا فى عامر اذ تولت

আমরা বনূ আমিরকে ইসলামের পানে দাওয়াত দিয়েছি, তারপর তারা যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালায়, তা হলে আমাদের কী অপরাধ?

وما ذنبنا فى عامر لا أبا لهم * لان سفهت احلامهم ثم وضلت

বনূ আমিরের পিতার অমঙ্গল হোক, আমাদের কী অপরাধ—যদি তাদের জ্ঞানবুদ্ধি বিভ্রান্ত হয় ও তারা নির্বুদ্ধিতার শিকার হয়?

বনূ জুযায়মার এক ব্যক্তি তখন নিম্নের পংক্তিগুলো বলে :

ليهنئ بنى كعب مقدم خالـد * وأصحابه إذ صبحتنا الكتائب

খালিদের এবং তাঁর সহচরদের আগমন বনূ কা'বের জন্য মুবারক হোক! যখন অতি প্রত্যূষে তাঁর বাহিনীসমূহ এসে আমাদের উপর চড়াও হলো।

فلا تِرَةَ يسعى بها ابن خويلد * وقد كنت مكفيًا لو انك غائب

তুমি যদি গায়েব হতে তা হলে এটাই তোমার জন্যে যথেষ্ট হতো তা হলে বৈরিতা চরিতার্থ করার এবং রক্তপাতের জন্যে বেচারা খালিদকে কোন প্রয়াসই চালাতে হতো না।

فلا قومنا ينهون عنا غواتهم * ولا الداء من يوم الغميصاء ذاهب

তা হলে আমাদের সম্প্রদায় তার নির্বোধদেরকে আমাদের থেকে বারণ করে রাখতো না, আর না গামীসার যুদ্ধের রোগ দূর হয়ে যেতো।

বনূ জুযায়মার জনৈক পলাতক যুবকের কবিতা

বনূ জুযায়মার জনৈক পলাতক যুবক যে তার মা ও দু'বোনকে নিয়ে খালিদের বাহিনীর কবল থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলো সে যেতে যেতে বলে :

رخين أذيال السروط واربعن * مشى حييات كأن لم يفزعن

ان تمنع اليوم نساء تمنعن

অর্থাৎ—"যে নারী এতকাল ছিল সুরক্ষিতা
আজ যদি হারায় মান হয় উপেক্ষিতা
ঢিলা করে দাও তবে অবগুণ্ঠন
চলো সে প্রাণবন্ত নারীর মতন
যাদের হয়নি করা ভয় প্রদর্শন।"

বনূ জুযায়মার যুবকদের কবিতা

বনূ জুযায়মার কতিপয় যুবক—যাদেরকে বনূ মাসাহিক বলা হতো তারাও খালিদের আগমন সংবাদে কতিপয় পংক্তি বলে। তাদের একজন বলে :

قد علمت صفراء بيضاء الاطل * يحوزها ذو ثلة و زوابل

لاغنينّ اليوم ما اغنى رجل

সে সুবর্ণা শুভ্রকটি প্রিয়া, যাকে ছাগপাল ও উটপালের রাখাল পাহারা দিয়ে রাখে, সে সম্যক জানে, আজ আমি তার জন্যে যথেষ্ট যেমনটি যথেষ্ট হওয়া উচিত একজন সুপুরুষের পক্ষে।

অপর বালক গেয়ে উঠলো :

قد علمت صفراء تلهى العرسا * لا تملأ الحيزوم منها نهسا

لاضربن اليوم ضربا وعسًا * ضرب المحلين مخاضا قعسا

আমার সুবর্ণা প্রিয়া স্ত্রী যে তার বরকে নিহত করে রেখেছে আর যে এত স্বল্পাহারী যে, তার বক্ষের অস্থিগুলো পর্যন্ত পুষ্ট সবল পরিপূর্ণ নয়, সে সম্যক জানে, আজকের দিন আমি শত্রুদের তলোয়ারের এমনি আঘাত হানবো, যেমনটি হারাম-সীমা থেকে হারামবহির্ভূত হালাল এলাকায় চলমান লোকেরা তাদের একগুয়ে গর্ভবতী উষ্ট্রীকে প্রহার করে।

অপর একটি যুবক গেয়ে উঠে :

اقسمت ما ان خادر ذو لبده * شثن البنان فى غداةٍ برده
جهم المحيا ذو سبال ورده * يرزم بين ايكة وجحده
ضار بنأ كال الرجال وحده * بالصدق الغداة منى نحده

আমি শপথ করে বলছি, সেই কেশরযুক্ত সিংহ যার ঘাড়ে ও মুখে রয়েছে বড় বড় কেশর, যার পাঞ্জা বড় ও ভারী, রক্তিম চেহারাবিশিষ্ট ভীষণ হিংস্র-মূর্তি যে নিবিড় অরণ্যে ও তার নিজ বিবরে গর্জনরত থাকে এবং যে কেবল মানুষের গোশত খেতে অভ্যস্ত, বীরত্ব ও পরাক্রমে আমি সে হিংস্র সিংহের চাইতেও ভীষণতর।

মূর্তির ধ্বংস

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে মূর্তি সংহারের জন্যে প্রেরণ করলেন। উজ্জা ছিল আসলে নাখলানামক স্থানে অবস্থিত একটি ঘর বা মন্দিরগৃহ, যার প্রতি কুরায়শের এ জনপদ কিনানা ও মুদার সকলেই ভক্তি-সম্মান প্রদর্শন করতো। বনূ হাশিমের মিত্রগোত্র ও বনূ সুলায়মের শাখাগোত্র বনূ শায়বান ছিল এর সেবায়েত। তার সালমী সেবায়েত যখন খালিদের আগমন সংবাদ পেল, তখন সে তার তলোয়ার তার উপর ঝুলিয়ে দিয়ে সে ঐ পাহাড়ে গিয়ে আরোহণ করলো, আর যেতে যেতে কবিতায় বললো :

ايا عز شدى شدة لاشوى لها * على خالد القى القناع وشمرى
يا عز ان لم تقتلى المرء خالدا * فبوئى با ثم عاجد او تنصرى

হে উজ্জা! তুমি এমনি আঘাত হানো যে, যাতে হাত পা নিশ্চল অসাড় হয়ে যায়। খালিদের উপর তুমি অবগুণ্ঠন ঢেলে দাও তারপর দামন গুটিয়ে নাও!

হে উজ্জা, যদি তুমি খালিদকে সংহার করতে সমর্থ না হও, তা হলে তুমি এক তাৎক্ষণিক পাপের যোগ্য হও অথবা তুমি খৃস্টান হয়ে যাও! (কারণ, তুমি যে সারবত্তাহীন এক নিষ্কর্মা তা তো সপ্রমাণিত হয়েই গেল)।

খালিদ (রা) যখন সেখানে গিয়ে উপনীত হলেন, তখন তিনি তা সংহার করলেন। তারপর নির্বিঘ্নে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে এলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন শিহাব যুহরী আমার নিকট উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মাসউদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের পর সেখানে পনের রাত অবস্থান করেন এবং সালাতে কসর করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মক্কা বিজয়ের ঘটনাটি অষ্টম হিজরীর রমযান মাসের দশ রাত বাকী থাকতে সংঘটিত হয়েছিল।

মক্কা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ

[৮ম হিজরী সন]

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাওয়াযিন গোত্রের লোকজন যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন এবং মক্কা বিজয়ের সংবাদ অবগত হলো, তখন মালিক ইব্‌ন আওফ নাসরী তার গোত্রের লোকজনকে সমবেত করলো। তার আহবানে হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের সকলে এসে তার কাছে সমবেত হলো। অনুরূপভাবে নসর ও জুছাম গোত্রের লোকজন, সা'দ ইব্‌ন বকর গোত্র এবং বনূ হিলাল গোত্রের কিছু লোক, এদের সংখ্যা কম ছিল, এসে সমবেত হয়। কায়স আয়লানের উপরোক্ত লোকজন ছাড়া আর কেউ আসেনি। হাওয়াযিন গোত্রের কা'ব কবীলার বা কিলাব কবীলার নামী দামী কেউ আসেনি। বনূ জুশামের সর্দার ছিল বৃদ্ধ দুরাদ্দ ইব্‌ন সুম্মা। তার দেহে শক্তি ছিল না, কিন্তু তার প্রজ্ঞা এবং রণকৌশল ও অভিজ্ঞতা আশীর্বাদ স্বরূপ বিবেচিত হতো। বস্তুতঃ সে একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বৃদ্ধ ছিল। সাকীফ গোত্রের নেতা ছিল দু'জন। আহলাফের সর্দার ছিল কারিব ইব্‌ন আসওদ ইব্‌ন মাসঊদ ইব্‌ন মু'তিব, আর বনূ মালিকের সর্দার ছিল যুলখিমার সুবায় ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মালিক এবং তার ভাই আহমার ইব্‌ন হারিস। সামগ্রিকভাবে সকলের নেতৃত্ব ছিল মালিক ইব্‌ন আওফ নাসরীর হাতে। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে অভিযান পারিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, তখন সে সকলকে নিজেদের ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-পুত্র সাথে নিয়ে যাত্রা করতে নির্দেশ দিল। যখন তারা আওতাস নামক স্থানে গিয়ে উপনীত হলো, তখন লোকজন তার চারদিকে এসে সমবেত হলো। বৃদ্ধ দুরায়দ ইব্‌ন সুম্মাও সেখানে একটি উন্মুক্ত হাওদার উপর উপবিষ্ট অবস্থায় হাযির ছিল।

দুরায়দ ইব্‌ন সুম্মা

যখন তাকে হাওদা থেকে নামানো হলো, তখন সে জিজ্ঞাসা করলো : তোমরা এখন কোন প্রান্তরে? জবাবে তারা বললো : আওতাসে। সে বললো :

نعم مجال الخيل ! * لا حزن ضرس * ولا سهل دهس * مالى اسمع رغاء البعير
ونهاق الحمير * وبكاء الصغير * ويعار الشاء ؟

ঘোড়ার চক্কর কাটার উত্তম জায়গাই বটে। উঁচু কঙ্করময় নয় যে ঘোড়া চলতে কষ্ট পাবে,
নীচু কর্দমাক্ত নয় যে ঘোড়ার পা দেবে যাবে

সে আবার বললো : কী ব্যাপার, আমি যে শুনতে পাচ্ছি উটের হনহনানী? গাধার বিকট স্বর? শিশুদের কান্না? ছাগলের ভ্যাঁ, ভ্যাঁ, শব্দ?

জবাবে লোকজন বললো : মালিক ইব্‌ন আওফ তো লোকজনের সাথে তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের স্ত্রীপুত্রকেও সাথে নিয়ে এসেছে। তখন দুরায়দ বললো : কোথায় মালিক ইব্‌ন আওফ? লোকজন তখন মালিক ইব্‌ন আওফকে ডেকে এনে বললো : এই যে মালিক ইব্‌ন আওফ!

তখন সে তাকে লক্ষ্য করে বললো : হে মালিক ইব্‌ন আওফ! তুমি এখন তোমার সম্প্রদায়ের নেতা হয়েছ। আজকের দিনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে অনাগত ভবিষ্যতের উপর। আমি যে, উটের হনহনানী, গাধার বিকট স্বর, শিশুদের কান্নাকাটি এবং ছাগলের ভ্যাঁন, ভ্যাঁন শব্দ শুনতে পাচ্ছি, ব্যাপার কী?

জবাবে মালিক ইব্‌ন আওফ বললো : আমি তো লোকজনের ধন-সম্পদ ও তাদের স্ত্রী পুত্রকে সাথে নিয়ে এসেছি। দুরায়দ বললো : এসব করতে গেলে কেন? জবাবে সে বললো : ভাবলাম, প্রতিটি লোকের পেছনে তার ধন-সম্পদ ও স্ত্রীপুত্রকে রেখে যুদ্ধ করবো— যাতে করে তারা তাদের এসব রক্ষার নিমিত্তে ওগুলোর মায়ায় লড়াই করে।

রাবী বলেন : এ জবাব শুনে দুরায়দ মালিককে ধমক দিয়ে উঠলো। সে বললো : আরে মেষপালক কোথাকার, শুনি, পরাজিত কাউকে কি কিছু ফেরত নিয়ে যেতে দেয়া হয় ? যুদ্ধ যদি তোমার অনুকূলে যায়, তা হলে তো তলোয়ার ও বর্শাবল্লমধারী লোকই তোমার কাজে আসবে, আর যদি তা তোমার প্রতিকূলে যায়, তা হলে তোমার স্ত্রী পুত্র ও ধন-সম্পদ তোমার বাড়তি ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

তারপর দুরায়দ জিজ্ঞাসা করলো : আচ্ছা কা'ব ও কিলাব গোত্র কি ভূমিকা গ্রহণ করেছে? লোকজন জবাবে বললো : তাদের কেউই যুদ্ধক্ষেত্রে আসেনি। সে মন্তব্য করলো : তা হলে ক্ষিপ্রতা ও বীরত্বই অনুপস্থিত! এ যুদ্ধটা যদি প্রাধান্য ও মর্যাদা প্রাপ্তির হতো তা হলে কা'ব কিলাব গোত্র অনুপস্থিত থাকতো না। হায়, তোমরাও যদি কা'ব-কিলাব গোত্রদ্বয়ের মতো করতে তা হলে কতই না উত্তম হতো! তা'হলে তোমরা কারা যুদ্ধে এসেছো ?

জবাবে লোকজন বললো : আমর ইব্‌ন আমির ও আওফ ইব্‌ন আমির গোত্রদ্বয়। সে বললো : ওহো, আমির গোত্রের দুটো আনাড়ী কিশোর শাখায় না দেখছি। এরা না পারবে কোন উপকার করতে আর না পারবে কোন অপকার করতে। শুন হে মালিক! তুমি হাওয়াযিনের জামাআতকে ঘোড়ার সামনে মোটেও পেশ করো না। বরং নিজ গোত্র ও দেশ রক্ষার নিমিত্ত এদেরকে পিছনে পাঠিয়ে দাও। তারপর শুধু অশ্বারোহীদেরকে নিয়ে সাবিঈদের (তথা মুসলমানদের) মুখোমুখি হও! যদি যুদ্ধের ফলাফল তোমাদের অনুকূলে আসে, তা হলে পিছনের লোকজনও এসে তোমাদের সাথে মিলিত হবে, আর যদি প্রতিকূলে যায়, তা হলে অন্তত তোমার পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ তো নিরাপদ পাবে।

জবাবে মালিক ইব্‌ন আওফ বললো : আল্লাহ্‌র কসম! আমি তা করবো না। তুমি জরাজীর্ণ বুড়ো হয়ে গেছো, এজন্যে তোমার বুদ্ধি বিবেচনাও বুড়ি হয়ে গেছে! হে হাওয়াযিন গোত্রের লোকজন, আল্লাহ্‌র কসম! হয় তোমরা আমার আনুগত্য করবে, না হয় আমি আমার এ নিজ তলোয়ারের উপরই ভরসা করবো, যাবৎ না তা আমার কব্জা থেকে বেরিয়ে যায়। আর তার কাছে দুরায়দের সাথে আলোচনা বা তার মতামত কোনটাই মনঃপূত হলো না। হাওয়াযিন গোত্রীয়রা সমস্বরে বলে উঠলো : আমরা তোমার আনুগত্য করবো! তখন দুরায়দ ইব্‌ন সুম্মা বলে উঠলো :

هذا يوم لا اشهد ولايفتني

এ এমন একটা যুদ্ধ—যাতে না পারলাম আমি শামিল হতে, না পারলাম এথেকে দূরে রইতে।

يا ليتني فيها جذع اخب فيها واضع * اقود وطفاء الزمع كانها شاة صدع

হায় যদি আজ হতাম যুবা, তবে লড়তাম খুব কোমর কষে
কেশরসম লম্বা লোমের ছাগের মতো ঘোড়ায় বসে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : একাধিক কবিতা বিশেষজ্ঞ এ পংক্তিটি আমাকে গেয়ে শুনিয়েছেন :

يا ليتني فيها جزع

গুপ্তচরদের সাক্ষ্য

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর মালিক লোকজনের উদ্দেশ্যে বললো : তোমরা যখন মুসলিম বাহিনীকে আসতে দেখবে, তখন তোমরা তোমাদের তরবারির কোষসমূহ ভেঙ্গে ফেলবে এবং একযোগে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

রাবী হলেন : উমাইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উসমান আমার নিকট বর্ণনা করেন; মালিক ইব্‌ন আওফ তার বাহিনী থেকে কিছু গুপ্তচরকে মুসলিম বাহিনীর সংবাদ সংগ্রহের জন্যে প্রেরণ করে। তারা তার কাছে এ অবস্থায় ফিরে আসলো যে, তাদের সব পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। তখন সে তাদের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলো : তোমাদের সর্বনাশ হোক, তোমাদের এ দুবারস্থা কেন? জবাবে তারা বললো : চিত্র-বিচিত্র ঘোড়ার পিঠে সওয়ার কিছু শাদা-শুভ্র লোক দেখতে পেলাম। আল্লাহ্‌র কসম! তারপর আমাদের যে দশা দেখতে পাচ্ছেন, তা ঠেকাই, সে সাধ্য আমাদের ছিল না।

আল্লাহ্‌র শপথ! এমন একটি আলৌকিক ঘটনা দেখার পরও মালিক ইব্‌ন আওফকে তার পূর্ব পরিকল্পনা মত কাজ করে যাওয়া থেকেও বিরত রাখতে পারলো না। বরং সে তার পরিকল্পনা মত এগিয়ে গেল।

ইব্‌ন আবূ হাদরাদের গুপ্তচর মিশন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাওয়াযিনের এ যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ জানতে পেরে নবী করীম (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ হাদরাদ আসলামীকে তাদের গোপন সংবাদাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাদের

মধ্যে ঢুকে পড়তে এবং তাদের সংবাদ নিয়ে ফিরে আসতে নির্দেশ দিলেন। সে মতে ইব্ন আবূ হাদরাদ বেরিয়ে পড়লেন। তিনি যথাসময়ে তাদের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লেন এবং তাদের মধ্যে অবস্থান করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে জেনে শুনে আসলেন। এ সময় তিনি মালিক ইব্ন আওফ ও বনূ হাওয়াযিনের সমস্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে সব খবর অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে ডেকে তাঁকেও সে সংবাদ অবহিত করলেন। সব শুনে উমর (রা) বললেন : ইব্ন আবূ হাদরাদ সত্য বলেনি। ইব্ন আবূ হাদরাদ তখন বলে উঠলেন : আজ যদি আপনি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন, (তা হলে এটা আশ্চর্যের কিছুই নয়!), হে উমর! একদা আপনি সত্যধর্মকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন, আমার চাইতে যিনি শতগুণে উত্তম সেই পবিত্রসত্তা (অর্থাৎ, মহানবী (সা)-কেও আপনি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন! তখন উমর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বললেন : ইব্ন আবূ হাদরাদ কী বলছে, তা কি আপনি শুনছেন না ইয়া রাসূলাল্লাহ্? তখন মৃদুহাস্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

قد كنت ضالا فهداك الله يا عمر

তুমি যে বিভ্রান্ত পথহারা ছিলে তাতে তো সন্দেহ নেই হে উমর, তারপর আল্লাহ্ তোমাকে হিদায়াত দান করেছেন।

সাফ্ওয়ানের বর্ম ধার নেয়া

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হাওয়াযিন গোত্রের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর কাছে বলা হলো যে সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়ার কাছে তার নিজস্ব যথেষ্ট বর্ম ও অস্ত্র রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ডেকে পাঠালেন। লোকটি তখনো পৌত্তলিক[১]। তিনি তাকে বললেন : হে আবূ উমাইয়া! আমাদেরকে তোমার অস্ত্রপাতি একটু ধার দাও না। আমরা আগামীকাল তোমার অস্ত্র নিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করবো। সাফ্ওয়ান বললেন : হে মুহাম্মদ! আপনি কি কেড়ে নেবেন? তিনি বললেন : না, ধার স্বরূপ, এ নিশ্চয়তাসহ নেবো যে, তা তোমার কাছে ফেরত দেবো। জবাবে সাফওয়ান বললেন : তা হলে আপত্তি নেই তারপর তিনি এক শ' বর্ম এবং সে অনুপাতে অস্ত্রপাতি দিলেন যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল। লোকজন বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফওয়ানের কাছে প্রয়োজন মাফিক অস্ত্রপাতি চেয়েছিলেন, আর তিনি তা-ই তাঁকে দিয়েছিলেন।

মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা

রাবী বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রওনা হয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে তখন মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে আগত দশ হাজার সাহাবী এবং মক্কাবাসী দুই হাজারসহ মোট বার হাজার সৈন্য ছিল।

---

১ পূর্বেই বলা হয়েছে সাফওয়ান ইসলাম গ্রহণের কথাটি ভেবে দেখার জন্যে ইতোপূর্বে একমাস সময় নিয়েছিলেন। এটা ঐ এক মাস সময়ের মধ্যকার ঘটনা।

মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গভর্নর

মক্কায় যারা রয়ে যান, তাদের আমীর রূপে আত্তাব ইব্ন উসায়দা ইব্ন আবূ ঈস ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আব্দে শাম্সকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যান। তারপর তিনি হাওয়াযিন গোত্রের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন।

ইব্ন মিরদাসের কাসীদা

আব্বাস ইব্ন মিরদাস সুলামী এ সম্পর্কে তাঁর কবিতায় বলেন :

اصابت العام رعلا غول قومهم * وسط البيوت ولون الغول ألوان

এ বছর রি'ল গোত্রকে (যারা সুলায়ম গোত্রের একটি শাখা গোত্র) তাদের গোত্রের লোকজনের আনীত মহাবিপর্যয়, খোদ তাদের ঘরে এসে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এ মহাবিপদ একভাবে নয়, বহুভাবে বহুরূপে এসে তাদেরকে গ্রাস করেছে।

يالهف ام كلاب اذ تبيتهم * خيل ابن هوذة لا تنهى وانسان

কিলাব গোত্রের মায়ের তখনকার দুর্গাতির জন্যে আফসোস, যখন ইব্ন হাওযার অশ্বারোহীরা এবং ইনসান গোত্রের অপ্রতিরোধ্য বাহিনী উপর্যুপরি তাদের উপর নৈশ আক্রমণ চালাচ্ছিলো।

لاتلفظوها وشدوا عقد ذمتكم * إن ابن عمكم سعد و دهمان

মুখের গ্রাসের মত এদেরকে থু-থু করে ফেলে দিও না, বরং অঙ্গীকারের বন্ধনকে শক্ত কর। কেননা সা'দ ও দাহমান তোমাদেরই চাচাতো ভাই।

لن ترجعوها وان كانت مجللة * ما دام في النعم المخوذ ألبان

যদিও তারা সংকটাচ্ছন্ন এতদসত্ত্বেও তাদেরকে ফেরত পাঠিও না—যাবৎ গৃহপালিত জন্তুসমূহের স্তনে দুধ অবশিষ্ট থাকে।

شنعاء جُلل من سوآتها حضن * وسال ذو شوغر منها وسلوان

হাদন পাহাড়[1] অনিষ্টকারিতা ও অপমানে জর্জরিত। যু-শাওগর ও সালওয়ান উপত্যকাদ্বয় চতুর্দিক থেকে প্রবাহিত পাপাচারের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে।

ليست بأطيب مما يشتوى حذف * اذ قال كل شواء العير جوفان

সে অনিষ্ট ঐ ভূনা গোশতের চাইতে মোটেও উত্তম নয়—যা হযফ নামক পাচক রান্না করে, আর বলে : বন্য গাধার ভূনা গোশত মাত্রই পুরুষাঙ্গ তুল্য।

وفى هوازن قوم غير ان بهم * داء اليمانى فان لم يغدروا خانوا

হাওয়াযিন একটা মস্ত বড় সম্প্রদায়, তবে তাদের মধ্যে রয়েছে ইয়ামানী ব্যাধিটি— তারা যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ নাও করে, খিয়ানত তো অবশ্যই করবে।

---

১. নাজদের একটি পাহাড়।

فِيهِم اخ لو وفوا او برّ عهدهم * ولو نهكناهم بالطعن قد لانوا

তাদের মধ্যে এমন ভাইও আছে যারা কদাচিত প্রতিশ্রুতি পালন করে বা বিশ্বাস রক্ষা করে। আর যদি আমরা তাদেরকে বর্শা দিয়ে ধমক লাগাই, তা হলে তারা অনেক বিনম্র হয়ে পড়ে।

ابلغ هوازن اعلاها واسفلها * منى رسالة نصح فيه تبيان

হে দূত, হাওয়াযিন গোত্রের উঁচু-নীচু সকলকে আমার পক্ষ থেকে এ উপদেশবার্তাটুকু পৌঁছিয়ে দাও, যাতে বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

إنى أظن رسول الله صابحكم * جيشا له فى فضاء الأرض أركان

আমার নিশ্চিত ধারণা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যূষেই তোমাদের বিরুদ্ধে তাঁর এমন এক বাহিনীকে পরিচালিত করবেন, যে বাহিনী তোমাদের ভূমিকে চারদিক থেকে ঘিরে নেবে।

فيهم أخوكم سليم غير تارككم * والمسلمون عباد الله غسان

এদের মধ্যে তোমাদের ভাই সুলায়ম গোত্রীয়রাও আছে, যারা তোমাদের ছাড়বার পাত্র নয়। আর মুসলমানরা হয় আল্লাহ্‌র বান্দা। তারা তোমাদের চিবিয়েই তবে ছাড়বে।

وفى عضادته اليمنى بنو اسد * والاجربان بنو عبس وذبيان

আর তাদের দক্ষিণ বাহিনীতে আছে আসাদ গোত্র। আরো আছে বনূ আবস ও যুবিয়ান-এমন দুটো গোত্র, যাদের দেখলে লোকেরা ভয়ে পালায়।

تكاد ترجف منه الارض رهبته * وفى مقدمه اوس وعثمان

এ বাহিনীর ভয়ে ভূমি পর্যন্ত কাঁপে। আর এ বাহিনীর অগ্রভাগে রয়েছে আওস ও উসমান গোত্র।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আওস ও উছমান হচ্ছে মুযায়নিয়া গোত্রের দু'টি শাখা গোত্র।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ابلغ هوازن اعلاها واسفلها এ পংক্তি থেকে শেষ পর্যন্ত এ যুদ্ধ সম্পর্কে বলা হয়েছে, আর তার পূর্বের পংক্তিগুলো অন্য কোন যুদ্ধসংক্রান্ত। কিন্তু ইব্‌ন ইসহাক তা বর্ণনায় তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন।

ঝুলানো গাছের কাহিনী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন শিহাব যুহরী আমার নিকট আবূ ওয়াহিদ লায়সীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্‌ন হারিস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে আমরা হুনায়নের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা তখন সবেমাত্র জাহিলিয়াত ছেড়ে ইসলাম কবূল করেছি।

তিনি বলেন : আমরা তাঁর সংগে হুনায়ন যাত্রা করলাম। সে যুগে কুরায়শ ও আরবের অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায় একটি বিশাল সবুজ-শ্যামল গাছের খুব ভক্ত অনুরক্ত ছিল। সে গাছটিকে যাতুল আন্‌ওয়াত বা ঝুলানো গাছ নামে অভিহিত করা হতো। প্রতিবছর একবার তারা ঐ গাছটির কাছে যেতো এবং তাদের অস্ত্রপাতি তার সাথে লটকাতো, পশুবলি দিত এবং এর নিকট এক দিন অবস্থান করতো।

তিনি বলেন : আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে পথ চলছি এমন সময় একটি বিশাল কুল গাছ আমাদের নযরে পড়লো। আমরা তখন রাস্তার কিনার থেকে চিৎকার করে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওদের যেমন ঝুলানো গাছ আছে, আমাদের জন্যেও তেমনি ঝুলানো গাছের ব্যবস্থা করুন!

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন :

الله اكبر قلتم والذى نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى : اجعل لنا الها كما لهم الهة قال انكم قوم تجهلون انها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم ـ

'আল্লাহু আকবার! মুহাম্মদের জীবন যাঁর হাতে সে পবিত্র সত্তার কসম, তোমরা এমন কথা বললে, যা মূসার সম্প্রদায় তাঁর কাছে বলেছিল। তারা বলেছিল : ওদের অর্থাৎ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের যেমন অনেক ইলাহ্ বা পূজ্য দেবতা রয়েছে তেমনি আমাদের জন্যেও একজন মাবূদের ব্যবস্থা করুন! তিনি তখন জবাবে বলেছিলেন : "নিঃসন্দেহে তোমরা একটা অজ্ঞ সম্প্রদায়।" এটা তো গতানুগতিক প্রথা পদ্ধতি। এক সময় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের অনুসারী হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কোন কোন সাহাবীর দৃঢ়তা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমরা যখন হুনায়ন প্রান্তরের সামনে এলাম, তখন আমরা তিহামাগামী প্রান্তরসমূহের একটি প্রান্তরের ঢালু প্রশস্ত এলাকার নীচের দিকে অবতরণ করতে শুরু করলাম। ভোরের আঁধার তখনও কাটেনি। শত্রুপক্ষ আমাদের আগেই সে প্রান্তরে অবস্থান নিয়েছিল। তারা প্রতিটি গিরিপথ, গোপনীয় ও সংকীর্ণ স্থানে আমাদের জন্যে ওঁৎপেতে বসে ছিল। তারা আগে থেকেই রীতিমত পরিকল্পনা নিয়ে এরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আমাদের সে প্রান্তর অবতরণকালে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ বা আক্রান্ত হওয়ার কল্পনামাত্র ছিল না। এমন সময় শত্রুবাহিনী তাদের গোপন অবস্থান স্থলসমূহ থেকে অতর্কিতে একযোগে আমাদের উপর প্রচণ্ড হামলা করলো। ফলে, আমরা দিশাহারা হয়ে এমনিভাবে পশ্চাতের দিকে পালালাম যে, কেউ যে কারো দিকে ফিরে তাকাবো সে উপায়ও ছিল না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ডান দিকে একটু সরে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন এবং আওয়ায দিতে লাগলেন :

اين ايها الناس ؟ هلموا الى انا رسول الله انا محمد بن عبد الله

"হে লোকসকল! তোমরা যাচ্ছো কোথায়? আমার দিকে এসো! আমি আল্লাহ্র রাসূল, আমি মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্।"

রাবী জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন : পলায়নকালে উটগুলো একটার উপর অপরটা পড়ছিল। এভাবে সমস্ত লোক দেখতে দেখতে উধাও হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে তখন মাত্র কয়েকজন মুহাযির, আনসার ও আহলে বায়তের লোক ছিলেন।

মুহাজিরদের মধ্যে যাঁরা সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন : আবূ বকর ও উমর (রা)। আহলে বায়তের মধ্যে ছিলেন : আলী ইব্ন আবূ তালিব, আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব, আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস এবং তাঁর পুত্র, ফযল ইব্ন আব্বাস, রবী'আ ইব্ন হারিস, উসামা ইব্ন যায়দ এবং আয়মন ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) যিনি ঐদিনই শাহাদত বরণ করেন।[১]

ইব্ন হিশাম বলেন : আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিসের পুত্রের নাম ছিল জা'ফর। আর আবূ সুফিয়ানের আসল নাম ছিল মুগীরা। (আবূ সুফিয়ান তাঁর উপনাম ছিল)। কেউ কেউ এ তালিকায় কসম ইব্ন আব্বাসের নাম নেন, তাঁরা আবূ সুফিয়ানের পুত্রকে এ তালিকায় গণ্য করেন না।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সূত্রে বলেন : হাওয়াযিন গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তার লাল ঘোড়ার উপর হাতে বল্লমের উপর কাল পতাকা ধরে তার গোত্রের আগে আগে চলছিল। যখন মুসলমানদের কেউ তার কাবুতে আসতো, তখন সে তার ঐ বল্লমের দ্বারা তাকে আঘাত করতো। তারপর

---

১. কারো মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যুদ্ধ হতে পলায়ন একটি কবীরা গুনাহ্ হওয়া সত্ত্বেও মাত্র আটজন ছাড়া নবী করীম (সা)-এর সঙ্গী-সাথী সকলেই সেদিন কি করে পলায়ন করলেন, অথচ কুরআন শরীফে এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এর জবাব হচ্ছে : একমাত্র বদরের যুদ্ধের দিনের পলায়ন ছাড়া অন্যান্য যুদ্ধ থেকে পলায়ন কবীরা গুনাহ্ হওয়ায় ব্যাপারে আলিমদের ইজ্মা বা মতৈক্য নেই। হাসান ও নাফি'—যিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন, এরূপই বলেছেন। কুরআন শরীফের আয়াতে : ومن يولهم يومئذ دبره (যারা ঐ দিন পালাবে), এর সুস্পষ্ট দলীল। উহুদ যুদ্ধের দিন যারা যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেন, তাঁদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ولقد عفا الله عنهم, (আল্লাহ্ তাঁদের মাফ করে দিয়েছেন)। হুনায়ন যুদ্ধের দিনের পলাতকদের ব্যাপারে উল্লেখিত আয়াতের সমাপ্তি টানা হয়েছে : غفور رحيم শব্দদ্বয় দিয়ে যা তাঁদের ক্ষমাপ্রাপ্তির ইঙ্গিতবাহী। এ প্রসঙ্গ পুরো আয়াতগুলো হচ্ছে :

لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين - ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذالك جزاء الكافرين - ثم يتوب الله من بعد ذالك على من يشاء والله غفور رحيم-

"আল্লাহ্ তোমাদের তো সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে, ফলে তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোনই কাজে আসেনি, পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়েছিল এবং পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়েছিলে। তারপর আল্লাহ্ তাঁর নিকট থেকে তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন, এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফিরদের শাস্তি প্রদান করেন; এটাই কাফিরদের কর্মফল। এরপরও আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাপরায়ণ হতে পারেন; আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৯ : ২৫-২৭)।

ইব্ন সালাম বলেন : বদরযুদ্ধের দিনের পলায়ন-ই কবীরা গুনাহ ছিল। কিন্তু তা থেকে পলায়নকারীরা পরবর্তীতে ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁদের বিজয় দান করেন।

যখন লোকজন তার পতাকা নামিয়ে ফেলায় তাকে হারিয়ে ফেলতো এবং সে কোথায় আছে তা ভিড়ের মধ্যে আঁচ করতে পারতো না, তখন সে আবার তার বল্লম উঁচিয়ে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করতো, আর তার পশ্চাৎবর্তীরা তার পিছে চলতো।

মুসলমানদের পরাজয়ে আবূ সুফিয়ানের উল্লাস

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিপর্যয় হলো এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে গমনকারী মক্কাবাসী গোঁয়ার প্রকৃতির লোকেরা তা প্রত্যক্ষ করলো, তখন তাদের কেউ কেউ কথাবার্তায় তাদের অন্তরে লুক্কায়িত বিদ্বেষের অভিব্যক্তি ঘটালো। আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব বলে উঠলো : "তাদের পরাজয়ের অন্ত থাকবে না– যদি সমুদ্রও সামনে পড়ে যায়। আর তীর নিশ্চয়ই তাঁর সাথে তাঁর তূণে রয়েছে।"

জাবালা ইব্‌ন হাম্বল চীৎকার করে বললো, (কিন্তু ইব্‌ন হিশামের বর্ণনা হচ্ছে 'কালাদাহ্ ইব্‌ন হাম্বল') সে তার ভাই সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়ার সাথে ছিল— যিনি তখনো পৌত্তলিক ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলাম গ্রহণের কথা চিন্তা করার জন্যে তাকে তখন সময় দিয়ে রেখে ছিলেন : الا بطل السحر اليوم "আজ যাদুর তেলেসমাতি টুটে গেছে!"

তখন সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া বললেন : ..... اسكت فض الله فاك থাম! আল্লাহ্ তোর মুখ ভেঙ্গে দিন! আল্লাহ্‌র কসম একজন কুরায়শের আমার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, আমার উপর একজন হাওয়াযিনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চাইতে অধিকতর পসন্দনীয়।

কাল্‌দার নিন্দায় হাস্‌সানের কবিতা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কালদার নিন্দায় হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) তাঁর কবিতায় বলেন :

رأيت سوادا من بعيد فراعنـى * ابو حنبل ينزو على ام حنـبل

كان الذى ينـزو بـه فوق بطـنها * ذراع قلوص من نتاج ابن عزهل

"দূর থেকে আমি (হাওয়াযিনের) কাল পতাকাটি দেখতে পেলাম। আমাকে ভয় প্রদর্শন করলো আবূ হাম্বল। সে তখন উম্মু হাম্বল, অর্থাৎ তার স্ত্রীর উপর উপগত। যে তার সাথে সঙ্গম করছিল, সে তার উদরের উপর-ই ছিল। ইব্‌ন আয্‌হালের জন্মাবার হাত ছিল তখন অপসৃয়মান।"

আবূ যায়দ এ দু'টি পংক্তি আমাকে সুর করে আবৃত্তি করে শুনান। তিনি আমার কাছে বলেন যে, এ দু'টি পংক্তি দিয়ে তিনি সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়ার নিন্দাবাদ করেছিলেন, আর তিনি ছিলেন উক্ত কালদারই মুশরিক ভাই।

শায়বা ইব্‌ন তালহা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যার প্রচেষ্টা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : শায়বা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবূ তালহা আমার নিকট বর্ণনা করেন; আর তিনি ছিলেন আবদুদ্দার গোত্রের একজন, আমি মনে মনে বললাম, "আজই আমার মুহাম্মদের নিকট থেকে রক্তের প্রতিশোধে নেয়ার সুবর্ণ সুযোগ। উল্লেখ্য তার পিতা উহুদের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। সে বললো : আজ আমি মুহাম্মদকে হত্যা করবো।

সে বলে : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)- কে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর চার পাশে ঘুরতে লাগলাম, তারপর কী যেন এসে আমার সামনে অন্তরায় হয়ে গেল। এমন কি তা আমার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেললো। শেষ পর্যন্ত আমার পক্ষে আর তা করা সম্ভবপর হলো না। আমি উপলব্ধি করলাম, আমাকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ কোন অদৃশ্য শক্তিই তাঁকে হত্যা করা থেকে আমাকে নিবৃত্ত করেছে।

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য প্রসঙ্গ

ইব্ন ইসহাক বলেন : মক্কাবাসী কেউ কেউ আমার নিকট বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা থেকে হুনায়নের পথে যাত্রার সময় যখন তার সঙ্গীসাথী আল্লাহ্র বাহিনীর সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি বললেন :

لن نغلب اليوم من قلة

"সংখ্যা স্বল্পতার জন্যে আমাদের আর পরাজয় বরণ করতে হবে না।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : কারো ধারণা, কথাটি বনূ বকরের জনৈক ব্যক্তি এরূপ বলেছিল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুহ্রী আমার নিকট কাসীর ইব্ন আব্বাস সূত্রে, তিনি তাঁর পিতা আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব সূত্রে বলেন : আমি সেদিন রাসূলুল্লাহ্র সংগে ছিলাম। আমি তখন তাঁর সাদা রঙের খচ্চরের লাগাম ধরে তার অবলম্বন স্বরূপ ছিলাম।

আব্বাস (রা) বলেন : আমি ছিলাম একজন মোটাসোটা গোছের উচ্চ ধ্বনিসম্পন্ন ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন লোকজনের পলায়নপর অবস্থা লক্ষ্য করলেন তখন তিনি বলতে লাগলেন :

اين ايها الناس ؟

"তোমরা যাচ্ছো কোথায়, হে লোকসকল?"

কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, তাঁর কথায় কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন : হে আব্বাস! তুমি—হে আনসার সমাজ! 'হে সামূরা ওয়ালা সম্প্রদায়'![1] বলে লোকজনকে আহবান কর!

রাবী আব্বাস (রা) বলেন : তখন লোকজন 'লাব্বায়িক লাব্বায়িক' বলে সাড়া দিল।

রাবী বলেন : তখন সকলেই নিজ নিজ উটের গতিরোধের প্রয়াস পেল।

কিন্তু কেউ তাতে সমর্থ হচ্ছিলো না। তখন তারা নিজেদের বর্ম নিজ নিজ ঘাড়ের উপর ফেলে, ঢাল তরবারি নিয়ে উট থেকে লাফিয়ে পড়ছিল এবং সেগুলোকে ছেড়ে দিচ্ছিলো। তারপর তারা আমার ধ্বনি অনুসরণ করে অগ্রসর হতে হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পর্যন্ত এসে পৌঁছলো। এভাবে যখন তাঁর নিকট শ' খানেক লোক জড়ো হলো, তখন তারা শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হলো এবং উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বেঁধে গেল। তাঁদের সংকেতধ্বনি প্রথম দিকে ছিল "يالانصار"—হে আনসার সম্প্রদায়!' আর পরে তা ছিল 'يا للخزرج"—'হে খাযরাজ সম্প্রদায়!'

---

১. সামুরা ওয়ালা সম্প্রদায় বলতে এখানে 'বায়আতে রিদওয়ানে' অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের বুঝানো হয়েছে।

এরা যুদ্ধের সময় ছিলেন চরম সহিষ্ণু গোত্রের লোক। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহনের রেকাবে পা রেখে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন। বীর যোদ্ধারা তখন বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন পরম উৎসাহ ভরে বলে উঠলেন :

الان حمى الوطيس

'এবার ঠিকই জ্বলে উঠেছে যুদ্ধের বহ্নিশিখা'[১]

আলী (রা) ও জনৈক আনসার সাহাবীর বীরত্ব

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 'আসিম ইব্‌ন উমর, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। হাওয়াযিনের সেই পতাকাধারী ব্যক্তিটি যখন মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে তার ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছিলো, তখন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) এবং জনৈক আনসার সাহাবী যেমন করেই হোক তাকে খতম করতে সংকল্প করলেন।

রাবী বলেন : সে মতে আলী লোকটির পিছন দিকে গিয়ে তার উটের পিছনের পা দু'টি কেটে দিলেন। উটটি মুহূর্তেই তার নিতম্বর উপর পতিত হলো। তৎক্ষণাৎ আনসার ব্যক্তিটি লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি তার পায়ের উপর সজোরে তলোয়ারের আঘাত করতেই তার পায়ের গোছা ঠিক মাঝামাঝি স্থানে দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেল। সে ব্যক্তি তখন ধড়াম করে তার বাহন থেকে নীচে পতিত হলো। এভাবে সে নিহত হয়।

রাবী জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন : এ যুদ্ধে লোকজন সাহস ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। আল্লাহ্‌র কসম! শত্রুপক্ষের যে লোক একবার পরাজিত হয়ে পালিয়েছে, সে আর ফিরে আসার নামও করেনি। এমন কি শেষ পর্যন্ত শত্রুপক্ষের এক বিরাটসংখ্যক লোক বন্দী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নীত হয়।

রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের দিকে তাকালেন। সেদিন যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে চরম ধৈর্য, স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি যখন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন থেকেই একজন পরম নিষ্ঠাবান মুসলমানরূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খচ্চরের জিনের পেছনের অংশ ধরে ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করলেন : কে হে? জবাবে তিনি বললেন : আমি, আপনার মায়েরই সন্তান, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)![২]

---

১. এ সীরাত গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা বিখ্যাত 'রওযুল উনুফ' গ্রন্থের রচয়িতা সুহায়লী এবং ইয়াকুত প্রমুখ বলেন : ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে এরূপ উৎসাহব্যঞ্জক ও আবেগময় শব্দ কোন যুদ্ধের সময় শোনা যায়নি।

২ আসলে ইনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচাতো ভাই—তাঁর দাদীর পৌত্র। আরবী বাক্‌ধারায় এরূপ লোককে নিজের মায়ের সন্তান বলার প্রচলন ছিল। আমাদের দেশেও বড় চাচীকে বড়-আম্মা, চাচীকে আম্মা বলার রেওয়াজ প্রচলিত আছে। সে হিসাবে আপনার মায়ের সন্তান বলে তাঁর পরিচয় দেয়া অস্বাভাবিক নয়।

রণাঙ্গনে উম্মু সুলায়ম (রা)

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে দেখেন উম্মু সুলায়মান বিন্ত মিলহানও তাঁর স্বামী আবূ তালহার সাথে রণাঙ্গনে এসেছেন। তিনি তাঁর কোমরে একটি চাদর জড়িয়ে বেঁধে রেখে ছিলেন। তখন আবূ তালহার সন্তান (আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ তালহা) তাঁর গর্ভে। আবূ তালহার উট তিনি সামলে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তার আশঙ্কা ছিল, পাছে উট তাঁর বাগ না মানে। এজন্যে তার মাথা নিকটে টেনে ধরে তাঁর হাত নাকে বাঁধা রশির সাথে উটের নাকের ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : কী হে, উম্মু সুলায়ম নাকি?

তিনি জবাব দিলেন : জ্বী হ্যাঁ, আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে ছেড়ে যারা পলায়ন করে যাবে আমি তাদেরকে হত্যা করবো, যেমনটি আপনি হত্যা করবেন আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধরতদেরকে। কেননা, তারা এরই যোগ্য পাত্র। প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আল্লাহ্-ই কি তাদের জন্য যথেষ্ট নন, হে উম্মু সুলায়ম?

রাবী বলেন : উম্মু সুলায়মের সাথে তখন একটি খঞ্জর ছিল। আবূ তালহা তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : এ খঞ্জর কি জন্যে এনেছ হে উম্মু সুলায়ম? জবাবে উম্মু সুলায়ম বললেন : কোন পৌত্তলিক যদি আমার পাশে ঘেঁষে তা হলে তার নাড়িভুঁড়ি আমি এর দ্বারা বের করে দেবো।

রাবী বলেন : তখন আবূ তালহা (রা) বলে উঠলেন : আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাগান্বিত উম্মু সুলায়ম কী বলছে?

মালিক ইব্ন আওফের কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হুনায়ন অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন বনূ সুলায়ম যাহ্হাক ইব্ন সুফিয়ান কিলাবীকে তাদের সাথে নিয়ে নেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর কাছে কাছেই থাকে। লোকজন যখন পরাস্ত হয়ে পশ্চাৎ অপসরণ করছিল। তখন মালিক ইব্ন আওফ তার নিজের ঘোড়াকে লক্ষ্য করে তার উদ্দীপক কবিতায় বলেন :

اقدم مخاج انه يوم نكُر * مثلى على مثلك يحمى ويَكُر

হে আমার ঘোড়া মুহাজ, তুই এগিয়ে চল। আজ ভীতিপ্রদ যুদ্ধের দিন। আমার মত লোক তোর মত ঘোড়ার পিঠে চড়েই এমন দিনে আত্মরক্ষা করে এবং আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে যায়।

اذا اضيع الصف يوما والدبر * ثم احزألت زمر بعد زمر

যুদ্ধের দিনে যখন সারিসমূহ ভেঙ্গে যায়, তারপর দলের পর দল, বাহিনীর পর বাহিনী, ধ্বংস হয়ে যায়।

كتائب يكل فيهن البصر * قد اطعن الطعنة تقذى بالسبر

সে বিশাল বাহিনীসমূহ-যা দেখে চোখ রীতিমত ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। আমি তাদের বল্লম নিক্ষেপে এমনিভাবে গভীর ক্ষতে আহত করি যে, সে গভীর ক্ষত দেখবার জন্যে ও ক্ষত সারাবার জন্যে বাতিসমূহের প্রয়োজন দেখা দেয়।

حين يذم المستكين المنجحر * وأطعن النجلاء تعوى وتهر

যখন পালিয়ে ঘরের কোণে আশ্রয় গ্রহণকারী পরাভূতদের নিন্দাবাদ করা হয়ে থাকে, এমন সময় আমি এমন গভীর ক্ষত সৃষ্টিকারী আঘাত হানি, যা থেকে রীতিমত আওয়ায বের হতে থাকে।

لها من الجوف رشاش منهمر * تفهق تارات وحينا تنفجر

সেসব ক্ষত থেকে প্রবাহমান রক্তের ফোয়ারা বের হয়। কখনো বা সেসব ক্ষত ফেটে যায়, আবার কখনো তা প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ তা থেকে রক্তপুঁজ প্রভৃতি গড়িয়ে যায়।

وثعلب العامل فيها منكسر * يا زيد يا بن همهم اين تفر

বল্লমের ভাঙ্গা ফলা সেসব ক্ষতের মধ্যে রয়ে যায়। আর তখন আমরা ডেকে ডেকে এরূপ বলি : হে যায়দ, হে ইব্ন হামহাম তোমরা কোথায় পালিয়ে যাচ্ছো?

قد نفد الضرس وقد طال العمر * قد علم البيض الطويلات الخمر

পেষণ দাঁত ভেঙ্গে গেছে। বয়স অনেক বেড়ে গেছে। দীর্ঘ দো-পাট্টা পরিধানকারিণী মনোহারিণী নারীরা সম্যক অবগত

انى فى امثالها غير غمر * اذ تخرج الحاصن من تحت الستر

যে, যখন সতী-সাধ্বী নারীদের পর্দা ত্যাগ করে ঘরের বের হতে বাধ্য হতে হয়, তখনো আমি এমনতর যখম দ্বারা ঘায়েল করার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ বা আত্মভোলা প্রতিপন্ন হই না!

মালিক ইব্ন আওফ নিম্নের পংক্তিটি ও বলেন :

اقدم محاج انها الاساوره * لا تغرنــك رجــل نــادره

হে আমার ঘোড়া মুহাজ! বড় বড় দক্ষ তীরন্দাজ আরোহীরা মওজুদ রয়েছে। তোর অনন্য সাধারণ পা যেন তোকে প্রতারিত না করে।

ইব্ন হিশাম বলেন : উক্ত পংক্তিদ্বয় মালিক ইব্ন আওফের রচিত নয় এবং এ যুদ্ধের সময় তা কথিতও হয়নি, বরং এটা অন্য কোন কবির রচিত এবং অন্য যুদ্ধের সময় তা পঠিত।[১]

"যুদ্ধে নিহত অমুসলিমদের দ্রব্যসম্ভার হত্যাকারী মুসলমানের প্রাপ্য"

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর আমার নিকট আবূ কাতাদা আনসারী (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমার এমন কিছু সাথী আমার নিকট এ ঘটনা

১. মাওলানা আবদুল জলীল সিদ্দিকী অনূদিত এবং মাওলানা গোলাম রাসূল মেহের সম্পাদিত সীরাতুন্নবী কামিল শিরোনামে প্রকাশিত এ গ্রন্থের উর্দূ ভাষ্যে নির্দিষ্ট করে শেষোক্ত পংক্তিদ্বয় কাদিসিয়ার যুদ্ধে কথিত হয় বলে বলা হয়েছে। দেখুন—সীরাতুন্নবী কামিল, ২খ. পৃ. ৫৩৪।

বর্ণনা করেছেন, যাদের আমি অসত্য ভাষণের জন্যে অভিযুক্ত করতে পারি না। তারা বনূ গিফারের আযাদকৃত গোলাম নাফি এর সূত্রে আবূ মুহাম্মদের এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তিনি আবূ কাতাদা (রা) সূত্রে বলেন যে, তিনি [আবূ কাতাদা (রা)] বলেছেন : হুনায়নের যুদ্ধের দিন আমি দু' ব্যক্তিকে লড়াইরত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তাদের একজন মুসলিম এবং অপরজন মুশরিক ছিল।

তিনি বলেন : এমন সময় আমি দেখতে পেলাম, অপর একজন মুশরিক এসে তার সাথী মুশরিক ভাইকে মুসলমানটির বিরুদ্ধে সাহায্য করতে চাইলো।

আবূ কাতাদা (রা) বলেন : তখন আমি অগ্রসর হয়ে তার হাতটি কেটে দিলাম। সে তার অপর হাত দিয়ে আমার গলা চেপে ধরলো। আল্লাহ্র কসম! সে আমাকে কোনমতেই ছাড়ছিল না, এমন কি আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।

ইব্ন হিশামের বর্ণনায় আছে : সে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলে ফেলে অবস্থা। রক্তক্ষয় যদি তাকে নিঃশেষিত না করে ফেলতো, তা হলে সে অবশ্যই আমাকে হত্যা করতো। এমন সময় সে ধড়াস করে পড়ে গেল। তারপর আমি তাকে আরেকটি আঘাত করে হত্যা করলাম। তারপর আমার অবস্থা এতই কাহিল ছিল যে, আমার পক্ষে আর লড়াই করা সম্ভবপর ছিল না। এ সময় জনৈক মক্কাবাসী আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে নিহত ব্যক্তিটির দ্রব্যসম্ভার তুলে নিল। যখন যুদ্ধ শেষ হলো, আর আমরা শত্রুদের দিক থেকে পূর্ণরূপে অবসর হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করলেন : من قتل قتيلا فله سلبه যে ব্যক্তি (যুদ্ধ ক্ষেত্রে অমুসলিমদের) কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে-ই হবে তার নিকট থেকে লব্ধ দ্রব্যসামগ্রীর মালিক।"

তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্র কসম! আমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি, যার কাছে যথেষ্ট দ্রব্যসামগ্রী ছিল। তখন আমি খুব কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। কে তা উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে তা আমি বলতে পারবো না।

তখন মক্কাবাসী এক ব্যক্তি বললো : সে যথার্থ বলেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ নিহত ব্যক্তিটির দ্রব্যসামগ্রী আমার কাছে আছে। আপনি এ বস্তুগুলো আমার নিকট থাকার ব্যাপারে তাকে সম্মত করে দিন!

তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলে উঠলেন : আল্লাহ্র কসম! তা কখনো হতে পারে না। এ ব্যাপারে তিনি তাকে সম্মত করবেন না। আল্লাহ্র সিংহদের মধ্যকার একটি সিংহের, যে তাঁরই দীনের হিফাযতের জন্যে লড়াই করে, তুমি তারই প্রাপ্য ভাগ বসাতে চাচ্ছো? তার হাতে নিহত ব্যক্তির দ্রব্যসামগ্রী তাকে ফিরিয়ে দাও!

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলে উঠলেন : صدق فاردد عليه سلبه "আবূ বকর যথার্থই বলেছেন। তুমি তার প্রাপ্য নিহত ব্যক্তির সামগ্রী তাকে ফিরিয়ে দাও।"

আবূ কাতাদা (রা) বলেন : সাথে সাথে আমি তা তার কাছ থেকে নিয়ে নিলাম। তারপর তা বিক্রি করে একটি খেজুর বাগান কিনলাম, আর এটাই ছিল আমার মালিকানাধীন প্রথম সম্পদ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট এমন এক রাবী আবূ সালামা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যাকে আমি মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করতে পারি না। তিনি ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ তালহা সূত্রে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একা আবূ তালহাই হুনায়ন যুদ্ধের দিন কুড়িজনের দ্রব্যসামগ্রী খুলে নিয়েছিলেন।

যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশগ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার আমার নিকট বলেন যে জুবায়র ইব্‌ন মুতইম (রা)-এর সূত্রে তাঁর নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন : শত্রু সম্প্রদায়ের পরাজয়ের প্রাক্কালে লোকজন যখন যুদ্ধেরত তখন আমি লক্ষ্য করলাম, আসমান থেকে কাল চাদরের মত কী যেন নেমে আসছে। শেষ পর্যন্ত তা আমাদের এবং শত্রু সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী স্থানে পতিত হলো। আমি চেয়ে দেখি, অসংখ্য কালো কালো পিঁপড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সমস্ত প্রান্তর তাতে ভরে গিয়েছে। তখন আমার কোন সন্দেহ রইলো না যে, এঁরা আল্লাহ্‌র ফেরেশতা। তারপর কাফির সম্প্রদায়ের বিপর্যয় না ঘটা পর্যন্ত তাঁরা আর ফিরে যাননি, বরং সব সময় আমাদের সাথে ছিলেন।

জনৈকা মুসলিম মহিলার কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন হুনায়নের মুশরিকদের পরাজিত করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের উপর বিজয়ী করলেন। তখন জনৈকা মুসলিম রমণী কবিতায় বলেন :

قد غلبت خيل الله خيل اللات * والله احق بالثبات

লাত দেবতার অশ্বারোহী দলের উপর বিজয় লাভ করেছে আল্লাহ্‌র অশ্বারোহী দল। আর আল্লাহরই চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী সত্তা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন এক বর্ণনাকারী আমার নিকট উক্ত পংক্তিটি এভাবে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন :

غلبت خيل الله خيل اللات * خيله احق بالثبات

লাত দেবতার অশ্বারোহীদের উপর আল্লাহ্‌র অশ্বারোহীরা বিজয় লাভ করেছে। আর আল্লাহ্‌র বাহিনী দৃঢ়পদ থাকার অধিকতর যোগ্য।

হাওয়াযিনের পরাজয় ও নিধন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন হাওয়াযিন গোত্রীয়দের পরাজয় হলো, তখন তাদের বনূ মালিকের অন্তর্ভুক্ত সাকীফ গোত্রের হত্যাযজ্ঞ চললো। তাদের সত্তর ব্যক্তি তাদের পতাকাতলে

নিহত হয়। উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হাবীব নিহতদের অন্যতম ছিল। তাদের পতাকা ছিল যুলখিমার তথা আওফ ইব্‌ন রবীআঁর হাতে। সে নিহত হলে পাতাকাটি উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ধারণ করে। এ পতাকা হাতেই যুদ্ধাবস্থায় সে নিহত হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যখন তাঁর নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন :

ابعده الله فانه كان يبغض قريشًا

তার প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ, কেননা সে কুরায়শদের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াকূব ইব্‌ন উৎবা ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আখনাস বর্ণনা করেন, উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্র সাথে তার একটি খ্রিস্টান গোলামও নিহত হয়। সে ছিল খৎনা বিহীন। জনৈক আনসার সাহাবী সাকীফ গোত্রের নিহতদের সামানপত্র তাদের দেহ থেকে খুলে নিচ্ছিলেন। ঐ গোলামটির দেহ থেকে জিনিসিপত্র খুলে নিতে গিয়ে তিনি দেখতে পান যে গোলামটির খৎনা করা নেই।

রাবী বলেন : তখন ঐ আনসার সাহাবী চীৎকার করে বললেন : হে আরবসমাজ, শুনে রাখো, একজন সাকীফ গোত্রীয় লোক, খৎনা ছাড়া দেখা যাচ্ছে।

মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) বলেন : আমি তখন তার হাত ধরে বললাম : আমার আশঙ্কা হলো এ ব্যক্তি আরবদের মধ্যে আমাদের বে-ইজ্জতি করে ছাড়বে। তখন আমি বললাম : দোহাই তোমার, আমার পিতামাতা তোমার জন্য কুরবান হোন, অমনটি বলো না, ও হচ্ছে আমাদের একটি খ্রিস্টান বালক। তারপর আমি অন্যান্য নিহতদের কাপড় খুলে খুলে তাকে দেখাতে লাগলাম, ঐ দেখ, এদের প্রত্যেকেই খৎনা করা লোক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আহ্লাফ তথা মিত্রবাহিনীর পতাকা ছিল কারিব ইব্‌ন আসওয়াদের হাতে। তারা যখন পরাজিত হলো তখন সে তার হস্তাস্থিত পতাকাটি একটি গাছের সাথে ঠেস দিয়ে রেখে পালিয়ে যায় এবং তার সাথে সাথে তার চাচাতো ভাইয়েরা ও গোষ্ঠীর লোকজন পলায়ন করে। তাই আহ্লাফের তথা মিত্রদলসমূহের মধ্যকার দু'ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই নিহত হয়নি। সে দু'জন হচ্ছে গায়রাহ গোত্রের ওহাব এবং বনী কুব্বাহ্র জাল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাল্লাহ্-এর হত্যা সংবাদ অবগত হয়ে বললেন : বনূ সাকীফের যুবককুল শিরোমণি আজ নিহত হলো। তবে ইব্‌ন হানীফার পুত্রটি রয়ে গেল। ইব্‌ন হানীফা বলতে এখানে তিনি হারিস ইব্‌ন উয়ায়সকে বুঝিয়েছেন।

ইব্‌ন মিরদাসের আরেকটি কবিতা

কারিব ইব্‌ন আসওয়াদের ভাইদের রেখে পলায়ন এবং যুলখিমারকর্তৃক তার গোত্রীয় লোকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার কথা উল্লেখ করে আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস বলেন :

الا من مبلغ غيلان عـنـى * و سوف إخال يأتيه الخبير

ওহে, কেউ আছো কি যে গায়লানকে আমার পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবে? আর আমার খেয়াল, অচিরেই অবহিত লোক তার কাছে পয়গাম পৌঁছাবে-

وعروة انما اهدى جوابا * وقولا غير قولكما يسير

সেই সাথে উরওয়াকেও। আর আমি তোমাদের এমন একটি বাণী উপহার দেবো, যা হবে চিরন্তন এবং তোমাদের দু'জনের বক্তব্য থেকে ভিন্ন।

بان محمدا عبد رسول * لرب لا يضل ولايجور

তা হচ্ছে, মুহাম্মদ (সা) প্রতিপালকের পয়গাম বহনকারী রাসূল। তিনি আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত হন না আর কারো প্রতি অবিচারও করেন না।

وجدناه نبيا مثل موسى * فكل فتى يخايره مخير

আমরা তাঁকে মূসার মতো নবী রূপে পেয়েছি। যে তাঁর সাথে শ্রেষ্ঠত্বে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হবে, সে পরাস্ত হবে।

وبئس الأمر أمر بنى قسى * بوج إذ تقسمت الأمور

ওজ্ প্রান্তরে বনূ কাস্‌সী (ছাকীফ) গোত্রের অবস্থা যখন শতধা বিচ্ছিন্ন, তখন তাদের হালত অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠলো।

أضاعوا آمرهم ولكل قوم * أمير والدوائر قد تدور

তাদের ব্যাপার তারা নষ্ট করে দিল। প্রতিটি সম্প্রদায়ের কোন না কোন আমীর থাকে, এবং তাদের উপর চারদিক থেকে বিপদ নেমে আসলো যা আবর্তনশীল।

فجئنا أسد غابات إليهم * جنود الله ضاحية تسير

আমরা তাদের পানে অগ্রসর হলাম বনভূমির সিংহকূলের মত। আল্লাহ্‌র বাহিনীসমূহ খোলাখুলিভাবে অগ্রসর হচ্ছিলো।

نؤم الجمع جمع بنى قسى * على حنق نكاد له نطير

আমরা, আমাদের বাহিনীসমূহ- হাওয়াযিনের বিভিন্ন বাহিনীর উদ্দেশ্য অগ্রসর হচ্ছিলাম ক্রোধান্বিত অবস্থায়। যেন আমরা তাদের উদ্দেশ্যে পাখির মত উড়ে চলছিলাম।

وإقسم لوهم مكثوا لسرنا * إليهم بالجنود ولم يغوروا

আমি শপথ করে বলছি, যদি তারা রয়ে যেতো, তা হলে আমরা এমন বাহিনীসমূহে নিয়ে তাদের দিকে যাত্রা করতাম যারা তাদের পরাজিত না করে ফিরতো না।

فكنا اسد لية ثم جتى * أبحناها واسلمت النصورا

তারপর আমরা লিয়্যাতে[১] পৌঁছে সেখানকার সিংহ বনে যাই এবং তা জয় করি, আর সেখানে রক্তপাতকে নিজেদের জন্যে হালাল করে নেই। তারপর নুসূর গোত্রকে[২] আমাদের হাতে অর্পণ করা হয়।

---

১. লিয়্যা হচ্ছে তায়েফের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম।

২ হাওয়াযিন গোত্রের একটি শাখাগোত্র।

ويوم كان قبل لدى حنين * فاقلع والدماء به تمور

ইতোপূর্বে হুনায়ন যুদ্ধের এমন একটি দিন অতিক্রান্ত হয়েছে যাতে তাদের উচ্ছন্ন সাধন করা হয়েছে এবং তাদের রক্তপাত করা হয়েছে।

من الايام لم تسمع كيوم * ولم يسمع به قوم ذكور

সেটা ছিল যুদ্ধের এমন একটি দিন, যে দিনের মত দিনের কথা তোমরা কোনদিন শুনতে পাওনি বা কোন বীর জাতিই ইতিপূর্বে এমন দিনের কথা শুনতে পায়নি।

قتلنا فى الغبار بنى حطيط * على راياتها والخيل زور

আমরা বনূ হুতায়তকে তাদের ঝাণ্ডার কাছে গিয়ে হত্যা করি, যখন খুবই ধুলো উড়ছিল, আর তাদের অশ্বগুলো পলায়নরত দেখা যাচ্ছিলো।

ولم يك ذوالخمار رئيس قوم * لهم عقل يعاقب او نكير

সে সময় যুলখিমার তার সম্প্রদায়ের সর্দার ছিল না। তাদের বুদ্ধি বিবেচনা ও চেষ্টা তদবিরের শাস্তি তাদেরকে দেয়া হচ্ছিল।

أقام بهم على سنن المنايا * وقد بانت لمبصرها الأمور

সে তাদের সম্প্রদায়কে মৃত্যুর পথসমূহে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অথচ সে পথসমূহ সম্পর্কে অবগতদের কাছে ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

فأفلت من نجا منهم جريضا * وقتل منهم بشر كثير

তাদের মধ্যে যারা রক্ষা পেয়েছিল তাদের দম বন্ধ হয়ে আসছিল এবং তাদের বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করা হয়।

ولا يغنى الامور أخوالتوانى * ولا الغلق الصريرة الحصور

অলস নিষ্কর্মা লোকেরা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজেই সিদ্ধহস্ত হয় না বা কারিৎকর্মা প্রতিপন্ন হয় না। না দুর্বলচেতারা, যারা না করে বিয়ে-শাদী, না ঘেঁষে রমণীদের পাশে।

أحانهم وحان وملكوه * أمورهم وأفلتت الصقور

সে তাদের সকলকে নিধন করলো এবং নিজেও নিহত হলো। আর তাকে লোকজন এমন দুর্যোগ মুহূর্তে তাদের আমীররূপে বরণ কর নেয়, যখন বীর যোদ্ধারা প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছিল।

بنو عون تميح بهم جياد * اهين له الفصافص والشعير

বনূ আওফ, তাদের সাথে গর্বিত চালে চলে তাদের অভিজাত শ্রেণীর ঘোড়াগুলো, যেগুলোর জন্যে প্রচুর সরবরাহ রয়েছে তাজা ঘাস আর যবের।

فلو لا قارب وبنو ابيه * تقسمت المزارع والقصور

যদি কারিব ও তাঁর অন্যান্য ভাইয়ারা না থাকতেন, তা হলে তাদের জমিজমা ও দালানকোঠাগুলো ভাগ বন্টন হয়ে যেতো।

ولكن الرياسة عمموها * على يمن أشار به المشير

বরং সারা রাজত্ব তাদের হাতেই বরকতের জন্যে অর্পণ করা হয়, যাদের হাতে অর্পণের জন্যে ইশারাকারী [অর্থাৎ নবী করীম (সা)] ইশারা করেছেন।

اطاعوا قاربا ولهم جدود * واحلام الى عز تصير

তারা কারিবের আনুগত্য করেন, অথচ তাদের যে পিতৃপুরুষ ও জ্ঞান বুদ্ধি, তা তাদের সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছিয়ে দেয়।

فان يهدوا الى الاسلام يلفوا * انوف الناس ما سمر السمير

যদি তাদের ইসলামের দিকে হিদায়েত নসীব হয়ে যায়, তা হলে যতদিন পর্যন্ত নৈশকালীন গল্পকারীর গল্প বলার রীতি থাকবে ততদিন তারা লোকসমাজের নাক স্বরূপ অর্থাৎ মর্যাদার প্রতীক হয়ে থাকবে।

وان لم يسلموا فهم اذان * بحرب الله ليس لهم نصير

আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তা হলে এ হবে তাদের আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা এবং এমতাবস্থায় তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

كما حكت بنى سعد وحرب * برهط بنى غزية عنقفير

যেমনটি বনূ সা'দকে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধে দলিত-মথিত করেছে এবং গাযিয়্যা গোত্রের জন্যে যুদ্ধ মহাবিপর্যয় প্রতিপন্ন হয়েছে।

كأن بنى معاوية بن بكر * الى الاسلام ضائنة تخور

বনূ মুআবিয়া ইব্‌ন বকর যেন ইসলামের সামনে গাভীর বাছুর, যেগুলো হাম্বা হাম্বা রবে ডাকছে।

فقلنا أسلموا أنا أخوكم * وقد برأت من اللإحن الصدور

এ জন্যে আমরা তাদের উদ্দেশ্য করে বললাম : ওহে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তা হলে আমরা তোমাদের ভাই, আর আমাদের অন্তর হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত।

كأن القوم اذ جاؤا إلينا * من البغضاء بعد السلم عور

যখন তারা আমাদের নিকট আসলো, তখন সন্ধি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের অন্তরসমূহ বিদ্বেষে অন্ধ ও কানা ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : গায়লান হচ্ছে গায়লান ইব্‌ন সালামা সাকাফী এবং উরওয়া বলতে- উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ সাকাফীকে বুঝানো হয়েছে।

দুরায়দ ইব্‌ন সাম্মার হত্যাকাণ্ড

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুশরিকরা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে তায়েফে আশ্রয় নেয়। মালিক ইব্‌ন আওফও তাদের সাথে যায়। তাদের কোন কোন বাহিনী আওতাসে চলে যায়। কোন কোন বাহিনী যায় নাখলা অভিমুখে। নাখলায় সাকীফ গোত্রের গিয়ারা উপগোত্রীয়রা ছাড়া আর কেউ যায়নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অশ্বারোহী বাহিনী নাখলাগামীদের পশ্চাদ্ধাবন করে, কিন্তু যারা পার্বত্য পথে পালিয়ে গিয়েছিল তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন নি।

রবী'আ ইব্‌ন রুফাই ইব্‌ন আহবান ইব্‌ন দা'লারাই ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন ইয়ারবূ' ইব্‌ন সামাল ইব্‌ন আওফ ইমরাউল কায়েস, যাকে তার মা দুগনার নামানুসারে ইবনুদ্ দুগনা বলা হতো, এ নামেই সে প্রসিদ্ধ ছিল। ইব্‌ন হিশামের ভাষ্য অনুসারে যাকে ইব্‌ন লাযু'আ বলা হতো- সে দুরায়দ ইব্‌ন সাম্মাকে ধরে ফেলতে সমর্থ হয়। রবী'আ দুরায়দের উটের লাগাম ধরে ফেলে। তার ধারণা ছিল উটটির আরোহী একজন মহিলা। কেননা, সে একটি ঘেরা হাওদার উপর বসে ছিল। তালাশী নিতেই দেখা গেল, সে তো নারী নয় বরং একজন পুরুষ এবং লোকটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ। আসলে সে ছিল দুরায়দ ইব্‌ন সাম্মা অথচ ঐ কিশোরটি তাকে চিনতো না। তখন দুরায়দ বলে উঠলো : তুমি আমাকে কি করতে চাও? জবাবে সে বললো : আমি তোমাকে হত্যা করবো। তখন সে জিজ্ঞাসা করলো : তুমি কে? জবাবে সে বললো : আমি হচ্ছি রবী'আ ইব্‌ন রুফাই সুলামী। তারপর সে তার তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত করলো, কিন্তু সে তাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলো। তখন বৃদ্ধ দুরায়দ বলে উঠলো : "তোমার মা তোমাকে কী মন্দ অস্ত্রই না সজ্জিত করে দিয়েছে! ঐ আমার হাওদার পিছন থেকে আমার তলোয়ারটা টেনে নেও।" আসলেও ঐ হাওদার মধ্যে তার তলোয়ারখানা মওজুদ ছিল। "তারপর অস্থি বাদ দিয়ে মগজের নীচে আঘাত কর, কেননা আমি এ ভাবেই লোকদের হত্যা করতাম। তারপর যখন তুমি তোমার মায়ের কাছে যাবে, তখন তাকে বলবে যে, তুমি দুরায়দ ইব্‌ন সাম্মাকে হত্যা করেছো। আল্লাহ্‌র কসম, কত যুদ্ধেই না আমি তোমাদের মহিলাদের রক্ষা করেছি।

বনূ সুলায়ম গোত্রীয়রা বলে : রবী'আ যখন দুরায়দকে আঘাত হানলো, তখন সে উলঙ্গ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তখন দেখা গেল যে, তার নিতম্ব এবং উরুদ্বয় উদোম অশ্বপৃষ্ঠে সব সময় আরোহণ করার কারণে একেবারে কাগজের মত সাদা হয়ে রয়েছে। দুরায়দকে হত্যার পর রবী'আ যখন তার মায়ের কাছে ফিরে গেল এবং তার হত্যার সংবাদ তাকে দিল, তখন তার মা বলে উঠলেন : আল্লাহ্‌র কসম! ও তো তোমার মায়েদের তিন তিনবার স্বাধীন করেছে।

দুরায়দের হত্যা প্রসঙ্গে তার কন্যার শোকগাথা

রবী'আর হাতে দুরায়দের হত্যা প্রসঙ্গে দুরায়দ-দুহিতা উমরা তার শোকগাথায় বলে :

শপথ তোমার জীবনের,
দুরায়দের ব্যাপারে আমার লেশমাত্র শঙ্কা ছিল না
সুমায়রা প্রান্তরে,
বিপজ্জনক বাহিনীর কোন আশঙ্কাও
আমি অন্তরে পোষণ করতাম না।
আল্লাহ্ বনূ সুলায়মকে দেবেন
তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল।
তারা যে রূঢ় আচরণ করেছে,
তিনিও তাদের সাথে করবেন তদ্রূপ রূঢ় আচরণ।

আর আমরা যখন আমাদের ঘোড়া নিয়ে
রণক্ষেত্রে তাদের দিকে ধাবিত হবো,-
হবো তাদের মুখোমুখী;
তখন তিনি তাদের নির্বাচিত লোকদের রক্তে
আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করবেন।
(হে দুরায়দ!)
তাদের কত দুর্দিনেই না তুমি তাদের হয়ে
গড়ে তুলেছো মস্ত প্রতিরোধ,
অথচ তখন তাদের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা হয়েছিল।
আর তাদের কত সম্ভ্রান্ত মহিলাদের না
তুমি আযাদ করে দিয়েছো!
আর তাদের কত মহিলাকেই না করেছো বন্ধনমুক্ত!
আর সুলায়মের কত লোকই না
তোমাকে কতরূপ উপাধিতে সম্বোধন করতো।
আর যখন তাদের প্রাণান্তকর অবস্থা ছিল
তখন তুমি তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছ!
কিন্তু এর প্রতিদানে তারা করেছে
চরম দুর্ব্যবহার।
আর দিয়েছে আমাকে এমনি মর্মবেদনা—
যাতে আমার পায়ের গোছার অস্থিমজ্জা পর্যন্ত—
গলে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে।
হে দুরায়দ!
তোমার অশ্বখুরের দাগ মুছে গেছে
যী-বকর থেকে নুহাক প্রান্তর অবধি।
হায়, সে পদচিহ্নগুলো আর কোনদিনই দেখা যাবে না।

উমরা বিনৃত দুরায়দ তার কবিতায় আরো বলে

তারা বললো : আমরা হত্যা করেছি দুরায়দকে।
আমি বললাম : তারা যথার্থই বলেছে।
তারপর আমার অশ্রু আমার কামিজের উপর
গড়িয়ে পড়তে লাগলো।
যদি সে সর্বগ্রাসী শক্তি না হতো,
যা সকল জাতিকে তার প্রভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে,

তা হলে সুলায়ম ও কা'ব গোত্র—
বুঝতে পারতো যে,
কী করে হুকুম তামিল করতে হয়।
যদি তা না হতো, তা হলে—
এমন একটি বাহিনী তাদের আঘাত হানতো,
কখনো প্রতি দিন, আবার কখনো
একদিন অন্তর।
যাদের অস্ত্রের আঁচ পেলেই তারা শিউরে উঠতো।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে দুরায়দের হত্যাকারীর নাম ছিল—আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কুনাঈ' ইব্‌ন উহ্‌বান ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন রবী'আ।

আবূ আমর আশআরীর শাহাদত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : শত্রু বাহিনীর মধ্যকার যারা আওতাসের দিকে পালিয়েছিল, তাদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ আমির আশআরী (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি পরাজিতদের এক দলের নিকটে পৌঁছে যান। উভয় পক্ষে দূর থেকে তীর নিক্ষেপের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। একটি তীর এসে আবূ অমিরের উপর পতিত হয়, আর তাতেই তিনি শহীদ হন। তারপর তাঁর চাচাতো ভাই আবূ মূসা আশআরী পতাকা ধারণ করেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। আল্লাহ্ তাঁর হাতে বিজয় দান করেন এবং মুশরিকদের পরাজিত করেন। লোকে বলে যে, আবূ আমির আশআরী (রা)-কে যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করেছিল, সে ছিল দুরায়দের পুত্র সালামা। তা তাঁর হাঁটুতে এসে পড়েছিল এবং তাতেই তিনি নিহত হন।

এ প্রসঙ্গে সালামা তার কবিতায় বলে :

জানতে যদি চাও হে, কী বা আমার পরিচয়,
জেনে নাও, আমার নাম সালামা নিশ্চয়।
জানতে যদি চাও হে, আরো পরিচয় নিখুঁত
জেনে নাও, আমি হচ্ছি সামাদীরের পুত।
জেনে নাও আমি হচ্ছি সেই সুপুরুষ বীর
তরবারিতে কাটি যে মুসলমানদের শির।

আর সামাদীর হচ্ছে তার মায়ের নাম।

বনূ রিআবের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ

বনূ রিআবের অনেক লোকই যুদ্ধে নিহত হয়। লোকজনের মধ্যে বলাবলি হয় যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স-যিনি বনূ ওহাব ইব্‌ন রিআবের একজন ছিলেন এবং ইব্‌নু আওরা নামে যাকে অভিহিত করা হতো- তিনি বলে উঠলেন; বনূ রিআবের তো সর্বনাশ হয়ে গেল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোকেরা বলে যে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করলেন :

اللّٰهُم اجبر مصيبتهم

"হে আল্লাহ্! তুমিই তাদের ক্ষতি পুষিয়ে দাও! তাদের বিপদের প্রতিবিধান করো!"

মালিক ইব্ন আওফ

পরাজিত হওয়ার পর মালিক ইব্ন আওফ বের হয়ে একটি গিরিপর্বতে তার অশ্বারোহী দলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সে তার সাথীদের লক্ষ্য করে বললো : যতক্ষণ না তোমাদের দুর্বলরা চলে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এখানে দাঁড়াও। ততক্ষণে তোমাদের পশ্চাতে যারা রয়ে গেছে, তারা এসে তোমাদের সাথে মিলিত হবে। সেমতে সে নিজেও সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। ততক্ষণে যে পরাজিত দুর্বলরা তার সাথে এসে মিলিত হয়েছিল তারা অতিক্রম করে গেল। এ ব্যাপারে মালিক ইব্ন আওফ কবিতার ছন্দে বলে :

আমার অশ্ব মুহাজ-এর উপর যদি
হামলা না হতো দু' দু'বার
তা'হলে দুর্জনদের পথ রুদ্ধ হয়ে আসতো
শাদীক প্রান্তরের নিম্নাঞ্চলে খর্জুর বীথির পাশে,
হামলা না হতো যদি দাহ্মান ইব্ন নসরের,
তা হলে বনূ জা'ফর ও বনূ হিলালের
লোকদের অত্যন্ত দুর্ভোগ পোহায়ে
পিছু হটতে হতো।

ইব্ন হিশাম বলেন : এগুলো মালিক ইব্ন আওফের অন্য যুদ্ধকালে বর্ণিত কবিতা। এর প্রমাণ হচ্ছে এই যে, এ বর্ণনার শুরুতে আছে যে দুরায়দ ইব্ন সাম্মা জিজ্ঞাসা করেছিল : বনূ জা'ফর ও বনূ কিলাব গোত্রদ্বয় এ যুদ্ধের ব্যাপারে কী ভূমিকা নিয়েছে? লোকজন জবাবে বলেছিল : তারা এ যুদ্ধে আসেনি। অথচ এ কবিতায় মালিক ইব্ন আওফ বলছে :

"বনূ কিলাব ও বনূ কিলালকে পিছু হটতে হতো।"

এথেকেই পরিষ্কার প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এ পংক্তিগুলো এ যুদ্ধকালে মালিক ইব্ন আওফ বলেনি। তা সে অন্য কোন যুদ্ধকালেই বলে থাকবে।

মালিক ইব্ন আওফ সংক্রান্ত আরেকটি বর্ণনা

ইব্ন হিশাম বলেন : আমার নিকট এ বর্ণনাও পৌঁছেছে যে, মালিক ইব্ন আওফ এবং তার সাথীরা যখন গিরিপর্বতে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন একটি অশ্বারোহী দলের সেখানে আর্বিভাব ঘটে। সে তার সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করলো : কী হে! তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো?

জবাবে তারা বললো : আমরা এমন একটি সম্প্রদায়ের লোকজনকে দেখতে পাচ্ছি, যারা তাদের বল্লম তাদের ঘোড়াগুলোর কানসমূহের ফাঁকে রেখেছে আর তাদের জানু প্রলম্বিত।

তখন আওফ বলে উঠলো : ওহ্, এরা হচ্ছে সুলায়ম গোত্রের লোক। এদের ভয় করার কোন কারণ তোমাদের নেই। তারা যখন এলো, তখন তাদেরকে অতিক্রম করে প্রান্তরের নীচের দিকে নেমে গেল।

তারপর তাদের পেছনে পেছনে আরেকটি গোত্রের অশ্বারোহী দল আসছিল। তখন সে তার সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করলো : তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো হে?

জবাবে তারা বললো : আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের লোকজনকে দেখতে পাচ্ছি, যারা তাদের বল্লম তাদের ঘোড়াসমূহের উপর এলোপাতাড়ি রেখেছে। তখন আওফ বলে উঠলো : ওহ্! এরা হচ্ছে আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় লোকজন। তাদের পক্ষ থেকেও তোমাদের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নেই। তারা যখন গিরিপর্বতের কাছে এলো, তখন তারাও সুলায়ম-গোত্রীয় লোকজনের পথ ধরে চলে গেল। তারপর একজন অশ্বারোহীর আবির্ভাব হলো। তখন সে তার সঙ্গীদেরকে বললো : তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো হে? জবাবে তারা বললো : প্রলম্বিত জানু বিশিষ্ট একজন অশ্বারোহীকে দেখতে পাচ্ছি। তার বল্লম তার কাঁধের উপর রক্ষিত এবং তার মাথায় একটি লাল পট্টি বাঁধা রয়েছে।

সে বললো : এ লোকটি হচ্ছে যুবায়র ইবনু আওয়াম। সে তখন লাত দেবতার কসম খেয়ে বললো : এ ব্যক্তি অবশ্যই তোমাদের কে লণ্ডভণ্ড করে দেবে। তোমরা একে প্রতিরোধ কর! ফলে যুবায়র যখন গিরিপর্বতের নিকটে এলেন, তখন তারা তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করল এবং তাঁকে প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হলো। তিনি তাদের বল্লমের দ্বারা আঘাত হানতে লাগলেন, এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দিলেন।

সালামা ইব্ন দুরায়দের কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : সালামা ইব্ন দুরায়দ যখন সকলকে অপারগ করে দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে কবিতায় এরূপ বলেছিল :

যাবৎ না আপতিত হলো বিপদ তোমার উপর
রলে তুমি বিস্মৃত হয়ে আমাকে,
এখন আয্রুবের কোল ঘেঁষে সংঘটিত যুদ্ধে তুমি
প্রত্যক্ষ করলে; -
যখন বাহনে চড়ে পলায়নই ছিল বাঞ্ছিত কাঙ্ক্ষিত
প্রতিটি কুলীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি,
প্রতিটি ভদ্র অভিজাত লোকের কাছে।
তারা নিজের জননী ও ভাইকে পর্যন্ত ফেলে পালাচ্ছিল
আর ফিরেও তাকাচ্ছিল না পেছন পানে;
তখন আমি তোমার পিছু পিছু চলে,

অধঃবদনে পলায়ন করা থেকে
বাঁচিয়েছি তোমাকে।

আবূ আমিরের শাহাদত ও তার ঘাতকদ্বয়কে নিধন

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট জনৈক বিশ্বস্ত কাব্য ও ঘটনা-বিশারদ বর্ণনা করেছেন যে, আওতাসের যুদ্ধে এমন দশ ব্যক্তির মুকাবিলা আবূ আমির আশআরী (রা)-এর সাথে হয়, যারা পরস্পর ভাই ছিল। তাদের সকলেই ছিল মুশরিক। তাদের একজন প্রথমে আবূ আমিরের উপর হামলা করে, আর তিনিও পাল্টা তার উপর হামলা করেন। তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। তারপর বললেন : হে আল্লাহ্! তুমি তার ব্যাপারে সাক্ষী থাকো! তারপর তিনি তাকে হত্যা করে ফেলেন। তারপর আরেকজন তাঁর উপর হামলা করে। আবূ আমির তাকেও ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়ে, তারপর তার উপর পাল্টা হামলা চালালেন। তিনি তখন বললেন : হে আল্লাহ্! এর ব্যাপারে তুমি সাক্ষী থাকো! তারপর আবূ আমির একেও হত্যা করলেন। তারপর একে একে তাদের সকলেই এ ভাবে তাঁর উপর হামলা চালায় এবং আবূ আমির এভাবে প্রত্যেকের সময় উপরোক্ত বাক্য বলে তাদের নয়জনকেই হত্যা করেন। তারপর দশম ব্যক্তিটিও তাঁর উপর হামলা করলো। আর তিনি পূর্ববর্তীদের মতো একেও ইসলামের দাওয়াত দিয়ে, 'হে আল্লাহ্! তুমি এর ব্যাপারে সাক্ষী থাকো' বলে তার উপরও পাল্টা হামলা চালালেন। তখন ঐ ব্যক্তিটি বলে উঠলো : হে আল্লাহ্! আমার ব্যাপারে তুমি সাক্ষী থেকো না। তখন আবূ আমির তাকে হত্যা করা থেকে বিরত রইলেন। এ ব্যক্তিটি রক্ষা পেয়ে গেল। পরক্ষণেই সে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং সে সত্যিকার নিষ্ঠাবান মুসলমান বলেই প্রতিপন্ন হল। এরপর যখনই রসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ লোকটিকে দেখতে পেতেন, তখন বলে উঠতেন : هذا شـريد ابى عامر —"ঐ যে আবূ আমিরের তলোয়ারকে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে যাওয়া লোকটি।"

তার পরক্ষণেই জুশাম গোত্রের হারিছের দুই পুত্র পরস্পরে দুই ভাই আলা ও আওফা একযোগে আবূ আমিরের উপর তীর নিক্ষেপ করে। এক জনের তীর তাঁর হৃৎপিণ্ডকে বিদীর্ণ করে এবং অপর জনের তীর তাঁর হাঁটুকে বিদ্ধ করে। এভাবে তারা দু'জনে তাঁকে শহীদ করে। লোকজন আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে তাঁর স্থলে আমীররূপে বরণ করে নেয়। তিনি ঘাতকদ্বয়ের উপর পাল্টা হামলা করে তাদের উভয়কেই হত্যা করেন।

আবূ আমির (রা)-এর ঘাতকদ্বয়ের মৃত্যুতে রচিত মর্সিয়া

বনূ জুশাম ইব্‌ন মুআবিয়ার এক ব্যক্তি উক্ত ঘাতকদ্বয়ের মৃত্যুতে নিম্নরূপ মর্সিয়া রচনা করে :

إن الرزية قتل العلاء * و إوفى جميعا ولم يسندا

আলা আর আওফার হত্যাকাণ্ড একটা সাংঘাতিক মর্মান্তিক ঘটনা। তারা দু'জন এমনভাবেই মারা পড়লো যে, একটুও অবলম্বন তাদের ছিল না।

هما القاتلان أبا عامر * وقد كان ذاهبة أربدا

এরা দু'জনই আবূ আমিরের হত্যাকারী। আর আবূ আমির ছিলেন এক নিপুণ কুশলী অসি-চালক যোদ্ধা।

هما تركاه لدى معرك * كأن على عطفه مجسدا

তারা দু'জনে তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে এমন অবস্থায় পরিত্যাগ করলো যে, তাঁর কাছে যেন জাফরান মাখা ছিল।

فلم تر في الناس مثليهما * أقل عثارا و أرمى يدا

তাদের মতো লোক তুমি লোকসমাজে দেখনি, যাদের নিপুণ হাত তীর নিক্ষেপে এবং লক্ষ্যভেদে খুব কমই ভুল করে থাকে।

শিশু ও নারী হত্যা নিষিদ্ধ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আমার কোন কোন সঙ্গী বর্ণনা করেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈকা নিহত মহিলার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যাকে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ হত্যা করেছিলেন। লোকজনের তখন সেখানে খুব ভীড়! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কোন একজন সঙ্গীকে লক্ষ্য করে বললো :

ادرك خالدا ، فقل له : ان رسول الله نهاك * (صلى الله عليه وسلم) ان تقتل وليدا او امرأة اوعسيفا

"খালিদের কাছে যাও এবং তাকে বলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে শিশু, নারী অথবা ভাড়াটে লোককে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বোন শায়মা প্রসঙ্গ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সা'দ ইব্‌ন বকর গোত্রের এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন; রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা বললেন : তোমরা যদি বনূ সা'দ ইব্‌ন বকরের মাজাদ নামক লোকটিকে তাঁবুতে পাও, তা হলে সে যেন তোমাদের থেকে পালাতে না পারে। ঐ ব্যক্তিটি একদা একটি ঘটনা ঘটিয়েছিল। যখন মুসলমানরা তাকে পাঁকড়াও করতে সক্ষম হয়, তখন তারা তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে এবং তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুধ-বোন হারিসের কন্যা শায়মাকেও ধরে নিয়ে আসেন। তাঁকে আনার ব্যাপারে তাঁরা কিছুটা কঠোরতাও প্রদর্শন করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর দুধবোন শায়মা বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা তখন বলে উঠলেন : ওহে! জেনে রেখো, আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গীর দুধ-বোন! তাঁরা তার কথায় বিশ্বাস করলেন না এবং তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন।

দুধবোনের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সদাচরণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্‌ন উবায়দ সা'দী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তাঁরা যখন শায়মাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি আপনার দুধ-বোন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এর নিদর্শন কি?

জবাবে শায়মা বললেন : আপনি যে শিশুকালে আমার পিঠে কামড় দিয়েছিলেন, তার দাগ এখনো আমার পিঠে বিদ্যমান রয়েছে। তখন আমি আপনাকে কোলে নিয়ে রেখেছিলাম।

রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিদর্শনটি সনাক্ত করতে সমর্থ হন। তিনি তাঁর জন্যে তাঁর চাদরটি বিছিয়ে দিলেন এবং তাঁকে তার উপর বসালেন। তিনি তাঁকে দু'টি বিকল্প প্রস্তাব দিয়ে বললেন :

أن أحببت فعندى محبة مكرمة وإن احببت ان امتعك وترجعى الى قومك فعلت .

তুমি যদি আমার কাছে থাকতে পসন্দ কর, তা হলে তোমার জন্যে রয়েছে আমার প্রাণঢালা ভালবাসা ও সম্মান সমাদর; আর তা না করে তুমি যদি তোমার সম্প্রদায়ের নিকট আমার দেয়া উপহার সামগ্রীসহ ফিরে যেতে চাও, তা হলে আমি তোমাকে তাই দেবো। তখন শায়মা বললেন : বরং আমাকে দ্রব্যসম্ভার দিয়ে আমার সম্প্রদায়ের নিকটই ফিরিয়ে দিন! সেমতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে প্রচুর দ্রব্যসামগ্রী দান করলেন এবং তার সম্প্রদায়ের কাছে তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

বনূ সা'দের লোকেরা বলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শায়মাকে মাকহূল নামক একজন গোলাম এবং তার সাথে একটি বাঁদীও দান করেন। শায়মা তাদের দু'জনের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দেন। ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের বংশধররা অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে।

হুনায়ন সম্পর্কে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন : ইব্ন হিশাম বলেন

হুনায়নের যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা— لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اعجبتكم كثرتم ... ... وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ পর্যন্ত আয়াত দু'টি নাযিল করেন।

অর্থ : আল্লাহ্ তোমাদের তো সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে, যখন তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য; কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। তারপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। এরপর আল্লাহ্ তাঁর নিকট হতে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফিরদের শাস্তি প্রদান করেন। এটাই কাফিরদের কর্মফল' (৯ : ২৫-২৬)।

হুনায়ন যুদ্ধে যারা শহীদ হন

ইব্ন ইসহাক বলেন : হুনায়নের যুদ্ধে যে সকল মুসলিম শাহাদত লাভ করেন, এস্থলে তাদের নাম প্রদত্ত হলো :

১. কুরায়শের শাখা বনূ হাশিমের আয়মান ইব্ন উবায়দ (রা)।
২. বনূ আসাদ ইব্ন আবদুল-উয্যার-ইয়াযীদ ইব্ন যাম্'আ ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আসাদ (রা)। জানাহ নামের তাঁর ঘোড়াটি তাকে পিঠ থেকে ফেলে দেয় এবং এতেই তার মৃত্যু হয়।

৩. আনসারদের আজলান গোত্রীয় সুরাকা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আদী (রা)।
৪. আশ'আরীদের মধ্যে হতে আবূ আমির আশ'আরী (রা)।

হুনায়নের বন্দী ও মালামাল

এরপর হুনায়নের বন্দী ও মালামাল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে উপস্থিত করা হয়। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের দায়িত্বে ছিলেন মাসউদ ইব্‌ন আমর গিফারী (রা)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মালামালসহ বন্দীদেরকে যীর্‌রানায় নিয়ে যেতে বলেন। সেখানে তাদের আটকে রাখা হয়।

হুনায়নের যুদ্ধ সম্পর্কে কথিত কবিতাবলী

বুজায়র ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন আবূ সুলামী হুনায়নের যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন :

আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাহ না হলে ঠিকই তোমরা পালাতে,
যখন ত্রাস সকল কাপুরুষকে করেছিল কাবু।
উপত্যকার ঢালুতে যেদিন আমাদের মুখোমুখি হল সমকক্ষ শত্রু,
তাজী ঘোড়াগুলো সব পড়ে যাচ্ছিল মুখ থুবড়ে।
কেউ দৌড়াচ্ছিল হাতে কাপড়ে নিয়ে। আর কোন অশ্ব
ছিটকে পড়ছিল কাত হয়ে, কোনটি খুর আর বুক উল্টিয়ে।
আল্লাহ্ আমাদের সম্মান বাঁচালেন, জয়ী করলেন আমাদের দীনকে
আর করলেন বলিয়ান রহমানের ইবাদতের বদৌলতে।
আল্লাহ্ তাদের করলেন ধ্বংস, করে দিলেন ছত্রভঙ্গ,
আর তাদের করলেন পদদলিত শয়তানের দাসত্ব হেতু।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কতক বর্ণনাকারী এ কবিতার মাঝে আরও উল্লেখ করেন :

যখন তোমাদের নবীর চাচা ও তার অভিভাবক দাঁড়ালেন সতেজে,
হেঁকে বললেন, ওহে ঈমানের সেন্যদল!
কোথায় তারা, যারা সাড়া দিয়েছিল তাদের প্রতিপালকের ডাকে,
বদর প্রান্তরে কিংবা বায়আতুর রিদওয়ানে?

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, হুনায়নের যুদ্ধ সম্পর্কে আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস বলেন :

নিশ্চয়ই আমি, কসম সব তেজস্বী ঘোড়ার, আর
রাসূল যা পাঠ করেন কিতাব হতে তার,
খুশী হয়েছি, বনূ সাকীফের দুর্দশায়,
এবং যে শাস্তি ভোগ করেছে তারা গিরিপথ-প্রান্তে।
তারাই নজদবাসীদের প্রধান শত্রু,
তাদের নিধন সুমিষ্ট পানীয়ের চাইতেও মধুর।
কাসী গোত্রের সেনাদলকে আমরা করেছি পরাস্ত,

ফলে, যুদ্ধের সব চাপ পড়ে বনূ রিআবের উপর।
আওতাসে বনূ হিলালের একটা পাড়া—
প্রচণ্ড ধুলায় হয় সমাচ্ছন্ন।
যদি সাক্ষাত হত বনূ কিলাবের সৈন্যদের সাথে,
তবে উৎক্ষিপ্ত ধুলো দেখে উঠে পড়ত তাদের নারীকুল।
বুস হতে আওরাল পর্যন্ত সর্বত্র-
আমরা অশ্ব হাঁকিয়েছি সবেগে, কুড়িয়েছি গনীমত।
বিশাল বাহিনীসহ, যাদের শোরগোলে ছিল চারদিক মুখরিত।
তাদের মাঝখানে আল্লাহ্‌র রাসূল, তাঁর বাহিনী
আঘাত হানতে অগ্রসরমান।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : تعفر بالتراب শব্দ ইব্‌ন ইসহাক ভিন্ন অন্য সূত্রে প্রাপ্ত।

ইব্‌ন হিশামের বর্ণনা মতে আতিয়্যা ইব্‌ন উফায়্যিফ নিসরী উপর্যুক্ত কবিতার জবাব দেয় এবং বলে :

রিফাআ কি হুনায়নের ব্যাপারে গর্ব করে?
এবং আব্বাস, যে দুধবিহীন ভেড়ীর পোষ্য?
তোমার অহংকার সেই গর্বিণী দাসীর মত,
যার গায়ে তার কর্ত্রীর পোশাক, বাকী অংগে জীর্ণ চামড়া।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হুনায়নের যুদ্ধ নিয়ে আব্বাস যখন হাওয়াযিনদের অতিষ্ঠ করে তোলে, তখনই আতিয়্যা ইব্‌ন উফায়্যিফ উপরি-উক্ত মন্তব্য করে। রিফাআ ছিল বনূ জুহায়নার লোক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস আরও বলেন :

'হে নবীদের সীলমোহর, তুমি তো প্রেরিত সত্যসহ।
যত সত্য-সঠিক পথ তার দিশা তোমারই দেওয়া।
আল্লাহ্ তাঁর মাখলুকের মাঝে করেছেন প্রতিষ্ঠিত—
তোমার ভালবাসা, নাম রেখেছেন তোমার মুহাম্মদ।
যারা তোমার গৃহীত প্রতিশ্রুতি করেছে রক্ষা,
তারা একটি সেনাদল, তাদের প্রতি পাঠিয়েছ তুমি যাহ্‌হাককে
যে ছিল একজন তীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী যোদ্ধা। যখন সে হল শত্রুবেষ্টিত,
তখন দেখল তোমাকে।
অনন্তর সে তার নিকট আত্মীয়বর্গকে করল আক্রমণ।
তার তো একই লক্ষ্য সন্তুষ্টি রহমানের, আর তোমার।
আমি তোমাকে জানাচ্ছি, তাকে দেখেছি আমি আক্রমণরত
ধূলিমেঘের ভেতর থেকে। চূর্ণ করছে মস্তক মুশরিকদের।

কখনও বা দু'হাতে তাদের টিপে ধরছে টুটি,
কখনও তীক্ষ্ণ তলোয়ারে তাদের মস্তক করছে খণ্ড বিখণ্ড।
কখনও তরবারিতে উড়িয়ে দিচ্ছে গুপ্ত ঘাতকের খুলি,
সত্যিই তুমি যদি দেখতে যা দেখেছি আমি, হৃদয় জুড়াত তোমার।
বনূ সুলায়ম তার আগে আগে ছিল ধাবমান,
শত্রুর প্রতি উপর্যুপরি আঘাত হানতে-হানতে।
তারা চলছিল তার পতাকাতলে—সে যেন
একদল বনের সিংহ, তৎপর আবাস প্রতিরক্ষায়।
তারা আত্মীয়ের কাছে আশাবাদী নয় আত্মীয়তার,
আল্লাহ্র আনুগত্যই তাদের অভিপ্রেত, আর তোমার ভালবাসা।
এই ছিল আমাদের রণকীর্তি, যে জন্য আমাদের খ্যাতি,
প্রকৃতপক্ষে আমাদের অভিভাবক তো তোমার প্রভু।

আব্বাস ইব্ন মিরদাস আরও বলেন

ওহে উম্মু ফারওয়া! যদি দেখতে আমাদের তাজী ঘোড়াগুলো।
কোনটি ছিল সওয়ারীহীন, যাকে নেওয়া হচ্ছিল টেনে, কোনটি খোঁড়া।
উপর্যুপরি যুদ্ধ ওদের করেছে ক্লান্ত,
ক্ষতস্থান হতে নির্গত হচ্ছে অনবরত রক্তধারা।
কত নারী এখন বলছে, আমাদের দাপট তাদের শান্তি দিয়েছে,
যুদ্ধের কঠিন ঘাত হতে, করেছে তাকে শংকামুক্ত।
প্রথম সেই প্রতিনিধিদলের মত আর প্রতিনিধি দল নাই,
তারা আমাদের জন্য মুহাম্মদের রজ্জুতে দিয়েছে
এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন।
প্রতিনিধি হয়ে এসেছিল আবূ কুতন হুযাবা
আর ছিল আবুল-গুয়ূস, ওয়াসি ও মিকনা।
তিনি নিয়ে এসেছিলেন একশ' সৈন্য, ফলে
নয়শ' পৌঁছুলো হাজারের কোঠায়।
বনূ আওফ ও মুখাশিনের দল জোগায় আরও ছয়শ
সেই সাথে খুফাফ গোত্র চারশত।
নবী যখন আমাদের হাজার সৈন্যের সহযোগিতায় হলেন জয়ী,
তুলে দিলেন আমাদের হাতে আন্দোলিত পতাকা।
সে পতাকাতলে আমরা করলাম জয়লাভ।
তার দায়িত্ব অর্পিত হল এক মহানুভব ব্যক্তিত্বের উপর,
যার নেতৃত্ব ছিল অব্যাহত।

যে দিন আমরা মক্কা উপত্যকায় ছিলাম নবীর পার্শ্বে
তার এক ডানা স্বরূপ, যখন আন্দোলিত হচ্ছিল বর্শা।
যে ছিল আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রকৃত আহ্বানকারীর
ডাকের এক সাড়া বিশেষ।
আমাদের মধ্যে কেউ ছিল শিরস্ত্রাণবিহীন, কেউ বা শিরস্ত্রাণ পরিহিত।
কারও পরিধানে ছিল বাছাইকৃত বড়-সড় বর্ম,
লোহার তারে যা বুনেছিল দাউদ ও তুব্বা।[১]
হুনায়নের দুই কুয়ার পাদদেশে ছিল আমাদের বাহিনী,
যারা ঘোর মুনাফিকের মস্তক করে চূর্ণ, আর যারা ছিল অবিচল
পাহাড়ের মত।
আমাদের দ্বারা নবী হন সাহায্যপ্রাপ্ত। বস্তুত আমরা
এমন এক দল যে, যে কোন জরুরী অবস্থায় আসি উপকার-অপকারে।
আমরা সেদিন বর্শা দ্বারা হাওয়াযিনকে করি প্রতিহত।
উৎক্ষিপ্ত ধূলায় আমাদের তাজী ঘোড়া হয়েছিল সমাচ্ছন্ন।
যখন নবী তাদের দাপটে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, আর তারা
ধেয়ে এসেছিল সুগঠিত বাহিনী নিয়ে, যার তেজে
সূর্যও প্রায় হয়ে যাচ্ছিল নিষ্প্রভ।
তখন ডাকা হয়েছিল বনূ জুশামকে, আর তার মাঝে
নাসরের সকল শাখা-প্রশাখাকে, যখন চলছিল বর্শা বৃষ্টি।
অবশেষে নবী মুহাম্মদ (সা) বললেন : হে বনূ সুলায়ম!
তোমরা তোমাদের ওয়াদা পূর্ণ করেছ, এবার ক্ষান্ত হও।
আমরা চলে গেলাম। আমরা না থাকলে তাদের শক্তিমত্তা
ক্ষতি সাধন করতে পারত মু'মিনদের এবং বাঁচাতে পারত
যা তারা করেছিল অর্জন।

আব্বাস ইব্ন মিরদাস হুনায়নের যুদ্ধ সম্পর্কে আরও বলেন

মিজদাল জনশূন্য হয়ে গেছে, এরপর মুতালিও,
অনুরূপ আরীকের সমভূমি এবং মাসানি—সবই জনহীন এখন।
হে জুমল! আমাদের ঘর-বাড়ি ছিল, জীবন ছিল প্রধানত শান্তিময়।
বিপদাপদের আপতন জনপদে করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা।
দূর প্রবাস ও বিরহ আমার হাবীব গোত্রীয়া প্রিয়াকে বদলে দিয়েছে।

---

১. তুব্বা-ইয়ামানের প্রাচীন বাদশাহদের উপাধি।

বিগত সুখের সে জীবন কি আর আসবে ফিরে?
তুমি কাফিরদের সাথে থাকতে চাইলে আপত্তি নেই,
আমি কিন্তু নবীর সাহায্যকারী, তাঁর অনুসারী।
শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা আমাদের ডাক দিয়েছে তাদের দিকে।
আমি তাদের চিনি; তারা খুযায়মা, মার্‌রার ও ওয়াসি'।
আমরা এলাম তাদের বিরুদ্ধে বনূ সুলায়মের এক হাজার সৈন্যসহ।
তাদের পরিধানে ছিল দাউদ নির্মিত উৎকৃষ্ট বর্ম।
আমরা মক্কার দুই পাহাড়ের মাঝখানে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করলাম
আমরা দুই পাহাড়ের মাঝে আনুগত্য প্রদান করলাম বটে—আল্লাহ্‌র প্রতি।
আমরা তরবারিসহ সবলে পিষ্ট করলাম মক্কা নগর হিদায়াতের
দিশারী—সাথে। তখন উৎক্ষিপ্ত ধূলোরাশি চারদিকে বিক্ষিপ্ত।
আমরা এসে পড়লাম প্রকাশ্যে, আমাদের তাজী ঘোড়ার পিঠ
ঘর্মাক্ত। ভিতরে তাদের রক্তধারা টগবগ ফোটে।
হুনায়নের দিন হাওয়াযিনেরা যখন ধেয়ে আসে আমাদের দিকে,
আর ভয়ে সকলের নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়,
তখন আমরা যাহ্‌হাকের সাথে পরিচয় দেই স্থৈর্যের
শত্রুর আঘাত ও রণ পরিস্থিতি করেনি আমাদের আতঙ্কিত।
আমরা অবিচল থাকি রাসূলুল্লাহ্ (সা) সামনে। আমাদের উপরে
পতাকা উড়ছিল পতপত করে মেঘের মত।
যে অপরাহ্নে যাহ্‌হাক ইব্‌ন সুফ্‌য়ান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তরবারি
হাতে নিয়ে চালাচ্ছিল, আর মৃত্যু ছিল সন্নিকট;
আমরা আমাদের ভাইকে বাঁচালাম ভাইয়ের হাত থেকে।
তোমাদের ইচ্ছামত হলে আমরা থাকতাম আমাদের আত্মীয়দের সাথে।
কিন্তু, না—আল্লাহ্‌র দীনই মুহাম্মদের দীন।
আমরা তাতে রাযী, তাতে আছে পথের দিশা ও বিধি-বিধান।
সে দীন দ্বারা তিনি আমাদের বিভ্রান্তির পর সব ঠিক
করে দিলেন। আল্লাহ্‌র ফয়সালা পারে না কেউ প্রতিহত করতে।

আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস হুনায়নের যুদ্ধ সম্পর্কে আরও বলেন

উম্মু মুআম্মালের সাথে বাকি সম্পর্কও ঘুচে গেল অবশেষে,
তার ইচ্ছা গেছে পাল্টে, করেছে ওয়াদা ভঙ্গ,
আল্লাহ্‌র নামে শপথ করেছিল সে বন্ধন করবে না ছিন্ন
সে সততার পরিচয় দেয়নি, করেনি অংগীকার রক্ষা।

সে বনূ খুফাফের সন্তান, যারা গ্রীষ্মকাল কাটায় বাতনুল আকীকে।
আর যাযাবর শ্রেণীর মাঝে ওয়াজরা ও উরাফায় করে যাতায়াত।
উম্মু মুআম্মাল যদিও কাফিরদের অনুসরণ করে, আর
তার ও আমার মাঝে রয়েছে ঢের দূরত্ব, তবু আমার হৃদয়ে
সে করেছে গভীর অনুরাগ সৃষ্টি।
শীঘ্রই বার্তাবাহী তাকে জানাবে, আমরা কুফ্র
করেছি পরিত্যাগ। আমাদের প্রতিপালক ছাড়া চাই না কারও
সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে।
আমরা পথ-প্রদর্শক নবী মুহাম্মাদের পক্ষে।
আমাদের সঙ্গে হাজার সৈন্য, যা পারেনি দেখাতে আর কোন দল।
বনূ সুলায়মের সত্যনিষ্ঠ বীর জওয়ানরা ছিল সাথে।
তারা করেছে তাঁর আনুগত্য, করেনি তাঁর নির্দেশ এক অক্ষরও অমান্য।
খুফাফ, যাকওয়ান ও আওফ গোত্রগুলোকে মনে হচ্ছিল
কালো মাদী উটনীর মাঝে চিত্ত চঞ্চল যুবা উট।
তাদের পরিধানে যেন রক্তিমাভ-ও শ্বেত বর্ণ বস্ত্র, আর
তারা যেন দীর্ঘকর্ণ সিংহ, সমবেত হয়েছে তাদের ঘাঁটিতে।
আমাদের দ্বারা আল্লাহ্র শাশ্বত দীনের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে,
আমরা তাঁর সহগামীদের সাথে দ্বিগুণ লোক করেছি যোগ।
আমরা যখন মক্কায় পৌঁছি আমাদের পতাকা যেন
লক্ষ্যস্থিরকারী বাজপাখী।
যা ছোঁ মারতে উদ্যত বিস্ফারিত নেত্ররাজির উপর।
ঘোড়াগুলো যখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল চারণভূমিতে।
(দেখলে) তুমি, ভাবতে তার মাঝে বায়ুর শনশন।
যেদিন আমরা মুশরিকদের করি পদপিষ্ট,
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশের পাইনি কোনরূপ ব্যত্যয়।
সেদিন রণক্ষেত্রের মাঝে মানুষ শুধু শুনেছে আমাদের
উৎসাহব্যঞ্জক হাঁকডাক এবং খুলি উড়ানোর শব্দ।
শুভ্র-সতেজ তরবারির কোপে উড়ে যেত মাথার খুলি
কিংবা ছিন্ন হতো গুপ্ত ঘাতকের ঘাড়।
কত নিহতের লাশ আমরা ফেলে রেখেছি খণ্ড বিখণ্ড করে।
বিধবারা তাদের স্বামীদের তরে জুড়ে দিত বিলাপ।
আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমাদের লক্ষ্য মানুষের খুশীর
ধারি না ধার। গোপন-প্রকাশ্য সবই তো আল্লাহ্র জন্য।

আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস আরও বলেন :

কি হলো তোমার চোখের যে, তাতে নিদ্রাহীনতা আর যন্ত্রণা।
পাতা ফেললে কি অনুভূত হয় ভুসিমত কিছু?
বিষাদভরা এ চোখে রাতে আসে না ঘুম,
তাতে কখনও অশ্রু জমে, কখনও বা হয় তা প্রবাহিত,
যেন গাঁথুনীর হাতের মুক্তার মালা—
সূতিকা ছিঁড়ে দানাগুলো ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষিপ্ত;
হায়, কত দূর মনজিলে, যার প্রণয়ে উতলা তুমি—
যার পথে বাধা সাম্মান ও হাফরের।
বিগত যৌবনের কথা রেখে দাও,
যৌবন পালিয়ে গেছে, চুলে ধরেছে পাক, আর মাথায় টাক।
তার চাইতে বরং স্মরণ কর সুলায়মের লড়াইয়ের কথা—রণক্ষেত্রে।
বস্তুত সুলায়ম গোত্রের যুদ্ধে গর্বকারীর জন্য গর্ব রয়েছে।
তারা তো এমন সম্প্রদায়, যারা সাহায্য করেছে রহমানের পক্ষে
তারা অনুসরণ করেছে রাসূলের দীনের, যেখানে অপরাপর
মানুষ দ্বিধা-বিভক্ত।
তারা লাগায় না খেজুরের চারা তাদের বাগানে,
কিংবা হাম্বা ডাকে না গাভী তাদের বাড়ির সামনে।
তবে হ্যাঁ, তাদের বাড়ীর কাছে আছে শ্যেণতুল্য অশ্ব,
আর তার চারদিকে পাল-পাল উট।
তাদের পাশে দাঁড়াতে ডাকা হয়েছিল খুফাফ ও আওফকে,
আর ডাকা হয়েছিল অস্ত্র-শস্ত্রহীন, নির্লিপ্ত বনূ যাকওয়ানকে।
তারা মুশরিক বাহিনীর উপর আঘাত হেনেছে প্রকাশ্য—
দিবালোকে, মক্কা উপত্যকায়। দ্রুত তারা তাদের করে বিনাশ।
এরপর আমরা যখন চলে যাই, তাদের লাশগুলো
উন্মুক্ত উপত্যকায় পড়ে থাকে কর্তিত খর্জুর বৃক্ষবৎ।
হুনায়নের যুদ্ধের দিনে আমাদের উপস্থিতি
শক্তি সঞ্চার করেছিল দীনের এবং আল্লাহ্‌র কাছে তা
রয়েছে সংরক্ষিত।
যখন আমরা মুখোমুখি হয়েছিলাম মৃত্যুর, যা করেছিল
কালো ছায়া বিস্তার। আর অশ্বখুরের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত—
হচ্ছিল কালোবর্ণ ধূলো।

আমরা লড়াই করি যাহ্হাকের পতাকাতলে।
তিনি ছিলেন আমাদের পুরোভাগে যেমন সিংহ
বীরদর্পে এগিয়ে চলে অরণ্যের ভেতর।
আমরা লড়াই করি বিপদ-সংকুল সংকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে,
যার প্রচণ্ড ঘনঘটার চন্দ্র-সূর্য প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল
আমরা স্থৈর্যের পরিচয় দেই আওতাসে, যেখানে আমরা
বর্শা তাক করি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির খাতিরে,
আমরা যাকে ইচ্ছা সাহায্য করি এবং বিজয়ী হই।
এরপর সকল দল ফিরে যায় আপন ঘরে,
আল্লাহ্ মালিক, আর আমরা না হলে তারা ফিরত না কখনও।
ছোট-বড় যাই হোক এমন কোন সম্প্রদায় তুমি
পাবে না, যাদের মাঝে আমাদের কিছু না কিছু কীর্তি নেই।

আব্বাস ইব্ন মিরদাস আরও বলেন :

শোন হে ব্যক্তি, যাকে নিয়ে ছুটে চলছে
সুঠাম, স্বাস্থ্যবতী, দৃপ্ত-পদ উটনী
যদি নবীর কাছে যাও তুমি, তবে মজলিস নীরব হলে
তাকে তুমি বলো : হ্যাঁ, বলো কিন্তু নিশ্চয়।
যারা উটে সওয়ার হয়েছে, কিংবা
পদব্রজে চলেছে মাটির উপর, তাদের সবার সেরা হে মহান!
আপনি আমাদের থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমরা
তা রক্ষা করেছি।
যখন অশ্বারোহী বাহিনীকে প্রতিহত করা হয় আমাদের বাহাদুর
সৈন্যদের দ্বারা, করা হয় তাদের হতাহত।
যখন বুহ্ছা গোত্রের চারদিক হতে নেমে এলো—
বিরাট সৈন্যদল আচ্ছন্ন করে গিরিপথ, করে প্রকম্পিত।
অবশেষে আমাদের যে বিশাল বাহিনী মক্কাবাসীদের নিকট পৌঁছুলো ঊষাকালে
হাতিয়ারে খেলছিল বিদ্যুত, সম্মুখে ছিল গর্বিত অধিনায়ক।
এতে ছিল সুলায়মের যতসব শক্ত সুঠাম বীর,
মজবুত বর্মসজ্জিত, মাথায় শোভিত শিরস্ত্রাণ।
যখন তারা রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো, বর্শাগুলো হলো রক্তস্নাত,
দেখলে তুমি ভাবতে বুঝি বা বিরক্ত-ক্ষ্যাপা সিংহ।

পুরো বাহিনী ছিল বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত, হাতে তীক্ষ্ণ তরবারি
আর তীর বর্শা।
হুনায়নের যুদ্ধে আমাদের দ্বারা হাজার পূর্ণ হয়,
তা দ্বারা রাসূলের হয় প্রচণ্ড সহযোগিতা।
তারা ছিল মু'মিনদের সম্মুখভাগে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনী
তাদের অস্ত্রপ্রভায় এক সূর্য পরিণত হল শত সূর্যে।
আমরা অগ্রসর হলাম, আল্লাহ্ আমাদের হিফাজত করলেন,
আর আল্লাহ্ যাদের হিফাজত করেন, তারা ধ্বংস হয় না।
আমরা মানাকিবে ঘাঁটি স্থাপন করলাম
আল্লাহ্ তাতে খুশী হলেন, কত উত্তম সে ঘাঁটি।
আওতাসের দিন আমরা লড়াই করলাম প্রচণ্ড,
শত্রুরা তাতে দিশেহারা হয়ে বলে উঠলো ঃ বাঁচাও, বাঁচাও।
হাওয়াযিন আমাদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্বের কথা উচ্চারণ করলো,
হাওয়াযিনের সহায় দুধের সব ওলান গেছে শুকিয়ে
অবশেষে আমরা তাদের ছেড়ে দিলাম সকলকে
তখন তাদের অবস্থা যেন হায়েনা তাড়িত বুনো গাধা।

ইব্ন হিশাম বলেন : وقيل منها احبسوا অংশটুকু আমার কাছে আবৃত্তি করেছেন খালাফ আল-আহমার।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আব্বাস ইব্ন মিরদাস আরও বলেন :

আমরা আল্লাহ্র রাসূলকে সাহায্য করেছি—
তাঁর পক্ষ হয়ে, ক্রোধ-দৃপ্ত সহস্র বীরসহ,
আর বর্মহীন যোদ্ধাদের তো কোন হিসাবই ছিল না।
আমরা বর্শাগ্রে বহন করি পতাকা তাঁর,
মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে তাঁর সাহায্যকারী রক্ষা করে সে ঝাণ্ডা,
আমরা করি তা রক্তে রঞ্জিত, হুনায়নের যুদ্ধে
সেটাই হয় তার রঙ, যেদিন সাফ্ওয়ান ছোঁড়ে বর্শা তার।
আমরা ইসলাম রক্ষায় ছিলাম তাঁর দক্ষিণ বাহু,
আমাদেরই উপর ছিল পতাকার ভার ও তা ওড়ানোর দায়িত্ব।
আমরা ছিলাম শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর দেহরক্ষী।
তিনি তাঁর ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ নিতেন, আমরাও নিতাম
পরামর্শ তাঁর।

তিনি আমাদের ডেকে নেন তাঁর অন্তরংগ ও অগ্রগণ্য করে,
আর আমরা ছিলাম তাঁর সাহায্যকারী, তাঁর অপ্রিয়দের হতে।
আল্লাহ্ তাঁর নবী মুহাম্মদকে দিন উত্তম প্রতিদান
এবং তাকে শক্তিশালী করুন আপন সাহায্যে;
বস্তুত আল্লাহ্ই তাঁর সাহায্যকারী।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : وكنا على الاســلام হতে শেষ পর্যন্ত জনৈক বাক্যবিশারদ আমাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। তিনি এর পূর্ববর্তী حملنا له فى عامل الرمح راية শ্লোকটি সম্পর্কে নিজ অজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তার পূর্বে শ্লোক : وكان لنا عقد اللواء وشاهره এবং ونحن خضبناه دما فهو لونه আমাকে আবৃত্তি করে শোনান।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস আরও বলেন :

কে সকল সম্প্রদায়কে পৌঁছে দেবে এ বার্তা যে, মুহাম্মদ
আল্লাহ্‌র রাসূল, যেখানেই যান পান সঠিক পথের দিশা।
তিনি ডাক দিলেন আল্লাহ্‌কে এবং যাচনা করলেন এক আল্লাহ্‌রই
সাহায্য। ফলে তিনি ওয়াদা পূর্ণ করলেন আর করলেন অনুগ্রহ।
আমরা যাত্রা করলাম এবং কুদায়দে গিয়ে মুহাম্মদের সঙ্গে মিলিত
হলাম। আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তিনি আমাদের জন্য করলেন
এক মজবুত সংকল্প।
তারা প্রভাতকালে আমাদের সম্পর্কে পড়লো সন্দেহে,
অবশেষে প্রভাত থাকতেই তারা স্পষ্ট দেখলো একদল জোয়ান
আর ঋজু বর্শা। সওয়ার তাজী ঘোড়ার উপর।
আমাদের দেহে বাঁধা বর্ম। আর একদল ছিল পদাতিক,
স্রোতধারার মত বহমান বিশাল বাহিনী।
যদি জানতে চাও বলি, গোত্র-শ্রেষ্ঠ তো সুলায়ম,
আর তাদের মধ্যে আছে এমন কিছু লোক যারা নিজেদের
সুলায়ম গোত্রীয় বলে পরিচয় দেয়।
আর আনসারদের একটি বাহিনী, যারা তাকে পরিত্যাগ করেনি,
করেছে সদা তাঁর আনুগত্য, কোন কথা করেনি তাঁর অমান্য।
তুমি যদি খালিদকে দলনেতা নিযুক্ত করে থাক,
করে থাক তাকে অগ্রগামী, সে তো অগ্রগামী হয়েছে
একটি বাহিনী নিয়ে। আল্লাহ্ তাকে দেখিয়েছেন সঠিক পথ।

আর তুমি তো তার আমীর রয়েছই। তাঁর দ্বারা জালিমকে
তুমি সত্যের পক্ষে কর শায়েস্তা।
আমি মুহাম্মদের কাছে শপথ করেছিলাম সত্য সঠিক।
লাগাম-বদ্ধ সহস্র সৈন্য দিয়ে আমি তা করেছি রক্ষা।
মু'মিনদের নবী বললেন : অগ্রসর হও তোমরা,
আসলে অগ্রগামী থাকার প্রতি আমাদের ছিল দারুণ আগ্রহ।
আমরা রাত কাটালাম মুসতাদীর কুয়ার পাশে।
আমাদের ছিল না কোন শঙ্কা, ছিল প্রাণচাঞ্চল্য ও কঠিন সংকল্প।
আমরা তোমার আনুগত্য করলাম, শেষতক সব লোক করল
আত্মসমর্পণ এবং ইয়ালামলামবাসীদের[১] প্রতি
উষাকালে করলাম আক্রমণ।
সাদা-কালো রক্তিমাভ ঘোড়াটি হারিয়ে গেল ভীড়ের মধ্যে
দলনেতা ঘোড়াটি চিহ্নিত করতে না পারা পর্যন্ত শান্তি পেলেন না।
আমরা ওদের আক্রমণ করলাম প্রাতঃতাড়িত বুনো হাঁসের
মত। তুমি থাকলে দেখতে, তারা প্রত্যেকে ভাইকে ছেড়ে আপনাকে বাঁচাতে
ব্যস্ত। এভাবে সকাল থেকে রণব্যস্ত থাকলাম। অবশেষে সন্ধ্যাকালে
হুনায়ন ত্যাগ করলাম। তখন তার নালাগুলোতে
বহমান রক্তের ধারা।
তুমি ইচ্ছা করলেই সেখানে দেখতে পাবে ইতস্ততঃ পড়ে
আছে তাজী ঘোড়া সব, তাদের পতিত সওয়ারগণ, আর ভাঙা বর্শা।
হাওয়াযিন তাদের মালামাল রক্ষা করেছিল আমাদের থেকে।
বড়ই আশাবাদী ছিল তারা আমরা ব্যর্থমনোরথ হব,
সাফল্য লাভে হব বঞ্চিত!

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হুনায়নের যুদ্ধ সম্পর্কে যামযাম ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন আব্‌দ ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন ইয়াকজা ইব্‌ন উমাইয়া সুলামী নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন। বনূ সাকীফ কিনানা ইব্‌ন হাকাম ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন শারীদকে হত্যা করেছিল, যার প্রতিশোধ স্বরূপ তিনি সাকীফ গোত্রীয় মিহজান ও তার এক চাচাত ভাইকে হত্যা করেন। তিনি বলেন :

আমরা ঘোড়া ছুটালাম ধীরে জুরাশ[২]-এর যায়্যার[৩] ও ফাম্[৪]বাসীর দিকে—

---

১. ইয়ামান ও এ পথে গমনকারী হাজীদের ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান।
২ ইয়ামানের অন্তর্গত মাখালীফুল ইয়ামানের একটি স্থান।
৩. একটি পাহাড়ের নাম।
৪. একটি স্থানের নাম।

সিংহ-শাবকদের সাথে লড়াই করার লক্ষ্যে এবং আমাদের
পূর্বে ধ্বংস করা হয়নি এমন দেব মন্দিরগুলোর উদ্দেশে।
তোমরা যদি গর্ব করে থাক ইব্ন শারীদকে হত্যা করে,
তবে শোন, আমি ওয়াজজে[১] একদল বিলাপকারিণীর পর
রেখে এসেছি আরেকদল বিলাপকারিণী।
ইব্ন শারীদের বদলে আমি তাদের দু'জনকে হত্যা করেছি।
তাকে ধোঁকা দিয়েছে তোমাদের আশ্রয়, অথচ সে নিন্দিত ব্যক্তি ছিল না
আমাদের বল্লম নিপাত করেছে ছাকীফের বহু লোককে,
আর আমাদের তরবারি তাদের করেছে মারাত্মক যখম।

যামযাম ইব্ন হারিস আরও বলেন :

তোমার কাছের যাদের স্ত্রী আছে তাদের পৌঁছাও একটি কথা,
বিশ্বাস করো না কখনও নারী জাতিকে সেই রমণীর পর,
যে বলেছিল তার প্রতিবেশিনীকে, যোদ্ধা যদি বাড়িতে
অবস্থান করত, তাহলে আমিও থাকতাম।
যখন সে দেখল একটি লোক, যার বর্ণ
প্রচণ্ড গরমের দেশের খরতাপ করে তুলেছে তামাটে,
অস্থিসার দেহ যার। শেষ রাতে সে তাকে দেখল
বর্ম পরিধানরত যুদ্ধযাত্রার জন্য।
যখন আমি সওয়ার ছিলাম খাঁটো লোমের ঘোড়ার পিঠে
মোটা জিনের উপর। আমার পরিধেয় বস্ত্রের সাথে
সন্নিহিত ছিল তরবারির খাপ।
কখনও আমি তৎপর গনীমত কুড়ানোর কাজে, কখনও বা
লিপ্ত থাকি আনসারদের সাথে মুজাহিদরূপে।
প্রায় সকল জংলাভূমি আমি পার হয়ে যাই
ধীর পদক্ষেপে আর সব ঢালুভূমিও।
যাতে আমি ওলট পালট করে দেই তার যত প্রয়োজন।
আর ওই পাপিষ্ঠা তো চায় আমি আর না ফিরি।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমার নিকট আবূ উবায়দা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : যুহায়র ইব্ন আজওয়া হুযালী হুনায়নের যুদ্ধে বন্দী হয়। পেছন দিক থেকে তার হাত বেঁধে দেওয়া হয়। জামীল ইব্ন মা'মার জুমাহী তাকে দেখে বলে উঠে : তুমিই আমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশ

১. তায়েফের একটি স্থান।

ছড়িয়ে বেড়েয়িছিলে? এই বলে সে তাকে হত্যা করে। আবূ খিরাশ হুযালী তার প্রতি শোক জ্ঞাপন করে নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করে, সে ছিল তার চাচাত ভাই :

জামীল ইব্‌ন মা'মার মেহমানদের দুর্বল করে দিয়েছে,
এমন এক দানবীরকে হত্যা করে, যার কাছে এসে
আশ্রয় নিত যতসব অভাবগ্রস্ত লোক।
যার তরবারির খাপ ছিল সুদীর্ঘ। সে তো বেঁটে ছিল না,
যখন করত নড়াচড়া। আর তার তরবারির পেটিও ছিল লম্বা।
যখন উত্তরা বায়ু তাকে শ্রান্ত করে ফেলত, তখনও সে
দানশীলতার কারণে তার দু'হাতে চাদরও অন্যকে সমর্পণ করত।
শীতকালে দরিদ্র লোক তার ঘরে এসে আশ্রয় নিত।
জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত রাতের দীন মুসাফির শৈত্য প্রবাহে—
কাতর হয়ে তার কাছে এসে শান্তি লাভ করত, যখন
সান্ধ্যকালীন ঝড়ো হাওয়া প্রবল বেগে বয়ে চলত,
আর সে কোন আশ্রয়ের সন্ধান করত।
সেই গৃহবাসীদের অবস্থা কী, যারা পরস্পর ছিল না বিচ্ছিন্ন,
তবে তাদের তীক্ষ্ণভাষী সরদার বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।
আমি কসম করে বলছি, তুমি যদি তার মুকাবিলা করতে,
আর সে না হত শৃংখলিত। তা হলে তোমার
কাছে আনাগোনা করত পাহাড়ী শেয়াল।
তার সাথে সাক্ষাতকালে তুমি যদি তার সাথে সম্মুখ যুদ্ধের
আহবান জানাতে, কিংবা সম্মুখ সমরে আহবানকারীদের মধ্যে
শামিল হতে, তা হলে জামীলই হত সম্প্রদায়ের মধ্যে সব চাইতে
নিকৃষ্টতম ধরাশায়ী ব্যক্তি।
তবে, পশ্চাৎ দিক হতে আক্রমণকারী প্রতিপক্ষকে কাবুতেই
পেয়ে যায়।
হে উম্মু সাবিত! এটা তো গৃহের অন্তরঙ্গ পরিবেশ নয়,
বরং এখানে শেকল গলা বেষ্টন করে আছে।
যুবা গেছে বৃদ্ধের মত হয়ে, সত্য ব্যতিরেকে সে
আর কিছুই করতে পারে না। নিন্দাকারিণীরাও এখন
নিয়েছে বিশ্রাম।
অন্তরঙ্গ ভ্রাতৃবর্গ হয়ে গেল এমন, যেন তাদের উপর কেউ
মাটি চাপা দিয়ে রেখেছে।

তুমি মনে করো না আমি মক্কার সে রাতগুলোর কথা
ভুলে গিয়েছি, যখন আমাদের ইচ্ছায় কেউ অন্তরায় সৃষ্টি
করতে পারত না।
যখন মানুষ, মানুষ ছিল এবং শহরে এক প্রকার ঔদাসিন্য
বিরাজ করছিল এবং যখন আমাদের জন্য কোন প্রবেশ পথ
করা হত না রুদ্ধ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হুনায়নের যুদ্ধে স্বীয় পশ্চাদপসরণের অজুহাত প্রদর্শন করতে গিয়ে মালিক ইব্‌ন আওফ বলেন :

আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে, রাস্তার মোড়ের কান-কাটা উট,
ফলে এক মুহূর্তও আমার চোখ বন্ধ হয়নি।
হাওয়াযিনকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তাদের শত্রুর ক্ষতি
সাধন করি কি না এবং তাদের কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে
তার সাহায্য করি কি না?
কত সৈন্যবাহিনীকেই তো আমি মিলিয়ে দিয়েছি অন্য
বাহিনীর সাথে। তাদের দু'দলের এক দল বর্ম পরিহিত
অন্য দল বর্মবিহীন।
এমন কত রণক্ষেত্র রয়েছে। যেখানকার সঙ্কটাবস্থার
কারণে বহুজনই অক্ষমতা স্বীকার করেছে, আর সেক্ষেত্রে
আমাকে করা হয়েছে অগ্রবর্তী। আমার সম্প্রদায়ের
প্রত্যক্ষদর্শীরা তা ভালভাবেই অবগত।
আমি যে রণক্ষেত্রের ঘাটে অবতরণ করেছি,
তার লোকজনকে পানি তুলতে দিয়েছি।
বলা বাহুল্য, তার পানি তো
রক্ত ছাড়া কিছু নয়।
যখন তার সঙ্কটাবস্থা দূর হয়ে যায়, তখন তা আমাকে
উত্তরাধিকারী করে যায় এক সম্মানজনক জীবনের এবং গনীমতের
অংশের যা বণ্টন করা হয়।
তোমরা আমাকে মুহাম্মদের খান্দান-কৃত অপরাধে অভিযুক্ত
করেছ, কিন্তু আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন কে, বেশী নাফরমান এবং
কে বেশী জালিম।
আমি যখন একাকী লড়াই করি, তখন তোমরা আমার কোন
সাহায্য করনি। আর যখন খাছ'আম গোত্র সমরে লিপ্ত হয়,

তখনও তোমরা আমাকে পরিত্যাগ কর।
আমি যখন মর্যাদার ভিত্তি স্থাপন করতাম, তখন তোমাদের
কতিপয় লোক তা ধ্বংস করে দিত।
ধ্বংসের স্থপতি ও তার বিনাশক কখনও সমান হতে পারে না।
শীত মৌসুমের সরু কোমর ও ক্ষীণ উদরবিশিষ্ট বহু লোক,
যারা সম্মান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, সম্মানজনক
পরিবেশে লালিত পালিত হয় এবং এমনিতেও সম্মানী, আমি
ইয়াযনের কালো দাঁতালো বর্শা তাদের দেহে করেছি বিদ্ধ।
আর তাঁর স্ত্রীর এমন দশা করে ছেড়েছি যে, সে তার স্বামীকে
ফিরিয়ে নেয় আর বলে, রণক্ষেত্র অমুকের জন্য নয়।
আমি পূর্ণ অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নিজেকে বর্শার লক্ষ্যস্থলে পরিণত
করেছি, আমি যেন (তীরন্দাজি শেখার) সেই বৃত্ত, যাকে বৈধ
মনে করে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলা হয়।

ইব্ন ইসহাক বলেন : হাওয়াযিন সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি নিম্নের কবিতাটি রচনা করে। এতে সে মালিক ইব্ন আওফের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে। কবিতাটি তার ইসলাম গ্রহণের পরে রচিত।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের অগ্রসর হওয়ার কথা স্মরণ কর,
যখন তারা হয় সংঘবদ্ধ, আর মালিকের উপর পতাকাগুলো
উড়ছিল পতপত করে।
আর মালিক তো মালিকই, হুনায়নের দিন কেউ ছিল না
তার উপরে। তার মাথায় শোভা পাচ্ছিল মুকুট।
যুদ্ধের ঘনঘটাকালে তারা হয়ে উঠল প্রচণ্ড সাহসী।
তাদের মাথায় শিরস্ত্রাণ, দেহে বর্ম এবং হাতে ঢাল,
তারা প্রতিপক্ষের উপর আঘাত হানলো। এক সময় দেখলো,
নবীর চারপাশে কেউ নেই, এমন কি তিনি আচ্ছন্ন
ধূলোর আস্তরণে।
অনন্তর তাঁদের সাহায্যার্থে আকাশ থেকে নেমে এলেন
জিবরাঈল। ফলে, আমরা হলাম পরাস্ত ও বন্দী।
যদি জিবরাঈল ছাড়া অন্য কেউ লড়াই করতো আমাদের সাথে।
তাহলে আমাদের উৎকৃষ্ট তরবারিগুলো ঠিকই আমাদের রক্ষা করত।
তারা যখন পশ্চাদপসরণ করেছিল, তখন উমর ফারূক আমাদের

একটি বর্শার আঘাত খেয়ে পালিয়ে গেল, রক্তধারায়
সিক্ত হয়ে গিয়েছিল তার জিন।

হুনায়নের যুদ্ধে বনূ জুশামের জনৈকা রমণীর দুই ভাই নিহত হয়েছিল। তাদের শোকে সে নিম্নের কবিতাটি রচনা করে :

হে আমার চক্ষুদ্বয়! মালিক ও আলা উভয়ের প্রতি
অশ্রু বর্ষণ কর, কার্পণ্য করো না মোটেই।
তারা আবূ আমিরের হন্তা, যে ছিল এক সুদক্ষ
তরবারি খেলোয়াড়।
তারা তাকে ফেলে রাখল রক্তরঞ্জিত অবস্থায়।
সে টলছিল রক্তধারায়, তার কোন আশ্রয়দাতা ছিল না।

সা'দ ইব্ন বক্র গোত্রীয় আবূ সাওয়াব ইব্ন যায়দ ইব্ন সুহার নিম্নের কবিতাটি রচনা করে :

ওহে! তুমি কি সংবাদ পেয়েছ, কুরায়শরা পরাস্ত করেছে হাওয়াযিনকে?
ভাগ্য বিপর্যের পেছনে থাকে বহু কারণ।
হে কুরায়শ! একটা সময় ছিল, যখন
আমরা ক্রুদ্ধ হলে, সে ক্রোধে প্রবাহিত হত তাজা রক্ত।
একটা সময় ছিল হে কুরায়শ! যখন আমরা রেগে গেলে
মনে হত যেন আমাদের নাকে নস্যি রাখা।
কিন্তু এখন কুরায়শরা আমাদের হেঁকে তাড়াচ্ছে,
যেভাবে গান গেয়ে গেয়ে উট খেদানো হয়।
এখন আমাকে অপমান স্বীকার করতে বলা হলে,
অস্বীকার করতে পারি না। আবার হাস্যমুখে বিনীতও
হতে পারি না তাদের সামনে।
শীঘ্রই প্রত্যেক গলিতে তাদের গোশতের বেসাতি হবে,
এবং তাদের কানে তাদের আমলনামা লটকিয়ে দেওয়া হবে।

ইব্ন হিশাম বলেন। আবূ সাওয়াবের পিতা ও দাদার নাম যথাক্রমে যিয়াদ ও সাওয়াবও বলা হয়ে থাকে। খালাফ আল-আহমার "يمجى من الغضاب دم عبيط" শীর্ষক শ্লোকটি আমাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন, আর শেষের শ্লোকটি ইব্ন ইসহাক ভিন্ন অপর সূত্রে প্রাপ্ত।

ইব্ন ইসহাক বলেন, বনূ তামীমের শাখা বনূ আসাদের আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাব উপরিউক্ত কবিতার জবাবে বলেন :

আমরা যাদের সাথে লড়াই করি, তাদের আঘাত হানি
আল্লাহ্র কারণে। তোমরা যত কারণ দেখেছ, এটা তার
মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কারণ।

হে হাওয়াযিন! আমরা যখন পরস্পর মুখোমুখি হলাম,
দুশমনের মাথার খুলি তাজা রক্তে করছিলাম সিক্ত।
তোমাদের আর বনূ কাসীর সম্মিলিত বাহিনীর বুকের হাড়
বৃন্তচ্যুত পত্রের মত করলাম পিষ্ট।
আমরা তোমাদের বহু নেতাকে করেছি হত্যা।
আর তোমাদের পরাজিত ও যুদ্ধরত যোদ্ধাদের হত্যা
করতে প্রবত্ত হই।
রণক্ষেত্রে মুলতাছ পড়ে থাকল দু'হাত বিছিয়ে
জোয়ান উটের দীর্ঘশ্বাসের মত সে শেষ নিঃশ্বাস টানছিল।
কায়স আয়লান যদি ক্রুদ্ধ হয়ে থাকে।
তো আমার নস্যি তাকে ঠিকই বশ মানাবে।

খাদীজ ইব্ন আওজা নাসরী বলেন :

আমরা যখন হুনায়ন ও তার পানির নিকটবর্তী হলাম,
তখন নান রকম কদর্য রঙের কিছু ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম।
তারা ছিল ঝলমলে অস্ত্রধারী এক বিশাল বাহিনীর সাথে।
তারা সে বাহিনী 'উয্ওয়া পর্বত শীর্ষে ছুঁড়ে মারলে—
বুঝি বা তা সমতল ভূমিতে পরিণত হত।
আমার সম্প্রদায়ের নেতারা যদি মানত আমার কথা,
তা হলে আমরা হতাম না এই বিপদের সম্মুখীন,
মুকাবিলা করতে হত না আমাদের মুহাম্মদ-খান্দানের
আশি হাজার সৈন্যের, তদুপরি যাঁরা লাভ করেছিল
খিন্দিফ গোত্রের সহযোগিতা।

হুনায়নের পর তায়েফ অভিযান

[৮ম হিজরী সন]

সাকীফের পলাতক সৈন্যরা তায়েফ এসে শহরের ফটকগুলো বন্ধ করে দিল এবং তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য তৎপর হলো। হুনায়নের যুদ্ধ ও তায়েফ অবরোধে উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ (রা) ও গায়লান ইব্‌ন সালামা (রা) শরীক ছিলেন না। তখন তারা জুরাশ[১] গিয়ে দাব্বাবা[২], মিনজানীক[৩] ও দুববূর[৪] তৈরীর প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন।

হুনায়নের কাজ শেষ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফ অভিমুখে অগ্রসর হলেন। তিনি তায়েফ যাত্রার সংকল্প করার সময় কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন :

আমরা তিহামা ও খায়বরে সব সন্দেহ নিরসন করে
তরবারিগুলোকে বিশ্রাম দিলাম।
তবে সেই সাথে আমরা তাদের স্বাধীনতা দিয়েছিলাম
(যুদ্ধ করারও)। ওগুলোর ভাষা থাকলে বলতো
এখন ওদের জন্য তোমরা দাওস বা সাকীফ যাত্রা কর।
(হে দাওস ও সাকীফ!) তোমরা যদি তাদের হাজার হাজার
সৈন্যকে তোমাদের বাড়ির আঙিনায় না দেখ, তা হলে
আমি যেন কোন সতী নারীর সন্তান না হই।
আমরা বাত্‌নু ওয়াজ্‌জে তোমাদের ছাদ খুলে ফেলব।
তোমাদের ঘর-বাড়িগুলো হয়ে যাবে জনহীন।
আমাদের ক্ষিপ্র অশ্বারোহীরা পৌঁছে যাবে তোমাদের নিকট,
তাদের পেছনে থাকবে এক বিশাল বাহিনী।
তারা যখন উপনীত হবে তোমাদের আঙিনায়,
আর তোমরা শুনতে পাবে তাদের উট বসানোর শোরগোল।
তাদের হাতে রয়েছে তীক্ষ্ণ শাণিত তরবারি, আঘাতপ্রাপ্তদের পৌঁছে
দেবে তারা মৃত্যুর দুয়ারে।

---

১. ইয়ামানের একটি শহর। মক্কার দিকে অবস্থিত।

২ একটি যুদ্ধাস্ত্র। অনেকটা আধুনিক ট্যাংকের মত।

৩. প্রস্তর নিক্ষেপক কামান।

৪. যুদ্ধে আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহৃত অস্ত্রবিশেষ। কারও মতে এটা দাব্বাবার অনুরূপ একটি সমরাস্ত্র।

বিজলীর চমক হেন সে তরবারি, হিন্দুস্তানের কর্মকারেরা
খাঁটি ইস্পাত দ্বারা তৈরী করেছে তা, কোন রকমের
ভেজাল লোহার নয় তা।
যুদ্ধের দিন তরবারিতে মাখানো বীর যোদ্ধাদের রক্তধারা,
মনে হবে যেন জাফরানে মিশ্রিত।
তাদের পক্ষ হতে কি কোন প্রচেষ্টা চলছে? তাদের কি
কোন উপদেশদাতা নেই, যে আমাদের সম্পর্কে জ্ঞাত?
যে তাদের জানাবে আমরা পুরানো অভিজাত শ্রেণীর
ঘোড়া প্রস্তুত করেছি ?
আর আমরা এসেছি তাদের নিকট এক বিশাল বাহিনী নিয়ে,
যারা তাদের প্রাচীর বেষ্টন করবে সারিবদ্ধ হয়ে?
তাদের অধিনায়ক নবী (সা) স্বয়ং, তিনি দৃঢ়ব্রত, পবিত্র চিত্ত
অবিচল ও ত্যাগী পুরুষ।
সঠিক সিদ্ধান্তদাতা, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী,
সেই সাথে পরম সহিষ্ণু, অস্থির ও চঞ্চল নন।
আমরা আমাদের নবীর আনুগত্য করি। বাধ্য থাকি
প্রতিপালকের, যিনি দয়াময়, আমাদের প্রতি মেহেরবান।
তোমরা আমাদের কাছে শান্তির প্রস্তাব দিলে আমরা তা গ্রহণ
করব, তোমাদের বানাব রণ-সহযোগী এবং তোমাদের
পানি দ্বারা করব তৃষ্ণা নিবারণ।
পক্ষান্তরে, যদি অস্বীকার কর, যুদ্ধ করব ধৈর্যের সাথে।
আমাদের কাজ দ্বিধাযুক্ত ও দুর্বল হবে না।
যতক্ষণ বেঁচে থাকব লড়াই করে যাব তোমাদের বিরুদ্ধে
তরবারি দ্বারা, যতক্ষণ না তোমরা আসবে ইসলামের দিকে
বিনয় অবনত শিরে।
যুদ্ধ করব, আমরা করব না পরওয়া, তা যাদেরই মুখোমুখি হই।
নতুন-পুরাতন সব সমানে করব ধ্বংস।
কত গোত্রই তো এক হলো আমাদের বিরুদ্ধে,
যারা ছিল অভিজাত শ্রেণীর, আর তাদের মিত্ররাও।
তারা এসেছিল আমাদের দিকে, মনে করেছিল তাদের
কোন জুড়ি নাই। আমরা তাদের নাক-কান কেটে দিলাম,
ভারতীয় মোলায়েম শাণিত তরবারি দ্বারা। আমরা তাদের

টেনে আনি কঠোরভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও ইসলামের দিকে।
যাতে দীন প্রতিষ্ঠিত হয় সরল সঠিকভাবে।
আর মানুষ ভুলে যায় লাত, উয্‌যা ও উদ্‌দকে এবং আমরা
কেড়ে নেই তাদের গলার হার, কানের ফুল।
ফলে, মানুষ হয়ে যায় স্থির ও শান্ত। আর যারা নিবৃত্ত
হবে না, তারা স্বীকার করবে লাঞ্ছনা।

কিনানা ইব্‌না আব্‌দা ইয়ালীলা ইব্‌না আম্‌রা ইব্‌না উমায়রা উক্ত কবিতার জবাব দেয়। সে বলে :

যে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে অগ্রসর হয়, সে
জেনে রাখুক, আমরা আছি এক চিহ্নিত দেশে, আমরা
তা ত্যাগ করব না।
তোমরা দেখার আগেও আমাদের বাপ-দাদাদের দেখেছি
এতে বসবাসরত। এর কুয়া ও আংগুর বাগান
এখন আমাদের ভোগে।

আম্‌র ইব্‌ন আমির গোত্র আগেও আমাদের পরীক্ষা করে দেখেছে। তাদের বিচক্ষণ ও স্থির বুদ্ধি লোকেরা যে কথা আমাদের জানিয়েছে।

তারা যদি সত্য বলে, তো তারা জানে,
আমরা সোজা করে দেই গর্বোদ্ধত গণ্ড।
আমরা তাকে সোজা করি, ফলে তার কঠোরতা নম্রতায়
পরিণত হয় এবং তাদের অত্যাচারী ব্যক্তি জেনে নেয় প্রকাশ্য সত্য।

আমাদের গায়ের বর্মগুলো তারকাসজ্জিত আকাশের রঙের মত, আমরা সেগুলো লাভ করেছি মানুষ দগ্ধকারীর[১] নিকট হতে।

আমরা সেগুলো তুলে রাখি শাণিত তরবারির সাথে যা প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় খাপমুক্ত করা হলে, আমরা আর তা খাপবদ্ধ না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তায়েফ যাত্রাকালে শাদ্দাদ ইব্‌ন 'আরিয জুশামী নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন :

লাতের সাহায্য করো না, কারণ আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করবেন। যে আত্মরক্ষা করতে পারে না, তার সাহায্য অপরে করবে কী করে?

তাকে তা অগ্নিদগ্ধ করা হয় উপত্যকায়, লেলিহান হয়ে ওঠে যার আগুন। তার পাথরের সামনে নেওয়া হয়নি তাকে ধ্বংস করার কোন প্রতিশোধ।

---

১. অর্থাৎ আমর ইব্‌ন আমির। আরবদের মধ্যে সেই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে মানুষকে অগ্নিদগ্ধ করে।

রাসূল যখন তোমাদের দেশে গিয়ে পৌছবেন। তখন তোমাদের দেশের সব মানুষ দেশ ত্যাগ করে চলে যাবে। বাকি থাকবে না একজনও।

তায়েফের পথে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) নাখ্‌লাতুল-ইয়ামানিয়া,[১] কারণ, মুলায়হ হয়ে নিয়্যা-এর অন্তর্গত বুহ্‌রাতুর-রুগা পৌছান। তিনি এখানে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে সালাত আদায় করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আম্‌র ইব্‌ন শু'আয়ব আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, বুহ্‌রাতুর-রুগায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি খুনের কিসাস গ্রহণ করেন। ইসলামে এটাই ছিল সর্বপ্রথম কিসাস। বনূ লায়সের এক ব্যক্তি বনূ হুযায়লের একটি লোককে হত্যা করেছিল। তিনি [illegible] নিহত ব্যক্তির বদলে হত্যা করেন। লিয়্যায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে মালিক ইব্‌ন আওফের দুর্গ ধ্বংস করা হয়। এরপর তিনি যায়কার পথে অগ্রসর হন। চলার পথে তিনি স্থানটির নাম জিজ্ঞাসা করেন। বলা হলো : এর নাম যায়কা অর্থাৎ সঙ্কট। তিনি বললেন : বরং এর নাম ইউস্‌রা অর্থাৎ স্বস্তি। এরপর তিনি সে স্থান অতিক্রম করে নাখ্‌তে পৌছলেন। সেখানে তিনি সাদিরা নামক একটি বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম নিলেন। এটা ছিল সাকীফ গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তির সম্পত্তির নিকটবর্তী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বলে পাঠালেন, হয় তুমি বের হয়ে আস, নয়ত আমরা তোমার বাগান ধ্বংস করে দেব। সে বের হতে অস্বীকার করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার বাগানটি ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। তায়েফের কাছাকাছি গিয়ে তিনি শিবির স্থাপন করলেন। এখানে তাঁর কিছু সংগী তীরের আঘাতে প্রাণ হারান। এর কারণ ছিল এই যে, তাঁর শিবিরটি ছিল তায়েফের প্রাচীরের অতি নিকটবর্তী তীরের নাগালের মধ্যে। মুসলিমগণ ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। তারা ফটক বন্ধ করে দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগী উক্ত লোকগুলো নিহত হলে তিনি সেখান থেকে ছাউনি তুলে নেন এবং তায়েফের বর্তমান মসজিদের নিকটে তা স্থাপন করেন। তিনি বিশদিনেরও বেশীকাল তাদের অবরোধ করে রাখেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কারও মতে তিনি সতের দিন অবরোধ অব্যাহত রেখেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এসময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে তাঁর দু'জন স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের একজন উম্মু সালামা বিন্‌ত আবূ উমাইয়া (রা) তিনি তাঁদের জন্য দু'টি তাঁবু স্থাপন করেন। এরপর দুই তাঁবুর মাঝখানে সালাত আদায় করেন। তিনি সেখানে কিছু দিন অবস্থান করেন। বনূ সাকীফ ইসলাম গ্রহণ করার পর আম্‌র ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন ওয়াহাব ইব্‌ন মু'আত্‌তির ইব্‌ন

---

১ নাখ্‌লাতুল-ইয়ামানিয়া, কারণ, মুলায়হ্, নিয়্যা ও বুহ্‌রাতু'র-রুগা, তায়েফের অন্তর্গত কতগুলো স্থানের নাম।

মালিক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাত আদায়স্থলে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ধারণা করা হয়ে থাকে, এ মসজিদে এমন একটি স্তম্ভ ছিল যে, দীর্ঘকাল যাবৎ সূর্যোদয়কালে সে স্তম্ভ থেকে একটি আওয়াজ শোনা যেত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে অবরোধ করে রাখেন এবং তাদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হন। উভয় পক্ষ পরস্পরকে লক্ষ্য করে তীর বর্ষণ করে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের প্রতি মিনজানীক দ্বারা প্রস্তর বর্ষণ করেন। আমি নির্ভরযোগ্য মনে করি, এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামের ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই সর্বপ্রথম মিনজানীক দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করেন। তিনি তা নিক্ষেপ করেছিলেন তায়েফবাসীর প্রতি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : অবশেষে তায়েফ-প্রাচীরের সন্নিকট সাদখাতে যেদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী একটি 'দাব্বাবার'[১] ভেতর প্রবেশ করেন এবং সেটাকে ঠেলে প্রাচীরের নিকট নিয়ে যান। উদ্দেশ্য প্রাচীর ধ্বংস করা। তখন বনূ সাকীফ তাদের উপর তপ্ত লৌহ শলাকা ছেড়ে দেয়। ফলে তারা দাব্বাবা হতে বের হয়ে আসেন। বনূ সাকীফ তাদের উপর তীর বর্ষণ করে। এতে বেশ কিছু লোক হতাহত হয়। এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের আংগুর বাগান কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই বাগান কাটার জন্য ঝাপিয়ে পড়েন।

বনূ সাকীফের সাথে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌ব ও মুগীরা (রা)-এর আলোচনা

আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌ব ও মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) তায়েফে গিয়ে বনূ সাকীফকে ডাক দিয়ে বললেন : তোমরা আমাদের নিরাপত্তা দিলে তোমাদের সাথে আলাপ করতে পারি। তারা তাদের নিরাপত্তা দিল। তারা কুরায়শ ও বনূ কিনানার নারীদের বের হয়ে তাদের কাছে চলে আসতে বললো। তাদের আশংকা ছিল তাদেরকে বন্দী করা হতে পারে। কিন্তু সে নারীগণ তাদের সাথে চলে যেতে অস্বীকার করলো। তাদের মধ্যে একজন ছিল আবূ সুফিয়ানের কন্যা আমিনা। সে উরওয়া ইব্‌ন মাসউদের বিবাহ বন্ধনে ছিল। উরওয়ার পুত্র দাউদ তারই গর্ভজাত সন্তান।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কারও মতে দাউদের মা ছিল আবূ সুফিয়ানের কন্যা মায়মূনা এবং সে ছিল উরওয়া ইব্‌ন মাসউদের পুত্র আবূ মুর্‌রা'র পত্নী। আবূ মুর্‌রার পুত্র দাউদ তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : অনুরূপ আরেকজন স্ত্রীলোক ছিল সুওয়ায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ছা'লাবার কন্যা ফিরাসিয়্যা। তার গর্ভজাত সন্তান ছিল আবদুর রাহমান ইব্‌ন কারিব। অনুরূপ

১. ট্যাংক জাতীয় একটি যুদ্ধের বাহন।

ফুকায়মিয়্যা উমায়মা বিন্‌ত নাসী উমাইয়া ইব্‌ন কাল্‌'ও তাদের সাথে যেতে অসম্মতি জানায়। তারা সকলে অস্বীকার করলে পরে ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন মাস'উদ তাদেরকে বললো : হে আবূ সুফিয়ান ও মুগীরা! তোমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছ তার চাইতে উত্তম কোন কিছুর প্রস্তাব তোমাদের কাছে রাখতে পারি কি? দেখ, আসওয়াদ ইব্‌ন মাসউদের পুত্রদের সম্পত্তি কোথায় তা তোমরা জান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে সম্পত্তি ও তায়েফের মাঝখানে 'আকীক উপত্যকায় অবস্থানরত ছিলেন। আসওয়াদের পুত্রদের সে সম্পত্তি অপেক্ষা বেশী লাভজনক, জীবন নির্বাহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বসবাসোপযোগী কোন সম্পত্তি আর নেই। মুহাম্মদ যদি তার ধ্বংস সাধন করেন, তবে আর কখনও তা আবাদ হবে না। কাজেই, তোমরা গিয়ে এ বিষয়ে তার সাথে আলোচনা কর। হয় তিনি তা নিজের জন্য রেখে দিন, নয়ত আল্লাহ্ তা'আলা ও আত্মীয়বর্গের জন্য তা ছেড়ে দিন। তাঁর ও আমাদের মাঝে যে আত্মীয়তার বন্ধন আছে, তা তো ভুলে যাওয়ার নয়। বর্ণনাকারীদের ধারণা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে সম্পত্তি তাদের জন্য রেখে দিয়েছিলেন।

আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন

আমার নিকট এ সংবাদ পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে বললেন, তখন তিনি বনূ সাকীফকে অবরোধ করে ছিলেন, হে আবূ বকর! আমি স্বপ্নে দেখেছি মাখন ভরা একটি পেয়ালা আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু একটি মোরগ তাতে ঠোকর দেওয়ায় সবটুকু মাখন পেয়ালা হতে পড়ে যায়। আবূ বকর (রা) বললেন : আমার ধারণা আপনি এ অভিযানে বাঞ্ছিত ফল লাভ করতে পারবেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমিও তাই মনে করি।

মুসলিমদের বিদায় ও তার কারণ

এরপর উসমান (রা)-এর স্ত্রী খুওয়ায়লা বিন্‌ত হাকীম ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন আওকাস সুলামিয়্যা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা যদি আপনার হাতে তায়েফ বিজিত করেন, তা হলে বাদিয়া বিন্‌ত গায়লান ইব্‌ন মাজ'উন ইব্‌ন সালামার অলংকারগুলো কিংবা ফারি'আ বিন্‌ত আকীলের অলংকারগুলো আমাকে দিবেন। এরা দু'জন বনূ সাকীফের স্ত্রীলোকদের মধ্যে সব চাইতে বেশী অলংকার পরতো।

আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বলেছিলেন : হে খুওয়ায়লা! আমাকে যদি বনূ সাকীফের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতিই দেওয়া না হয় ? খুওয়ায়লা সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট সে কথা ব্যক্ত করে। উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! খুওয়ায়লা আমার কাছে একথা কী বলল, সে বলে আপনি নাকি তার কাছে এরূপ বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি তো বলেছি। উমর (রা) বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অনুমতি দেননি? তিনি বললেন : না। উমর (রা) বললেন : তা হলে আমি

কি ফিরে চলার ঘোষণা দেব? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তখন উমর (রা) ফিরে চলার ঘোষণা দিলেন।

সকলে যখন সামান-পত্র গুটিয়ে ফেললো, তখন সাঈদ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উসায়দ ইব্‌ন আবূ আমর ইব্‌ন ইলাজ চীৎকার করে বললো : শোন হে ! গোত্রটি প্রতিষ্ঠিত থাকল। উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন বললো : হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! এরা অভিজাত ও মর্যাদাবান। জনৈক মুসলিম একথা শুনে তাকে বললো : আল্লাহ্‌ তোমাকে ধ্বংস করুন, হে উয়ায়না! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হতে আত্মরক্ষা করতে পারার কারণে তুমি মুশরিকদের প্রশংসা করছ? অথচ তুমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহায্য করার জন্যই এসেছিলে। সে বললো : আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের সাথে থেকে বনূ সাকীফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসিনি বরং আমার অভিপ্রায় ছিল মুহাম্মদ (সা) তায়েফ জয় করবেন। আমি বনূ সাকীফের একটি মেয়ে লাভ করব এবং তার সাথে মিলিত হব। হয়ত তার গর্ভে আমার কোন সন্তান জন্মলাভ করবে। বনূ সাকীফ অত্যন্ত মেধাবী সম্প্রদায়।

তায়েফে অবস্থানকালে কতিপয় অবরুদ্ধ গোলাম দুর্গ ত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করে এবং ইসলামে দীক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের আযাদ করে দেন।

তায়েফের কতিপয় গোলাম মুসলিমদের নিকট আত্মসমর্পণ করে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি যার প্রতি সন্দেহ করি না, এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুকাদ্দাম হতে এবং তিনি বনূ সাকীফের কতিপয় লোক হতে। তারা বলেছে, তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের একদল লোক যে সকল গোলাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে কথা বলে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : না; তারা আল্লাহ্‌ কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত। তাদের সম্পর্কে যারা কথা বলেছিল তাদের একজন ছিল হারিস ইব্‌ন কালদা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উপরিউক্ত গোলামদের মধ্যে যারা আত্মসমর্পণ করেছিল, ইব্‌ন ইসহাক তাদের নামও উল্লেখ করেছেন।

যাহ্‌হাক ইব্‌ন সুফ্‌য়ানের কবিতা ও তার কারণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ সাকীফ মারওয়ান ইব্‌ন কায়স দাওসীর পরিবারবর্গকে আটক করেছিল। মারওয়ান ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং বনূ সাকীফের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহযোগিতা করেছিলেন। বনূ সাকীফের বক্তব্য হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মারওয়ান ইব্‌ন কায়সকে বলেছিলেন : হে মারওয়ান! তুমি নিজ লোকদের বদলে কায়স গোত্রের যে ব্যক্তির সাথে প্রথম সাক্ষাত হয়, তাকে পাকড়াও কর। ঘটনাক্রমে উবায়্য ইব্‌ন মালিক কুশায়রীর সাথেই তার প্রথম সাক্ষাত হয়। তিনি তাকে পাকড়াও করেন এবং বলেন, তাঁর পরিবারবর্গকে তাঁর হাতে হস্তান্তর না করলে তাকে ছাড়া হবে না। যাহ্‌হাক ইব্‌ন সুফ্‌য়ান কিলাবী উদ্যোগ নিয়ে এ বিষয়ে বনূ সাকীফের সাথে আলোচনা করলো। তারা মারওয়ানের পরিবারবর্গকে তার কাছে পাঠিয়ে দিল। তিনিও উবায়্য ইব্‌ন মালিককে মুক্তি দিলেন। একবার যাহ্‌হাক ইব্‌ন

সুফ্য়ান ও উবায়্য ইব্ন মালিকের মাঝে কোন এক বিষয়ে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল। তখন যাহ্হাক নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করে :

হে উবায়্য ইব্ন মালিক! তুমি আমার অনুগ্রহ ভুলে যাচ্ছ? যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে করছিলেন উপেক্ষা।

মারওয়ান ইব্ন কায়স তোমাকে রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। অত্যন্ত অপমানজনকভাবে, যেভাবে টেনে নেওয়া হয় কোন নীচ ও ইতর ব্যক্তিকে।

এরপর তোমার বিরুদ্ধে আসল বনূ সাকীফের এমন একটি দল, যাদের কাছে কোন দুষ্কৃতিকারী আসলে তারা তাকে মদদ জোগায়।

তারা এককালে তোমার প্রভু ছিল, কিন্তু শেষতক তাদের বুদ্ধি-বিবেক তোমার ব্যাপারে পাল্টে গেল।

(আমি তোমাকে মুক্ত করি) যখন তোমার মন হতাশ হয়ে পড়েছিল।

তায়েফ যুদ্ধের শহীদান

ইব্ন ইসহাক বলেন : তায়েফের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে শরীক থেকে যেসব মুসলিম শাহাদতবরণ করেন, নিম্নে তাদের নাম উল্লেখ করা হলো :

কুরায়শ গোত্রের শাখা বনূ উমাইয়া ইব্ন আব্দ শাম্সের সাঈদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস ইব্ন উমাইয়া (রা) এবং তাদের মিত্র আসাদ ইব্ন আওস গোত্রীয় উরফতা ইব্ন জান্নাব (রা)।

ইব্ন হিশাম বলেন : উরফুতার পিতার নাম হুবাবও বলা হয়ে থাকে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : তায়ম ইব্ন মুর্রা গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। তিনি একটি তীরবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং তারই ফলে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর ইন্তিকাল করেন।

বনূ মাখযূমের আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরা। তিনি এ যুদ্ধে একটি তীরবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন।

বনূ আদী ইব্ন কা'বের মিত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির ইব্ন রবী'আ (রা)।

বনূ সাহ্ম ইব্ন আম্রের সাইব ইব্ন-হারিছ ইব্ন কায়স ইব্ন আদী (রা) ও তার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছ (রা)।

এবং বনূ সা'দ ইব্ন লায়ছের জুলায়হা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)।

আর আনসারদের মধ্যে শাহাদত লাভ করেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ

বনূ সালিমা-এর সাবিত ইব্ন-জাযা' (রা)।

বনূ মাযিন ইব্ন নাজ্জার-এর হারিস ইব্ন সাহ্ল ইব্ন আবূ সা'সা'আ (রা)।

বনূ সাঈদা-এর মুনযির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)।

এবং আওস গোত্রীয় রুকায়ম ইব্ন সাবিত ইব্ন ছালাবা ইব্ন যায়দ ইব্ন লাওযান ইব্ন মু'আবিয়া (রা)।

সুতরাং তায়েফে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মোট বারজন সাহাবী শাহাদত লাভ করেন। তন্মধ্যে সাতজন কুরায়শ গোত্রের, চারজন আনসার সম্প্রদায়ের এবং একজন বনূ লায়ছের।

হুনায়ন ও তায়েফ সম্পর্কে বুজায়র ইব্ন যুহায়রের কাসীদা

তায়েফের যুদ্ধ ও অবরোধের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন হুনায়ন ও তায়েফের স্মরণে বুজায়র ইব্ন যুহায়র ইব্ন আবূ সুলামী বলেন :

হুনায়ন, আওতাস ও আব্‌রাকে
যুদ্ধ চলে একটির পর আরেকটি।
হাওয়াযিন বিভ্রান্তিবশত সংগ্রহ করে বিশাল বাহিনী,
কিন্তু তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ছিন্নভিন্ন পাখির মত।
তারা আমাদের হাত থেকে একটি স্থানও রক্ষা করতে
পারলো না, কেবল তাদের প্রাচীর ও গর্ত ছাড়া।
আমরা তাদের মুখোমুখি হই, যাতে তারা বের হয়ে আসে,
কিন্তু তারা অবরুদ্ধ ফটকের ভিতর দুর্গের আশ্রয় নিল।
অবশেষে নিরুপায় হয়ে তাদের ফিরে আসতেই হলো মৃত্যুবাহী
চকমকে অস্ত্রধারী রণোন্মত্ত বিশাল বাহিনীর সামনে।
হরিৎ বর্ণ ঘননিবদ্ধ সে বাহিনীকে যদি নিক্ষেপ করা হত
হাদান পর্বতের উপর, তা হলে তা হয়ে যেত সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন।
তারা হেলেদুলে চলছিল ঠিক হারাস ঘাসের উপর বিচরণকারী
বাঘের মত। যেন আমরা একপাল অশ্ব, যারা পেছনের
পা সামনের পায়ের স্থানে একই সাথে করে স্থাপিত, আর
ক্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়, আবার শ্রেণীবদ্ধ।
তারা ছিল এমন সব সুদৃঢ় বর্মে সজ্জিত যে, অশ্বারূঢ়
অবস্থায় তাদের মনে হচ্ছিল একটা জলাশয়ের মত,
বাতাসে যার পানি তরঙ্গায়িত।
সে বর্মের বাড়তি অংশ আমাদের জুতা স্পর্শ করছিল
আর তা ছিল দাউদ ও মুহাররিক পরিবারের হাতে বোনা।

হাওয়াযিন গোত্রের কাছ থেকে পাওয়া যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, তাদের বন্দী, যাদের চিত্তজয় করা উদ্দেশ্য ছিল তাদের অংশ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রদত্ত উপহার উপঢৌকনের বৃত্তান্ত

তায়েফ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাহ্না[1] হয়ে জি'ইর্রানায় এসে থামলেন। সঙ্গে তার সাহাবিগণ এবং হাওয়াযিনের বহু সংখ্যক বন্দী।

বনূ সাকীফ হতে প্রত্যাবর্তনকালে এক সাহাবী তাঁকে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তাদের প্রতি অভিসম্পাত করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হে আল্লাহ্! বনূ সাকীফকে হিদায়াত দান করুন এবং তাদের এনে দিন।

জি'ইর্রানায় হাওয়াযিনের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করলো। তাঁর কাছে হাওয়াযিনের বন্দী নারী ও শিশুদের সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। আর উট ও ছাগল ছিল অসংখ্য।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আম্র ইব্ন শু'আয়ব বর্ণনা করেছেন তার পিতা হতে, দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমার (র)-এর সূত্রে যে, হাওয়াযিনের প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণপূর্বক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করলো। তারা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো একই মূল ও কুল হতে উদ্ভূত। আমরা যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি তা আপনার অজানা নয়। আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন; আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন।

বর্ণনাকারী বলেন : হাওয়াযিনের শাখা সা'দ ইব্ন বকর গোত্রীয় আবূ সুরাদ যুহায়র নামক এক ব্যক্তি উঠে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওই খোঁয়াড়ে রয়েছে আপনার ফুফু, খালা ও দুধমাতাগণ, যারা আপনার সযত্ন লালন-পালন করেছিলেন। আমরা হারিস ইব্ন আবূ শিমর কিংবা নু'মান ইব্ন মুনযিরকে দুধ পান করালে পরে সে আপনার মত আমাদের উপর অভিযান চালালে, যেমন আপনি চালালেন; তা হলে আমরা তার অনুগ্রহ ও করুণার আশা করতে পারতাম। আর যাদের লালন-পালন করা হয়, তাদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠতম।

ইব্ন হিশাম বলেন : বর্ণনান্তরে আছে আমরা যদি হারিছ ইব্ন আবূ শিম্র বা নু'মান ইব্ন মুনাযিরের সাথে একত্রে দুধপান করতাম।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আমর ইব্ন মু'আয়ব তার পিতা হতে তার দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন :

এ কথার জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমাদের কাছে সন্তান-সন্ততি ও নারীগণ অধিক প্রিয়, না তোমাদের মালামাল? তারা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি আমাদের মালামাল ও স্ত্রী-পুত্র-এর যে কোন একটি বেছে নিতে বলছেন, তা আপনি আমাদের স্ত্রী-পুত্রদেরই

---

১. তায়েফের একটি জায়গার নাম।

আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিন। তারাই আমাদের কাছে বেশি প্রিয়। তিনি তাদের বললেন : আমার আর বনূ মুত্তালিবের যা কিছু আছে তা তোমাদের। আমি যখন লোকদের নিয়ে জুহরের সালাত আদায় করব, তখন তোমরা দাঁড়িয়ে বলো, আমরা মুসলিমদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুপারিশ কামনা করি এবং মুসলিমদের কাছে অনুরোধ তারাও যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আমাদের সন্তান-সন্ততি ও নারীদের জন্য সুপারিশ করে। তখন আমি তা তোমাদের দেব এবং তোমাদের জন্য সুপারিশ করব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন লোকদের নিয়ে জুহরের সালাত আদায় করলেন, তখন তারা দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ মত উক্ত কথা বললো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমার আর বনূ আবদুল মুত্তালিবের যা হিস্যা তা তোমাদের দেওয়া গেল। তখন মুহাজিরগণ বললেন : আমাদের যা-কিছু তা তো আল্লাহ্র রাসূলেরই। আনসারগণ বললেন : আমাদের সবও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য। কিন্তু আকরা' ইব্ন হাবিস বললেন : আমি ও বনূ তামীম এতে একমত নই। উয়ায়না ইব্ন হিস্ন বললেন : আমার ও বনূ ফাযারার কথাও তাই। আব্বাস ইব্ন মিরদাস বললেন, আমার ও বনূ সুলায়মেরও সেই কথা। বনূ সুলায়ম বলে উঠলো, কখনও নয়; আমাদের হিস্যাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য।

বর্ণনাকারী বলেন : তখন আব্বাস ইব্ন মিরদাস বনূ সুলায়মকে বললেন, তোমরা আমাকে অপমান করলে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এই বন্দীদের থেকে তোমাদের যে কেউ তার অংশ রেখে দিতে চায়, তাকে প্রতি একটি লোকের বদলে আগামীবারের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হতে ছয়টি করে হিস্যা দেওয়া হবে। কাজেই তোমরা লোকদেরকে তাদের স্ত্রী-পুত্রদের ফিরিয়ে দাও।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবূ ওয়াজ্যাহ ইয়াযীদ ইব্ন উবায়দ সা'দী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে একটি বাঁদী দিয়েছিলেন। তার নাম রায়তা বিনত হিলাল ইব্ন হায়্যান ইব্ন উমায়রা ইব্ন হিলাল ইব্ন নাসিরা ইব্ন কুসায়্যা ইব্ন নাস্র ইব্ন সা'দ ইব্ন বকর। উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে দিয়েছিলেন যয়নাব বিন্ত হায়্যান ইব্ন আমর ইব্ন হায়্যান নাম্নী একটি বাঁদী। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কেও একটি বাঁদী দিয়েছিলেন। তিনি সেটি তার পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা)-কে দিয়েছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম নাফি' (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি তাকে বাঁদীটিকে বনূ জুমাহের কাছে আমার মামাদের ওখানে পাঠিয়ে দিলাম, যাতে তারা তাকে আমার উপযুক্ত করে তোলে এবং তাকে তৈরী করে দেয়। ইচ্ছা ছিল তাওয়াফ শেষে তাদের কাছে যাব এবং সে বাঁদীর সাথে মিলিত হব। ইব্ন উমর (রা) বলেন : তাওয়াফ শেষে আমি মসজিদ থেকে বের হয়েই দেখি সব লোক ব্যস্তসমস্ত। আমি বললাম : তোমাদের অবস্থা কী? তারা বললো : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের ফেরত দিয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম :

তোমাদের সেই মেয়েটি তো বনূ জুমাহের হিফাজতে আছে। তোমরা গিয়ে তাকে নিয়ে আস। তারা সেখানে গেল এবং তাকে নিয়ে নিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আর উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌নের বৃত্তান্ত এই যে, তিনি হাওয়াযিনের এক বৃদ্ধাকে হস্তগত করলেন। তাকে ধরার সময় তিনি বললেন, একে দেখছি বৃদ্ধা এবং আমার ধারণা গোত্রের মাঝে এর বিশেষ আভিজাত্য আছে। আশা করা যায় এর মুক্তিপণ হবে অনেক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ছয়গুণ বেশী হিস্যার বিনিময়ে বন্দীদের ফিরিয়ে দিলেন, তখন উয়ায়না সে বৃদ্ধাকে ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন। যুহায়র আবূ সুরাদ তাকে বললেন : ছয়গুণ নিয়েই তাকে ছেড়ে দাও। কসম আল্লাহ্‌র! এর মুখ কমনীয় নয়, স্তন উন্নত নয়, গর্ভ সন্তান ধারণে সক্ষম নয়, স্বামী ব্যথিত নয় এবং এর পর্যাপ্ত দুধও নাই। যুহায়রের একথায় তিনি ছয়গুণের বদলেই তাকে ছেড়ে দিলেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, উয়ায়না অতঃপর আকরা' ইব্‌ন হাবিসের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাকে ঘটনা জানান। আকরা' বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! তুমি কোন মধ্য বয়সী রূপসীকে ধরনি, কিংবা নরম শরীরের মোটাতাজা মহিলাকেও নয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাওয়াযিন প্রতিনিধিবর্গের কাছে মালিক ইব্‌ন আওফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, সে কোথায় কী করছে। তারা বলল, সে তায়েফে বনূ সাকীফের কাছে আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা মালিককে বল, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে আমার কাছে আসে, তা হলে আমি তার পরিবারবর্গ ও মালামাল তাকে ফেরত দিয়ে দেব। অধিকন্তু তাকে একশ' উটও দেব। মালিককে এ সংবাদ দেওয়া হল। তিনি তায়েফ হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লেন। তার আশংকা ছিল বনূ সাকীফ যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্ত কথা জানতে পারে, তা হলে তারা তাকে আটকে রাখবে। কাজেই তিনি তার উট প্রস্তুত করতে বললেন। তা প্রস্তুত করা হল। তিনি তার ঘোড়াটিকে তায়েফে এনে রাখতে বললেন। তাও এনে রাখা হল। তিনি রজনীযোগে বের হয়ে সে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন এবং তাকে হাঁকিয়ে যেখানে উট বেঁধে রাখতে বলেছিলেন, সেখানে এসে তাতে সওয়ার হলেন। এভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে চলে আসলেন। তিনি তাঁকে পেয়ে ছিলেন জি'ইর্‌রানা অথবা মক্কায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার পরিবারবর্গ ও মালামাল ফেরত দিয়ে দিলেন এবং অতিরিক্ত একশ' উট দিলেন। মালিক ইসলাম গ্রহণ করলেন। তার ইসলাম গ্রহণ ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ। ইসলাম গ্রহণকালে মালিক বলেছিলেন :

আমি মানুষের মাঝে তার মত আর দেখিনি, শুনিনি।
সমগ্র মানবের মাঝে নাই তার তুলনা।
তিনি অনুগ্রহপ্রার্থীকে দান করেন পূর্ণ মাত্রায়।
তুমি যখনই চাইবে তোমাকে জানিয়ে দেবে ভবিতব্য।
যখন সৈন্যদল বর্শা ও তরবারি দ্বারা
প্রদর্শন করে প্রচণ্ড দাপট,

তখন তিনি গর্জে ওঠেন সেই সিংহের মত
যে নিজ খাঁটিতে শাবকদের রক্ষার্থে
ওঁত পেতে আছে শত্রুর উদ্দেশে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে তার সম্প্রদায়ের নও-মুসলিমদের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। সেই সাথে ছুমালা, সালিমা ও ফাহ্ম গোত্রেগুলোকেও তাঁর অধীন করে দেন। তারা তাঁর অধীনে বনূ ছাকীফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। তাদের যে কোনও কাফেলা বের হত, মালিক তার উপর আক্রমণ চালিয়ে দিতেন। এভাবে তিনি তাদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন করে তোলেন। এ সম্পর্কে আবূ মিহজান ইব্ন হাবীব ইব্ন আমর ইব্ন উমায়র সাকাফী আবৃত্তি করে :

আমাদের দিকে অগ্রসর হতে শত্রুরা ছিল সন্ত্রস্ত,
এখন বনূ সালিমাও আমাদের উপর চড়াও হয়।
মালিক তাদের নিয়ে আমাদের উপর হামলা চালায়।
সে ভংগ করেছে প্রতিশ্রুতি আর নিষিদ্ধ সীমারেখা।
তারা আমাদের ঘর-বাড়িতে এসে হানা দেয়,
অথচ আমরাই ছিলাম এক সময় শাস্তিদাতা।

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) হুনায়নের বন্দীদেরকে তাদের লোকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ শেষ করে সওয়ারীতে চড়ে বসলেন। সংগীরাও তাঁর অনুসরণ করল এবং তারা বলতে লাগলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! উট, ছাগল প্রভৃতি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আমাদের মাঝে বণ্টন করে দিন। এই করতে করতে তারা তাঁকে একটি গাছের নীচে নিয়ে এল এবং তারা তাঁর চাদর টেনে নিল। তিনি বললেন : লোকসব! তোমার আমার চাদর দিয়ে দাও। আল্লাহ্র কসম! তিহমায় যতগুলো গাছ আছে, তত সংখ্যক উটও যদি তোমাদের হয়ে থাকে, তবু তা আমি তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দেব। তোমরা আমাকে কৃপণ, ভীরু কিংবা মিথ্যুক পাবে না। এরপর তিনি একটি উটের পাশে দাঁড়ালেন এবং তার কুঁজ হতে একটি পশম তুলে দুই আংগুলের মাঝে রাখলেন, এরপর তা উপরে তুলে বললেন : হে লোক সকল! আল্লাহ্র শপথ! খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) ব্যতীত তোমাদের এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হতে আমি এই পশমটাও নেব না। আর খুমুস তো শেষ পর্যন্ত তোমাদের মাঝেই বিতরণ করা হয়। অতএব তোমরা সুঁই-সূতা সহ সবকিছু জমা দিয়ে দাও। গনীমতের মালে খিয়ানত কিয়ামতের দিন খিয়ানতকারীর পক্ষে বড়ই লজ্জার বিষয় হবে এবং তা হবে তার জন্য আগুন ও চরম লাঞ্ছনা।

একথা শুনে জনৈক আনসার এক বাণ্ডিল পশমের সূতা এনে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার উটের গদি বানানোর জন্য এটা নিয়েছিলাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমার ভাগে যতটুকু পড়বে তা তুমি নিয়ে নিও।

তখন সে আনসার বললো : অবস্থা যদি এই হয়, তা হলে এর কোন প্রয়োজন আমার নাই। এই বলে সে তা হাত থেকে ফেলে দিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যায়দ ইব্‌ন আসলাম তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, হুনায়নের যুদ্ধের দিন আকীল ইব্‌ন আবূ তালিব তার স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত শায়বা ইব্‌ন রবী'আর নিকটে উপস্থিত হন। তখন তার তরবারি রক্তরঞ্জিত ছিল। ফাতিমা বললেন : আমি বুঝে ফেলেছি, তুমি মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করেছ। তা কতটুকু গনীমত পেয়েছ? তিনি বললেন : এই সুঁইটা। এর দ্বারা তোমার কাপড়-চোপড় সেলাই করতে পারবে। এই বলে তিনি সুঁইটা তাকে দিয়ে দিলেন। এমনি মুহূর্তে শুনতে পেলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘোষক ঘোষণা করছে, কেউ কিছু নিয়ে থাকলে তা জমা দিয়ে দিক, এমন কি সুঁই-সূতা পর্যন্ত। আকীল ফিরে এসে স্ত্রীকে বললেন : যা দেখছি তোমার সুঁইও গেল। তিনি সুঁইটা নিয়ে গনীমতের মাঝে ফেলে দিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুআল্লাফাতুল কুলূব[১] (যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য, তাদের)-কে কিছু কিছু করে দেন। এরা ছিল অভিজাত শ্রেণীর লোক। তিনি তাদের অন্তর জয়ের চেষ্টা করতেন এবং তাদের মাধ্যমে তাদের গোত্রীয় লোকদের মন জয় করতেন। সুতরাং তিনি আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারবকে একশ' উট, তাঁর পুত্র মু'আবিয়াকে একশ' উট, হাকীম ইব্‌ন হিযামকে একশ' উট এবং বনূ 'আব্দুদদার-এর হারিস ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন কালাদাকেও একশ' উট প্রদান করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : (হারিস ইব্‌ন হারিস নয়; বরং) নুসায়ব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কালাদা। তবে তার নাম হারিসও হতে পারে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) হারিস ইব্‌ন হিশামকে একশ' উট, সুহায়ল ইব্‌ন উমরকে একশ' উট, হুওয়াতিব ইব্‌ন আবদুল-উয্‌যা ইব্‌ন আবূ কায়সকে একশ উট এবং আলা ইব্‌ন জারিয়া সাকাফীকেও একশ' উট প্রদান করেন। আলা ছিল বনূ যুহরার মিত্র। অনুরূপ উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন বদরকে একশ' উট, আকরা' ইব্‌ন হাবিস তামীমীকে একশ' উট, মালিক ইব্‌ন আওফ নাসরীকে একশ' উট এবং সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়াকেও একশ' উট দিয়েছিলেন। এরা সবাই ছিল একশ' উটপ্রাপ্তের অন্তর্ভুক্ত।

কুরায়শদের কতিপয় লোককে তিনি একশ'র কম উট দিয়েছিলেন। যেমন মাখরামা ইব্‌ন নাওফাল যুহ্‌রী (রা), উমায়র ইব্‌ন ওয়াহাব জুমাহী (রা), বনূ আমির ইব্‌ন লুআইয়ের হিশাম ইব্‌ন আম্‌র (রা)। তাদেরকে কী পরিমাণ দিয়েছিলেন, তা আমার জানা নেই, তবে এতটুকু জানি যে, তা একশ'র নীচে ছিল।

এ ছাড়া সাঈদ ইব্‌ন ইয়ারবূ' ইব্‌ন আনকাছা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মাখযূমকে পঞ্চাশটি উট এবং সাহমীকেও পঞ্চাশটি উট প্রদান করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সাহ্‌মীর নাম ছিল আদী ইব্‌ন কায়স।

---

১. যে অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ করার আশা আছে, কিংবা যে অমুসলিমকে কিছু দিলে তার ইসলামের প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হওয়ার আশা আছে, এরূপ ব্যক্তিবর্গ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আব্বাস ইব্‌ন মিরদাসকে কয়েকটি উট দিয়েছিলেন। তার পরিমাণ কম হওয়ার কারণে সে চটে যায় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে নিম্নের কবিতাটি রচনা করে :

এই যুদ্ধলব্ধ মাল তো আমিই অর্জন করেছি,
সমতল ভূমিতে ঘোড়ার পিঠে আক্রমণ চালিয়ে।
ঘুমন্ত সম্প্রদায়কে আমিই রাখি জাগ্রত,
তারা ঘুমিয়ে পড়লেও আমি হইনি নিদ্রালু।
পরিণামে আমার হিস্যা আর (আমার অশ্ব)
উবায়দের হিস্যা বণ্টন হয় উয়ায়না ও আকরা'র মাঝে।
অথচ রণক্ষেত্রে আমি ছিলাম সম্প্রদায়ের রক্ষক।
কিন্তু আমাকে দেওয়া হলো না, আবার করা হল না
বঞ্চিতও। আমি প্রাপ্ত হলাম কয়েকটা ছোট ছোট
উট, তার পদচুতষ্টয়ের সমসংখ্যক।
কোন সভা-সমিতিতে (উয়ায়নার পিতা) হিস্‌ন আর
(আকরা'র পিতা) হাবিস, বেশী সম্মান পেত না,
আমার পিতা অপেক্ষা।
আমি নিজেও ব্যক্তি হিসাবে নই তাদের নীচে।
আর আজ যাকে নীচে নামান হচ্ছে সে উপরে
উঠবে না কোনও দিন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইউনুস নাহ্‌বী আমাকে এরূপ আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন :

হিস্‌ন ও হাবিস কোন সভা-সমিতিতে
মিরদাসের উপরে স্থান পেত না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা যাও এবং আমার পক্ষ হতে তার জিহ্বা স্তব্ধ করে দাও। সুতরাং তারা তাকে আরও দিলেন। অবশেষে সে সন্তুষ্ট হল। আর এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঈপ্সিত তার জিহ্বা কর্তন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : জনৈক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিই কি বলেছ—

فاصبح نهبى ونهب العبيد بين الاقرع وعيينة

আমার অংশ এবং উবায়দের অংশ বণ্টন হয়ে গেল-আকরা' ও 'উয়ায়নার মাঝে'?

আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন : بين الاقرع وعيينة নয়; বরং بين عيينة والاقرع রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : উভয়টি একই। তখন আবূ বকর (রা) বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি,

আপনি ঠিক তেমনই, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন—وما علمناه الشعروما ينبغي له 'আমি তাকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং সেটা তার জন্য শোভনও নয়'।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি নির্ভরযোগ্য মনে করি এমন জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর নিজ সনদে ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) হতে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উত্‌বা হতে এবং তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে যে, কুরায়শ ও অন্যান্য গোত্রের বহু লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন তিনি জি'রানায় গনীমত বণ্টনের দিন হুনায়নের গনীমত হতে তাদেরকেও অংশ দেন।

নিম্নে এরূপ ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করা গেল

বনূ উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামসের—আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌ব ইব্‌ন উমাইয়া (রা), তুলায়ক ইব্‌ন সুফিয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রা) ও খালিদ ইব্‌ন আসীদ ইব্‌ন আবুল 'আয়স ইব্‌ন উমাইয়া।

বনূ আবদুদদার ইব্‌ন কুসাঈ-এর—শায়বা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা ইব্‌ন আবদুল-উয্‌যা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবদুদদার (রা), আবুস-সানাবিল ইব্‌ন বা'কাক ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন উমায়লা ইব্‌ন সাব্বাক ইব্‌ন আবদুদদার (রা) ও ইকরিমা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদদার (রা)।

মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকজা গোত্রের—যুহায়র ইব্‌ন আবূ উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা (রা), হারিস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা (রা), খালিদ ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা (রা) হিশাম ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা (রা), সুফ্‌য়ান ইব্‌ন আবদুল-আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম (রা) ও সাইব ইব্‌ন আবুস সাইব ইব্‌ন আইয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম (রা)।

বনূ আদী ইব্‌ন কা'বের—মুতী' ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন নাদলী (রা) ও আবূ জাহ্‌ম ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন গানিম (রা)।

বনূ জুমাহ ইব্‌ন আম্‌রের—সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ (রা), উহায়হা ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ (রা) ও উমায়র ইব্‌ন ওয়াহাব ইব্‌ন খাল্‌ফ (রা)।

বনূ সাহ্‌মের—আদী ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন হুযাফা (রা)।

বনূ আমির ইব্‌ন লুআঈ-এর—হুওয়ায়তিব ইব্‌ন আবদুল-উয্‌যা ইব্‌ন আবূ কায়স ইব্‌ন আব্‌দ উদ্‌দ (রা) ও হিশাম ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হুবায়্যিব।

এরপর অন্যান্য ছোটখাট গোত্রের যেসব লোক বায়'আত গ্রহণ করেছিল তাদের নাম :

বনূ বকর ইব্‌ন আব্‌দ মানাত ইব্‌ন কিনানার—নাওফাল ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন উরওয়া ইব্‌ন সাখ্‌র ইব্‌ন রায্‌ন ইব্‌ন ইয়া'মার ইব্‌ন নুফাসা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন দীল (রা)।

বনূ কায়সের শাখা বনূ আমির ইব্‌ন সা'সা'আ এবং তারও শাখা বনূ কিলাব ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সা'সা'আর-আলকামা ইব্‌ন উলাসা ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আহওয়াস

ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন কিলাব (রা) ও লাবীদ ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জা'ফার ইব্‌ন কিলাব (রা)।

বনূ 'আমির ইব্‌ন রবী'আর—খালিদ ইব্‌ন হাওযা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আমির ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সা'সা'আ (রা) ও হারমালা ইব্‌ন হাওযা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আমর (রা)।

বনূ নাস্‌র ইব্‌ন মু'আবিয়ার—মালিক ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন ইয়ারবূ' (রা)।

বনূ সুলায়ম ইব্‌ন মানসূরের—আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস ইব্‌ন আবূ আমির (রা)। তিনি বনূ হারিস ইব্‌ন বুহসা ইব্‌ন সুলায়মের লোক ছিলেন।

বনূ গাত্‌ফানের—শাখা বনূ ফাযারার—উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন বাদ্‌র (রা)।

বনূ তামীমের শাখা বনূ হানজালার—আকরা' ইব্‌ন হাবিস ইব্‌ন ইকাল (রা)। তিনি ছিলেন—মুজাশি' ইব্‌ন দারিম গোত্রীয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হারিস তামীমী বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন ও আকরা' ইব্‌ন হাবিসকে একশ' করে উট দিয়েছেন, আর জু'আয়ল ইব্‌ন সুরাকা দামরীকে বাদ রেখেছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : শোন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, নিঃসন্দেহে জু'আয়ল ইব্‌ন সুরাকা ভূ-পৃষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। বাকি সকলে উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন ও আকরা' ইব্‌ন হাবিসের সমতুল্য। কিন্তু আমি তাদের হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য দিয়েছি, যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আর জু'আয়ল ইব্‌ন শুরাকাকে তার ইসলামের উপর ছেড়ে দিয়েছি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবূ উবায়দা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন নাওফালের আযাদকৃত গোলাম মিকসাম আবুল কাসিম (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : আমি ও তালীদ ইব্‌ন কিলাব লায়সী বের হয়ে পড়লাম এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি তখন বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করছিলেন। চটি ছিল তাঁর হাতে ঝুলানো। আমরা তাঁকে বললাম : হুনায়নের দিন তামীমী যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কথা বলছিল, তখন কি আপনি উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ; যুল-খুওয়ায়সিরা নামে বনূ তামীমের একটি লোক এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে দাঁড়াল, তিনি তখন মানুষের মাঝে গনীমত বিতরণ করছিলেন। লোকটি বললো : হে মুহাম্মদ! আপনি আজ যা করেছেন আমি দেখেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আচ্ছা, তা তুমি কী দেখলে? সে বললো : দেখলাম, আপনি ন্যায়ের পরিচয় দেননি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি তাকে ধিক্কার দিয়ে বললেন : আমার কাছে যদি ন্যায় না থাকে, তা হলে আর কার কাছে থাকবে? তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলে উঠলেন : ইয়া

রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি তাকে হত্যা করব না? তিনি বললেন : না, তাকে ছেড়ে দাও। অদূর ভবিষ্যতে তার একটি দল গড়ে উঠবে, যারা দীনের মাঝে অতিশয় বাড়াবাড়ি করতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত তারা দীন থেকে এভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে শিকার ভেদ করে তীর বের হয়ে যায়, যে তীরের ফলকে লক্ষ্য করলে কিছু পাওয়া যায় না। এরপর দণ্ডেও কিছু পাওয়া যায় না। তারপর তার পালকেও দৃষ্টিপাত করে কিছু মেলে না। বিদ্ধ হল এবং অন্ত্রের গোবর ও রক্তের ভিতরে দিয়ে বের হয়ে গেল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন আবূ জা'ফর (র) আবূ উবায়দা (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনিও লোকটির নাম বলেছেন যুল-খুওয়ায়সিরা।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নাজীহ (র)-ও তার পিতার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শ ও অন্যান্য আরব গোত্রগুলোকে যা দেওয়ার দিলেন। আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। এ কারণে হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) তাঁর প্রতি অনুযোগ করে বলেন :

দুঃখ-বেদনা বেড়ে গেছে, চোখের পানি গড়িয়ে
পড়ছে প্রবল ধারায়, যখন সে পানিকে
জমা করেছে অশ্রুবান।
এসব বেদনা তো শাম্মা'র জন্য। পরিপুষ্ট তার
দেহ, সরু কোমর। কোনরূপ আবিলতা নেই।
নেই দুর্বলতা।
এখন ছেড়ে দাও শাম্মার কথা, কারণ তার প্রেম
ছিল নিতান্তই তুচ্ছ।
নিকৃষ্টতম মিলন তো সেটাই, যা হয় ক্ষণিকের।
বরং রাসূলের কাছে যাও এবং তাঁকে বল,
হে মু'মিনদের শ্রেষ্ঠতম আশ্রয়স্থল!
যখন মানুষকে গণনা করা হয়—
তখন কিসের ভিত্তিতে ডাকা হয় বনূ সুলায়মকে
অথচ তারা সে সম্প্রদায়ের সামনে নিতান্তই
তুচ্ছ, যারা দিয়েছে আশ্রয়, করেছে সাহায্য?
আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের নাম দিয়েছেন আনসার,
যেহেতু তারা সাহায্য করেছে সত্য-সরল দীনের,
যখন যুদ্ধের আগুন ছিল প্রজ্বলিত।

তারা আল্লাহ্‌র পথে ছিল অগ্রগামী, বিপদাপদে
ছিল স্থির-অবিচল; হয়নি ভীত ও অস্থির।
সকল মানুষ আপনার ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়ে
আমাদের উপর। কেবল তরবারি ও বর্শার ডগা ছাড়া
আমাদের কোন আশ্রয় নেই।
আমরা প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করি বীরত্বের সাথে
এক্ষেত্রে কারও প্রতি করি না কৃপা।
আমরা নষ্ট করি না সূরাসমূহের প্রত্যাদেশ।
যুদ্ধাপরাধীরা আমাদের মজলিসকে করে না উত্তেজিত
যখন সমরানল লেলিহান হয়ে ওঠে, তখন
আমরাও জ্বলে উঠি প্রচণ্ডভাবে।
বদর যুদ্ধে মুনাফিকরা যা চেয়েছিল আমরা তা
করি নস্যাৎ। আর আমাদের ভাগে আসে জয়মাল্য।
উহুদ পর্বতের পাদদেশে যে যুদ্ধ হয়, তাতে আমরাই
ছিলাম আপনার সৈনিক, যখন মুদার গোত্র
গর্বোদ্ধত হয়ে বিভিন্ন সেনাদল করে সংগ্রহ।
আমরা দুর্বল হইনি, ভীত হইনি, পায়নি কেউ
আমাদের থেকে কোন স্খলন, যখন আর সকলেরই
ঘটেছিল পদস্খলন

আনসারের ঘটনা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করেন ইব্‌ন ইসহাক এবং তিনি বলেন, আমার নিকট আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা (র) মাহমূদ ইব্‌ন লাবীদ (র) হতে এবং তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্ত মালামাল হতে যখন কুরায়শ ও অন্যান্য আরব গোত্রসমূহকে যা দেওয়ার দিলেন এবং আনসার সম্প্রদায় তা হতে কিছুই পেল না, তখন তাদের অন্তরে ব্যথা লাগে এবং এ নিয়ে তাদের পক্ষ হতে ক্রমে কথা বাড়তে থাকে। এমনকি তাদের এক ব্যক্তি এ পর্যন্ত বলল যে, আল্লাহ্‌র কসম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সম্প্রদায়ের সাথে মিলে গেছেন। তখন সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং তাকে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যুদ্ধলব্ধ মালামালের ক্ষেত্রে আপনি যে নীতি অবলম্বন করেছেন, তাতে আনসারদের এই গোত্রটি আপনার উপর মনে কষ্ট পেয়েছে। আপনি আপনার সম্প্রদায়ের মাঝে তা বণ্টন করেছেন। আরবের অন্যান্য গোত্রেকেও বিপুল পরিমাণ দিয়েছেন। কিন্তু আনসারগণ তা হতে কিছুই পায়নি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এ ব্যাপারে তোমার কী অভিমত হে সা'দ? তিনি বললো : আমি আমার সম্প্রদায়ের তো একজন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি তোমার সম্প্রদায়কে আমার সামনে সমবেত কর।

আবূ সাঈদ (রা) বলেন : সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) তখনই বের হয়ে গেলেন এবং আনসারদেরকে সেইস্থানে একত্র করলেন। কিছু সংখ্যক মুহাজিরও সেখানে উপস্থিত হলেন। সা'দ তাদের কিছুই বললেন না। এরপর অন্যান্য সম্প্রদায়ের কিছু লোকও সেখানে আসল, কিন্তু সা'দ (রা) তাদের বের করে দিলেন। সকলে সমবেত হয়ে গেলে সা'দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন : আনসারগণ আপনার জন্য সমবেত হয়েছে।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা ও স্তুতি জ্ঞাপনের পর তিনি বললেন :

يامعشر الانصار! ماقالة بلغتنى منكم وجدة وجدتموها على فى انفسكم ؟ الم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فاغناكم الله واعداء فالف الله بين قلوبكم ؟

'হে আনসার সম্প্রদায়! এটা তোমাদের কীরূপ উক্তি, যা আমার কানে এসেছে? তোমরা নাকি আমার প্রতি মনে কষ্ট পেয়েছ? আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাইনি, এরপর আল্লাহ্ তোমাদের সুপথ দেখালেন? তোমরা কি দরিদ্র ছিলে না, এরপর আল্লাহ্ তোমাদের অভাব মোচন করেছেন? তোমরা কি পরস্পর শত্রু ছিলেন না, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সঞ্চার করেছেন?

আনসারগণ উত্তর দিলেন : بلى الله ورسوله امن وافضل নিশ্চয়ই! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল করুণাময় ও শ্রেষ্ঠতম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : الا تجيبوننى يامعشر الانصار 'তোমরা কি আমার কথার জবাব দেবে না, হে আনসার সম্প্রদায়?

তারা জিজ্ঞাসা করলেন : بما ذا نجيبك يارسول الله لله ولرسوله المن والفضل আমরা কী জবাব দেব ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সকল অনুগ্রহ ও শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন :

اما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم : اتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريد افآويناك وعائلا فآسيناك أوجدتم يامعشر الانصار فى انفسكم فى لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم الا ترضون يامعشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله الى رحالكم فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار .

শোন, আল্লাহ্র কসম! তোমরা ইচ্ছা করলে আমাকে বলতে পার এবং তাতে তোমরা সঠিকই বলবে এবং তা মেনেও নেওয়া হবে; তোমরা বলতে পার : আপনি আমাদের নিকট এসেছেন প্রত্যাখ্যাত হয়ে, আমরাই আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনি অসহায় ছিলেন, আমরা আপনার সাহায্য করেছি। আপনি বিতাড়িত ছিলেন, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি এবং আপনি নিঃস্ব ছিলেন, আমরা আপনার অভাব দূর করেছি। হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা এই পার্থিব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেলে? আমি এর দ্বারা একদল লোককে খুশি করতে চেয়েছি, যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। তোমাদের ইসলামের প্রতি তো আমার আস্থা আছে। হে আনসার সম্প্রদায়, তোমরা কি এতে খুশি নও যে, আর সব লোক তো ছাগল-উট নিয়ে ফিরে যাচ্ছে, আর তোমরা দেশে ফিরে যাবে আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে? সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, হিজরতের বিষয়টি না হলে আমি আনসারদেরই একজন হতাম। সব মানুষ যদি এক পথে চলে, আর আনসারগণ চলে ভিন্ন পথে, তা হলে আমি আনসারদেরই পথে চলব। হে আল্লাহ্! তুমি আনসারদের প্রতি রহমত বর্ষণ কর, আনসারদের সন্তানদের প্রতিও এবং আনসারদের সন্তানদের বংশধরদের প্রতিও।

তাঁর এ ভাষণে আনসারগণ এত কাঁদলেন যে, তাদের দাঁড়ি ভিজে গেল। তারা সমস্বরে বলে উঠলেন : رضينا برسول الله قسما وحظًا এই ভাগ ও হিস্যা বণ্টনে আমরা আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়েই সন্তুষ্ট। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) চলে গেলেন এবং সভা শেষ হয়ে গেল।

যী'রানা হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উমরা পালন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক আত্তাব ইব্ন আসীদ (রা)-কে মক্কার গভর্নর নিয়োগ এবং ৮ম হিজরী সনে মুসলিমদের নিয়ে আত্তাব (রা)-এর হজ্জ পালন

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যী'রানা হতে উমরার উদ্দেশে বের হলেন। গনীমতের অবশিষ্ট মালামাল মার্রুজ জাহরানের পার্শ্বে মাজান্নায় সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিলেন। উমরা শেষ করে তিনি মদীনায় ফিরে যান এবং আত্তাব ইব্ন আসীদ (রা)-কে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করে যান। মানুষকে ধর্মীয় জ্ঞান ও কুরআন মজীদ শিক্ষা দেওয়ার জন্য মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে মক্কায় রেখে যান। গনীমতের অবশিষ্ট মালামাল রাসূলুল্লাহ্ (সা) সঙ্গে করে নিয়ে যান।

ইব্ন হিশাম বলেন : যায়দ ইব্ন আসলাম (র) হতে আমার নিকট পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আত্তাব ইব্ন আসীদ (রা)-কে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করে যাওয়ার সময় তার জন্য দৈনিক এক দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করে যান। আত্তাব লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকসকল! যার এক দিরহামের খিদে ছিল আল্লাহ্ তার

কলিজার সে খিদে মিটিয়ে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার জন্য দৈনিক এক দিরহাম ভাতা ঠিক করে দিয়েছেন। কারও কাছে আমার আর কোন প্রয়োজন নেই।

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উমরা পালিত হয়েছিল যুলকাদা মাসে। তিনি যুলকাদার শেষে কিংবা যিলহাজ্জায় মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : আবূ আমর মাদানীর ধারণা মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুলকাদার ছয়দিন বাকী থাকতে মদীনায় ফিরে আসেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : সে বছর লোকেরা আরবদের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী হজ্জ পালন করে। মুসলিমদের নিয়ে আত্তাব ইব্ন আসীদ (রা) সে বছর হজ্জ আদায় করেন। এটা ছিল হিজরী ৮ম সন। তায়েফবাসী তাদের শির্কের উপরই বিদ্যমান থাকলো এবং ৮ম হিজরী যুলকাদায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনা প্রত্যাবর্তন হতে ৯ম হিজরীর রমযান পর্যন্ত তাদের তায়েফ দুর্গেই অবস্থানরত থাকলো।

তায়েফ হতে প্রত্যাবর্তনের পর কা'ব ইব্ন যুহায়র যা করেছিলেন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফ হতে মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর বুজায়র ইব্ন যুহায়র ইব্ন আবূ সুলমা তার ভাই কা'ব ইব্ন যুহায়রকে পত্র লিখে জানান যে, মক্কার যে সকল লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিন্দা ও কটুক্তি করতো, তিনি তাদের কতিপয়কে হত্যা করেছেন। ইব্ন যিবারা, হুবায়রা ইব্ন আবূ ওহাব প্রমুখ যে সকল কুরায়শ কবি বেঁচে আছে, তারা চারদিকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তোমার যদি বেঁচে থাকার ইচ্ছা থাকে, তা হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে চলে যাও। যারা তওবা করে তার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি তাদের কাউকে হত্যা করেন না। আর তা যদি না কর, তা হলে পৃথিবীর কোন নিরাপদ স্থানে গিয়ে আশ্রয় নাও।

কা'ব ইব্ন যুহায়র বলেছিলেন :

ওহে! বুজায়রের কাছে আমার এ বার্তা পৌঁছে দাও—
তুমি যা বলেছ সে কি তোমার কথা?
ধিক তোমাকে, সে কি তোমার নিজের কথা?
তুমি আমাদের পরিষ্কার জানিয়ে দাও, তুমি যদি
আমাদের কথা না মান, তা হলে কোন সে ধর্মাদর্শের
দিকে তোমাকে কে পথ নির্দেশ করেছে?
এমন কোন ধর্মাদর্শের প্রতি কি, যাতে আমি তার
বাপকেও পাইনি, তুমিও পাবে না তাতে
নিজের বাপ-দাদাকে।
তুমি যদি না-ই মান, তা হলে আমার আফসোস নেই।
আমি আর বলব না কিছুই। তুমি পদস্খলিত হয়ে
থাকলে আল্লাহ্ তোমার শুভ বুদ্ধি দিন।

আল-মামূন (মুহাম্মাদ) তোমাকে ভাল করে সে পেয়ালা
পান করিয়েছে। এরপর পান করিয়েছে তোমাকে বারবার।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, (المامون-এর স্থলে) কোন কোন বর্ণনায় المامور। আছে। আর فبين لنا শীর্ষক শ্লোকটি ইব্‌ন ইসহাক ভিন্ন অপর সূত্রে প্রাপ্ত।

কবিতা ও কবিতা বর্ণনা বিষয়ে বিজ্ঞ জনৈক ব্যক্তি আমাকে এভাবে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন:

কে শোনাবে বুজায়রকে আমার এ বার্তা
তুমি খায়ফে যা বলেছ তা কি তোমার কথা ?
সে কি তোমার কথা ?
তুমি আল-মামূনের সাথে পান করেছ ভরা পাত্র
এরপর মামূন তা থেকে তোমাকে পান করায় বারবার।
তুমি হিদায়াতের সকল উপকরণ করেছ পরিত্যাগ।
তুমি করেছ তার অনুসরণ। কিসের ভিত্তিতে তুমি
অন্যের কথায় ধ্বংস হতে গেলে?
এমন এক ধর্মাদর্শ দেখিয়েছে সে তোমায়, যার
অনুসারী পাওনি তুমি বাপ-মাকে, পাওনি তার
উপর নিজ ভাইকেও।
তুমি যদি কথা না মান, আফসোস নেই আমার।
আমি বলব না আর কিছুই। যদি পদস্খলিত হয়ে থাক,
আল্লাহ্ তোমার শুভবুদ্ধি দিন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কবি এ কবিতা বুজায়রের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বুজায়র তা হাতে পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গোপন রাখা পসন্দ করলেন না। তিনি তা পাঠ করে তাঁকে শোনালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) وسقاك بها المامون বাক্যটি শুনে বললেন : সত্য কথা বলেছে, যদিও সে একজন মিথ্যুক। আমি মামূন-ই বটে। আর যখন শুনলেন على خلق لم تلف اما ولا ابا عليه তখন বললেন : হ্যাঁ, সে তো এ দীনের উপর তার বাপ-মাকে পায়নি।

এরপর বুজায়র (রা) কা'বের উদ্দেশ্যে বললেন :

কে পৌঁছাবে কা'বের কাছে আমার এই বার্তা যে,
তুমি যে আদর্শের জন্য অন্যায়ভাবে ভর্ৎসনা করছ যুবকটিকে
সেটাই কি উৎকৃষ্ট?
উয্‌যা ও লাত নয়; এক আল্লাহ্‌রই পথে ফিরে এসো।
যদি মুক্তি পেতে চাও, তা হলে এ পথেই মুক্তি পাবে,
পাবে নিরাপত্তা।

সেই দিন, যেদিন পবিত্র হৃদয় মুসলিম ছাড়া
আর কোন মানুষ রেহাই পাবে না, পাবে না মুক্তি।
যুহায়রের দীন সে তো কোন দীনই নয়।
আর আবূ সুলমার দীন আমার জন্য নিষিদ্ধ।

ইব্ন ইসহাক বলেন : কা'ব যে আল-মামূন উপাধি ব্যবহার করেছে, আর ইব্ন হিশামের বর্ণনায় আল-মামূর, তা এই কারণে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কুরায়শরা এ নামেই ডাকতো।

কা'ব ইব্ন যুহায়র ও তার কাসীদা

ইব্ন ইসহাক বলেন : বুজায়রের পত্র পেয়ে কা'বের জন্য পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে উঠলো। নিজ প্রাণের ব্যাপারে তিনি আশংকাবোধ করলেন। তার আশেপাশের শত্রুরাও তা দেখে কেঁপে উঠলো। তারা বলতে লাগলো : এ তো নিহতই। উপায়ান্তর না দেখে তিনি তার সেই বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করলেন, যার মাঝে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসা করেছেন এবং প্রাণের আশংকা ও অপপ্রচারকারী শত্রুদের কেঁপে উঠার কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশে বের হয়ে পড়লেন এবং মদীনায় এসে হাযির হলেন। তিনি জুহায়না গোত্রের এক ব্যাক্তির বাড়িতে এসে উঠলেন। তাদের মাঝে পূর্ব পরিচয় ছিল, যেমন আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে। তার সেই বন্ধু তাকে নিয়ে ফজরের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে সালাত আদায় করলেন। সালাত আদায়ের পর তিনি তাকে ইঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিয়ে দিলেন। বললেন : ওই যে রাসূলুল্লাহ্। তুমি তার কাছে যাও এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, কা'ব উঠে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁর পাশে বসলেন। এরপর তাঁর হাতে হাত রাখলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে চিনতেন না। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কা'ব তওবা করে ও ইসলাম গ্রহণ করে আপনার নিকট নিরাপত্তার আশার এসেছে। আমি তাকে নিয়ে আসলে আপনি কি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিই কা'ব ইব্ন যুহায়র।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা (রা) বর্ণনা করেছেন, তখন জনৈক আনসার ব্যক্তি লাফ দিয়ে উঠলো এবং বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি অনুমতি প্রদান করুন, আমি আল্লাহ্র এ দুশমনের গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি তার থেকে নিবৃত্ত হও। কারণ সে পূর্ব অবস্থান পরিত্যাগ করে তওবা করে এসেছে। বর্ণিত আছে, আনসারদের এই ব্যক্তির আচরণে কা'ব গোটা আনসার সম্প্রদায়ের উপর অসন্তুষ্ট হন। কেননা মুহাজিরদের মধ্যে কেউ তার সম্পর্কে কোনরূপ অপ্রিয় উক্তি করেন নি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে কা'ব তাঁর বিখ্যাত এ কবিতায় বলেন :

সু'আদ আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে,
আজ বিরহ বেদনায় আমার অন্তর পীড়িত,
লাঞ্ছিত, তার প্রেম-নিগড়ে বন্দী, যা হতে সে মুক্তি পায়নি।

বিদায়ের দিন সু'আদের পরিবারবর্গ তাকে নিয়ে যখন
চলে যায়, তখন তাকে মনে হচ্ছিল আনত নয়না
কাজল কালো ছোট্ট হরিণীর মত।
সম্মুখ হতে দৃষ্টিগোচর হয় তার সরু কোমর ও ক্ষীণ-উদর।
পেছন থেকে ভারী নিতম্ব।
বেঁটে কিংবা অতি লম্বা হওয়ার কোন নিন্দা নেই তার।
যখন সে হাসে, হয়ে ওঠে উদ্ভাসিত সারিল দাঁত।
যেন গন্ধ-মদিরায় তা বারবার হয়েছে স্নাত।
সে মদিরায় মিশ্রিত করা হয় নির্মল, সুশীতল পানি।
আর সে পানিও নুড়ি ভরা উপত্যকা হতে ঊষাকালে আনা,
যার উপর বয়ে যায়, উত্তরা বায়ু।
তার উপর হতে বাতাস উড়িয়ে নেয় সব আবর্জনা
প্রভাত মেঘের বরিষণে তার উপর জেগে উঠেছে শুভ্র-সফেদ
ছোট ছোট বুদ্বুদ।
হায় আফসোস, সে কী তার প্রেম! যদি সে কেবল
রক্ষা করত তার ওয়াদা কিংবা শুনত উপদেশ।
কিন্তু না, এ প্রেম তো তার, যার রক্তে মিশ্রিত
আঘাত, মিথ্যা, প্রতারণা ও পরিবর্তন।
তার প্রেম কখনও হয় না স্থায়ী,
অশরীরী প্রেতের মত এ যেন তার পোশাক বদল।
সে যে ওয়াদা করে, তা পারে না ধরে রাখতে
ঠিক যেমন চালুনি পারে না পানি ধারণ করতে।
কাজেই তার দেওয়া আশা ও ওয়াদায় প্রবঞ্চিত
হয়ো না যেন। তার দেখানো আশা আর স্বপ্ন
সব মিথ্যা মরীচিকা।
কেবল উরকূবের[১] ওয়াদার সাথেই চলে তার
ওয়াদার তুলনা। তার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা, নির্জলা।
আমি আশাবাদী, আমার আকাঙ্ক্ষা তার প্রেম তাকে
নিয়ে আসবে কাছে। যদিও তোমার পক্ষ হতে আমার জন্য
অনুগ্রহের কল্পনা বৃথা।

---

১. আরব দেশের বিখ্যাত ওয়াদা-ভংগকারী, যার ওয়াদা-ভংগ প্রবাদে পরিণত হয়।

সু'আদ চলে গেছে এমন দেশে, যেথায়
অভিজাত, শক্ত ও দ্রুতগামী সওয়ারী ছাড়া
সম্ভব নয়-পৌঁছা।
কিছুতেই সেখানে পারবে না পৌঁছাতে শক্ত-পোক্ত
উটনী ছাড়া আর কিছু, শত ক্লান্তি-শ্রান্তি সত্ত্বেও
যার তেজ ও গতি থাকে অক্ষুণ্ন।
এমন সব উটনী, যে ঘামলে ভিজে যায় কানের পিছনের
হাড়। ভ্রমণে অভ্যস্ত থাকার কারণে অচেনা চিহ্নহীন
পথও যে পাড়ি দেয়— অনায়াসে।
সে উটনী তার সাদা বুনো গরুর চোখের মত চোখ দিয়ে
তীর হানে মরুভূমির চিহ্নবিহীন পথের উপর, যখন
নুড়ি ভরা পথ ও বালুর স্তূপ সূর্যের খরতাপে
জ্বলতে থাকে আগুনের মত।
পরিপুষ্ট তার গ্রীবা, মাংসল পা। জন্মগত ভাবেই
জাত বোনদের উপর রয়েছে তার শ্রেষ্ঠত্ব।
মজবুত গর্দান, বৃহৎ গণ্ড, সুগঠিত পুরুষালী দেহ।
তার প্রশস্ত বলিষ্ঠ দেহ এবং সুদীর্ঘ পদক্ষেপ।
সামুদ্রিক কচ্ছপের মত শক্ত চামড়া। ক্ষুধার্ত, রৌদ্রদগ্ধ
পোকারাও তাতে ফুটাতে পারে না হুল,
সে যেন পাহাড়ের এক বিশাল পাথরের টুকরা।
তার ভাই, তার পিতা, খুবই অভিজাত বংশীয়। আর
তার চাচা, তার মামাও বটে। দীর্ঘ গ্রীবা ও পিঠ এবং অত্যন্ত চঞ্চল।
তার উপর কুরাদ (পোকা) হাটতে যায়, কিন্তু তার মসৃণ বুক
ও তেলতেলে কোমল তাকে গড়িয়ে দেয় নিমিষে।
বন্য গাধার মত দ্রুতগামী, তার পাঁজর মাংসল।
তার কনুই তার সিনা হতে অনেক ব্যবধানে।
তার নাক ও চোয়াল হতে চোখ ও গাল পর্যন্ত চেহারাটি দীর্ঘ
একটি পাথর সদৃশ।
পত্রহীন খর্জুর শাখার মত লোমশ লেজটিকে সে ক্ষণে ক্ষণে মারে
স্তনের উপর, যা শিথিল হয়ে পড়েনি দোহনের কারণে।
ঈষৎ বাঁকা নাক। তার দু'কানে রয়েছে সুস্পষ্ট আভিজাত্য
চক্ষুষ্মানের জন্য। আর গণ্ডদ্বয় কোমল, মসৃণ।

হালকা পায়ে ভীষণ ছোটে, মাটিতে পা ছুঁয়ে যায় আলতো
করে। আর সহজেই ধরে ফেলে সামনের উটগুলোকে।
তার পায়ের গোছা তাম্রবর্ণ বর্শার মত।
বিক্ষিপ্ত করে দেয় পথের নুড়িগুলো
পাথুরে জমি হতে রক্ষার জন্য তার
প্রয়োজন হয় জুতা পরিধানের।
তার ঘর্মাক্ত দু' বাহুর দ্রুত সঞ্চালন,
যখন মরীচিকা লেপটে রাখে ছোট ছোট পাহাড়গুলো,
দিনের খরতাপে গিরগিটিও ভুনা হয়ে যায়
এবং সূর্যতাপে তার দেহের উপরিভাগ তপ্ত বালুকায়
জ্বলে যেন রুটি হয়ে যায়।
কাফেলার হুদী (উট চালকের বিশেষ সঙ্গীত) গায়ক
সকলকে বলে, তোমরা বিশ্রাম নাও।
সবুজ টিড্‌ডীরাও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য নুড়ি ওল্টায় প্রচণ্ড তাপে।
এ অবস্থায় ঠিক দুপুরে তার ঘর্মাক্ত দু'বাহুর দ্রুত সঞ্চালন
যেন সেই দীর্ঘাঙ্গিনী, মধ্যবয়স্কা রমণীর
হাত সঞ্চালনের মত যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
হাতে গাল চাপড়িয়ে মাতম করছে,
তাকে উত্তেজিত করছে সেই সব শোকাকুল নারী
যারা বহু সন্তানহারা, যাদের বাঁচে না সন্তান।
আর সে রমণী চিৎকার করে কাঁদে—
ঢিলেঢালা তার দু'বাহু।
সংবাদদাতারা যখন তাকে শোনাল মৃত্যুসংবাদ।
তার প্রথম সন্তানের, সে হয়ে গেল চেতনহারা।
সে তার দু'হাতে বুকের উপর আঘাত করছে
ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তার সিনার কাপড়।
আমার উটনীর চারপাশে অশান্তিপ্রিয় লোকগুলো
জমায়েত হয়ে বলতে লাগল, হে আবূ সুলামীর পুত্র!
তুমি নির্ঘাত কতল হয়ে যাবে।
যেসব বন্ধুর কাছে সাহায্য পাব বলে আশা ছিল,
তাদের প্রত্যেকে বললো : তোমাকে দেব না
মিথ্যা আশা। বস্তুত আমি বড় ব্যস্ত।

আমি বললাম : তোমরা আমার পথ ছেড়ে দাও,
ধ্বংস হোক তোমাদের বাপেরা।
দয়াময় আল্লাহ্ যা ভাগ্যে রেখেছেন
তা ঘটবেই সুনিশ্চিত।
সব মায়েরই সন্তান, তা সে যতই দীর্ঘজীবী হোক,
এক দিন না একদিন, তাকে উঠতেই হবে শবযানে।
সংবাদ পেয়েছি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে দিয়েছেন
চরমপত্র। কিন্তু তবু আল্লাহ্র রাসূলের কাছে
ক্ষমার আশা রাখা যায়।
একটু সবুর (হে রাসূল!) আপনাকে পথ দেখিয়েছেন
সেই সত্তা, যিনি আপনাকে উপহার দিয়েছেন কুরআন।
তাতে আছে উপদেশ ও সব কিছুর বিশদ বর্ণনা।
আপনি আমাকে শাস্তি দিবেন না চোগলখোরদের কথায়।
আমার সম্পর্কে যদিও নানা কথা লোকমুখে, কিন্তু
বাস্তবে আমি কোন অপরাধ করিনি।
আমি এমন এক স্থানে উপস্থিত,
দেখছি ও শুনছি এমন কিছু যদি কোন হাতিও
দাঁড়াত সে স্থানে, আর দেখত ও শুনত তা,
তবে সেও কাঁপত ত্রাসে—যদি না
আল্লাহ্র নির্দেশে রাসূলের পক্ষ হতে ক্ষমা লাভ করতো।
অবশেষে আমি আমার ডান হাত রাখলাম—
আমি তা তুলে নেবার নই, সেই প্রতিশোধ
গ্রহণকারীর হাতের উপর, যার কথাই প্রকৃত কথা।
আমি যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলি, আর বলা হচ্ছিল
আমাকে— তুমি অভিযুক্ত, তোমার কৈফিয়ত নেওয়া
হবে, তখন তার প্রতি আমার ভয় বেড়ে গেল, সেই
সিংহের চেয়েও বেশী, আস্সার অরণ্যের
গভীরে যার গুহা, সে অরণ্যের গাছগাছালি নিবিড় ঘন।
উষাকালে সে তার দুই শাবকের জন্য খাদ্যের তালাশে বের হয়।
খাদ্য তাদের ধূলোমাখা নরমাংস ছিন্নভিন্ন।
সে যখন তার প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে,
তখন শোভন হয় না তার জন্য সে প্রতিপক্ষকে
ঘায়েল না করে ছেড়ে দেওয়া।

জাউ-এর হিংস্র পশুগুলোও তার ভয়ে পালায়।
পদাতিক কাফেলা কখনও চলে না তার উপত্যকায়।
যত বড় বাহাদুরই তার উপত্যকায় যায় একবার।
সে নির্ঘাত হয় তার উদরস্থ।
তার হাতিয়ার ও পোশাক রক্তাক্ত অবস্থায়
পড়ে থাকে সেখানেই।
রাসূল তো এক জ্যোতি, তার থেকে সংগ্রহ
করা হয় আলো। তিনি তো আল্লাহ্র এক
খাপমুক্ত তীক্ষ্ণ তরবারি।
কুরায়শের একটি দলসহ যাদের এক বক্তা
মক্কা উপত্যকায় বলেছিল, যখন সে দলটি ইসলাম
গ্রহণ করলো—তোমরা চলে যাও,
তিনি তাদেরসহ চলে গেলেন। তারা ছিল না
রণক্ষেত্রে দুর্বল, ঢালবিহীন এবং অস্ত্র ও সাহসহারা।
তারা উন্নত নাসিকাবিশিষ্ট বাহাদুর। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে
থাকে দাঊদ-নির্মিত বর্ম পরে,
শুভ্র-সফেদ সুদীর্ঘ সে বর্ম, পরস্পর গ্রন্থিত তার
আংটাগুলো, যেন সেগুলো কাফা বৃক্ষের আংটা,
এবং অতি মজবুত।
তাদের বর্ম শত্রুকে আঘাত করলে তারা উল্লসিত হয় না।
নিজেরা আক্রান্ত হলেও হয় না চিত্ত-চঞ্চল।
সাদা, সুদর্শন উটের মত ধীর গম্ভীর চালে
তারা হাঁটে। কৃষ্ণকায় বেঁটে লোকগুলো যখন
পলায়ন করে, তখন তাদের রক্ষা করে নিজেদের তরবারি।
বর্শার আঘাত কেবল তাদের বুকেই লাগে।
তারা মৃত্যুর হাউজে ডুব দিতে হয় না দ্বিধান্বিত।

ইব্ন হিশাম বলেন : কবি কাসীদাটি মদীনায় আগমনের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে পাঠ করেন। এর মধ্যে تمرمثل عسيب - عيرانة قزفت - يمشى القراد - حرف اخوها ابوها - النخل - تفرى اللبان - اذا يساورقرنا এবং ولا يزال بوادبه - এ শ্লোকগুলো ইব্ন ইসহাক ভিন্ন অপর সূত্রে বর্ণিত।

কা'ব আনসারদের প্রশংসা করে খুশি করেন

ইব্ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা বলেন : কা'ব যখন বললেন - اذا عرذ السود التنابيل তখন এর দ্বারা তিনি আমাদের আনসার সম্প্রদায়কে বোঝাচ্ছিলেন।

যেহেতু আমাদের একজন লোক তার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছিল সেহেতু তিনি তার প্রশংসা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে কেবল কুরায়শ মুহাজিরদের মাঝেই সীমিত রেখেছিলেন। এ কারণে আনসারগণ তার প্রতি ক্ষুদ্ধ হন। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণের পর আনসারদের প্রশংসায়ও কবিতা রচনা করেন। তাতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং তাদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন :

যে ব্যক্তি সম্মানজনক জীবন লাভ করতে চায়,
সে যেন (নেক্কার) আনসার অশ্বারোহীদের সাথে থাকে।
তারা পুরুষানুক্রমে সম্মানের অধিকারী,
বস্তুত শ্রেষ্ঠ লোকদের বংশধরগণই শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে।
তারা ভারতীয় তরবারির ডগার মত তীক্ষ্ণ
দীর্ঘ বর্শা চালাতে অত্যন্ত দক্ষ।
তারা ভীষণ যুদ্ধের ঘনঘটায় নবীর জন্য প্রাণ—
বিক্রয় করে মৃত্যুর বিনিময়ে।
তারা তাদের ধারাল তরবারি ও সচল বর্শা দ্বারা
মানুষকে হটায় তাদের ভ্রান্ত ধর্মাদর্শ হতে।
তারা নিহত কাফিরদের রক্ত দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে
এবং এটাকে মনে করে মহা-পুণ্যের কাজ।
তারা শত্রু-নিধনে অভ্যস্ত, যেমন খাফিয়্যা অরণ্যে
পুরুষ্টু-গ্রীবা সিংহ শিকার ছিঁড়ে-ফেঁড়ে খেতে অভ্যস্ত।
তুমি তাদের ওখানে গিয়ে যদি ওঠো, যাতে তারা
তোমাকে রক্ষা করে, তা হলে
তুমি যেন আশ্রয় নিলে পার্বত্য ছাগলের
সুরক্ষিত খোঁয়াড়ে।
বদরযুদ্ধে তারা আলীর[১] উপর তরবারি হানে।
ফলে বনূ নিযারের সব লোক হয়ে যায়
বিনয় অবনত।
তাদের সম্পর্কে সকলে যদি আমার মত জানতো,
তা হলে এ নিয়ে যারা আমার সাথে তর্ক করে—
তারাও আমার সমর্থন করতো।

১. এখানে আলী বলতে বনূ কিনানার উর্ধ্বতন পুরুষ আলী ইব্ন মাসঊদ ইব্ন মাযিন গাস্সানীকে বোঝান হয়েছে।

তারা তো এমন সম্প্রদায় যে, দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে
রাতের উদ্বিগ্ন অতিথিদের করে সযত্ন সৎকার।
গাস্‌সানে তাদের মর্যাদা মূল হতেই,
কোদাল অক্ষম তার শেকড় উপড়াতে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বলা হয়ে থাকে, তিনি যখন بانت سعاد فقلبى اليوم تبول কাসীদাটি আবৃত্তি করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বলেছিলেন, তুমি এতে আনসারদেরও প্রশংসা যদি করতে! তারা এর উপযুক্ত বটে। তখন কা'ব (রা) এই চরণগুলো রচনা করেন। এগুলো তার একটি কাসীদার অংশবিশেষ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আলী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন জুদআনের সূত্রে আমার নিকট উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বলেন, بانت سعاد فقلبى اليوم متبول শীর্ষক কাসীদাটি কা'ব ইব্‌ন যুহায়র (রা) মসজিদে নববীতে বসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে আবৃত্তি করেন।

তাবূক যুদ্ধ

[রজব, ৯ম হিজরী সন]

বর্ণনাকারী বলেন : আমাদের নিকট আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম বর্ণনা করেন যে, যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্কাই (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবী (র) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন :

এরপর যিলহাজ্জ-এর মাঝামাঝি হতে রজব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় অবস্থান করেন। রোমানদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য সাহাবায়ে কিরামকে আদেশ দিলেন। আমাদের নিকট যুহরী (র), ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (র), আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা (র) প্রমুখ উলামায়ে কিরাম তাবূকযুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তবে প্রত্যেকেই তাবূকযুদ্ধ সম্পর্কে কেবল ততটুকুই বর্ণনা করেছেন, যতটুকু তাঁর জানা ছিল। আবার একজন যা বর্ণনা করেছেন, অন্যজন তা করেননি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে রোমানদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। এটা ছিল মানুষের জন্য একটা সঙ্কটকাল। তখন ছিল প্রচণ্ড গরম, সারা দেশে দুর্ভিক্ষ এবং ফল তোলার সময় ফলন্ত গাছের ছায়াতলে অবস্থানই তাদের প্রিয় ছিল। সে অবস্থায় অন্য কোথাও যাওয়া তাদের পসন্দ করছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিয়ম ছিল, যখনই তিনি কোন যুদ্ধাভিযানে বের হতেন, তখন সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু না বলে ইঙ্গিত করতেন। যে দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তার বিপরীত দিকের কথা বলতেন। কিন্তু তাবূকযুদ্ধের ক্ষেত্রেই দেখা গেল ব্যতিক্রম। তিনি দূর-দূরান্তের পথ, সঙ্কটাপন্ন অবস্থা এবং

শত্রুদের সংখ্যাধিক্যের কারণে সকলকে সুস্পষ্টভাবেই এ যুদ্ধের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে প্রত্যেকে তজ্জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। তিনি লোকজনকে প্রস্তুতি নিতে বললেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, তিনি রোমানদের সাথে যুদ্ধের সংকল্প করেছেন।

তাবূক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণকালে একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ সালিমার জাদ্দ ইব্ন কায়সকে বললেন : হে জাদ্দ! বনূ আসফার তথা রোমানদের সাথে এ বছর যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত আছ?

জাদ্দ বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাকে অব্যাহতি দিবেন? পরীক্ষায় ফেলবেন না তো? আল্লাহ্র কসম! আমার সম্প্রদায় জানে, নারীদের ব্যাপারে আমার চেয়ে ভীষণ দুর্বল আর কেউ নেই। আমার ভয় হয়, বনূ আসফারের নারীদের দেখে আমি স্থির থাকতে পারব না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে উপেক্ষা করলেন এবং বললেন : আমি তোমাকে অব্যাহতি দিলাম।

এই জাদ্দ ইব্ন কায়স সম্পর্কেই নাযিল হয়—

وَمِنْهُم مَّنْ يَّقُوْلُ ائذَنْ لِّيْ وَلاَ تَفْتِنِّيْ الاَ فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ -

'এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে বলে, 'আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে ফিতনায় ফেলো না'। সাবধান! তারাই ফিতনায় পড়ে আছে। জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে বেষ্টন করেই আছে" (৯ : ৪৯)।

অর্থাৎ সে যদি বনূ আসফারের নারীদের নিয়ে ফিতনায় পড়ার আশংকা করে, যাতে সে এখনও পড়েনি, তা হলে যে ফিতনায় সে ইতোমধ্যেই পড়ে গেছে, সেটা তো গুরুতর। আর তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যোগদান করা হতে বিরত থাকা এবং তার বিপরীতে নিজ স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন :

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لِمَنْ وَرَائِهِ

জাহান্নাম তো তার পশ্চাতেই।

মুনাফিকদের অবস্থা

একদল মুনাফিক বললো : তোমরা গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। জিহাদের প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি, হক ও সত্যের ব্যাপারে সন্দেহ সঞ্চার এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে গুজব রটানোই ছিল তাদের অভিপ্রায়। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন :

وَقَالُوْا لاَ تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ - فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلاً وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

"তারা বলল, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না'। বল, 'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম'। যদি তারা বুঝত। অতএব, তারা কিঞ্চিৎ হেসে নিক, তারা প্রচুর কাঁদবে, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ" (৯ : ৮১-৮২)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, আমার নিকট নির্ভরযোগ্য রাবী বর্ণনা করেছেন এমন এক ব্যক্তি হতে, যিনি তার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) হতে, তিনি ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিসা (র) হতে এবং তিনি তার পিতা হতে দাদার সূত্রে। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, কিছু সংখ্যক মুনাফিক সুওয়ায়লিম ইয়াহূদীর বাড়িতে একত্র হয়ে থাকে। তার বাড়িটি ছিল জাসূমের নিকট। সেখানে বসে তারা তাবূকযুদ্ধের ব্যাপারে মানুষকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যোগদান করা হতে বিরত রাখার ষড়যন্ত্র করছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের প্রতি তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবী পাঠান এবং সুওয়ায়লিমের গৃহ জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তালহা (রা) সে নির্দেশ পালন করলেন। যাহ্‌হাক ইব্‌ন খলীফা গৃহের ছাদ হতে লাফিয়ে পড়ে। ফলে তার পা ভেঙে যায় তার সাথীরাও ছাদ থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ে। কিন্তু তারা বেঁচে যায়। এ সম্পর্কে যাহ্‌হাক বলে :

كادت وبيت الله نار محمد * يشيط بها الضحاك وابن ابير

وظلت وقد طبقت كبس سويلم * انوء على رجلى كسرا ومرفقى

سلام عليكم لا اعود لمثلها * اخاف ومن تشمل به النار يحرق

বায়তুল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদের আগুনে যাহ্‌হাক ও
ইব্‌ন উবায়রি পুড়ে ভষ্ম হয়ে যাচ্ছিল প্রায়।
আমি সুওয়ায়লিমের ছোট ঘরের ছাদে চড়লাম
এখন আমার অবস্থা এই যে, ভাঙা পা ও কনুইতে ভর করে চলি।
তোমাদের প্রতি সালাম আমি আর এর পুনরাবৃত্তি
করব না। আমার আশংকা হয় এ আগুন যাকে
স্পর্শ করবে, সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

বিত্তবানদেরকে অর্থ ব্যয়ে উৎসাহ প্রদান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফরের জন্য চেষ্টা চালাতে লাগলেন। লোকজনকেও প্রস্তুত হতে বললেন। বিত্তবানদের উৎসাহ দিলেন, তারা যেন আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করে এবং বাহনের ব্যবস্থা করতে এগিয়ে আসে। কতিপয় অর্থশালী ব্যক্তি সওয়াবের আশায় সওয়ারীর ব্যবস্থা করলো। উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) এক্ষেত্রে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করলেন, যে পরিমাণ আর কেউ করেনি।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি নির্ভরযোগ্য মনে করি এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) তাবূকের সংকটকালীন সেনাবাহিনীর জন্য এক হাজার দীনার ব্যয় করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুশি হয়ে বলেছিলেন :

اللهم ارض عن عثمان فانى عنه راض

'হে আল্লাহ্! তুমি উসমানের প্রতি খুশী হও। আমি তো তার প্রতি খুশী'।

ক্রন্দনকারী, অজুহাত প্রদর্শনকারী ও পশ্চাদপদদের বৃত্তান্ত

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর কতিপয় ক্রন্দনরত মুসলিম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তারা ছিলেন সংখ্যায় সাতজন এবং আনসার সম্প্রদায় ও বনূ আমর ইব্ন আওফের লোক। তাঁরা ছিলেন সালিম ইব্ন উমায়র (রা), বনূ হারিসার উল্বার ইব্ন যায়দ (রা), বনূ মাযিন ইব্ন নাজ্জারের আবূ লায়লা আবদুর রহমান ইব্ন কা'ব (রা), বনূ সালিমার আমর ইব্ন জামূহ (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল মুযানী (রা), কারও মতে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর মুযানী (রা), বনূ ওয়াকিফের হারামী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) এবং বনূ ফাযারার ইরবায ইব্ন সারিয়া (রা)।

এঁরা ছিলেন অভাবগ্রস্ত। এঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সওয়ারী প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন : তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না। সুতরাং তাঁরা অর্থ ব্যয়ে অসামর্থজনিত দুঃখে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ফিরে গেলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, ইয়ামীন ইব্ন উমায়র ইব্ন কা'ব নাযরী আবূ লায়লা আবদুর রহমান ইব্ন কা'ব ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফালের সাথে সাক্ষাত করলেন। তখন তারা কাঁদছিলেন। তিনি তাদের বললেন : তোমরা কাঁদছ কেন? তারা বললেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বাহন চাইতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর কাছে কোন বাহন পাইনি। আমাদের কাছেও এমন কিছু নাই, যদ্দারা তার সঙ্গে যুদ্ধযাত্রার ব্যবস্থা করব। তিনি তাদেরকে নিজের একটি উট দিলেন এবং পথে খাওয়ার কিছু খেজুরও। তাঁরা তাতে সওয়ার হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বের হয়ে পড়লেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত পেশ করে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আসলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অজুহাত গ্রহণ করলেন না। আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, এরা ছিল বনূ গিফারের লোক।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন এবং সফর শুরু করে দিলেন। কিছু সংখ্যক মুসলিম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে যাত্রার সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁর সাথে বের হতেই পারেন নি, যদিও তাদের মনে কোনরূপ সংশয়-সন্দেহ ছিল না। তাঁরা হচ্ছেন- বনূ সালিমার কা'ব ইব্ন মালিক ইব্ন আবূ কা'ব (রা), বনূ আমর ইব্ন আওফের মুরারা ইব্ন রাবী (রা), বনূ ওয়াকিফের হিলাল ইব্ন উমাইয়ার (রা) এবং বনূ সালিম ইব্ন আওফের আবূ খায়সামা (রা)। তাঁরা ছিলেন খাঁটি মুসলিম। তাদের ইসলামের ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ করা হতো না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে পড়লেন এবং ছানিয়াতুল বিদাতে ছাউনি ফেললেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : তিনি মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা আনসারীকে মদীনার ভারপ্রাপ্ত গভর্নর নিযুক্ত করেন।

আবদুল-আযীয ইব্ন মুহাম্মদ যারাওয়ারদী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তাবূকযাত্রার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সিবা ইব্ন উরফুতাকে গভর্নর নিযুক্ত করে যান।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য তার দলের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শিবিরের সন্নিকট যিবাব নামক স্থানে আলাদা শিবির স্থাপন করে। বলা হয়ে থাকে, তার সৈন্যদলের সংখ্যা কম ছিল না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাত্রা শুরু করলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য মুনাফিক ও সন্দেহবাদীদের সাথে পেছনে থেকে যায়।

মুনাফিকরা আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালায়

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে তাঁর পরিবারবর্গের মাঝে ছেড়ে যান এবং তাঁকে তাদের মাঝে অবস্থান করার নির্দেশ দেন। মুনাফিকরা তাঁর ব্যাপারে গুজব রটাতে লাগলো। তারা তাকে বললো : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বোঝা মনে করে থাকেন এবং সে বোঝা লাঘবের জন্যই তাকে মদীনায় ছেড়ে গেছেন। মুনাফিকদের এসব কথা শুনে তিনি অস্ত্র সজ্জিত হয়ে বের হয়ে পড়লেন এবং জুরফে[১] এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মিলিত হলেন। তিনি বললেন : হে আল্লাহ্র নবী! মুনাফিকদের ধারণা আপনি আমাকে বোঝা মনে করে থাকেন। তাই বোঝা লাঘবের জন্যই আমাকে রেখে যাচ্ছেন। তিনি বললেন : তারা মিথ্যা বলেছে। আমি বরং তোমাকে তাদের দেখাশোনার জন্য রেখে যাচ্ছি, যাদেরকে আমি মদীনায় রেখে গিয়েছি। কাজেই তুমি ফিরে যাও এবং আমার পরিবারবর্গ এবং তোমার নিজের পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান কর। হে আলী! তুমি কি এতে খুশি নও যে, মূসার জন্য যেমন হারূন ছিলেন, তুমিও তেমনি আমার জন্য থাকবে? পার্থক্য এই যে, আমার পর আর কোন নবী নাই। সুতরাং আলী (রা) মদীনায় ফিরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) সামনে অগ্রসর হলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন তালহা ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন রুকানা (র) ইবরাহীম ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (র) হতে এবং তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : আলীর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উপর্যুক্ত কথা বলতে তিনি শুনেছেন।

আবূ খায়সামা ও উমায়র ইব্ন ওয়াহাব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মিলিত হন

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর আলী (রা) মদীনায় ফিরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফর চালিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে যাওয়ার পর আবূ খায়সামাও প্রচণ্ড খরতাপের কারণে কয়েকদিনের জন্য পরিবারবর্গের মাঝে ফিরে আসলেন। তিনি এসে দেখলেন, তার দুই স্ত্রী তার একটি বাগানে দুইটি মাচান তৈরি করেছে। তারা পানি ছিটিয়ে নিজ নিজ মাচান ঠাণ্ডা করেছে এবং তার জন্য ঠাণ্ডা পানি ও খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছে। তিনি এসে মাচানের সামনে দাঁড়ালেন এবং দুই পত্নীর দিকে তাকালেন, তার জন্য তাদের ব্যবস্থাদি লক্ষ্য করলেন। তারপর বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো রোদ, লু-হাওয়া ও তাপের ভেতর, আর আবূ

১. মদীনা হতে তিন মাইল দূরে একটি স্থানের নাম।

খায়সামা শীতল ছায়া, প্রস্তুত খাবার, সুন্দরী স্ত্রী এবং নিজ সম্পত্তির মাঝে অবস্থানরত। এটা কী রকমের ইনসাফ? এরপর বলে উঠলেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের কারও মাচানে প্রবেশ করব না। এখনই আবার বের হব এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে গিয়ে মিলব। তোমরা আমার পাথেয় প্রস্তুত করে দাও। তারপর তিনি উটের কাছে আসলেন, তার উপর হাওদা স্থাপন করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশে বের হয়ে পড়লেন। কিন্তু ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাবূকে পৌঁছে গেছেন। তিনি সেখানেই তাঁর সংগে মিলিত হলেন।

এদিকে পথিমধ্যে উমায়র ইব্‌ন ওয়াহাব জুহামীর সঙ্গে আবূ খায়সামার সাক্ষাত হয়ে যায়। তিনিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছিলেন। তারা পরস্পরের সফর সঙ্গী হয়ে গেলেন। যখন তাবূকের কাছাকাছি পৌঁছলেন, তখন আবূ খায়সামা (রা) উমায়র ইব্‌ন ওয়াহাব (রা)-কে বললেন : আমার তো অপরাধ হয়ে গেছে। যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হই, ততক্ষণে তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। উমায়র (রা) তাই করলেন। তিনি তাবূকে অবস্থানরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছাকাছি যখন পৌঁছলেন, তখন লোকে বললো : ওই যে রাস্তায় এক আগন্তক আরোহীকে দেখা যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : মনে হয় সে আবূ খায়ছামা। তারা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম, এ তো আবূ খায়সামাই।

আবূ খায়সামা উট বসিয়ে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে সালাম দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন : হে আবূ খায়সামা:! তুমি তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিলে।

আবূ খায়সামা পুরো ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করলেন এবং তার জন্য কল্যাণের দু'আ করলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ খায়সামা এ সম্পর্কে একটি কবিতাও রচনা করেছেন। তার আসল নাম মালিক ইব্‌ন কায়স।

আমি যখন মানুষকে দীনের ব্যাপারে কপটতা
অবলম্বন করতে দেখলাম, তখন আমি অবলম্বন
করলাম এমন নীতি, যা অধিকতর সৌজন্যমূলক
ও আবিলতামুক্ত।
আমি আমার ডান হাত দ্বারা বায়'আত গ্রহণ
করলাম মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট।
আমি করিনি কোন অপরাধ, করিনি কোন
নিষিদ্ধ বস্তু আত্মসাৎ।
আমি সুন্দরী স্ত্রীকে রেখে আসি মাচানের ভেতর।
রেখে আসি উৎকৃষ্ট ফলন্ত খর্জুরবৃক্ষ,
যার ফল পেকে কালো বর্ণ ধারণ করছিল।

মুনাফিক ব্যক্তি যখন সন্দেহ পোষণ করে,
তখন আমার হৃদয় দীনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে,
দীন যে দিকে চলে, আমার হৃদয়ও হয় সেই অভিমুখী।

হিজরে যা ঘটে

ইব্ন ইসহাক বলেন : হিজর অতিক্রমকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে যাত্রা বিরতি করেন। লোকেরা সেখানকার কুয়ার পানি পান করে। সন্ধ্যাকালে সেখান থেকে যাত্রা করার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা এ কুয়ার পানি একটুও পান করবে না এবং এর পানি দ্বারা সালাত আদায়ের জন্য ওযূও করবে না। এর পানি দ্বারা আটার যে খামির তৈরি করেছ তা উটকে খাইয়ে দাও। নিজেরা তার থেকে মোটেই খাবে না। আর রাতে সঙ্গী ছাড়া কেউ একাকী বের হবে না। লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ তামিল করলো, কেবল বনূ সাইদার দুই ব্যক্তি ছাড়া। তাদের একজন প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য বের হয় আর অন্যজন বের হয় তার উটের সন্ধানে। যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হয়, সে শ্বাসরোধে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তি উটের খোঁজে বের হয়, তাকে দমকা বায়ু উড়িয়ে নিয়ে তাঈ-এর দুই পাহাড়ের মাঝে আছঁড়ে ফেলে। তাদের এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানানো হলে তিনি বললেন : আমি কি তোমাদেরকে সঙ্গী ছাড়া একাকী বের হতে নিষেধ করিনি? এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) শ্বাসরোধে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য দু'আ করলেন, ফলে সে রোগ মুক্ত হলো। আর যে ব্যক্তি তাঈ-এর পর্বতদ্বয়ের মাঝে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তাঈ গোত্রের লোকেরা তাকে মদীনায় পৌঁছে দেয়, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ফিরে আসেন।

উপর্যুক্ত ব্যক্তিদ্বয় সম্পর্কিত হাদীস আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর (র)-এর সূত্রে আব্বাস ইব্ন সাহ্ল ইব্ন সা'দ সাইদী হতে বর্ণিত।

আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর (র) বর্ণনা করেন যে, আব্বাস তার নিকট লোক দু'টির নামও উল্লেখ করেন কিন্তু সেই সাথে তা তাকে আমানত হিসাবে গোপন রাখতেও নির্দেশ দেন, যে কারণে আবদুল্লাহ্ আমার নিকট তাদের নাম প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমার নিকট যুহরী (র)-এর সূত্রে এ খবর পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হিজর অতিক্রম করেন, তখন কাপড় দিয়ে নিজের চেহারা ঢেকে নেন এবং সওয়ারীকে দ্রুত হাঁকাতে থাকেন। এরপর তিনি বলেন : তোমরা অত্যাচারী সম্প্রদায়ের জনপদে ক্রন্দনরত অবস্থা ছাড়া প্রবেশ করো না। তারা যে শাস্তিতে আক্রান্ত হয়েছিল, সে শাস্তি তোমাদের উপরও আপতিত হতে পারে -এ ভয় মনে জাগরূক রাখবে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : সকাল বেলা যখন দেখা গেল কারও কাছে পানি নেই, তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সে কথা জানালেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করলেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এক খণ্ড মেঘ পাঠালেন। তা থেকে বৃষ্টি হলো। তারা সে পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করলেন এবং প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণও করলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা (র) মাহমূদ ইব্‌ন লাবীদ (র) হতে এবং তিনি বনূ আবদুল আশহালের কতিপয় লোক হতে বর্ণনা করেন; আসিম বলেন : আমি মাহমূদকে জিজ্ঞাসা করলাম : তখন কি লোকেরা মুনাফিকদের নিফাক (কপটতা) সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আল্লাহ্‌র কসম! এক একজন তার ভাই, পিতা, চাচা এবং খান্দানের লোকদের মাঝে নিফাক উপলব্ধি করতো। এরপর একে অন্যকে বিভ্রমের মাঝে ফেলে দিত।

মাহমূদ বলেন : আমার গোত্রের কতিপয় লোক এমন একজন মুনাফিকের সূত্রে আমাকে জানিয়ে দেন যার নিফাক সুবিদিত ছিল- যে, সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাথে থাকতো। তিনি যেখানে যেতেন সেও সেখানে যেত। যখন হিজরের উপরোক্ত ঘটনা ঘটলো এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা একখণ্ড মেঘ পাঠালেন, তা থেকে বৃষ্টি হল এবং মানুষ তাদের পানির চাহিদা মেটাল। এসময় আমরা সে লোকটির কাছে গিয়ে তাতে ধিক্কার দিয়ে বললাম : ওহে, এরপরও কোন সন্দেহ থাকতে পারে? সে বললো : এ তো আকস্মিক ব্যাপার, মেঘ উড়ে যাচ্ছিল, তা থেকে বৃষ্টি হলো।

ইব্‌ন লুসায়তের উক্তি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) চলতে থাকলেন। পথিমধ্যে তার উটনীটি হারিয়ে গেল। সাহাবিগণ তার খোঁজে বের হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে তাঁর একজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন, যার নাম ছিল উমারা ইব্‌ন হায্‌ম। তিনি আকাবার বায়'আতে ও বদরযুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং তিনি ছিলেন আমর ইব্‌ন হাযমের পুত্রদের চাচা। তার তাঁবুতে যায়দ ইব্‌ন লুসায়ত কায়নুকায়ী নামক একজন মুনাফিক ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এক বর্ণনা মতে তার পিতার নাম ছিল লুসায়ব।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা (র) মাহমূদ ইব্‌ন লাবীদ (রা) হতে এবং তিনি বনূ আবদুল আশহালের কতিপয় লোক হতে বর্ণনা করেন যে, তারা বলেন : যায়দ ইব্‌ন লুসায়ত তো ছিল উমারার তাবুঁতে, আর উমারা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে। এমতাবস্থায় যায়দ ইব্‌ন লুসায়ত বললো : মুহাম্মদ না দাবী করে সে আল্লাহ্‌র নবী এবং সে না আকাশ হতে আসা সংবাদ তোমাদের শোনায়? অথচ দেখ তার উটনী কোথায় তাই সে জানে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পাশে উপবিষ্ট উমারাকে বললেন, একটি লোক বলে : এই মুহাম্মদ লোকটি তোমাদের বলে, সে নাকি একজন নবী এবং তার দাবী মতে সে তোমাদেরকে আকাশের খবর শোনায়, অথচ জানে না তার উটনী কোথায় আছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো আল্লাহ্ আমাকে যা জানান তার বেশি কিছুই জানি না। এই মাত্র আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে উটনীটির সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন। সেটি এই উপত্যকার অমুক গিরিপথে আছে। একটি গাছে তার লাগাম আটকে গেছে। তোমরা যাও। সেটি নিয়ে এসো। তখনই তারা চলে গেলেন এবং উটনীটি নিয়ে আসলেন।

এ অবস্থা দেখার পর উমারা তার তাঁবুতে ফিরে আসলেন এবং বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! এই মাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট একটি আশ্চর্য ব্যাপার বর্ণনা করলেন। এক ব্যক্তির এই উক্তি আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জানিয়ে দিলেন এবং তিনি তা আমাদের নিকট বর্ণনা করলেন। উমারা (রা) যায়দ ইব্ন সুলায়তের উক্তির কথাই বললেন। উমারার তাঁবুর এক ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিল না, সে বললো : আল্লাহ্‌র কসম! তুমি আসার আগে যায়দই এ উক্তি করেছে।

তখন উমারা অগ্রসর হয়ে যায়দের ঘাড়ে ধাক্কা দিলেন এবং বললেন : আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা আমার দিকে মন দাও। আমার তাঁবুতে এই আপদ এসে জুটেছে। আমি এর সম্পর্কে জানতাম না। ওহে আল্লাহর দুশমন! আমার তাঁবু থেকে তুই বের হয়ে যা। আমার সঙ্গে তুই থাকতে পারবি না।

আবূ যর (রা)-এর বৃত্তান্ত

ইব্ন ইসহাক বলেন : কোন কোন লোকের ধারণা যায়দ পরবর্তীতে তওবা করেছিল। আবার কারও মতে সে মৃত্যু পর্যন্ত অপরাধী হিসাবে সন্দেহযুক্ত ছিল।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। এক এক একজন লোক তার থেকে পশ্চাদপদ হতে থাকতো, আর সাহাবায়ে কিরাম বলতেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুকে পেছনে রয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন : রাখ তাকে। তার মাঝে যদি কোন কল্যাণ থাকে তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তোমাদের সাথে মিলিয়ে দিবেন। আর যদি এর বিপরীত হয়, তা হলে তো আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তার অনাচার হতে শান্তি দিলেন। এক পর্যায়ে বলা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আবূ যর তো পিছনে পড়ে গেছে। তার উটটি ধীর গতি সম্পন্ন। তিনি বললেন : রেখে দাও। তার মাঝে যদি ভাল কিছু থাকে, তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শীঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিয়ে দিবেন। আর এর বিপরীত হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তো তার আপদ থেকে নিষ্কৃতি দিলেন। আবূ যার (রা) তার উটের পিঠে পিছনে পড়ে গেলেন। তার উট তাকে নিয়ে ধীর গতিতে চলছিল। শেষে তিনি মাল-পত্র নিজের পিঠে তুলে নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পথের চিহ্ন অনুসরণ করে পায়ে হেঁটে অগ্রসর হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পথিমধ্যে আবার যখন যাত্রা বিরতি করলেন, তখন একজন মুসলিম তাকিয়ে দেখলেন একজন লোক আসছে। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওই লোকটি পথে একাকী হেঁটে আসছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আবূ যরই যেন হয়। লোকেরা ভাল করে তাকালো। তারপর বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম, সে আবূ যর-ই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আল্লাহ্ আবূ যরকে রহম করুন। যে নিঃসঙ্গ চলে। নিঃসঙ্গ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হবে এবং তার হাশরও হবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট বুরায়দা ইব্‌ন সুফ্‌য়ান আসলামী (রা) মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাজী (রা) হতে এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : উসমান (রা) যখন আবূ যর (রা)-কে রাব্‌যায় পাঠিয়ে ছিলেন এবং সেখানে তার আয়ু ফুরিয়ে এল, তখন তাঁর নিকট তার স্ত্রী ও গোলাম ছাড়া কেউ ছিল না। তিনি তাদের দু'জনকে ওসীয়ত করলেন : তোমরা আমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে রাস্তার মোড়ে রেখে দিও। প্রথম যে কাফেলার সাথে তোমাদের সাক্ষাত হবে, তাদের বলবে, ইনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী আবূ যর। আপনারা তাঁর দাফনকার্যে আমাদের সাহায্য করুন। তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেলে তারা ওসীয়ত অনুযায়ী কাজ করলো। তারা তাঁকে রাস্তার মোড়ে রেখে ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ একদল ইরাকবাসীকে নিয়ে উমরার উদ্দেশ্যে আসছিলেন। রাস্তার মোড়ে জানাযার জন্য রাখা লাশ দেখে তারা শিউরে উঠলেন। তাদের উট লাশটি প্রায় পিষ্ট করতে যাচ্ছিল। আবূ যর (রা)-এর গোলাম তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে বললো, ইনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী আবূ যর। আপনারা তার দাফনকার্যে আমাদের সাহায্য করুন। একথা শুনতেই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তিনি তখন বলছিলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) সত্যই বলেছিলেন, আবূ যর! তুমি নিঃসঙ্গ চলবে, নিঃসঙ্গ মারা যাবে এবং নিঃসঙ্গ অবস্থায় তোমার হাশর হবে। তখন তিনিও তাঁর সঙ্গীগণ দ্রুত সওয়ারী হতে নেমে গেলেন। এরপর ইব্‌ন মাসঊদ (রা) তাদের নিকট তাবূকের পথে আবূ যর (রা)-এর যা ঘটেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে যা বলেছিলেন, তা বর্ণনা করলেন।

মুনাফিকদের পক্ষ হতে মুসলিমদের মনে ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাবূকের পথে, তখন বনূ আমর ইব্‌ন আওফের লোক ওয়াদী'আ ইব্‌ন সাবিত ও বনূ সালিমা গোত্রের মিত্র বনূ আশজা গোত্রের মুখাশিন ইব্‌ন হুমায়্যির, ইব্‌ন হিশামের মতে মাখ্‌শী ইব্‌ন হুমায়্যির-এরা সহ একদন মুনাফিক তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করে পরস্পর বলতে থাকে, তোমরা কি মনে কর বনূ-আস্‌ফারের সাথে যুদ্ধ করা আরবদের পারস্পরিক হানাহানির মত? আল্লাহ্‌র কসম! আগামীকাল তোমাদের সাথে আমরা নির্ঘাত রশি দ্বারা বাঁধা থাকব। তারা এসব বলত মুসলিমদের মনে ত্রাস ও ভীতি সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে। মুখাশিন ইব্‌ন হুমায়্যির বলল : আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের এসব উক্তির কারণে আমাদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়া হতে যদি নিষ্কৃতি পেতাম এবং তার বদলে আমাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে দোর্‌রা মারা হত, সেটাই আমার পসন্দ ছিল।

আমার মাঝে পৌঁছা বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-কে বললেন : ওই লোকগুলোকে পাকড়াও কর। ওরা তো ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ওরা যেসব উক্তি করেছে সে সম্পর্কে ওদের জিজ্ঞাস কর। যদি অস্বীকার করে, তা হলে বলো, তোমরা তো এই কথা বলেছ।

তখন আম্মার (রা) তাদের কাছে চলে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলেছেন তা তাদের বললেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অজুহাত পেশ করার জন্য আসলো এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উটনীর পাশে দণ্ডায়মান ছিলেন। ওয়াদী'আ ইব্ন সাবিত তার পেটে বাধা রশি ধরে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম।

এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন : وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلعَبُ "আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম।"

তখন মুখাশিন ইব্ন হুমায়্যির বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমার নাম এবং আমার পিতার নাম পাল্টিয়ে দিন। উক্ত আয়াতে যাকে ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে। সে হলো এই মুখশিন ইব্ন হুমায়্যির। তার নাম রাখা হয় আবদুর রহমান। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করেন, যাতে এমন স্থানে শাহাদত লাভ করেন, যা কেউ জানতে না পারে। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আয়লার অধিপতির সাথে সন্ধি

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাবূক পৌঁছলেন, তখন আয়লা-অধিপতি ইউহান্না ইব্ন রু'বা তাঁর সংগে সাক্ষাত করে সন্ধির প্রস্তাব দিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সাথে সন্ধি স্থাপন করলেন। ইউহান্না জিযিয়া-কর আদায় করলো। জারবা' ও আযরুহবাসীরাও তাঁর সংগে সাক্ষাত করল এবং তাঁকে জিযিয়া কর দিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের জন্য নিরাপত্তানামা লিখে দিয়েছিলেন, যা তাদের কাছে রক্ষিত আছে।

তিনি ইউহান্না ইব্ন রু'বাকে যে নিরাপত্তানামা লিখে দিয়েছিলেন, তা ছিল নিম্নরূপ :

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله ليحنة بن رؤبة واهل ايلة سفنهم وسيارتهم فى البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبى ومن كان معهم من اهل الشام واهل اليمن واهل البحر فمن احدث منهم حدثا فانه لا يحول ماله دون نفسه وانه طيب لمن اخذه من الناس وانه لايحل ان يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يريدونه من بر او بحر.

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে। এটা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল, নবী মুহাম্মদের পক্ষ হতে ইউহান্না ইব্ন রু'বা ও আয়লাবাসীকে প্রদত্ত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। তাদের জল ও স্থলের জাহাজ ও যানবাহনের ব্যাপারে এ নিশ্চয়তা প্রযোজ্য। তাদের জন্য আল্লাহ্ ও নবী মুহাম্মদের যিম্মাদারী সাব্যস্ত হলো। শাম, ইয়ামান ও সমুদ্র-দ্বীপের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে থাকবে, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে কেউ কোন অঘটন ঘটালে তার অর্থ-সম্পদ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। যে ব্যক্তি তা দখলী করবে, তা তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। তারা যে

কোন পানি ব্যবহার করতে চাইবে এবং জল-স্থলের যে কোনও পথে যাতায়াত করবে, তাতে তাদেরকে বাধা প্রদান করার অবকাশ থাকবে না।

খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) এবং দূ'মা-এর উকায়দির

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে ডেকে দু'মা-এর উকায়দিরের বিরুদ্ধে পাঠালেন। এই উকায়দির ইব্ন আবদুল মালিক ছিল কানদার এক ব্যক্তি। সে ছিল কানদার রাজা এবং ধর্ম-বিশ্বাসে খ্রিস্টান।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ (রা)-কে বললেন : তুমি তাকে বুনো গরু শিকারে রত অবস্থায় পাবে।

খালিদ (রা) রওনা হয়ে গেলেন। তিনি এক পরিষ্কার জ্যোৎস্না-স্নাত রাতে উকায়দিরের দুর্গের নিকট চোখে দেখার দূরত্বে উপনীত হলেন। উকায়দির তখন সস্ত্রীক প্রাসাদের ছাদে বসে প্রকৃতির অপরূপ শোভা উপভোগ করছিল। এমনি সময়ে একটি বুনো গরুকে দেখা গেল প্রাসাদের ফটকে শিং দিয়ে অনবরত গুঁতোচ্ছে। উকায়দিরের পত্নী তাকে বললো : এমন দৃশ্য আর কখনও দেখেছ? সে বললো : কসম আল্লাহ্র কখনও নয়। তার স্ত্রী বললো : ওটাকে কে ছেড়েছে? সে বললো : ওটা কারো ছাড়া নয়। এরপর সে ছাদ থেকে নেমে আসলো। তার নির্দেশে ঘোড়ায় জিন পরানো হলো এবং সে তাতে চেপে বসলো। তার পরিবারের কতিপয় লোকও তার সাথে অশ্বারোহণ করলো। তাদের মধ্যে তার ভাই হাস্সানও ছিল। তারা তার সাথে ছোট ছোট বর্শা হাতে বের হয়ে পড়লো। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রেরিত অশ্বারোহীরা তাদের গতিরোধ করলো। তারা উকায়দিরকে পাকড়াও করলো এবং তার ভাইকে হত্যা করলো। উকায়দিরের গায়ে ছিল স্বর্ণ খচিত রেশমী জুব্বা। খালিদ তা খুলে নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর তিনি নিজে উকায়দিরকে নিয়ে গেলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা (রা) আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি উকায়দিরের জুববাটি দেখেছি, যখন সেটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে নিয়ে আসা হয়। মুসলিমগণ সেটি হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছিলেন এবং মুগ্ধ হচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা এতেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছ? আল্লাহ্র কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, জান্নাতে সা'দ ইব্ন মু'আযের রুমালও এর চাইতে উৎকৃষ্ট।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর খালিদ (রা) উকায়দিরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার প্রাণ ভিক্ষা দেন এবং জিয্য়া আদায়ের শর্তে তার সাথে সন্ধি করেন। পরে তাকে ছেড়ে দেন এবং সে তার নিবাসে ফিরে যায়।

খালিদ (রা)-কে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই উক্তি যে, 'তুমি তাকে বুনো গরু শিকারে পাবে', এর উল্লেখপূর্বক এবং যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তির সত্যতা প্রমাণের জন্য

সে রাতে গরুটি এনেছিল। বুজায়র ইব্‌ন বুজারা নামক তাঈ গোত্রীয় এক ব্যক্তি নিম্নের কবিতাটি রচনা করেছিলেন।

تبارك سائق البقرات انى * رأيت الله يهدى كل هادى
فمن يك حائدا عن ذى تبوك * فانا قد امرنا بالجهاد

গরুকে যিনি বের করে এনেছিলেন, বরকতময় তিনি।
আমি তো দেখি আল্লাহ্ পথ দেখান সকল
পথের দিশারীকে।
তাবূক-অভিযাত্রী হতে কেউ যদি চায় সরে যেতে—
যাক না; আমরা তো আদিষ্ট হয়েছি জিহাদের জন্য।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) দশ দিনের মত তাবূকে অবস্থায় করেন। তিনি যেখানে থেকে আর সামনে অগ্রসর হলেন না, বরং মদীনায় ফিরে চললেন।

ওয়ালীদ-মুশাক্কাক ও তার জলাশয়ের বৃত্তান্ত

পথে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ী ঝর্ণা ছিল। দুই তিন জন সওয়ারীরই প্রয়োজন মেটাতে পারত এর পানি। মুশাক্কাফ উপত্যকায় এটা প্রবাহিত ছিল। রাসূলাল্লাহ্ (সা) বললেন : উক্ত উপত্যকায় আমাদের মধ্যে যারা আগে পৌঁছবে, তারা যেন আমাদের না পৌঁছান পর্যন্ত কিছুতেই যেখানে থেকে পানি না তোলে।

একদল মুনাফিক সেখানে আগে আগে পৌঁছে গেল। তারা সে ঝর্ণার পানি পান করে ফেললো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে পৌঁছে দেখলেন, তাতে কিছুই নাই। তিনি বললেন : কে এ ঝর্ণায় আমাদের আগে পৌঁছেছিল? বলা হলো : অমুক অমুক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন : আমি কি তোমাদেরকে এর পানি পান করতে নিষেধ করিনি, যতক্ষণ না আমি এসে পৌঁছি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের প্রতি লা'নত করলেন এবং তাদেরকে বদ দু'আ করলেন। এরপর তিনি তাতে নেমে পাথরের নীচে হাত রাখলেন। তাঁর হাতে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী পানি নেমে আসল। তিনি সে পানি পাথরের গায়ে ঢেলে দিলেন এবং পাথরটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছানুরূপ দু'আ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রধ্বনির মত শব্দ করে সেখানে থেকে পানির ফোয়ারা ছুটলো। যারা সে শব্দ নিজ কানে শুনেছেন, তারা এরূপ বর্ণনা করেছেন। লোকেরা সে পানি পান করলো এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটালো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা বা তোমাদের মধ্য হতে যারা জীবিত থাকবে, তারা শোনবে, আশেপাশের সবগুলো উপত্যকা অপেক্ষা, এই উপত্যকা বেশী উর্বর হবে।

যুল-বিজাদায়নের ওফাত, দাফন ও তাঁর এরূপ নামকরণের কারণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হারিস তায়মী (রা) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বর্ণনা করতেন :

তাবূক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে থাকা কালে একদিন মাঝরাতে আমি উঠলাম। সহসা দেখলাম শিবিরের এক পাশে আগুনের শিখা। আমি বিষয়টি কী তা দেখার জন্য সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা), আবূ বকর ও উমর (রা) উপস্থিত। আরও দেখি আবদুল্লাহ্ যুল-বিজাদায়ন মুযানী ইন্তিকাল করেছেন। তাঁরা তাঁর জন্য কবর খনন করছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কবরের মধ্যে এবং আবূ বকর ও উমর (রা) ভিতরের লাশ নামিয়ে দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলছিলেন : তোমাদের ভাইকে আমার নিকটবর্তী করে দাও। তারা তাকে ভিতরে নামিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে শুইয়ে দিয়ে এই দু'আ পাঠ করলেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَمْسَيْتُ رَاضِيًا عَنْهُ فَارْضَ عَنْهُ

'হে আল্লাহ! আমি তো এর প্রতি খুশি ছিলাম। তুমিও এর প্রতি খুশি থাক।'

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলতেন : হায়, আমিই যদি সেই কবরের বাসিন্দা হতাম!

ইব্ন হিশাম বলেন : তার নাম যুল-বিজাদায়ন হওয়ার কারণ ছিল যে, তিনি ইসলামের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। তার পরিবারবর্গ এতে থাকে বাধা দেয়। তারা তাকে নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা তাকে একটি বিজাদ পরিয়ে ছেড়ে দেয়। বিজাদ হচ্ছে এক প্রকার মোটা খসখসে কম্বল। তিনি সেই অবস্থায় তাদের হাত থেকে পালিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট চলে আসেন। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছাকাছি পৌঁছেন, তখন তিনি কম্বলটি দুই টুকরা করে একটুকরা পরিধান করেন এবং একটুকরা গায়ে জড়ান। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হন। এ কারণেই তার নাম হয় যুল-বিজাদায়ন (দুই কম্বল ওয়ালা) বিজাদ (البجاد)-এর এক অর্থ المسح। অর্থাৎ চট।

ইব্ন হিশাম বলেন : ইমরাউল-কায়সের কবিতায় আছে :

كأن أبانا فى عرانين ودقه * كبير أناس فى بجاد مزمل

প্রথম বৃষ্টির মাঝে আবান[১] যেন চট জড়ান এক বিশাল মানুষ।

তাবূক সম্পর্কে আবূ রুহ্মের বর্ণনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইব্ন শিহাব যুহ্রী (র) ইব্ন উকায়মা লায়সী (র) হতে এবং তিনি আবূ রুহ্ম গিফারীর ভাতিজা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বায়'আতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী আবূ রুহ্ম কুলসূম ইব্ন হুসায়ন (রা)-কে বলতে শুনেছেন :

আমি তাবূক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে শরীক ছিলাম। একদিন রাতে আমি তাঁর সংগে সফররত ছিলাম। আমরা যখন আল্-আখদারে পৌঁছি, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তন্দ্রালু করে দেন। আমি ছিলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশাপাশি। তন্দ্রা দূরে হতেই দেখি, আমার সওয়ারী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সওয়ারীর একেবারেই নিকট দিয়ে চলছে। আমি ভয়ে

---

১. পাহাড়।

শিউরে উঠলাম যে, নাজানি জিনের কাঁটা তাঁর পায়ে লেগে যায়। আমি আমার উটটি দূরে নিয়ে যেতে লাগলাম, কিন্তু ইতোমধ্যে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। আমরা তখনও পথে। রাত তখন গভীর। সহসা আমার সওয়ারী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সওয়ারীকে ধাক্কা দিল। জিনের কাঁটা তাঁর পায়ে লেগে গেল। তাঁর উহ্ শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন। তিনি বললেন : চল। এরপর তিনি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন : গিফার গোত্রের কে কে যুদ্ধে শরীক হয়নি। আমি তাদের নাম বললাম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন : সেই লাল বর্ণের দীর্ঘাঙ্গী লোকগুলোর খবর কি, যাদের খাটো খাটো দাড়ি? আমি জানালাম : তারা পেছনে রয়েছে। আবার জিজ্ঞাসা করলেন : কৃষ্ণাঙ্গ, বেঁটেও কোঁকড়ান চুলাবিশিষ্ট লোকগুলোর খবর কি? আমি বললাম : আল্লাহ্র কসম! আমাদের মধ্যে এমন লোক কারা, তা আমি জানি না। তিনি বললেন : হ্যাঁ, ওই শাবাকাতুশ্ শাদাখে[১] যাদের উট আছে। তাঁর একথা শুনে আমার মনে পড়লো বনূ গিফার গোত্রে এরূপ লোক আছে, তবে তখনও তাদের সনাক্ত করতে পারলাম না। পরেই মনে পড়লো, এরা আসলাম গোত্রের একদল লোক এবং আমাদের মিত্র ছিল।

আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা আসলাম গোত্রের লোক এবং আমাদের মিত্র। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তারা নিজেরা যখন বাদ রয়ে গেল, তখন কোন উদ্যমী ব্যক্তিকে আল্লাহ্র পথে যোগদান করার জন্য কেন নিজেদের উটে বহন করালো না? শোন, যারা আমার সঙ্গে যোগদান করা হতে বিরত থাকলে আমি বেশি কষ্ট পাই, তাদের মধ্যে প্রথম হচ্ছে কুরায়শ মুহাজির, তারপরে আনসার এবং তার পরে গিফার ও আসলাম গোত্রের লোক।

তাবূক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে মসজিদ-ই যিরার প্রসংগ

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। যূ-আওয়ান নামক স্থানে পৌঁছে তিনি বিশ্রাম নিলেন। এটা মদীনার হতে এক প্রহরের ব্যবধানে অবস্থিত একটি শহর। তিনি যখন তাবূক যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন মসজিদ-ই যিরারের উদ্যোক্তরা তাঁর নিকট এসে আরয করেছিল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা অসুস্থ, অভাবগ্রস্ত, বর্ষা রাত ও শৈত্য রজনীর জন্য একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের ইচ্ছা আপনি এসে মসজিদটি উদ্বোধন করে দিন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : انی علی جناح سفر وحال شغل। আমি একটি সফরের মুখোমুখী এবং অত্যন্ত ব্যস্ত। কিংবা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমনই কিছু বলেছিলেন। তারপর বললেন : অভিযান শেষে যদি ফিরে আসি, তা হলে ইনশাআল্লাহ্ তোমাদের ওখানে যাব এবং সে মসজিদে তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করবো।

ইব্ন ইসহাক বলেন : তিনি যখন যু-আওয়ানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন তাঁর নিকট মসজিদ-ই যিরারের সংবাদ পৌঁছলো। তিনি বনূ সালিম ইব্ন আওফের মালিক ইব্ন দুখ্শুম

---

১. বনূ আসলামের একটি জলাশয়ের নাম।

এবং বনূ আজলানের মান ইব্‌ন আদী অথবা তার ভাই আসিম ইব্‌ন আদীকে ডেকে বললেন : তোমরা এই জালিমদের মসজিদে যাও এবং মসজিদটি ধ্বংস কর ও জ্বালিয়ে দাও।

তাঁরা দু'জন দ্রুত বের হয়ে পড়লেন। যখন মালিক ইব্‌ন দুখশুমের গোত্র বনূ সালিম ইব্‌ন আওফে এসে পৌঁছলেন, তখন মালিক (রা) মা'ন (রা)-কে বললেন : একটু অপেক্ষা কর। আমি বাড়ি থেকে আগুন নিয়ে আসি। তিনি বাড়ি গিয়ে খেজুর গাছের বাকলে আগুন ধরিয়ে নিয়ে আসলেন। এরপর উভয়ে ছুটে চললেন। তারা মসজিদের ভেতরে ঢুকে তাতে আগুন লাগিয়ে দিলেন এবং মসজিদ ধ্বংস করলেন। তখন অপরাধীচক্র মসজিদের ভিতরে ছিল। তারা সবাই ছত্রভংগ হয়ে গেল। তাদের সম্পর্কে কুরআন মাজীদের এ আয়াত নাযিল হয় :

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

'যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে" (৯ : ১০৭)।

এ মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেছিল বারজন লোক। নিম্নে তাদের পরিচয় দেওয়া হলো :

খিযাম ইব্‌ন খালিদ। সে ছিল বনূ আমর ইব্‌ন আওফের শাখা বনূ উবায়দ ইব্‌ন যায়দের লোক। বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তৈরি মসজিদটি তার বাড়িতেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

সা'লাবা ইব্‌ন হাতিব। সে ছিল বনূ উমাইয়া ইব্‌ন যায়দের লোক।

মু'আত্তিব ইব্‌ন কুশায়র। সে ছিল বনূ দুবায়'আ ইব্‌ন যায়দের লোক।

আবূ হাবীবা ইব্‌ন আয'আর। সেও ছিল বনূ দুবায়'আ, ইব্‌ন যায়দের একজন।

সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফের ভাই আব্বাদ ইব্‌ন হুনায়ফ। সে ছিল বনূ আমর ইব্‌ন আওফের লোক।

জারিয়া ইব্‌ন আমির, তার দুই পুত্র মুজাম্মি' ইব্‌ন জারিয়া ও যায়দ ইব্‌ন জারিয়া এবং নাবতাল ইব্‌ন হারিস। এরা ছিল দুবায়'আ গোত্রের লোক।

বাহ্‌যাজ, বিজাদ ইব্‌ন উসমান। এরাও দুবায়'আ গোত্রের লোক ছিল।

ওয়াদী'আ ইব্‌ন সাবিত। সে ছিল আবূ লুবাবা ইব্‌ন আবদুল মুনযিরের গোত্র বনূ উমাইয়া ইব্‌ন যায়দের একজন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদসমূহ

মদীনা ও তাবূকের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদসমূহ ছিল সুবিদিত ও নির্দিষ্ট নামে খ্যাত। সেগুলো নিম্নরূপ, তাবূকে একটি মসজিদ, সানয়াতুল-মাদারানে একটি মসজিদ, যাতুয-যিরাবে একটি মসজিদ, আল-আখদাবে একটি মসজিদ, যাতুল-খিতামীতে একটি মসজিদ, আলা'তে একটি মসজিদ, বাতরা'র প্রান্তে একটি মসজিদ, যান্‌বু কাওয়াকিবে একটি মসজিদ, আশ-শিক্‌কে একটি মসজিদ, এটা ছিল তারা-র অন্তর্গত শিক্‌ক। যুল-জীফায় একটি মসজিদ, সদ্‌র হাওয়ায় একটি মসজিদ, আল-হিজ্‌রে একটি মসজিদ, আস-সাঈদে একটি মসজিদ,

আল-ওয়াদীতে একট মসজিদ, বর্তমানে যার নাম ওয়াদী'ল-কুরা। আশ-শিক্কার অন্তর্গত আর রুক'আতে একটি মসজিদ। এ শিক্কা ছিল বনূ উযরার বাসভূমি। যুল মারওয়ায় একটি মসজিদ, ফায়ফাতে একটি মসজিদ এবং যূখুশুবে একটি মসজিদ।

যাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল তাদের এবং অজুহাত প্রদর্শনকারীদের বৃত্তান্ত

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ফিরে আসলেন। একদল মুনাফিক এ যুদ্ধ হতে পেছনে ছিল। সেই সাথে তিনজন মুসলিমও পিছিয়ে ছিলেন, তবে তাদের মনে কোনও সন্দেহ ও কপটতা ছিল না। তাঁরা হচ্ছেন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা), মুররা ইব্‌ন রাবী (রা) ও হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া (রা)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপরাপর সাহাবীদের বললেন : তোমরা এই তিনজনের সঙ্গে কিছুতেই কথা বলবে না।

যেসব মুনাফিক পেছনে ছিল, তারা তাঁর কাছে এসে কসম করে করে অজুহাত দেখাতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে উপেক্ষা করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল তাদের দেখানো অজুহাত গ্রহণ করলেন না। মুসলমানরা এ তিন ব্যক্তির সংগে কথাবার্তা বন্ধ করে দেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা আবদুল্লাহ্ ছিলেন তাঁর পিতার চালক, যখন তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন : আমি আমার পিতা কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-কে তাবূক যুদ্ধে তার পিছিয়ে থাকাজনিত বৃত্তান্ত এবং তাঁর অপর দুই সাথীরও বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সব অভিযান চালিয়েছেন তার কোনওটিতে আমি পিছিয়ে থাকিনি। তবে বদরযুদ্ধে আমি শরীক হইনি। আর সেটা ছিল এমন যুদ্ধ, যাতে শরীক না হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা) কাউকে তিরস্কার করেননি। তার কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসলে কুরায়শ-কাফেলার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। কোনরূপ পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ও তাঁর শত্রুদের মুখোমুখী করে দেন।

আমি আকাবায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে হাযির ছিলাম, যখন আমরা ইসলামে প্রতিষ্ঠিত থাকার অংগীকার তাঁকে দিয়েছিলাম। বদরের যুদ্ধকে আমি আকাবার সে বায়আতের উপর প্রাধান্য দিতে পসন্দ করি না, যদিও তার চাইতে মানুষের নিকট বদর যুদ্ধই বেশি প্রসিদ্ধ ও আলোচিত।

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন : তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে আমি যে পিছিয়ে ছিলাম তার বৃত্তান্ত ছিল এই যে, প্রকৃতপক্ষে তাবূক যুদ্ধের প্রাক্কালেই আমি যত সচ্ছল ও সমর্থ ছিলাম, তেমন আর কখনও ছিলাম না। আল্লাহ্‌র কসম! দু' দুটি সওয়ারীর ব্যবস্থা আমার

কখনই ছিল না, কিন্তু এই যুদ্ধে ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে কোনও অভিযান চালাতেন মানুষকে দেখাতেন তার বিপরীত দিক। অবশেষে আসল তাবূকের যুদ্ধ। সময়টা ছিল প্রচণ্ড গরমের। তিনি বহু দূর সফরের সংকল্প করেছেন। যে শত্রুর বিরুদ্ধে এ অভিযান, বিশাল তাদের বাহিনী। তিনি মানুষের নিকট তাদের বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, যাতে তারা এজন্য ভাল করে প্রস্তুতি নিতে পারে। তিনি কোন দিকে যাত্রা করবেন তাও সকলকে জানিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসারী মুসলিমদের সংখ্যা ছিল অনেক। কোন এক রেজিস্টারে তাদের স্থান সংকুলান হওয়া সম্ভব ছিল না।

কা'ব (রা) বলেন : মুষ্টিমেয় যেসব লোক অনুপস্থিত থাকতে চেয়েছিল তাদের ধারণা ছিল, আল্লাহ্র পক্ষ হতে ওহী নাযিল না হলে তাদের অনুপস্থিতির কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গোপনই থাকবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এ অভিযানটি চালান, তখন ছিল গাছের ফল তোলার সময়। গাছের ছায়াই ছিল তখন সকলের প্রিয়। কাজেই লোকেরা সেদিকেই আকৃষ্ট হলো। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং মুসলিমগণ প্রস্তুতি নিয়ে ফেললেন। আমি তাদের সংগে তৈরি হতে গিয়েও আবার বিরত থাকি, কাজ শেষ করি না। আমার ধারণা ছিল, যখন ইচ্ছা তখনই আমি এটা করতে পারব। এভাবে আমার আলস্য দীর্ঘায়িত হতে থাকলো। ওদিকে সকলের প্রস্তুতিপর্ব শেষ হয়ে গেল। একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাত্রা শুরু করলেন এবং মুসলিমগণও তাঁর সংগে, কিন্তু আমার প্রস্তুতি তখনও শেষ হয়নি। মনে মনে বললাম : এক দু' দিনের ভেতরই প্রস্তুত হয়ে যাব, এরপর তাদের সংগে মিলিত হবো। তাঁরা চলে যাওয়ার পর আমি প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য তৈরি হলাম। কিন্তু আবার বিরত হলাম, কিছুই শেষ করতে পারলাম না। পরে আবার শুরু করলাম, কিন্তু কিছু শেষ না করেই বিরত হলাম। আমার এ অবস্থা দীর্ঘায়িত হতে থাকলো তারাও দ্রুত এগিয়ে চললেন এবং আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেলেন। ইচ্ছা করলাম, যাত্রা শুরু করে দেব এবং তাদের ধরে ফেলব। হায়, তখনও যদি তা করতাম। কিন্তু আমি তা করলাম না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) চলে যাওয়ার পর আমি যখন বাড়ি থেকে বের হতাম, তখন যাদের সম্পর্কে নিফাক ও কপটতার অভিযোগ ছিল, তাদের ছাড়া আর কাউকেই দেখতাম না। কিংবা দেখা যেত এমন দু' চারজন লোক, যারা দুর্বল হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'আলাই তাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

তাবূক পৌঁছার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কথা উল্লেখ করলেন না। তাবূকে তিনি যখন মুসলিমদের মাঝে উপবিষ্ট, তখন তিনি প্রথম মুখ খুললেন। বললেন : কা'ব ইব্ন মালিকের কী খবর? বনূ সালিমার এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তাকে তার দামী পোশাক এবং গর্বিত চাল-চলনই আটকে রেখেছে? এ কথা শুনে মু'আয ইব্ন জাবাল তাকে বললেন : তুমি নেহাত মন্দ বলেছ! ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্র কসম, আমরা তাকে তো ভালই জানি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুপ করে থাকলেন।

যখন আমি সংবাদ পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাবূক হতে (ফেরত) রওনা হয়ে গেছেন, তখন আমার অনুতাপ জেগে উঠলো। একবার অসত্যের কল্পনা করলাম এবং মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম, কী উপায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ক্রোধ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করব! স্থির করলাম, এ ব্যাপারে আমার খান্দানের বিবেকবান ব্যক্তিদের সাহায্য নেব। যখন বলা হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার নিকটে পৌঁছে গেছেন, তখন আমার অন্তর থেকে সব অসত্য দূর হয়ে গেল। উপলব্ধি করলাম যে, সত্য ছাড়া আমার মুক্তি নেই। কাজেই সত্য বলাই স্থির করলাম। সকালে তিনি মদীনায় পৌঁছে গেলেন। তাঁর নিয়ম ছিল, কোনও সফর হতে ফিরে আসলে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন। এরপর তিনি সকলকে নিয়ে বসতেন। এদিনও তিনি যখন এরূপ বসলেন, তখন যারা যুদ্ধে অশগ্রহণ করেনি, তারা এসে তাঁর কাছে শপথ করে অজুহাত পেশ করতে লাগলো। এদের সংখ্যা ছিল আশিজনেরও বেশি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের অজুহাত ও শপথ গ্রহণ করে নেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আর তাদের অন্তরের গোপন বিষয়কে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করেন। অবশেষে আমি আসলাম এবং তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি ক্রোধমিশ্রিত হাসি দিলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন : এদিকে এসো। আমি হেঁটে হেঁটে তার সামনে গিয়ে বসে পড়লাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : অভিযানে শরীক হলে না কেন ? তুমি কি বাহন কিনেছিলে না? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি আপনি ছাড়া দুনিয়ার আর কারও সামনে বসতাম, তা হলে কোন মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে তার ক্রোধ থেকে বেঁচে যেতাম। যুক্তি-তর্কের যোগ্যতা আমার প্রচণ্ড। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমি জানি, আজ যদি আমি আপনার নিকট কোন মিথ্যা কথা বলি এবং তাতে আপনি খুশীও হয়ে যান, আল্লাহ্ তা'আলা তো আমাকে ছাড়বেন না। তিনি আপনাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট করে তুলবেন। পক্ষান্তরে, সত্য কথা বলে দিলে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন ঠিক, কিন্তু পরিণামে আল্লাহ্র পক্ষ হতে আমি সন্তুষ্টির আশা রাখি। আল্লাহ্র কসম! আমার কোন ওজর ছিল না। আল্লাহ্র শপথ! এ জিহাদে আপনার সংগে অংশ গ্রহণ না করে পিছিয়ে থাকার সময় আমি যতটা সবল ও সচ্ছল ছিলাম, ততটা আর কখনও ছিলাম না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমি এ ব্যক্তিকে সত্যবাদী বলেই মনে করি। ঠিক আছে, উঠে যাও। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কী ফয়সালা করেন, তার অপেক্ষা কর।

তখন আমি উঠে গেলাম। বনূ সালিমার অনেক লোক আমার সাথে উঠল এবং আমার পেছনে পেছনে আসতে লাগলো। তারা বললো : আল্লাহ্র কসম! ইতোপূর্বে তুমি কোন অপরাধ করেছ বলে আমরা জানি না। অন্যরা পেছনে থাকার যেমন অজুহাত পেশ করেছে, তেমনিভাবে তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একটা অজুহাত দেখাতে পারলে না? রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ক্ষমা প্রার্থনাই তোমার অপরাধ মোচনের জন্য যথেষ্ট হতো।

কা'ব (রা) বলেন : আল্লাহ্র কসম! তারা এভাবে আমার পেছনে লেগে থাকলো যে, শেষ পর্যন্ত আমি মনস্থির করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ

করব। এরপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম : আমার মত অবস্থা আর কারুর হয়েছে কি? তারা বললো : হ্যাঁ। আরও দুইজন লোক তোমার মতই বলেছে এবং তাদেরকেও একই উত্তর দেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম : তারা কারা? তারা বললো : মুরারা ইব্ন রাবী আমরী বনূ আমর ইব্ন আওফের লোক এবং হিলাল ইব্ন আবূ উমাইয়া ওয়াকিফী। বস্তুত তাঁরা আমার নিকট দু'জন নেক্কার ব্যক্তিরই নাম বলল। তাদের মাঝে আদর্শ আছে। তাদের কথা শুনে আমি চুপ করে গেলাম। যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে আমাদের এই তিনজনের সাথে অন্যদের কথাবার্তা বলতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করে দিলেন। কাজেই সকলে আমাদের থেকে দূরে থাকতে লাগল। আমাদের ক্ষেত্রে তারা অন্য মানুষ হয়ে গেল। এমন কি আমার জন্য পৃথিবীটাই সম্পূর্ণ অপরিচিতি হয়ে গেল। এতদিন যে পৃথিবীকে চিনতাম, এ যেন তা নয়। এভাবে পঞ্চাশ দিন কাটালাম।

আমার সাথীদ্বয় দুর্বল হয়ে পড়লো। তারা ঘরের মধ্যে দিনাতিপাত করতে লাগলো। আমি ছিলাম গোত্রের মধ্যে সবচাইতে নওজোয়ান ও সবল ও সমর্থ ব্যক্তি। কাজেই আমি বাড়ির বাইরে যেতাম এবং মুসলিমদের সাথে সালাতে শরীক হতাম। বাজারেও ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাযির হতাম। তাকে সালাম দিতাম। তখন তিনি সালাত আদায় শেষে মজলিসে বসা থাকতেন। মনে মনে বলতাম : তিনি কি আমার সালামের জবাবে ওষ্ঠদ্বয় নেড়েছেন? এরপর তাঁর নিকটে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতাম। গোপনে লক্ষ্য করতাম যে, আমি যখন সালাতে লিপ্ত হই, তখন তিনি আমার দিকে তাকান, আর যখন আমিও তাঁর দিকে লক্ষ্য করি, তখন তিনি চোখ ফিরিয়ে নেন। এভাবে মুসলিমদের কঠোর আচরণের দরুন আমার এ দুরবস্থা যখন দীর্ঘায়িত হলো, তখন একদিন আমি আবূ কাতাদার বাগানের কাছে চলে গেলাম এবং তাঁর প্রাচীরে উঠে দাঁড়ালাম। আবূ কাতাদা ছিলেন আমার চাচাত ভাই এবং আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। আল্লাহ্র কসম! কিন্তু সে আমার সালামের জবাব দিল না। আমি বললাম : হে আবূ কাতাদা! আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি জান না, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি? সে চুপ করে রইলো। আমি আবারও তাকে শপথ দিয়ে সে কথা জিজ্ঞাসা করলাম। এবারও সে চুপ করে রইলো। আবারও তাকে শপথ দিয়ে একই কথা জিজ্ঞাসা করলাম। এবারও যে চুপ করে থাকলো। চতুর্থবার যখন শপথ দিয়ে সে কথাটিই বললাম, তখন সে বললো : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। একথা শুনে আমার চোখ অশ্রুসজল হলো। আমি দেওয়াল টপকে চলে আসলাম। এরপর আমি বাজারে গেলাম। বাজারের রাস্তায় রাস্তায় আমি যখন ঘুরছি, সহসা দেখি শাম থেকে আগত এক 'নাবাঁতী' আমাকে খোঁজ করছে। সে মদীনায় খাদ্য-সামগ্রী বিক্রয় উপলক্ষ্যে এসেছিল। সে বলছিল : কেউ কি কা'ব ইব্ন মালিককে দেখিয়ে দিতে পারে? লোকেরা আমার দিকে ইঙ্গিত করলো। সে আমার কাছে আসলো। আমার হাতে একটি রেশমী চিঠি দিল। চিঠিটি গাস্সানের রাজার লেখা। তাতে সে লিখেছিল :

اما بعد فانه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك ـ

"আমরা জানতে পারলাম, তোমার নেতা তোমার প্রতি জুলুম করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তো তোমাকে কোন অপমান ও ক্ষতিকর স্থানের জন্য সৃষ্টি করেননি। কাজেই তুমি আমাদের দেশে চলে এসো। আমরা তোমাকে সাহায্য করব।"

কা'ব (রা) বলেন : চিঠিটি পড়ে আমি উপলব্ধি করলাম। এটাও আমার জন্য এক পরীক্ষা। আমার এ দুরবস্থার কারণে একজন মুশরিক পর্যন্ত আমার দ্বারা ফায়দা লুটতে চাচ্ছে। কাজেই, আমি চিঠিটি নিয়ে চুলার কাছে গেলাম এবং অগ্নিশিখার মাঝে তা নিক্ষেপ করলাম।

এ অবস্থায় আমাদের দিন কাটতে থাকলো। পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন পার হয়ে গেল। সহসা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন বার্তাবাহক আমার কাছে আসলো এবং আমাকে বললো : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে তোমার স্ত্রী হতে পৃথক থাকতে বলেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তাকে কি তালাক দিয়ে দেব। না অন্য কিছু করবো? সে বললো : না, বরং তুমি তার থেকে আলাদা থাকবে, তার নিকটে যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার অপর দুই সঙ্গীর কাছেও অনুরূপ নির্দেশ পাঠালেন।

আমি আমার স্ত্রীকে বললাম : তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও। যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা আমার ব্যাপারে কোনও ফয়সালা করেন, ততদিন সেখানেই থাক।

কা'ব (রা) বলেন : হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রা)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে আরয করলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হিলাল ইব্ন উমাইয়া একজন অতিশয় বৃদ্ধ মানুষ । সে তো মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। তার কোন খাদিমও নেই। আমি তার খিদমত করলে আপনি কি অপসন্দ করবেন? তিনি বললেন : না, তবে সে যেন তোমার সাথে মিলিত না হয়। সে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার প্রতি সে চাহিদা তার বাকী নেই। আল্লাহ্র কসম! যেদিন থেকে সে এ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সে অবিরাম কেঁদেই চলেছে। আমার তো আশংকা হয়, তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে।

কা'ব (রা) বলেন : আমার খান্দানের কিছু লোক আমাকে বললো, তুমি যদি তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইতে, তা হলে তিনি হয়ত অনুমতি দিতেন। তিনি তো হিলাল ইব্ন উমাইয়ার স্ত্রীকে তার স্বামীর খিদমত করার অনুমতি দিয়েছেন। আমি বললাম : আল্লাহ্র কসম! তাঁর নিকট এরূপ অনুমতি আমি চাইতে পারব না। কি জানি স্ত্রীর ব্যাপারে অনুমতি চাইতে গেলে তিনি আমাকে কী উত্তর দেন। কারণ আমি তো পূর্ণ যুবক। এরপর আমাদের আরও দশদিন অতিবাহিত হলো। যেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সাথে মুসলিমদের কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন, এর পঞ্চাশ দিন পার হয়ে গেল। পঞ্চাশতম দিনের ফজরের সালাত আমি আমার একটি ঘরের ছাদে আদায় করলাম। তখন আমার অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলার বর্ণনা অনুযায়ী এই দিন যে, প্রশস্ত পৃথিবী আমাদের জন্য

সংকীর্ণ হয়ে গেছে, প্রাণ সংকুচিত হয়ে গেছে। আমি সালা পাহাড়ের উপর একটি তাঁবু খাঁটিয়ে সেখানে থাকতাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম সেই, পর্বতশীর্ষ থেকে এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলছে : হে কা'ব ইব্‌ন মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ কর। এ কথা শোনামাত্র আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম এবং বুঝাতে পারলাম আমার দুঃখের অবসান হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের সালাত আদায়ের পর মানুষকে জানিয়ে ছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের তওবা কবূল করেছেন। লোকেরা আমাদের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ছুটে আসলো। আমার দুই বন্ধুর নিকট একদল সুসংবাদবাহী চলে গেল। একজন লোক আমার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে এলো। আসলাম গোত্রের একজন লোক দৌড়ে গিয়ে পাহাড়ে চড়লো। আওয়ায ছিল ঘোড়ার চেয়ে বেশী দ্রুতগামী। যে ব্যক্তি আমাকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এসেছিল, আমি আনন্দের আতিশয্যে আমার কাপড়ে দু'টি খুলে তাঁকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহ্‌র কসম! আমার কাছে তখন সে কাপড় দু'টি ছাড়া আর কোন কাপড় ছিল না। কাজেই আমি দু'টি কাপড় ধার করে পরিধান করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লাম। পথে লোকেরা আমাকে তওবা কবূল হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে অভিবাদন জানাল। তাঁরা বলছিল : ليهنك توبة الله عليك 'আল্লাহ্ তোমার তওবা কবূল করার অভিনন্দন গ্রহণ কর'। এভাবে যেতে যেতে আমি মসজিদে ঢুকে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদল সাহাবী-বেষ্টিত ছিলেন। তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ আমাকে দেখামাত্রই আমার দিকে ছুটে আসলেন এবং আমাকে অভিবাদন জানালেন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি ছাড়া আর কোন মুহাজির আমার দিকে এগিয়ে আসেনি। বর্ণনাকারী বলেন : কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) তালহা (রা)-এর এই সৌজন্য কখনও ভুলতে পারেননি।

কা'ব (রা) বলেন : আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম দিলাম, তখন তিনি হর্ষোজ্জ্বল মুখে আমাকে বললেন :

ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك

'তোমার জন্মদিন থেকে অদ্যকার পর্যন্ত শ্রেষ্ঠতম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর।'

আমি বললাম : এটা কি আপনার পক্ষ হতে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নাকি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : বরং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে হতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খুশি হতেন, তখন তাঁর পবিত্র চেহারাকে মনে হতো একটি চাঁদের টুকরা। আমরা তাঁর চেহারা দেখে সে খুশি আঁচ করতে পারতাম। আমি তাঁর সামনে বসে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার তাওবার অংশ হিসাবে আমি আমার যাবতীয় সম্পত্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পথে সাদকা করতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : কিছু সম্পদ বাকি রাখ, এটা তোমার জন্য শ্রেয়। আমি বললাম : খায়বরে আমি যে অংশ লাভ করেছিলাম, সেটা বাকি রাখলাম।

আমি আরও বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সততার বদৌলতে মুক্তি দিয়েছেন। আমার তওবার অংশ হিসাবে আমি প্রতিশ্রুতি করলাম, যত দিন বেঁচে থাকবো, ততদিন সত্য কথা বলবো।

কা'ব (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সত্য প্রকাশ করি, তখন থেকে এ পর্যন্ত সত্যের ব্যাপারে আমার চেয়ে উত্তম পরীক্ষা আল্লাহ্ তা'আলা আর কারও নিয়েছেন বলে আমি জানি না। আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যে প্রতিশ্রুতি করার পর আজ পর্যন্ত আমি কখনও কোন মিথ্যা কথা বলার ইচ্ছা করিনি। আশাকরি ভবিষ্যতেও আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে হিফাযত করবেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا (حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لاَّ مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلاَّ اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ . يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ) وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ .

"আল্লাহ্ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা তার অনুগমন করেছিল সংকটকালে, এমন কি যখন তাদের একদলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করলেন; তিনি তাদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিন জনকেও, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল (যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হলেন। যাতে তারা তওবা করে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও" (৯ : ১১৭-১১৯)।

কা'ব (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ইসলামের প্রতি পথ-নির্দেশ করার পর এমন কোন অনুগ্রহ আমার উপর করেননি, যেটা আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে সত্য কথা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আল্লাহ্‌র মেহেরবানী যে, সেদিন আমি তার নিকট মিথ্যা কথা বলিনি। তা হলে মিথ্যাবাদীরা যেভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে, তেমনি আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। কেননা, মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযিল করে যে মন্তব্য করেছেন, তা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কঠোরতম উক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ের।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً ۢبِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ ـ

'তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করবে যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর। সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে, তারা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নাম তাদের আবাসস্থল। তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও ; তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হলেও আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হবেন না' (৯ : ৯৫-৯৬)।

কা'ব (রা) বলেন : যেসব লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শপথ করতঃ অজুহাত প্রদর্শন করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের, অজুহাত গ্রহণ করে তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, তাদের থেকে আমাদের তিনজনের বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আপততঃ মূলতবী রাখেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা যে ফয়সালা করার তা করলেন। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا। —অর্থাৎ 'যে তিনজনের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। এস্থলে خلفوا। দ্বারা আমাদের যুদ্ধ হতে পিছিয়ে থাকা বোঝান হয়নি; বরং যেসব লোক শপথের মাধ্যমে অজুহাত প্রদর্শন করে এবং তাদের সে অজুহাত গৃহীত হয়, তাদের থেকে আমাদের সিদ্ধান্তকে স্থগিত ও পিছিয়ে রাখাই বোঝান হয়েছে।

সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল ও তাদের ইসলাম গ্রহণের বিবরণ
[রমযান ৯ম হিজরী সন]

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাবূক হতে রমযান মাসে মদীনায় ফিরে আসেন। এ মাসেই তাঁর নিকট সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল উপস্থিত হয়।

তাদের সমাচার ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাদের ওখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন উরওয়া ইব্ন মাসউদ সাকাফী তাঁর অনুগমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ মদীনায় পৌঁছার আগেই তিনি তাঁকে ধরে ফেলেন এবং তখনই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সে অবস্থায় তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যেমন তার সম্প্রদায়ের লোক বর্ণনা করে থাকে, তারা তোমাকে হত্যা করে

ফেলবে।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের মাঝে তার প্রতি বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু উরওয়া বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাদের নিকট তাদের প্রথম সন্তান অপেক্ষাও প্রিয়।

ইব্ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় আছে, আমি তাদের চোখের তাঁরা অপেক্ষাও প্রিয়।

ইব্ন ইসহাক বলেন : বস্তুতই তিনি তাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ও মান্যগণ্য লোক ছিলেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে বের হলেন। আশা ছিল তারা তাঁর বিরোধিতা করবে না। তাদের মাঝে নিজের মর্যাদা ও অবস্থানের কথা ভেবেই তিনি এ আশা করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি নিজের একটি কক্ষ হতে তাদের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিলেন এবং নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে তাদেরকেও সেদিকে আহবান জানালেন, তখন তারা চারদিক হতে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ শুরু করে দিল। একটি তীর লক্ষ্যভেদ করলো এবং তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। মালিকের বংশধরগণ মনে করে, তাদেরই একটি লোক তাকে হত্যা করেছিল। তার নাম আওস ইব্ন আওফ এবং সে বনূ সালিম ইব্ন মালিকের লোক। পক্ষান্তরে আহ্লাফের[১] দাবী হলো, তাঁকে হত্যা করে তাদেরই এক ব্যক্তি। সে ছিল আত্তাব ইব্ন মালিকের বংশধর এবং নাম ওয়াহাব ইব্ন জাবির।

(ইন্তিকালের পূর্বে) উরওয়াকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : আপনি আপনার রক্ত সম্পর্কে কী মনে করেন? তিনি বললেন : এটা একটা সম্মান, যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সম্মানিত করেছেন। এটা শাহাদত, যা আল্লাহ্ তা'আলা আমার দিকে টেনে এনেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের নিকট হতে চলে যাওয়ার পূর্বে তাঁর সাথের যে সকল লোক শাহাদত লাভ করেছে, তাদেরই একজনরূপে আমি নিজেকে মনে করি। কাজেই তোমরা আমাকে তাদের সাথেই দাফন করো। সুতরাং তাঁকে তাঁদের সাথেই দাফন করা হয়

তারা বলে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : ان مثله فى قومه لكمثل صاحب ياسين فى قومه তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে তাঁর দৃষ্টান্ত আপন সম্প্রদায়ের মাঝে ইয়াসীনের[২] লোকটির দৃষ্টান্ত তুল্য।

উরওয়া (রা)-এর শাহাদতের পরও বনূ সাকীফ কয়েক মাস স্বধর্মে বিদ্যমান থাকে। এরপর তারা এ নিয়ে পরামর্শে বসে। তারা চিন্তা করে দেখলো যে, তাদের চারদিক দিয়ে ঘেরা গোটা আরববাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মত শক্তি তাদের নেই। কাজেই, বশ্যতাস্বীকার করে নেওয়াই সমীচীন। সুতরাং তারা বায়'আত গ্রহণ করলো এবং ইসলামে দীক্ষিত হলো।

---

১. আহ্লাফ : আবদুদদার, জুমাহ, মাখযূম, আদী, কা'ব ও সাহ্ম এই ছয়টি গোত্রকে একত্রে আহ্লাফ অর্থাৎ মিত্র সম্প্রদায় বলা হয়ে থাকে। এরা পরস্পর মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ছিল। আন-নিহায়া, ১খণ্ড, ৪২৫ পৃ.।

২. ইয়াসীনের লোকটি বলে হয়ত সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত সেই ব্যক্তিকে বোঝান হয়েছে, যে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল : اتبعو المرسلين। তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর'। ফলে, তারা তাকে হত্যা করে। তার নাম চিল হাবীব নাজ্জার। অথবা এর দ্বারা আল-ইয়াসা (আ) কিংবা ইল্য়াস ইব্ন ইয়াসীনকে বোঝান হয়েছে। ইল্য়াস (আ)-কে ইয়াসীনও বলা হয়ে থাকে।

আমার নিকট ইয়াকূব ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আখনাস (র) বর্ণনা করেন যে, বনূ ইলাজের আমর ইব্‌ন উমাইয়া কোন এক ঘটনার জেরে আব্‌দ ইয়ালীল ইব্‌ন আমরের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। আমর ইব্‌ন উমাইয়া ছিল আরবের একজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান লোক। সে আব্‌দ ইয়ালীলের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো এবং তার কাছে বলে পাঠাল যে, আমর ইব্‌ন উমাইয়া তোমাকে বের হতে বলছে। আব্‌দ ইয়ালীল বার্তাবাহককে বললো : কী বলছ মিয়া, আমরই কি তোমাকে আমার নিকট পাঠিয়েছে? সে বললো : হ্যাঁ, আর ওই তো তিনি আপনার বাড়ির ভিতর দাঁড়িয়ে আছেন। আব্‌দ ইয়ালীল বললো : আমি তো এরূপ ধারণা করছিলাম না। আমর তো নিজের প্রাণ রক্ষার ব্যাপারে খুব বেশি যত্নবান। যা হোক আব্‌দ ইয়ালীল তার কাছে বের হয়ে আসলো এবং তাকে দেখে অভিনন্দন জানালো।

আমর তাকে বললো : আমরা এখন যে অবস্থায় উপনীত হয়েছি, সে অবস্থায় পরস্পরে কথাবার্তা বন্ধ রাখা চলে না। এই ব্যক্তির ব্যাপারটি যা দাঁড়িয়েছে, তাতো দেখছ। সারাটা আরব ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাদের সাথে লড়াই করার মত শক্তি তোমাদের নেই। এখন তোমরা কী করবে ভেবে দেখ।

সুতরাং বনূ সাকীফ পরামর্শে বসলো। তারা একে অন্যকে বললো : তোমরা কি দেখছ না তোমাদের জানমালের কোন নিরাপত্তা নেই? তোমাদের কোন লোক বের হলে তার সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়ে যায়?

তারা আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে পাঠাবে, যেমন উরওয়াকে পাঠিয়েছিল। সেমতে তারা আব্‌দ ইয়ালীল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উমায়রের সাথে কথা বলল। সে ছিল উরওয়া ইব্‌ন মাসউদের সমবয়সী। তারা তার কাছে এ প্রস্তাব রাখলো, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানাল। তার আশংকা ছিল, উরওয়া ইব্‌ন মাসউদের প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে, সে ফিরে আসলে তার প্রতিও একই আচরণ করা হবে।

আব্‌দ ইয়ালীল বললো : আমি এটা করবার নই, যদি না আমার সাথে আরও কয়েকজনকে পাঠাও। তারা স্থির করলো, তারা তার সাথে আহ্‌লাফের দু'জন এবং বনূ মালিকের তিনজন লোক পাঠাবে। এভাবে তাদের সংখ্যা দাঁড়াবে ছয়জন। কাজেই আব্‌দ ইয়ালীলের সাথে তারা হাকাম ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন ওয়াহাব ইব্‌ন মুআত্তিব, শুরাহবীল ইব্‌ন গায়লান ইব্‌ন সালিমা ইব্‌ন মুআত্তিব, বনূ মালিকের ইয়াসার বংশোদ্ভূত উসমান ইব্‌ন আবুল আস ইব্‌ন বিশর ইব্‌ন আব্‌দ দুহমান, সালিম ইব্‌ন আওফ বংশোদ্ভূত আওস ইব্‌ন আওফ এবং হারিস বংশোদ্ভূত নুমায়র ইব্‌ন খারাশা ইব্‌ন রবীআকে পাঠালো।

আব্‌দ ইয়ালীল উপরোক্ত প্রতিনিধি দল নিয়ে যাত্রা করল। সে ছিল তাদের মুখপাত্র এবং সিদ্ধান্তদাতা। সে এই কারণেই তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়েছিল, পাছে উরওয়া ইব্‌ন মাসউদের মত আচরণ তার সাথেও করা হয়। সে ক্ষেত্রে তায়েফে আপন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসার পর সবাই মিলে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে পারবে।

তারা যখন মদীনার নিকটবর্তী হলো এবং কানাতে বিরাম নিল, তখন মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হলো। এদিন ছিল তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উট চরানোর পালা। তিনি তাতে নিয়োজিত ছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উট চরাতেন। মুগীরা (রা) যখন তাদেরকে দেখলেন, তখন তাদের আগমনের সংবাদ দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ছুটে গেলেন এবং উটগুলোকে তাদের কাছে ছেড়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছার আগে আবূ বকর (রা)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। তিনি তাঁকে জানালেন যে, বনূ সাকীফের একটি কাফেলা বশ্যতা স্বীকার ও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আগমন করেছে। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমস্ত শর্ত মেনে নেবে। তবে এজন্য তারা তাদের সম্প্রদায়, দেশ ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তার পক্ষে একটি নিশ্চয়তা পত্র লিখিয়ে নিতে চায়।

আবূ বকর (রা) মুগীরা (রা)-কে বললো : আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে তোমাকে বলছি, তুমি আমার আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে এ সংবাদ জানিও না। আমিই আগে তাঁর কাছে এটা প্রকাশ করব। মুগীরা (রা) তাঁর কথা রাখলেন। তখন আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে সাক্ষাত করলেন এবং তাঁকে তাদের আগমন বার্তা দিলেন। মুগীরা (রা) চলে গেলেন কাফেলার কাছে। তিনি জুহর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় তাদের সাথেই কাটালেন। এ সময় তিনি তাদের শেখালেন কিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অভিবাদন জানাবে। কিন্তু তারা জাহিলিয়াতের অভিবাদন রীতিই অনুসরণ করলো। তারা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলো, তখন তিনি মসজিদের এক পাশে তাদের জন্য তাঁবু খাটিয়ে দিলেন, যেমন বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস (রা) তাদের ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাঝে মধ্যস্থতা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লিখিয়ে নিল। খালিদ (রা) নিজ হাতে সেটা লিখে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হতে তাদেরকে যা-কিছু আহার্য দেওয়া হত, তা খালিদ যতক্ষণ না কিছু আহার করতেন, ততক্ষণ তারা তা স্পর্শ করতো না। অবশেষে তারা ইসলাম গ্রহণ করলো এবং নিরাপত্তানামা লেখার কাজ সমাপ্ত হলো।

তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যেসব দাবী জানিয়েছিল, তন্মধ্যে একটা এই যে, তাদের দেবী লাতকে যেন তাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্ততঃ তিন বছরের মধ্যে যেন তাকে ধ্বংস করা না হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এটা মানতে অস্বীকার করলেন। শেষে তারা এক বছরের জন্য অবকাশ চাইলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাও অস্বীকার করলেন। অবশেষে, তারা ফিরে যাওয়ার পর কেবল এক মাসের সময় চাইলো, কিন্তু তিনি তাদেরকে নির্দিষ্ট কোন সময় দিতেই রাযী হলেন না। এদ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল কিছুকালের জন্য লাতকে ছেড়ে দেওয়া হলে গোয়ার প্রকৃতির লোক, নারী ও বাচ্চাদের থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হবে। তারা চাচ্ছিল না লাতকে ধ্বংস করে তাদের সম্প্রদায়কে সন্ত্রস্ত করে তোলা হোক, যতক্ষণ না তারা সকলে ইসলামে প্রবেশ করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাযী হলেন না। তিনি আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব (রা) ও মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-কে লাতের ধ্বংস সাধনের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

তাদের আরও দাবী ছিল, সালাতের বিধান থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হোক এবং তাদের দেব-দেবীদেরকে তাদের হাতে নিধন করতে বাধ্য না করা হোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমাদের হাতে তোমাদের প্রতিমাদের নিধন করার দায় থেকে তোমাদেরকে অব্যাহতি দিচ্ছি, কিন্তু সালাত থেকে তো অব্যাহতি দিতে পারি না। যে দীনে সালাত নেই, তাতে ভাল কিছু নেই। তারা বললো, হে মুহাম্মদ! আমরা না হয় এটা মেনে নিচ্ছি, যদিও এটা অপমানজনক কাজ।

তারা যখন ইসলাম গ্রহণ করলো এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লিখে দিলেন, তখন তিনি উসমান ইব্‌ন আবুল আসকে তাদের নেতা নিযুক্ত করে দিলেন। তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে বয়োকনিষ্ঠ, তথাপি তাকে নেতা নিযুক্ত করার কারণ ছিল এই যে, তিনি ইসলামের জ্ঞান লাভ এবং কুরআন শিক্ষার প্রতি তাদের সকলের চেয়ে বেশী উৎসাহী ছিলেন। তাই আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি দেখছি এই যুবক তাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি ইসলামী জ্ঞানার্জন ও কুরআন শিক্ষার প্রতি আগ্রহী।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ঈসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আতিয়্যা ইব্‌ন সুফ্‌য়ান ইব্‌ন রবীআ সাকাফী (র) তাদের জনৈক প্রতিনিধি হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমরা ইসলাম গ্রহণ করার পর রমাযানের অবশিষ্ট দিনগুলোতে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে রোযা রাখলাম, তখন তাঁর নিকট হতে বিলাল আমাদের জন্য ইফতার ও সাহ্‌রী নিয়ে আসতেন। তিনি যখন সাহ্‌রী নিয়ে আসতেন, তখন আমরা বলতাম : আমরা তো দেখছি ফজর হয়ে গেছে। তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাহ্‌রীরত অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি যখন ইফতার নিয়ে আসতেন, তখন আমরা বলতাম : এখনও তো সূর্য পুরোপুরি অস্ত যায়নি। তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইফতার না করা পর্যন্ত আমি তোমাদের নিকট আসিনি। এরপর তিনি পাত্রের ভিতর হাত দিয়ে তা থেকে লোকমা গ্রহণ করতেন।

ইব্‌ন হিশাম بفطرنا وسحورنا এর স্থলে বলেন بفطورنا وسحورنا (অর্থ একই)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট সাঈদ ইব্‌ন আবূ হিনদ (র) মুতাররিফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শিখ্‌খীর (র) হতে এবং তিনি উসমান ইব্‌ন আবুল আস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বনূ সাকীফের নিকট আমাকে প্রেরণকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে শেষ উপদেশ এই দিয়েছিলেন :

يا عثمان تجاوز في الصلوة واقدر الناس باضعفهم فان فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة

হে উসমান! সালাত সংক্ষেপ করবে। মানুষকে তাদের দুর্বলতম ব্যক্তি দ্বারা বিচার করবে। মনে রাখবে, তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, বাচ্চা অসুস্থ ও প্রয়োজনতাড়িত লোক রয়েছে।

লাত নিধন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : প্রতিনিধি দল তাদের কাজ শেষ করে যখন স্বদেশের উদ্দেশে রওনা হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সাথে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌ব (রা) ও মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-কে লাত নিধনের জন্য পাঠালেন। তাঁরা তাদের সাথে মদীনা ত্যাগ করলেন। যখন তায়েফে এসে পৌঁছলেন, তখন মুগীরা (রা) আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌ব (রা)-কে আগে আগে পাঠাতে চাইলেন, কিন্তু আবূ সুফিয়ান (রা) অস্বীকার করলেন এবং বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের নিকট তুমিই আগে যাও।

আবূ সুফিয়ান তার মালপত্র নিয়ে যুল-হাদমে অপেক্ষা করলেন। মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) যখন গন্তব্যস্থলে গিয়ে লাতের উপর চড়লেন এবং কুঠার দ্বারা তার উপর আঘাত করতে থাকলেন, তখন তার গোত্র বনূ মুআত্তিব তাকে রক্ষা করার জন্য চারদিক থেকে ঘিরে রাখলো। তাদের আশংকা ছিল, তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করা হতে পারে কিংবা উরওয়া (রা)-এর মত আচরণ তাঁর সাথেও করা হতে পারে। ছাকীফ গোত্রের নারীরা খোলা মাথায় বের হয়ে আসলো। তারা লাতের শোকে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। তখন তারা বলছিল :

لتبكين دفاع * اسلمها الرّضاع

لم يحسنوا المصاع

কাঁদো রক্ষাকর্তার জন্য,

নীচাশয়েরা তাকে করেছে পরিত্যাগ,

তারা করলো না তরবারির সদ্ব্যবহার।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : لتبكين ইব্‌ন ইসহাক ব্যতীত অন্য সূত্রে প্রাপ্ত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুগীরা (রা) যখন লাতকে কুঠার দ্বারা আঘাত করছিলেন, তখন আবূ সুফিয়ান বলছিলেন, واهالك آهالك, হায়, হায়! সর্বনাশ!

মুগীরা (রা) লাতকে ধ্বংস করার পর তার ধনরাশি ও অলংকারাদি বের করে নিলেন এবং আবূ সুফিয়ানকে খবর দিলেন। অলংকার ছিল বিভিন্ন রকমের। আর ধনরাশি বলতে সোনা ও মণিমুক্তা।

উরওয়া রা)-এর শাহাদতের পর বনূ সাকীফের প্রতিনিধি দলের পূর্বে আবূ মুলায়হ ইব্‌ন উরওয়া ও কারিব ইব্‌ন আসওয়াদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বনূ সাকীফকে পরিত্যাগ করা এবং চিরদিনের জন্য কোন ব্যাপারে তাদের সাথে একত্র না হওয়া। তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বলেছিলেন : তোমরা যাকে ইচ্ছা অভিভাবকরূপে গ্রহণ কর। তারা বললো : আমরা আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : সেই সাথে তোমাদের মামা আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌বকেও। তারা বললো : আমাদের মামা আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌বকেও।

তায়েফবাসীর ইসলাম গ্রহণ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক আবূ সুফিয়ান ও মুগীরাকে মূর্তি ধ্বংস করার জন্য প্রেরণের পর আবূ মুলায়হ ইব্‌ন উরওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আবেদন করলো, যেন প্রতিমার সম্পদ থেকে তার মরহুম পিতার ঋণ শোধ করে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার আবেদন গ্রহণ করলেন। তখন কারিব ইব্‌ন আসওয়াদ বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা আসওয়াদের ঋণও শোধ করে দিন। উরওয়া (রা) ও আসওয়াদ ছিলেন আপন ভাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আসওয়াদ তো মুশরিক অবস্থায় মারা গেছে। কারিব বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিন্তু একজন আত্মীয় মুসলিমের প্রতি অনুগ্রহ করুন। এর দ্বারা সে নিজেকে বোঝাচ্ছিল। ঋণ তো এখন আমার উপর। আর আমিই তা পরিশোধের জন্য সাহায্য চাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ সুফিয়ানকে নির্দেশ দিলেন, যেন প্রতিমার সম্পদ দ্বারা উরওয়া ও আসওয়াদের ঋণ শোধ করে দেয়।

মুগীরা (রা) প্রতিমার সম্পদ একত্র করে আবূ সুফিয়ানকে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এ মাল দ্বারা উরওয়া ও আসওয়াদের ঋণ শোধ করে দিতে। তিনি তাদের ঋণ শোধ করে দিলেন।

বনূ সাকীফের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিরাপত্তানামা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের জন্য যে নিরাপত্তানামা লিখে দিয়েছিলেন, তা ছিল নিম্নরূপ :

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد النبى رسول الله الى المؤمنين ان عضاه وج وصيده لا يعضد من وجد يفعل شيئا من ذلك فانه يجلد وتنزع ثيابه فان تعدى ذلك فانه يؤخذ فيبلغ به النبى محمد وان هذا امر النبى محمد رسول الله .

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

আল্লাহ্র রাসূল, নবী মুহাম্মাদের পক্ষ হতে মু'মিনদের জন্য। ওয়াজ্জ[১]-এর গাছপালা ও জীব জানোয়ারের কোন ক্ষতিসাধন করা যাবে না। কেউ তা করলে তাকে কশাঘাত করা হবে এবং তার পোশাক খুলে নেওয়া হবে। পুনরাবৃত্তি করলে তাকে ধরে নবী মুহাম্মদের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এটা আল্লাহ্র রাসূল, নবী মুহাম্মাদের নির্দেশ।"

খালিদ ইব্‌ন সাঈদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে লেখেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ কেউ লংঘন করবে না। যে করবে, সে তার নিজের উপরই জুলুম করবে।

---

১. ওয়াজ্জ : তায়েফের একটি স্থানের নাম।

আবূ বকর (রা)-এর নেতৃত্বে হজ্জ পালন
[৯ম হিজর সন]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে মুশারিকদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণাদানের জন্য মনোনয়ন প্রদান

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রমযানের বাকী দিনগুলো, শাওয়াল ও যুলকাদা মাস কোথাও বের হলেন না। পরে তিনি আবূ বকর (রা)-কে ৯ম হিজরীর হজ্জের আমীর বানিয়ে পাঠান, যাতে তিনি মুসলিমদের হজ্জ অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন। মুশরিকরা তখনও তাদের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী হজ্জ পালন করত। আবূ বকর (রা) মুসলিমদের সাথে নিয়ে হজ্জের জন্য যাত্রা করেন।

এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুশরিকদের মাঝে সম্পাদিত চুক্তি ভংগের অনুমতিসম্বলিত ওহী নাযিল হয়। চুক্তি হয়েছিল যে, বায়তুল্লাহ্-যাত্রী কোন ব্যক্তিকে বাধা দেওয়া যাবে না। নিষিদ্ধ মাসে কারও কোনরূপ ভয়ের কারণ থাকবে না। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুশরিকদের মাঝে সম্পাদিত একটি সাধারণ চুক্তি। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আরব সম্প্রদায়সমূহের মাঝে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য বহু বিশেষ চুক্তিও সম্পাদিত হয়। এ সম্পর্কে এবং সেই সাথে তাবূক যুদ্ধে পশ্চাদপদ মুনাফিকদের সম্পর্কে কুরআন মজীদের অনেকগুলো আয়াত নাযিল হয়। তাতে কোন কোন মুনাফিকদের উক্তিও বিধৃত হয়েছে। এসব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেইসব লোকের গোপন কথা ফাঁস করে দেন, যারা অন্তরে যা পোষণ করত, প্রকাশ করত তার বিপরীত। তাদের কারও কারও নাম আমাদেরকে জানানো হয়েছে এবং কারও নাম রয়ে গেছে আমাদের অগোচরে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

'এটা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে সেইসব মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে' (৯ : ১)। অর্থাৎ মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে সাধারণ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ। এরপর আল্লাহ্ বলেন :

فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكَافِرِيْنَ .
وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ .

এরপর তোমরা দেশে চার মাসকাল পরিভ্রমণ কর ও জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্কে হীনবল করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ কাফিরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন। মহান হজ্জের দিনে

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এ এক ঘোষণা যে, আল্লাহ্র সাথে মুশরিকদের কোন সম্পর্ক রইল না এবং তাঁর রাসূলের সাথেও নয়' (৯ : ২-৩)। অর্থাৎ এই হজ্জের পরে। আল্লাহ্ বলেন :

فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ اِلاَّ الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

'তোমরা যদি তওবা কর তবে তোমাদের কল্যাণ হবে। আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও, তবে জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্কে হীনবল করতে পারবে না এবং কাফিরদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ (৯ : ৩-৪)। অর্থাৎ নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিশেষ চুক্তি। আল্লাহ্ আরো বলেন :

ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ـ فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ ـ

'এবং পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে; আল্লাহ্ মুত্তাকীদের পসন্দ করেন। এরপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে' (৯ : ৪-৫)। অর্থাৎ যে চার মাসকে তাদের জন্য মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেই মাসগুলো। আল্লাহ্ বলেন :

فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ ـ

'মুশরিকদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে' (৯ : ৫-৬)। অর্থাৎ যাদের হত্যা করার জন্য আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছি, তাদের মধ্যে। আল্লাহ্ বলেন :

فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُوْنَ ـ

'তুমি তাকে আশ্রয় দিবে যাতে সে আল্লাহ্র বাণী শুনতে পায়, এরপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিবে; কারণ তারা অজ্ঞ লোক' (৯ : ৬)।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

كَيْفَ يَكُوْنَ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖ ـ

'আল্লাহ্ ও তার রাসূলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি কি করে বলবৎ থাকবে'? (৯ : ৭)। অর্থাৎ সেই সব মুশরিকদের চুক্তি, যারা এবং তোমরা এই সাধারণ চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলে যে,

তারা তোমাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে না এবং তোমরাও তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে না—পবিত্র স্থানে এবং পবিত্র মাসে। আল্লাহ্ আরো বলেন :

اِلاَّ الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

'তবে যাদের সাথে মাসজিদুল হারামের সন্নিকটে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে' (৯ : ৭)। এরা ছিল বনূ বকরের কয়েকটি উপগোত্র। তারা হুদায়বিয়ার দিনে কুরায়শ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাঝে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কারায়শদের চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সে চুক্তি কুরায়শদের পক্ষে কেবল বনূ বাকর ইব্ন ওয়াইলের শাখা দীল গোত্রই ভংগ করেছিলে, যারা কুরায়শদের চুক্তি ও অংগীকারে শামিল হয়েছিল। বনূ বাকরের অন্যান্য যারা চুক্তি ভংগ করেনি তাদের সাথে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। আল্লাহ্ বলেন :

فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوا لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ -

'যাবৎ তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে, তোমরাও তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে; আল্লাহ্ মুত্তাকীদের পসন্দ করেন' (৯ : ৭)। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لاَيَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلاًّ وَّلاَ ذِمَّةً -

'কেমন করে থাকবে, তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অংগীকারের কোন মর্যাদা দিবে না' (৯ : ৮)। অর্থাৎ যেসকল মুশরিক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন সাধারণ চুক্তিতে আবদ্ধ নয়, তাদের কথা বলা হয়েছে।

ইব্ন হিশাম বলেন : الاُل অর্থ চুক্তি। বনূ উসায়্যিদ ইব্ন আমর ইব্ন তামীমের কবি আওস ইব্ন হাজার তার এক কাসীদায় বলেন :

لولابنو مالك والال مرقبة * ومالك فيهم الالاء والشرف -

যদি না বনূ মালিক ও চুক্তির মর্যাদা লক্ষণীয় হতো-বস্তুত বনূ মালিকের মধ্যে প্রাচুর্য ও মাহাত্ম্য আছে।

الال এর বহুবচন الال। কবি বলেন :

فلا ال من الا لال بينى * وبينكم فلا تألن جهدا -

আমার ও তোমাদের মধ্যে নাই কোন চুক্তি, কাজেই তোমরা চেষ্টার করো না ত্রুটি।

الذمة অর্থ অংগীকার। আজদা ইব্ন মালিক হামদানী, যিনি আবূ মাসরূক আজদা ফাকীহ নামে পরিচিত তিনি বলেন :

كان علينا ذمة ان تجاوزوا * من الارض معروفا الينا ومنكرا -

'আমাদের অংগীকার ছিল তোমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাবে, চাই তোমরা আমাদের প্রতি সদ্ব্যবহারই কর কিংবা অসদ্ব্যবহার।' এটা তার ত্রিপদি একটি কবিতার অংশবিশেষ। ذمة এর বহু বচন ذمة। এরপর আল্লাহ্ বলেন :

يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ - اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - لاَيَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً وَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ -

তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট রাখে, কিন্তু তাদের হৃদয় তা অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী। তারা আল্লাহ্র আয়াতকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে ও তারা লোকদের তাঁর পথ হতে নিবৃত্ত করে; তারা যা করে থাকে তা অতি নিকৃষ্ট। তারা কোন মু'মিনের সাথে আত্মীয়তার ও অংগীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না। তারাই সীমালংঘনকারী (৯ : ৮-১০)। অর্থাৎ তারা তোমাদের প্রতি সীমালংঘন করেছে। আল্লাহ্ বলেন :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ -

এরপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দীন সম্পর্কীয় ভাই। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন স্পষ্টরূপে বিবৃত করি' (১১ : ১১)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক আলী (রা)-কে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট হাকীম ইব্ন হাকীম ইব্ন আব্বাদ ইব্ন হুনায়ফ (র) আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন :

যখন সম্পর্কচ্ছেদ সম্পর্কিত নির্দেশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ হলো, এ দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে মানুষের হজ্জ কায়েম করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তখন তাঁকে বলা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি এ নির্দেশ আবূ বকরের নিকট পাঠিয়ে দিতেন! কিন্তু তিনি বললেন : আমার পক্ষ হতে এটা আমার আহ্লে বায়তের মধ্য হতেই একজন ঘোষণা করবে। এরপর তিনি আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে ডাকলেন। তিনি তাঁকে বললেন : তুমি সূরা বারাআতের শুরুর এ আয়াতগুলো নিয়ে রওনা হয়ে যাও এবং কুরবানীর দিন যখন মিনায় সকলে সমবেত হবে, তখন তাদের মাঝে ঘোষণা করে দেবে যে,

* কোন কাফির জান্নাতে প্রবেশ করবে না।
* এ বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না।
* বিবস্ত্র অবস্থায় বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করা যাবে না।
* রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যার কোন চুক্তি ছিল, তার সে চুক্তি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

এরপর আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উটনী 'আসবা'-তে সওয়ার হয়ে রওনা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে আবূ বকর (রা)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো।

আবূ বকর (রা) তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন : অধিনায়ক হয়ে, না অধীনস্থ? তিনি বললেন : বরং অধীনস্থ। এরপর তারা উভয়ে সম্মুখে চলতে থাকলেন। আবূ বকর (রা) মানুষের হজ্জের নেতৃত্ব দিলেন। আরববাসী সে বছরও তাদের প্রাচীন জাহিলী রীতি অনুযায়ী হজ্জ আদায় করে। অবশেষে যখন কুরবানীর দিন উপস্থিত হলো, তখন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) দণ্ডায়মান হলেন, এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে যে কথা ঘোষণা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন :

হে জনমণ্ডলী! কোন কাফির জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। কোন বিবস্ত্র ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যার কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তার চুক্তি বলবৎ থাকবে।

এ ঘোষণা প্রদানের পর মানুষকে চার মাসের সুযোগ দেওয়া হলো, যাতে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ নিরাপদ স্থান ও বাসভূমিতে ফিরে যেতে পারে। এরপরে আর কোন মুশরিকের জন্য কোনরূপ দায়-দায়িত্ব ও যিম্মাদারী থাকবে না, কেবল সেই সব লোক ব্যতিক্রম, যাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত কোন চুক্তি আছে। এরপর আর কোন মুশরিক হজ্জ করেনি এবং বিবস্ত্র অবস্থায় কেউ বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করেনি।

এরপর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে আসেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এটাই ছিল মুশরিকদের সাথে সাধারণ চুক্তির সম্পর্কেচ্ছেদ এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য যাদের সঙ্গে বিশেষ চুক্তি ছিল, তাদের সাথেও।

মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিশেষ চুক্তি ভংগকারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে এবং চারমাস গত হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে সাধারণ চুক্তিতে আবদ্ধ মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে চার মাস তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। তবে সে চারমাসের ভেতরও কেউ যদি সীমালংঘন করে, তবে সে সীমালংঘনের কারণে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَلاَ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ . وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلاَ رَسُوْلِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ .

'তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে ও রাসূলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করেছে? তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? মু'মিন হলে আল্লাহ্কে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে সমীচীন। তোমরা তাদের সাথে সংগ্রাম করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন ও মু'মিনদের চিত্ত-প্রশান্ত করবেন। এবং তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দিবেন, অথচ এখনো তিনি প্রকাশ করেননি তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ এবং কে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ ব্যতীত অন্য কাউকে গ্রহণ করেনি? তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত (৯ : ১৩-১৬)।

ইব্ন হিশাম বলেন, وليجة অর্থ প্রবিষ্ট। এর বহুবচন ولائج এটা ولج - يلج (প্রবেশ করেছে, প্রবেশ করে) হতে উৎপন্ন। কুরআন মাজীদে আছে : حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِى سَمِّ الْخِيَاطِ 'যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে' (৭ : ৪০)। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন : যারা আল্লাহ্, রাসূল ও মু'মিন ছাড়া কাউকে অন্তরে প্রবেশকারীরূপে গ্রহণ করেনি যে, তার কাছে গোপনে এমন কথা বলে, যা অন্যত্র প্রকাশ করে না; ঠিক মুনাফিকদের আচারতুল্য। তারা মু'মিনদের কাছে ঈমান প্রকাশ করে, কিন্তু وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ 'যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি' (২ : ১৪)।

কবি বলেন :

واعلم بانك قد جعلت وليجة * ساقوا اليك الحتف غير مشوب -

'জেনে রাখ, তোমাকে বানান হয়েছে অন্তরঙ্গ বন্ধু,
তারা তোমার দিকে টেনে এনেছে নির্ঘাত মৃত্যু'।

কুরআন মজীদ কুরায়শদের এ দাবী খণ্ডন করেছে যে, তারা বায়তুল্লাহ্র রক্ষণাবেক্ষণকারী

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর কুরায়শদের এ উক্তি বিধৃত হয়েছে যে, আমরা পবিত্র স্থানের অধিবাসী, হাজীদের পানি সরবরাহকারী এবং এই গৃহের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই আমাদের চেয়ে উত্তম কেউ নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

'তারাই তো আল্লাহ্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও পরকালে' (৯ : ১৮)। অর্থাৎ তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ, সে তো ঈমানের ভিত্তিতে নয়। সত্যিকারের রক্ষণাবেক্ষণ করে তারা, যারা ঈমানদার। আল্লাহ্ আরো বলেন :

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلاَّ اللّٰهَ –

'যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও আখিরাতে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না'। অর্থাৎ এরাই প্রকৃত রক্ষণাবেক্ষণকারী। আল্লাহ্ বলেন :

فَعَسٰى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ –

'তাদেরই সৎপথ প্রাপ্তির আশা আছে (৯ : ১৮)। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে عَسٰى-এর ব্যবহার সন্দেহের অর্থে নয়; বরং নিশ্চয়তার অর্থে। এরপর আল্লাহ্ বলেন :

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَ يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ـ

'যারা হাজীদের পানি সরবরাহ করে এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তোমরা কি তাদেরকে তাদের পুণ্যের সমজ্ঞান কর, যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে? আল্লাহ্র নিকট তারা সমতুল্য নয়' (৯ : ১৯)।

এরপর তাদের শত্রুদের বৃত্তান্ত বর্ণনা প্রসংগে হুনায়ন যুদ্ধের আলোচনা আসে। তাতে এ যুদ্ধে যা-কিছু হয়েছিল, শত্রুদের থেকে মুসলিমদের পলায়ন, অবশেষে তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য আগমন প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ـ

'মুশরিকরা তো অপবিত্র; সুতরাং এই বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল-হারামের নিকট না আসে। যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর' (৯ : ২৮)। এর প্রেক্ষাপট এই যে, একদল লোক মন্তব্য করল, আমাদের থেকে বাজার উচ্ছেদ হয়ে যাবে, ব্যবসা-বাণিজ্য উচ্ছন্নে যাবে এবং আমাদের লাভজনক সবকিছু বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাদের জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اِنْ شَآءَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ

'যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তার নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করতে পারেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' (৯ : ২৮)। তাঁর নিজ করুণায় মানে, ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া অন্য ভাবেও। আল্লাহ্ আরো বলেন :

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ـ

'যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্তে ও পরকালেও ঈমান আনে না। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দীন

অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্য়া দেয়' (৯ : ২৯)। অর্থাৎ তোমরা যে বাজার বন্ধ হয়ে দারিদ্র্য-পীড়িত হওয়ার আশংকা করছ, তার উত্তম বিকল্প রয়েছে এর মাঝে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা শির্কের অবসানে তাদের বাজার-অর্থনীতির যে ক্ষতিসাধন হয়েছে, আহলে কিতাব থেকে জিয্য়া আদায়ের মাধ্যমে তার প্রতিকার করে দিয়েছেন।

উভয় আহলে কিতাব সম্পর্কে যা অবতীর্ণ হয়

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা উভয় আহলে কিতাব (অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারা)-এর দুষ্কৃতি এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ভাষণের বিবরণ দিতে গিয়ে শেষ পর্যায়ে বলেন :

اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَ لاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

'পণ্ডিত এবং সংসার-বিরাগীদের মধ্যে অনেকে লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোককে আল্লাহ্র পথ হতে নিবৃত্ত করে। আর যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও' (৯ : ৩৪)।

মাস পিছানো সম্পর্কে যা নাযিল হয়

এরপর النسى মাস পিছানো এবং এ ব্যাপারে আরবদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছে। النسى হচ্ছে তাদের কর্তৃক আল্লাহ্র হারামকৃত মাসকে হালাল করা এবং হালালকৃত মাসকে হারাম করা। আল্লাহ্ বলেন :

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ ـ

'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ্র বিধানে আল্লাহ্র নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করো না' (৯ : ৩৬)। অর্থাৎ তার মধ্যে যা হারাম তাকে হালাল এবং যা হালাল তাকে হারাম করো না, যেমন করেছিল মুশরিকরা।

اِنَّمَا النَّسِىءُ 'এই যে মাসকে পিছিয়ে দেওয়া' যা তারা করতো এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهُ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْءُ اَعْمَالِهِمْ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ـ

'এতো কেবল কুফরীর বৃদ্ধি করা, যা দ্বারা কাফিরদের বিভ্রান্ত করা হয়। তারা একে কোন বছর বৈধ করে এবং কোন বছর অবৈধ করে, যাতে তারা আল্লাহ্ যেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন, সেগুলোর গণনা পূর্ণ করতে পারে। অনন্তর আল্লাহ্ যা নিষিদ্ধ করেছেন তা হালাল করতে

পারে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে। আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না' (৯ : ৩৭)।

তাবূকের যুদ্ধ সম্পর্কে যা নাযিল হয়

এরপর তাবূক যুদ্ধপ্রসঙ্গ। এতে অংশগ্রহণে মুসলিমদের শৈথিল্য; রোমানদের সাথে যুদ্ধ করাকে বড় করে দেখা—যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের জন্য তাদেরকে ডাক দেন; মুনাফিক সম্প্রদায়ের কপট-আচরণ, যখন তাদেরকে জিহাদের আহ্বান জানান হয়, এরপরে ইসলামে নতুন বিষয় উদ্ভাবন করার কারণে তাদের প্রতি তিরস্কার ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ـ

'হে মু'মিনগণ! তোমাদের কী হল যে, যখন তোমাদের আল্লাহ্র পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ভূতলে ঝুঁকে পড় ?' (৯ : ৩৮)।

এভাবে এ কাহিনী বিবৃত হয়েছে :

يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ... ... اِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ـ

'(যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে) তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন (এবং তোমরা তার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান)। যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না কর, তবে স্মরণ কর, আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিরগণ তাকে বহিষ্কার করেছিল এবং সে ছিল দুইজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল' (৯ : ৩৯-৪০)।

মুনাফিকদের সম্পর্কে যা নাযিল হয়

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের প্রসংগ উল্লেখপূর্বক তাঁর নবী (সা)-কে বলেন :

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لاَّ تَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِاسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ ـ

'আশু সম্পদ লাভের সম্ভাবনা থাকলে ও সফর সহজ হলে তারা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করত, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে, আমাদের ক্ষমতা থাকলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে বের হতাম। তারা নিজদেরকেই ধ্বংস করে। তারা যে মিথ্যাচারী তা তো আল্লাহ্ জানেন' (৯ : ৪২)। অর্থাৎ তাদের ক্ষমতা আছে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِيْنَ ...... لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّازَادُوْكُمْ اِلاَّ خَبَالاً وَّلاَ اَوْضَعُوْا خِلاَلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيْكُمْ سَمَّاعُوْنَ لَهُمْ ـ

'আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। কারা সত্যবাদী তা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলে ? (যারা আল্লাহ্তে ও শেষ দিবসে ঈমান আনে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদে অব্যাহতি পাওয়ার প্রার্থনা তোমার নিকট করে না। আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল তারাই যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে না। আর যাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত, তারা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। তারা বের হতে চাইলে তারা নিশ্চয়ই তজ্জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করত, কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহ্র মনঃপূত ছিল না। সুতরাং তিনি তাদেরকে বিরত রাখেন এবং তাদেরকে বলা হয়, যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক)। তারা তোমাদের সাথে বের হলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করত এবং তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করত। তোমাদের মধ্যে তাদের কথা শুনবার লোক আছে। আল্লাহ্ জালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত' (৯ : ৪৩-৪৭)।

ইব্ন হিশাম বলেন : اَوْضَعُوْا خِلاَلَكُمْ অর্থ তোমাদের ব্যূহাভ্যন্তরে ছুটাছুটি করত। الايضاع -বিশেষ ধরনের চলন, যা হাঁটা অপেক্ষা দ্রুত। আজদা' ইব্ন মালিক হামদানী বলেন :

يصطادك الوحد المدل بشأوه * بشريج بين الشد والايضاع

'ঘোড়াটি তার অগ্রগামিতা দ্বারা তোমার জন্য শিকার করে আনবে বুনো গরু। তার সে গতি দৌড় ও দুল্কির মাঝামাঝি ধরনের।'

এটি তার একটি কাসিদার অংশবিশেষ।

ইব্ন ইসহাক বলেন : সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে যারা তাঁর নিকট যুদ্ধ হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে আমার নিকট পৌঁছা বর্ণনামতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য ইব্ন সালূল ও জাদ্দ ইব্ন কায়স উল্লেখযোগ্য। তারা ছিল আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানী লোক। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিরত রাখেন। কারণ, তিনি জানতেন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বের হলে তাঁর সৈন্যদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। তাঁর সৈন্যদের মাঝে এমন কিছু লোক ছিল, যারা তাদের ভাল বাসত এবং তারা তাদের যা বলতো, তা মানতো। যেহেতু তাদের মাঝে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَفِيْكُمْ سَمَّاعُوْنَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ - لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ ـ

'তোমাদের মধ্যে তাদের কথা শোনবার লোক আছে। আল্লাহ্ জালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত'। পূর্বেও তারা ফিত্না সৃষ্টি করতে চেয়েছিল' (৯ : ৪৭-৪৮)। অর্থাৎ তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করার পূর্বে।

وَقَلَّبُوْا لَكَ الْأُمُوْرَ 'এবং তারা তোমার কর্ম পণ্ড করার জন্য গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছিল' অর্থাৎ তোমার সঙ্গীদেরকে তোমার সহযোগিতা করা হতে বিরত রাখার এবং তোমার কাজ ব্যর্থ করে দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছিল। আল্লাহ্ বলেন :

حَتّٰى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَارِهُوْنَ ـ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ـ

'... যতক্ষণ না তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য আসল এবং আল্লাহ্র আদেশ বিজয়ী হল। আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে ফিতনায় ফেলো না। সাবধান! তারাই ফিতনায় পড়ে আছে'। (৯ : ৪৮-৪৯)। এ কথা যে বলেছিল, আমাদের নিকট তার নাম বর্ণিত হয়েছে জাদ্দ ইব্ন কায়স বলে। সে ছিল বনূ সালিমার লোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাকে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানান তখন সে একথা বলেছিল।

এরপর এ কাহিনী বর্ণনার শেষ পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَأً أَوْ مَغٰرٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَإِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُوْنَ ـ

'তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরি-গুহা অথবা কোন প্রবেশস্থল পেলে তার দিকে পলায়ন করবে ক্ষিপ্রগতিতে। তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সাদাকা বণ্টন সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে। এরপর এর কিছু তাদেরকে দেওয়া হলে তারা পরিতুষ্ট হয় এবং তারা কিছু তাদেরকে না দেওয়া হলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়' (৯ : ৫৭-৫৮)। অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য, তাদের সন্তুষ্টি ও ক্ষোভ সবকিছু পার্থিব জীবনকেন্দ্রিক।

সাদাকা পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে যা নাযিল হয়.

এরপর সাদাকা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তা কাদের জন্য? আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নাম বিবৃত করতে গিয়ে বলেন :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ

'সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তদসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত-আকর্ষণ করা হয়-তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহ্র পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'(৯ : ৬০)।

নবীকে ক্লেশ-দানকারীদের সম্পর্কে যা নাযিল হয় :

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাদের প্রতারণা এবং তাঁকে তাদের ক্লেশদান সম্পর্কে নাযিল হয় :

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

'এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, সে তো কর্ণপাতকারী। বল, তার কান তোমাদের জন্য যা মংগল তাই শোনে। সে আল্লাহতে ঈমান আনে এবং মু'মিনদেরকে বিশ্বাস করে। তোমাদের মধ্যে যারা মু'মিন সে তাদের জন্য রহমত এবং যারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে ক্লেশ দেয়, তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি'। (৯ : ৬১)।

এ উক্তি যে করত আমার নিকট পৌছা বর্ণনামতে তার নাম নাবতাল ইব্‌ন হারিস। সে ছিল বনূ আমর ইব্‌ন আওফের লোক। তার সম্পর্কেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। সে বলতো : মুহাম্মদ তো কর্ণপাতকারী, কেউ তাকে কিছু বললেই বিশ্বাস করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ অর্থাৎ তিনি তোমাদের জন্য যা মংগল তাই শোনেন ও বিশ্বাস করেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ـ

'তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র শপথ করে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এরই বেশী হকদার যে, তারা তাদেরকেই সন্তুষ্ট করবে, যদি তারা মু'মিন হয়'। (৯ : ৬২)। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيَاتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ ..... اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً ـ

'এবং তুমি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করেছিলাম। বল, তোমরা কি আল্লাহ্, তার নিদর্শন ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে? (দোষ স্খালনের চেষ্টা করো না। তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করেছ)। তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দিব। (কারণ তারা অপরাধী) (৯ : ৬৫-৬৬)। এ উক্তি করেছিল ওয়াদী'আ ইব্‌ন সাবিত। সে ছিল বনূ আমর ইব্‌ন আওফের শাখা বনূ উমাইয়া ইব্‌ন যায়দের লোক। আর যাকে ক্ষমা করা হয়েছিল, আমার নিকট পৌছা বর্ণনা মতে তার নাম মুখাশ্‌শিন ইব্‌ন হুমায়্যির আশজা'ঈ। বনূ সালিমার মিত্র। কারণ তিনি তাদের কিছু উক্তির প্রতিবাদ করেছিলেন।

এভাবে তাদের কাহিনী বিবৃত হয়ে এ আয়াতে এসে শেষ হয়েছে :

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا وَمَا نَقَمُوْا اِلَّا اَنْ اَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ..... مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ـ

'হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল! তারা আল্লাহ্‌র শপথ করে যে, তারা কিছু বলেনি। কিন্তু তারা তো কুফরীর কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা কাফির হয়েছে; তারা যা সংকল্প করেছিল তা পায়নি। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিজ কৃপায় তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই বিরোধিতা করেছিল। (তারা তওবা করলে তা তাদের জন্য ভাল হবে, কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ্ ইহলোক ও পরলোকে তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন)। পৃথিবীতে তাদের কোন অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী নেই' (৯ : ৭৩-৭৪)।

এ উক্তি করেছিল জুলাস ইব্‌ন সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিত। তারই পরিবারের উমায়র ইব্‌ন সা'দ নামক এক ব্যক্তি তা বলে দেন। কিন্তু সে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলে যে, এরূপ কথা সে বলেনি। এরপর যখন তাদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়, তখন সে তা থেকে বিরত হয় ও তওবা করে। পরে তার অবস্থা ও তওবা, আমার প্রাপ্ত বর্ণনা অনুযায়ী, ভাল হয়েছিল।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصَّالِحِيْنَ

'তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র নিকট অংগীকার করেছিল, আল্লাহ্ নিজ কৃপায় আমাদের দান করলে আমরা নিশ্চয়ই সাদাকা দিব এবং সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব' (৯ : ৭৫)।

তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট এ অংগীকার করেছিল ছা'লাবা ইব্‌ন হাতিম ও মু'আত্তিব ইব্‌ন কুশায়র। তারা ছিল বনূ আম্‌র ইব্‌ন আওফের লোক।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ اِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

'মু'মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদাকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে আল্লাহ্ তাদের বিদ্রূপ করেন। তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি' (৯ : ৭৯)।

মু'মিনদের মধ্যে এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত সাদাকাদানকারী ছিলেন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) এবং বনূ আজলানের আসিম ইব্‌ন আদী (রা)। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) দান খয়রাতের প্রতি উৎসাহিত করলে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) চার হাজার দিরহাম সাদাকা করে দেন। আসিম ইব্‌ন আদী (রা) সাদাকা করেন একশ' ওয়াসাক খেজুর। তা দেখে মুনাফিকরা তাদেরকে বিদ্রূপ করে এবং মন্তব্য করে যে, এ তো লোক দেখানো ছাড়া আর কিছু নয়।

যিনি কষ্টার্জিত সম্পদ ব্যয় করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন বনূ উনায়ফের আবূ আকীল। তিনি এক সা' খেজুর এনে সাদাকার মালের মধ্যে ঢেলে দেন। তা দেখে মুনাফিকরা হেসে উঠে এবং বলে : আবূ আকীলের এক সা' আল্লাহ্‌র কোন কাজে লাগবে না।

এরপর প্রচণ্ড গরম ও দুর্ভিক্ষের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিহাদের উদ্দেশ্যে তাবূক অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দিলে, তারা পরস্পরে যা বলেছিল, তা ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন :

وَقَالُوْا لاَ تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ - فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلاً وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ... ... وَلاَ تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلاَدُهُمْ ... ...

'এবং তারা বললো, গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বল, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম, যদি তারা বুঝত। অতএব, তারা কিঞ্চিত হেসে নিক, তারা প্রচুর কাঁদবে, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ। (আল্লাহ্ যদি তোমাকে তাদের কোন দলের নিকট ফেরত আনেন এবং তারা অভিযানে বের হওয়ার জন্য তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তুমি বলবে : তোমরা তো আমার সাথে কখনও বের হবে না এবং তোমরা আমার সংগী হয়ে কখনও শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না। তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকাই পসন্দ করেছিলে; সুতরাং যারা পিছনে থাকে তাদের সাথে বসেই থাক। তাদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে তুমি কখনও তার জন্য জানাযার সালাত পড়বে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না। তারা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে)। সুতরাং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, (আল্লাহ্ তো তার দ্বারাই তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান; তারা কাফির থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা দেহ-ত্যাগ করবে' (৯ : ৮১-৮৫)।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য-এর জানাযার সালাত আদায় করার কারণে যা নাযিল হয়

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট যুহরী (র) উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উত্বা (র) হতে এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য-এর মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তার জানাযা পড়ার জন্য ডাকা হল। তিনি তাতে সাড়া দিলেন। যখন তিনি জানাযা পড়ার জন্য তার বরাবর দাঁড়ালেন, তখন আমি ঘুরে গিয়ে তার সামনাসামনি দাঁড়ালাম এবং বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্র দুশমন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য ইব্ন সালূলের জানাযা পড়বেন ? অথচ সে অমুক দিন এই বলেছিল, অমুক দিন এই বলেছিল ? আমি গুনে গুনে দেখাতে লাগলাম সে কোন দিন কি বলেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুনছিলেন আর মুচকি হাসছিলেন। আমি যখন এভাবে বলেই যেতে থাকলাম, তখন তিনি বললেন : উমর সরে যাও, আল্লাহ্র পক্ষ হতে আমি এখতিয়ার লাভ করেছি এবং আমি তাই গ্রহণ করেছি। আমাকে বলা হয়েছে :

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ -

'তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর—একই কথা। তুমি সত্তরবার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না' (৯ : ৮০)।

আমি যদি জানতাম সত্তর বারের বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করা হবে, তবে তাও করতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। এমনি কি তার শবযানের সাথে হেঁটে হেঁটে কবর পর্যন্ত গেলেন এবং দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকলেন।

উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে আমার সে দুঃসাহসিক আচরণের জন্য আমি নিজের প্রতি বিস্মিত হই। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই প্রকৃত অবস্থা ভাল জানেন। কিন্তু আল্লাহ্র কসম, ক্ষণিকের মধ্যেই এ আয়াত দু'টি নাযিল হয় :

وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلاَ تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَاتُوْا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ ـ

'তাদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে তুমি কখনও তার জন্য জানাযার সালাত আদায় করবে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না। তারা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে' (৯ : ৮৪)।

এর পরে স্বীয় ওফাত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) আর কোন মুনাফিকের জানাযা পড়েননি।

অব্যাহতি প্রার্থনাকারী, অজুহাত প্রদর্শনকারী, ক্রন্দনকারী ও মরুবাসী মুনাফিকদের সম্পর্কে যা নাযিল হয়

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ ـ

'আল্লাহ্তে ঈমান আন এবং রাসূলের সংগী হয়ে জিহাদ কর'-এই মর্মে যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের মধ্যে যাদের শক্তি-সামর্থ্য আছে, তারা তোমার নিকট অব্যাহতি চায়' (৯ : ৮৬)।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য ছিল এদেরই একজন। আল্লাহ্ তা'আলা তার সে অবস্থা প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তার সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ جَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاُولٰۤئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ وَجَاۤءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ـ

'কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সঙ্গে ঈমান এনেছিল, তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে। তাদের জন্যই কল্যাণ আছে এবং তারাই সফলকাম। আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তারা স্থায়ী

হবে। এটাই মহাসাফল্য। মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত পেশ করে অব্যাহতি প্রার্থনার জন্য আসল এবং যারা আল্লাহ্কে ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা কথা বলেছিল, তারা বসে থাকল' (৯ : ৮৮-৯০)।

এভাবে তাদের পূর্ণ ঘটনা বিবৃত হয়েছে। যারা অজুহাত পেশ করার জন্য এসেছিল, আমার নিকট পৌঁছা বর্ণনামতে তারা ছিল বনূ গিফারের একদল লোক। খুফাফ ইব্ন আয়মা ইব্ন রাহাদা তাদের একজন। এর পরে অপারগ ও অক্ষমদের অবস্থা বিবৃত হয়েছে, যা শেষ হয়েছে এই আয়াতে :

وَّلاَ عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلاَّ يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ـ

তাদেরও কোন অপরাধ নেই, যারা তোমার নিকট বাহনের জন্য আসলে তুমি বলেছিলে, তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না। তারা অর্থব্যয়ে অসামর্থ্যজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরে গেল" (৯ : ৯২)।

এরাই ছিল ক্রন্দনকারী দল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ

যারা অভাবমুক্ত হয়েও অব্যাহতি প্রার্থনা করেছে, অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের হেতু আছে। তারা অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথে থাকাই পসন্দ করেছিল। আল্লাহ্ তাদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন, ফলে তারা বুঝতে পারে না' (৯ : ৯৩)।

اَلْخَوَالِف — অর্থ নারী। অতঃপর মুসলিমদের নিকট তাদের শপথ ও অজুহাত পেশ করার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন :

فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ..... فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ ـ

'(তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা আল্লাহ্র শপথ করবে যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর;) সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে। (তারা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নাম তাদের আবাসস্থল। তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও)। তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হলেও আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হবেন না' (৯ : ৯৫-৯৬)।

এরপর মরুবাসীদের মধ্যে যারা কপটতা অবলম্বন করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মু'মিনদের ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করেছিল, তাদের কথা বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا 'মরুবাসীদের কেউ কেউ, যা তারা আল্লাহ্র পথে

ব্যয় করে, তাকে অর্থদণ্ড বলে গণ্য করে, অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে খরচাদি ও দান-খয়রাতকে। এরপর আল্লাহ্ বলেন : وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 'এবং তারা তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র তাদেরই হোক। আল্লাহ্ সবশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' (৯ : ৯৮)।

নিষ্ঠাবান মরুবাসীদের সম্পর্কে যা নাযিল হয়

এরপর নিষ্ঠাবান ও খাঁটি মু'মিন মরুবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ـ

'মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহ্তে ও পরকালে ঈমান রাখে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহ্র সান্নিধ্য ও রাসূলের দু'আ লাভের উপায় মনে করে। বাস্তবিকই তা তাদের জন্য আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের উপায়, (আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ রহমতে দাখিল করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) (৯ : ৯৯)।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যাঁরা অগ্রগামী তাদের মাহাত্ম্য এবং তাঁদের জন্য আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত প্রতিদানের উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে তাদেরকেও মেলানো হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 'আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট' (৯ : ১০০)।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ـ

'মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশে-পাশে আছে, তাদের কেউ কেউ মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ -তারা কপটতায় সিদ্ধ'। অর্থাৎ তারা কপটতার আশ্রয় নিয়েছে এবং তা ভিন্ন সব প্রত্যাখ্যান করেছে।

سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ — আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যে দু'বার শাস্তির হুঁশিয়ারী দিয়েছেন, আমার নিকট পৌঁছা বর্ণনামতে তা হচ্ছে—ইসলামের ব্যাপারে নিজেদের অবস্থানগত দুশ্চিন্তা, প্রতিপক্ষের প্রতি অন্যায় আক্রোশ ও বিদ্বেষ, এরপর কবরে যাওয়ার পর সেখানকার শাস্তি, তদুপরি আখিরাতের মহাশাস্তি তথা জাহান্নামের স্থায়ী আযাব। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ـ

'এবং অপর কতক লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা এক সৎকর্মের সাথে অপর অসৎকর্ম মিশ্রিত করেছে। আল্লাহ্ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (৯ : ১০২)।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا 'তাদের সম্পদ হতে সাদাকা গ্রহণ করবে; এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে' (৯ : ১০৩)।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ 'এবং আল্লাহ্র আদেশের প্রতীক্ষায় অপর কতকের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রইলো, হয় তিনি তাদের শাস্তি দিবেন, না হয় ক্ষমা করবেন (৯ : ১০৬)।

এরা হচ্ছেন সেই তিন ব্যক্তি, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাদের তওবা কবূল হওয়ার ঘোষণা না আসা পর্যন্ত তাদের বিষয়টি মূলতবী রাখেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِداً ضِرَاراً 'এবং যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে' (৯ : ১০৭)। এভাবে ঘটনার শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ। 'আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে' (৯ : ১১১)।

এরপর সূরার শেষ পর্যন্ত তাবূক যুদ্ধের বৃত্তান্ত এবং তদসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী বিধৃত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর পরবর্তীকালে সূরা বারাআত পরিচিত ছিল সূরা মুব'আছিরা (উদ্ঘাটনকারী) নামে। যেহেতু এ সূরা মানুষের রহস্য উদ্ঘাটন করেছে।

তাবূকই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধাভিযান।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুদ্ধাভিযানসমূহের পরিসংখ্যানে হাস্সান (রা)-এর কবিতা

আনসারগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যে সব যুদ্ধাভিযানে শরীক থেকেছেন তার সংখ্যা ও স্থানের উল্লেখপূর্বক হযরত হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করেন। ইব্ন হিশাম বলেন : এক বর্ণনামতে কবিতাটি তাঁর পুত্র আবদুর রহমান ইব্ন হাস্সানের রচিত।

সমবেত হলে মা'দ গোত্রের আপামর-সাধারণ,
নইকি আমি ব্যক্তিত্বে, খান্দানে সবার সেরা?
এরা এমন সম্প্রদায়, যারা সকলে রাসূলের সাথে
বদরে থেকেছে শরীক, করেনি কোন ক্রুটি, ছাড়েনি সহযোগিতা
তারা রাসূলের হাতে করেছে বায়'আত, একজনও তা
করেনি ভংগ, হয়নি তাদের প্রতিশ্রুতি বিনষ্ট।
যেদিন প্রাতে উহুদের গিরি-সংকটে তাদের উপর আসে
অগ্নিশিখার মত তপ্ত দীপ্ত তরবারির আঘাত,
আর যেদিন যূ-কারদে, অশ্বপৃষ্ঠে তাদের করা হয়
উত্তেজিত। সেদিন হয়নি তারা হীনবল, ভীত-সন্ত্রস্ত।
একবার যুল-উশায়রাকে তারা রাসূলের সাথে
করে অশ্ব-পদ-পিষ্ট। তারা ছিল সজ্জিত চকচকে
তরবারি, আর দীর্ঘ সড়কিতে।
ওয়াদ্দানের যুদ্ধে অশ্ব-পৃষ্ঠে হেলেদুলে—
করে তার অধিবাসীদের উৎখাত, যাবত না আমাদের
গতিরোধ করে টিলা আর পাহাড়।
সে রাতেও তারা ছিল উপস্থিত, যখন আল্লাহ্র পথে
করে তারা শত্রুর অনুসন্ধান। বস্তুত আল্লাহ্ তাদের
ঠিকই দিবেন কাজের পুরস্কার।
নাজদের যুদ্ধেও তারা রাসূলের সাথে থেকে নিহত শত্রুর
মালপত্র পেয়েছিল, করেছিল গনীমত লাভ।
আল-কা'-এর যুদ্ধে আমরা শত্রুদের করি ছত্রভঙ্গ
যেমন পানির ঘাটে উটদের করা হয় বিশৃংখল।

যেদিন যুদ্ধের জন্য রাসূলের নিকট করা হয় বায়'আত,
সেদিন তারা ছিল সে বায়'আতে শরীক। অনন্তর
তারা হয় তার সহমর্মী, কখনই যায়নি ঘুরে।
মক্কা বিজয়ে তারা থাকে তাঁর বাহিনীর রক্ষীদলে।
তখন তারা হয়নি দিশেহারা, করেনি তাড়াহুড়ো।
খায়বরের যুদ্ধে তারা ছিল তাঁর সেনাদলে
কী সাহসী গতি তাদের দৃপ্ত পদক্ষেপ!
নাঙা তরবারি ছিল আন্দোলিত তাদের ডান হাতে
কখনও বেঁকে যায় তা আঘাতকালে, কখনও ঋজুস্থির।
সওয়াবের আশায় যেদিন আল্লাহ্‌র রাসূল তাবূক অভিমুখে
আগুয়ান হন, তারা সামনে তখন ঠিক ঝাণ্ডা যেন তাঁর।
যদি তাদের সামনে ঘটে যুদ্ধের প্রকাশ, তবে তার সাথে
করে বোঝাপড়া, যাবত না তারা এগিয়ে চলে সামনে,
কিংবা ফিরে আসে জয়ী হয়ে।
এরা সেই সে জাতি, যারা নবীর সাহায্যকারী।
আমারই সম্প্রদায় তারা, কুল পরিচয়ে তাদেরই সাথে
মিলিত আমি।
তারা সসম্মানে করে মৃত্যুবরণ। তাদের অংগীকার
হয় না ভংগ। করে শাহাদত লাভ নিহত হলে—
আল্লাহ্‌র রাহে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ কবিতার শেষ লাইনের দ্বিতীয় পংক্তি ইব্‌ন ইসহাক ভিন্ন অপর সূত্রে প্রাপ্ত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরও বলেন :

মুহাম্মাদের পূর্বে আমরা ছিলাম রাজা মানুষের।
ইসলাম আসার পরে শ্রেষ্ঠত্ব থাকে আমাদেরই।
এক আল্লাহ্, যিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ, আমাদের
করেছেন সম্মানিত নজীরবিহীন এক যুগ দ্বারা,
আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের ও দ্বীনের সাহায্য দ্বারা।
সে দীনে আমাদের করেছেন ভূষিত, এক অনন্য নামে।
তারাই আমার সম্প্রদায়, সেরা সকল সম্প্রদায়ের।
ভাল যা কিছু হিসাবে আসে, আমার সম্প্রদায় যোগ্য তার।

তারা তাদের ন্যায় নীতি দ্বারা করে সংশোধন অন্যের হৃত-নৈতিকতা
ন্যায়-নীতি হতে তাদের নেই কোন প্রতিবন্ধকতা।
যখন তারা যায় মজলিসে তাদের, বলে না অশ্লীল কথা।
যাচ্ঞাকারীদের প্রতি তাদের থাকে না কোন কার্পণ্য।
তারা যদি যুদ্ধ করে কিংবা সন্ধি, তাতে রাখে না
কোন অস্পষ্টতা। তাদের সাথে যুদ্ধের ফল মৃত্যু নির্ঘাত
তবে সন্ধি নেহাত সোজা।
তাদের প্রতিবেশী হয় ওয়াদা রক্ষাকারী, উচ্চ ভূমিতে যার
বাড়ি। আমাদের মাঝে তার জন্য রয়েছে মহানুভবতা,
আর ত্যাগের ঠাঁই।
তাদের কোন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে যে রক্তপণ
বর্তায় তার উপর আদায় করে তা পুরোপুরি
কোন জরিমানা তার থাকে না অনাদায় কিংবা সে
অসহায়ভাবে হয় না পরিত্যক্ত।
তাদের যে যা বলে, বলে খাঁটি সত্য।
তাদের সহনশীলতার ঘটে পুনরাবৃত্তি, ফয়সলা তাদের ন্যায্য।
মুসলিমদের আমীর ছিলেন জীবনভর আমাদেরই এক ব্যক্তি।
গোসল করিয়ে তার অশুচিতা করে দূর ফেরেশতাগণ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : والبسناء اسما, ইব্‌ন ইসহাক ভিন্ন অপর সূত্রে প্রাপ্ত। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরও বলেন :

শুধালে তুমি জানতে পারবে আমার সম্প্রদায়
মহানুভব অতি অতিথির তরে, যবে এসে পৌঁছায় তারা।
তাদের জুয়াড়িদের বড় বড় পাতিল।
তাতে রান্না করা হয় বৃহৎ কুঁজবিশিষ্ট উট।
তারা তাদের প্রবাসীদের করে অংশীদার নিজেদের ঐশ্বর্যে
তাদের গোলামও নির্যাতিত হলে করে তার সাহায্য।
তারা ছিল স্বদেশের রাজা,
অন্যায়-অনাচার রোধে তারা তরবারিকে জানাত আহ্বান।
মানুষের রাজা তারা চিরকাল
কসম ভাংগার জন্যও যেন তারা কোন কালে একদিনও ছিল
না কারও প্রজা।

আ'দ এবং তার সমতুল্য জাতি ছামূদ ও ইরামের এখনও যারা
আছে অবশিষ্ট, জেনে রেখ তারা,
ইয়াসরিবের খর্জুর বীথিতে গড়েছে দুর্গ। আর তাতে পালন
করেছে গবাদি পশু।
পানি বহনকারী উটদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে ইয়াহূদীরা, বলেছে
হটো, এসো।
তারা তাদের চাহিদামত পান করে ফলের রস,
করে যাপন আয়েশী জীবন, চিন্তাহীন।
আমরা ভারী অস্ত্র নিয়ে তেজোদীপ্ত সফেদ উটে সওয়ার হয়ে তাদের
দিক হলাম অগ্রসর।
তার সাথে রেখেছিলাম উৎকৃষ্টতম ঘোড়া,
মোটা চামড়ায় আবৃত।
তারা যখন সিরারের দু'পাশে উট থামাল এবং তার উপর
হাওদা বাঁধল জীর্ণ রশিতে,
তখন তারা ভড়কে গেল কেবল অতর্কিত উপস্থিতিতে আমাদের
অশ্বের। হল দিকভ্রান্ত পশ্চাৎ দিকের আকস্মিক হামলায়।
তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে লাগল দ্রুত।
আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম তাদের উপর বনের সিংহের মত
সুরক্ষিত দীর্ঘকায় অশ্বে চড়ে, যা হয় না
কখনও ক্লান্ত, অবসন্ন।
তামাটে রঙের সে ঘোড়া চিত্ত চঞ্চল, সুগঠিত মজবুত
তার পায়ের গ্রন্থি তীরের মত মজবুত।
তার আরোহী অভ্যস্ত গেরিলার সাথে যুদ্ধ করতে, বীর
প্রতিপক্ষকে আঘাত হানতে।
তারা এমন দিগ্বিজয়ী রাজা,
দেশে দেশে যখন অভিযান চালায়, তখন—
সামনেই এগিয়ে যেতে থাকে, পেছনে হটতে জানে না।
এরপর আমরা তাদের সর্দার ও নারীদের নিয়ে ফিরে এলাম।
তাদের সন্তানদের তখন বণ্টন করা হচ্ছিল যোদ্ধাদের মাঝে।
তাদের পর আমরা তাদের বাসভূমির অধিকারী হই।
আমরা এখন সেখানকার রাজা, কে পারে আমাদের হটাতে?

সুপথে চালিত রাসূল যখন আসলেন আমাদের নিকট
সত্য নিয়ে এবং আনলেন আঁধারের পর আলো।
আমরা বললাম : সত্য বলেছেন হে মহাপ্রভুর রাসূল!
আসুন আমাদের কাছে এবং থেকে যান আমাদের মাঝে।
আমরা সাক্ষ্য দেই আপনি আল্লাহ্র রাসূল,
প্রেরিত হয়েছেন জ্যোতিরূপে, সুপ্রতিষ্ঠিত দীনসহ।
আমরা ও আমাদের সন্তান-সন্ততি হব আপনার ঢাল।
আমরা করব আপনার নিরাপত্তা বিধান, আমাদের অর্থ-সম্পদে
আপনার অবারিত অধিকার।
আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাসী, আপনার সাহায্যকারী,
অন্যরা আপনাকে করলেও প্রত্যাখ্যান।
আপনি জানান উদাত্ত আহ্বান, কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নয়।
যে বার্তা আপনি রেখেছিলেন অপ্রকাশ, করুন তা প্রচার
খোলাখুলি, কোনরূপ রেখে-ঢেকে নয়।
এরপর বিভ্রান্ত লোকেরা তাঁর দিকে তরবারি নিয়ে
অগ্রসর হল, ভেবেছিল বুঝি বা বধ করা যাবে তাঁকে।
আমরাও তরবারি নিয়ে এগুলাম তাদের দিকে, বিদ্রোহী জাতিকে
তাঁর পক্ষ হতে করতে দমন।
সে কি তীক্ষ্ণ শাণিত চকচকে তরবারি! নিমিষে কেটে করে
খণ্ড-বিখণ্ড। কঠিন হাড়েও যখন আঘাত হানে।
তখন তা হয় না ব্যর্থ, যায় না ভোঁতা হয়ে।
আমাদেরে তার উত্তরাধিকারী করে গেছেন, আমাদের
মহাসম্মানিত প্রাচীন গৌরবের অধিকারী পূর্ব-পুরুষেরা।
এক প্রজন্ম গত হলে অন্য প্রজন্ম করে তার স্থান পূরণ।
আবার তারা যখন চলে যায়, রেখে যায় উত্তরসূরী।
এমন কোন লোক পাবে না তুমি, যে নয় আমাদের কৃপাধন্য,
যদিও কেউ করে অকৃতজ্ঞতা।

ইব্ন হিশাম বলেন :

فكانوا ملو كا بارضيهم * ينادون غضبا بامرغشم

অনুরূপ كل كميت مطار الفؤاد এবং بيثرب قد شيدوا فى النخيل * حصونا ودجن فيها النعم —শ্লোক দু'টিও তারই বর্ণনায় প্রাপ্ত।

এ বছরকে ওফূদ তথা প্রতিনিধি দলসমূহের আগমনের বছর বলা হয়
[৯ম হিজরী সন]

সূরা নাসরের নাযিল হওয়া

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা জয় করলেন, তাবূক অভিযান সমাপ্ত করলেন এবং সাকীফ গোত্রও ইসলাম ও বায়'আত গ্রহণ করল, তখন চতুর্দিক হতে আরব প্রতিনিধি দলসমূহ তাঁর নিকট উপস্থিত হতে লাগল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট আবূ উবায়দা (র) বর্ণনা করেছেন যে, এটা হিজরী ৯ম সালের ঘটনা। এ বছরকে ওফূদ তথা প্রতিনিধি দলসমূহের আগমনের বছর বলা হত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাধারণ আরববাসী ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কুরায়শ গোত্রের মাঝে বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিল। কেননা, কুরায়শ গোত্র ছিল আরবদের নেতা ও তাদের পথের দিশারী। সেই সাথে তারা ছিল পবিত্র কা'বা ঘরের তত্ত্বাবধায়ক এবং ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (আ)-এর সাক্ষাত বংশধর। আরবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণও এটা অস্বীকার করতে পারত না। সেই কুরায়শ গোত্রই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। অবশেষে যখন মক্কাও বিজিত হলো, কুরায়শ গোত্র তাঁর বশ্যতা স্বীকার করল এবং ইসলাম তাদেরকে স্বীয় পক্ষপটে নিয়ে নিল, তখন আরব জাহান উপলব্ধি করলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা তাদের নেই। তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করা তাদের সাধ্যাতীত। সুতরাং তারা সকলে আল্লাহ্‌র দীনে দাখিল হলো এবং আল্লাহ্ তা'আলার ভাষায়, তারা তাঁর দীনে প্রবশে করলো দলে দলে। তারা চুতর্দিক হতে ইসলামের প্রতি ছুটে আসতে লাগলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা)-কে লক্ষ্য করে বলেন :

اذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ اَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّه كَانَ تَوَّابًا -

'যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি তো তওবা কবূলকারী (১১০ : ১-৩)। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে তোমার দীনকে জয়ী করলেন, সেজন্য তাঁর প্রশংসা করো।

বনূ তামীমের প্রতিনিধি দলের আগমন ও সূরা হুজুরাত অবতরণ

প্রতিনিধি দলের সদস্যবর্গ

এরপর আরব প্রতিনিধি দলসমূহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করলো। বনূ তামীমের একদল নেতৃস্থানীয় লোক নিয়ে হাযির হলেন উতারিদ ইব্ন হাজিব ইব্ন যুরারা ইব্ন উদুস তামীমী (রা)। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আকরা ইব্ন হাবিস তামীমী (রা) বনূ সাদের যিবারকান ইব্ন বাদর তামীমী (রা), আমর ইব্ন আহতাম্ (রা) ও হাবহাব ইব্ন ইয়াযীদ (রা)।

হুতাত (রা)-এর বৃত্তান্ত

ইব্ন হিশাম বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুতাত (রা) ও মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তিনি এভাবে একদল মুহাজির সাহাবীর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কায়েম করেছিলেন, যেমন আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর মাঝে, উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) ও আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর মাঝে, তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) ও যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা)-এর মাঝে, আবূ যর গিফারী (রা) ও মিকদাদ ইব্ন আমর বাহরানী (রা)-এর মাঝে এবং মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা) ও হুতাত ইব্ন ইয়াযীদ মুজাশিঈ (রা)-এর মাঝে। হুতাত (রা) মুআবিয়া (রা)-এর খিলাফতকালে ইন্তিকাল করেন। মুআবিয়া (রা) এই ভ্রাতৃত্ব সূত্রে তাঁর পরিত্যাক্ত সম্পত্তি অধিকার করেন। এ কারণে কবি ফারাযদাক তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

ابوك وعمى يا معاوى اورثا * تراثا فيحتاز التراث اقاربه

فما بال ميراث الحتات اكلته * وميراث حرب جامدلك ذائبه

হে মুআবিয়া! তোমার পিতা ও আমার চাচা যে মীরাস রেখে গিয়েছিলেন—
তা তো তার আত্মীয়বর্গ করেছিল লাভ।
কিন্তু হুতাতের মীরাসের কী হল যে, তুমি তা খেয়ে ফেললে,
অথচ হারবের দ্রবণীয় মীরাস তোমার জন্য আছে জমাট বেঁধে?
এটা তার একটি কবিতার অংশ-বিশেষ।

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ তামীমের প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন নু'আয়ম ইব্ন ইয়াযীদ (রা), কায়স ইব্ন হারিস (রা) এবং বনূ সা'দের কায়স ইব্ন আসিম। এঁরা ছিলেন বনূ তামীমের একটি বিরাট প্রতিনিধি দলে।

ইব্ন হিশাম বলেন : উতারিদ ইব্ন হাজিব (রা) ছিলেন বনূ দারিম ইব্ন মালিক ইব্ন হানজাল ইব্ন মালিক ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন তামীমের লোক। অনুরূপ আকরা ইব্ন হাবিস (রা) হুতাত ইব্ন ইয়াযীদ (রা)-ও ছিলেন বনূ দারিম ইব্ন মালিকের লোক। যিবারকান ইব্ন বাদর ছিলেন বনূ বাহদালা ইব্ন আওফ ইব্ন কা'ব ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন তামীমের লোক। আমর ইব্ন আহতাম ছিলেন বনূ মিনকার ইব্ন উবায়দ ইব্ন হারিস ইব্ন আমর ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন তামীমের লোক। কায়স ইব্ন আসিম (রা)-ও ছিলেন- বনূ মিনকার ইব্ন উবায়দ ইব্ন হারিসের লোক।

ইব্ন ইসহাক বলেন : উয়ায়না ইব্ন হিস্ন ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন বাদ্র ফাযারী (রা)-ও এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন। আকরা ইব্ন হাবিস (রা) ও উয়ায়না ইব্ন হিস্ন (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মক্কা বিজয় এবং হুনায়ন ও তায়েফ যুদ্ধে শরীফ ছিলেন।

হুজরা তথা কক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

বনূ তামীমের প্রতিনিধি দল যখন আগমন করে, তখন এ দু'জনও তাদের সাথে ছিলেন। প্রতিনিধি দলটি মসজিদে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর প্রকোষ্ঠের পিছন থেকে চিৎকার করে ডাক দিল, হে মুহাম্মদ! আমাদের নিকট বের হয়ে আসুন! তাদের এ চেঁচামেচি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য পীড়াদায়ক হয়। তিনি তাদের নিকট বের হয়ে আসেন, তারা বললো : হে মুহাম্মদ! আমরা গৌরবজনক বিষয়ে আপনার সাথে প্রতিযোগিতা করতে এসেছি। আপনি আমাদের কবি ও বাগ্মীকে অনুমতি দিন। তিনি বললেন : আমি তোমাদের বাগ্মীকে অনুমতি দিলাম। সে তার বক্তব্য পেশ করুক।

উতারিদের ভাষণ

তখন উতারিদ ইব্ন হাজিব দাঁড়িয়ে বললেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, আমাদের প্রতি যার অনুগ্রহ ও করুণা অশেষ। বস্তুত তিনিই প্রশংসার যোগ্য। তিনি আমাদের রাজা বানিয়েছেন। আমাদের দান করেছেন প্রচুর ধন-দৌলত, যাদ্বারা আমরা দান-দক্ষিণা করি। তিনি আমাদেরকে প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে সব চাইতে শক্তিশালী, জনসংখ্যায় বৃহত্তম এবং অস্ত্রসম্ভারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়েছেন। মানুষের মধ্যে কারা আছে আমাদের সমকক্ষ? আমরা কি মানুষের শীর্ষস্থানে ও তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নই? যারা আমাদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে চায়, তারা আমাদের মত গৌরবজনক বিষয়ের তালিকা পেশ করুক। ইচ্ছা করলে আমরা আরও অনেক বলতে পারি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া অঢেল নিআমতের কথা বলে বেড়াতে আমরা লজ্জাবোধ করি। আর এ ব্যাপারে আমরা সুখ্যাত।

এই যা কিছু বললাম, তা কেবল এজন্যই, যাতে আপনারা আমাদের অনুরূপ বিষয় উপস্থিত করতে পারেন এবং আমাদের চেয়ে উত্তম কিছু পেশ করতে সক্ষম হন। এই বলে তিনি বসে পড়লেন।

সাবিত ইব্‌ন কায়স কর্তৃক উতারিদের বক্তৃতার জবাব প্রদান

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ হারিস ইব্‌ন খাযরাজের সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস (রা)-কে বললেন : দাঁড়াও এবং এই ব্যক্তির ভাষণের জবাব দাও। সাবিত (রা) দাঁড়িয়ে বললেন :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যার সৃষ্টি, যিনি এর মাঝে জারী করেছেন স্বীয় নির্দেশ। তাঁর জ্ঞান তাঁর কুরসী জুড়ে ব্যাপ্ত। তার অনুগ্রহ ব্যতীত কখনও কোন বস্তু হয়নি। এরপর তাঁর ক্ষমতার এক নিদর্শন এই যে, তিনি আমাদেরকে রাজ-ক্ষমতার অধিকারী করেছেন। তিনি রাসূলরূপে মনোনীত করেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিকে, যিনি বংশ মর্যাদার সবার সেরা, বাক্যালাপে সব চাইতে সত্যবাদী এবং জ্ঞান-গরিমায় সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তাঁর প্রতি স্বীয় কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাঁকে সমগ্র সৃষ্টির উপর স্থান দিয়েছেন। সুতরাং তিনি হলেন নিখিল বিশ্বের সর্বাপেক্ষা আল্লাহ্‌র পসন্দনীয় ব্যক্তি। এরপর তিনি মানুষকে আহ্বান করলেন তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্য। ফলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনলো মুহাজিরগণ, যারা তাঁর নিজ সম্প্রদায়েরই লোক এবং তাঁর আত্মীয়বর্গ, যারা জ্ঞান-গরিমায় শ্রেষ্ঠ মানুষ, চেহারার দিক থেকে সব চাইতে ভাল এবং কাজে-কর্মে সবার সেরা। এরপর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আল্লাহ্‌র ডাকের জবাব সর্বপ্রথম আমরাই দেই। আমরাই আল্লাহ্‌র আনসার (সাহায্যকারী) ও তাঁর রাসূলের সহযোগী। আমরা অপরাপর লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, সে তার জানমালের নিরাপত্তা বিধান করে নেয়। পক্ষান্তরে যে কুফরী অবলম্বন করবে আমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ চালিয়ে যাব। তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য নিতান্তই সহজ। এই হচ্ছে আমার বক্তব্য। আমি আমার নিজের জন্য এবং সকল মু'মিন নর-নারীর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক।

নিজ সম্প্রদায়কে নিয়ে যিবারকানের অহংকার

এরপর যিবারকান ইব্‌ন বাদর দাঁড়িয়ে বললো :

আমরাই সম্মানী, আমাদের সমান নয় কোন বংশ,
রাজা-বাদশা হয় আমাদেরই মধ্যে আর উপাসনালয়
স্থাপিত হয় আমাদেরই মাঝে।
যুদ্ধ-বিগ্রহে আমরা কত বংশ করেছি পর্যুদস্ত,
আমাদের বাড়তি ইজ্জত সর্বদা হয় অনুসৃত!
আমরাই সে জাতি, যাদের অন্নদাতা দুর্ভিক্ষকালে
খাওয়ায় ভুনা গোশত- যখন দেখা যায় না মেঘের চিহ্ন।
তোমরা তো দেখছ, চতুর্দিক হতে নেতৃস্থানীয় লোক
আমাদের কাছে ছুটে আসে, আমরা দেখাই তাদের সৌজন্য।

আমরা আমাদের অতিথিদের জন্য যবাই করি হৃষ্ট-পুষ্ট,
নিরোগ অভিজাত উট, তারা হয় পরিতৃপ্ত।
তোমরা দেখবে যে কোন বংশের সামনে আমরা
তুলে ধরি নিজেদের গৌরব, তারা তো আমাদের দ্বারা উপকৃত।
ফলে তারা হয় নতশির।
আমাদের উপর যে এ নিয়ে বড়াই দেখায় আমরা তাকে চিনি।
মানুষ তো আসা যাওয়া করে। কথাও সব রটে যায়।
আমরাই করি প্রত্যাখ্যান, আমাদের করে না কেউ অগ্রাহ্য।
এমন করেই আমরা গৌরবে থাকি অপরাজেয়।

ইব্ন হিশাম বলেন : منا الملوك وفينا تنصب البيع -এর স্থলে منا الملوك وفينا تقسم الربع -ও বর্ণিত আছে, যার অর্থ আমাদেরই মধ্য থেকে হয় রাজা-বাদশা এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-চতুর্থাংশ বণ্টন হয় আমাদেরই মাঝে।[১]

অনুরূপ من كل ارض هويا ثم تصطنع -এর স্থলে বর্ণিত আছে من كل ارض هوانا ثم نتبع অর্থাৎ সকল অঞ্চল থেকে আসে বশ্যতা স্বীকার করে, এরপর আমরা হই অনুসৃত।'

বনূ তামীমের জনৈক ব্যক্তি এ কবিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তবে কাব্য-সাহিত্যে যারা ধারণা রাখেন, তাদের অধিকাংশই এটাকে যিবারকানের কবিতা বলে স্বীকার করেন না।

যিবারকানের জবাবে হাস্সানের কবিতা

এ সময় হাস্সান (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ডেকে পাঠালেন। হাস্সান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বার্তাবাহী এসে আমাকে জানাল যে, তিনি বনূ তামীমের কবির জবাব দেওয়ার জন্য আমাকে ডেকেছেন। তখন আমি এই বলতে বলতে তাঁর নিকট যাত্রা করলাম :

منعنا رسول الله اذ حل وسطنا * على انف راض من معد وراغم
منعناه لما حل بين بيوتنا * باسيافنا من كل باغ وظا لم
ببيت حريد عزه وثراؤه * بجابية الجولان وسط الاعاجم
هل المجد الا السودد العود والندى * وجاه الملوك واحتمال العظائم

রাসূলুল্লাহ্ যখন আমাদের মধ্যে আসলেন, আমরা তাঁকে
রক্ষা করলাম, মাআদ তা পসন্দ করুক আর নাই করুক।
আমরা তাঁকে রক্ষা করলাম, যখন তিনি এসে প্রবেশ
করলেন আমাদের গৃহে, আমাদের তরবারি দ্বারা যতসব
বিদ্রোহী ও অত্যাচারীর হাত থেকে।

---

১ প্রাক-ইসলামী যুগে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের এক-চতুর্থাংশ অধিনায়ক নিজের জন্য রেখে দিত।

এমন এক ঘরে, আজমী জগতের অন্তর্গত—
জাবিয়াতুল-জাওলানের[১] পার্শ্বে যার মর্যাদা ও প্রাচুর্য অদ্বিতীয়।
প্রাচীন আভিজাত্য, উদারতা, রাজকীয় সম্মান ও বড় বড়
দায়-দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়া গৌরব কি অন্য কিছু?

হাস্‌সান (রা) বলেন : আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌছলাম এবং আগন্তুক সম্প্রদায়ের কবি দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য পেশ করলো, তখন আমি তারই কবিতার ধারায় কবিতা বললাম এবং সে যা বলেছিল, সে রকম বললাম।

যিবারকান তাঁর বক্তব্য শেষ করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে বললেন : ওঠ হে হাস্‌সান! ওই লোক যা বললো, তার জবাব দাও। হাস্‌সান (রা) দণ্ডায়মান হলেন : এবং বললেন—

ফিহ্‌র ও তার সমসাময়িক গোত্রসমূহের নেতৃবর্গ
মানুষের জন্য এমন আদর্শ তুলে ধরেছে যা অনুসৃত হয়ে থাকে।
যার অন্তরে আল্লাহ্ ভীতি আছে, এমন প্রত্যেকটি লোক
তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং যে কোন ভাল কাজে তারা তৎপর।
তারা যখন যুদ্ধ করে, তখন করে শত্রুর সমূহ ক্ষতি সাধন,
আর যখন অনুগামীদের উপকার করার চেষ্টা করে,
তখন ঠিকই তারা উপকৃত হয়।
তাদের এই যে স্বভাব-চরিত্র, এটা নয় নতুন কিছু
জেনে রেখো, সৃষ্টিরাজির সব চাইতে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে যা কিছু নতুন।
মানুষের মধ্যে এদের পরে অগ্রগামী কেউ যদি হয়,
তবে (মনে রেখ) তাদের প্রতিটি অগ্রগামিতা পূর্ববর্তীদের
মামূলী অগ্রগামিতারও পেছনে থাকবে।
যুদ্ধ-বিগ্রহে তাদের হাত যা কিছু ধ্বংস করে,
সকল মানুষ মিলেও তা পারে না মেরামত করতে
কিংবা তারা যা মেরামত করে, কেউ পারে না তা ধ্বংস করতে।
যুদ্ধকালে এরা যদি অন্যসব লোকের সম্মুখবর্তী হয়,
তবে তাদের সে সম্মুখবর্তিতা হয় সাফল্যমণ্ডিত।
আর সব দানশীল ও অতিথিপরায়ণ লোকদের সঙ্গে
তাদের তুলনা করলে দেখা যাবে, এরাই বড় দাতা।
তারা পূত-পবিত্র। ওহীর মাঝে তাদের পবিত্রতা বর্ণিত হয়েছে।

---

১. 'জাবিয়াতুন-জাওলান' সিরিয়ার একটি নগর।

তারা আবিলতায় লিপ্ত হয় না। লালসা তাদের ধ্বংস করে না।
তারা নিজ অনুগ্রহের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর প্রতি কার্পণ্য করে না।
লালসার ময়লা করে না তাদের স্পর্শ।
কোনও সম্প্রদায়ের সাথে যখন আমরা যুদ্ধে জড়াই, তখন
তাদের দিকে মাটিতে বুক লাগিয়ে অগ্রসর হই না, যেমন
বুনো গাভীর দিকে অগ্রসর হয় তার বাছুর।
যখন যুদ্ধ তার নখর থাবা বিস্তার করে আমাদের দিকে,
তখন আমরা উঠে দাঁড়াই, আর কাপুরুষেরা তার
নখের খোঁচায় হয়ে পড়ে নতজানু।
এরা যখন শত্রুর উপর বিজয়ী হয়, তখন করে না দর্প।
আর আক্রান্ত হলেও এরা হয় না হতবল ও ব্যাকুল চিত্ত।
যুদ্ধক্ষেত্রে যখন মৃত্যু হয় সন্নিকট
তখন এরা ঠিক হালয়া[১]-র বাঁকা-থাবা সিংহের মত।
তাদের ক্রোধের সময় তাদের থেকে যা ইচ্ছা অবাধে নাও,
কিন্তু সাবধান, যা তারা দিতে চায় না, তার প্রতি যেন
তোমার লালসা না জাগে।
তাদের সাথে যুদ্ধে নিহিত থাকে বিষ ও সালা[২] মিশ্রিত সর্বনাশ।
কাজেই তাদের সাথে শত্রুতা পরিহার কর।
কী মহান সে জাতি, আল্লাহ্র রাসূল-যাদের দলনেতা!
যখন চতুর্দিকে বিরাজমান স্বেচ্ছাচারিতা ও দলাদলি।
তাদের জন্য উৎসর্গ করে আমার চিত্ত এমন এক বন্দনা।
আমার বাঞ্ছিত কাজে যার অনুকূল এক
তৎপর-মুখর রসনা।
কারণ, তারা সকল সম্প্রদায়ের সেরা; তা লোকে ঠাট্টা
করেই বলুক, আর বাস্তবে।

ইব্ন হিশাম বলেন : আবূ যায়দ يرضى بهم كل من كانت سريرته -এর স্থলে আবৃত্তি করে শোনান :

يرض بها كل من كانت سريرته * تقوى الاله وبالامر الذى شرعوا

যার অন্তরে আল্লাহ্ ভীতি আছে—এমন প্রত্যেকটি লোক সন্তুষ্ট থাকে তাতে এবং সেই অনুশাসনে, যা তারা প্রবর্তন করেছে।

---

১. ইয়ামানের একটি বন। এককালে এখানে প্রচুর সিংহের বাস ছিল।
২. সালা-এ প্রকার বিষাক্ত উদ্ভিদ।

যিবারকান ইব্ন বাদরের কয়েকটি কবিতা

ইব্ন হিশাম বলেন : কাব্য-সাহিত্যে পারদর্শী বনূ তামীমের এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন, যিবারকান ইব্ন বাদর যখন বনূ তামীমের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করেন, তখন তিনি তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

আমরা আপনার নিকট এসেছি, যাতে মানুষ
আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে পারে—যখন বাৎসরিক
পর্বে তারা একত্র হয় সমাবেশে
(তারা যাতে উপলব্ধি করতে পারে) যে, আমরাই সর্বক্ষেত্রে
সব মানুষের শীর্ষস্থানীয় এবং হিজায মুলুকে দারিমের[১]
মত আর কেউ নাই।
আমরা চিহ্নধারী উন্নাসিক সৈনিকদের হটিয়ে দেই
আর মুণ্ডুপাত করি সব দর্পিত বীর যোদ্ধার।
নাজদ বা আজমের কোন অঞ্চলে আমরা যত যুদ্ধাভিযান
চালাই, তাতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-চতুর্থাংশ পাই আমরাই।

যিবারকানের কবিতার জবাবে হাস্সান (রা)-এর দ্বিতীয় কবিতা।

এরপর হযরত হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) দাঁড়িয়ে তার জবাব দিলেন। তিনি বললেন :

প্রাচীন আভিজাত্য, আতিথেয়তা, রাজকীয় মর্যাদা এবং
বড় বড় দায়-দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়া আর কিসে গৌরব?
আমরা সাহায্য করেছি ও আশ্রয় দিয়েছি নবী মুহাম্মদকে
তা মাআদ বংশ পসন্দ করুক, আর নাই করুক।
(আশ্রয় দিয়েছি) এমন এক গোত্রে, যারা আজম জগতের
অন্তর্গত জাবিয়াতুল-জাওলানের পার্শ্বে আভিজাত্য ও
প্রাচুর্যে অদ্বিতীয়।
তিনি যখন আসলেন আমাদের দেশে, তখন আমরা
তাঁর সাহায্য করলাম আমাদের তরবারি দিয়ে যতসব
বিদ্রোহী ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে।
আমরা আমাদের পুত্র-কন্যাদের তার প্রহরায় নিযুক্ত করেছি।
গনীমতের যে হিস্যা আমরা পাই, তাতে তাঁর জন্য
আমাদের অন্তর খুশী।

---

১. দারিম বনূ তামীমের অধঃস্তন পুরুষ, যার থেকে একটি শাখাগোত্রের সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা তীক্ষ্ণ তরবারি চালাতে থাকি মানুষের
উপরে। ফলে, তারা দলে দলে ছুটে আসছে তাঁর দীনের দিকে।
আমরাই জন্ম দিয়েছি কুরায়শের মহান ব্যক্তিকে[1]
জন্ম দিয়েছি আমরা বনূ হাশিমের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের নবীকে।
হে বনূ দারিম! তোমরা অহংকার করো না, কেননা
মহৎ চরিত্রমালার বর্ণনাকালে তোমাদের গৌরব এক
বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।
তোমাদের জননী তোমাদের হারিয়ে ফেলুক, তোমরা
আমাদের উপর বড়াই কর, অথচ আমাদের সামনে
তোমরা গোলাম-বাঁদী সমতুল্য সেবক।
তোমরা যদি নিজেদের রক্ত হিফাযত করার জন্য,
এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদকে গনীমতরূপে বণ্টন
করা হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এসে থাক,
তা হলে আল্লাহ্র কোন সমকক্ষ দাঁড় করিও না
আর ইসলাম গ্রহণ কর এবং আজমীদের মত পোশাক
পরিচ্ছেদ ব্যবহার করা ছেড়ে দাও।

প্রতিনিধি দলটির ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, তখন আকরা ইব্ন হাবিস বলে উঠলেন : আমার পিতার কসম! ইনি তো এমন এক ব্যক্তি, যার পক্ষে আল্লাহ্র সাহায্য নিয়োজিত। তাঁর বক্তা নিঃসন্দেহে আমাদের বক্তা অপেক্ষা বলিষ্ঠতর। তাঁর কবি আমাদের কবি অপেক্ষা অনেক বড়। তাদের আওয়ায আমাদের আওয়ায অপেক্ষা মধুর।

আলাপ-আলোচনা শেষ হওয়ার পর প্রতিনিধি দলটি ইসলাম গ্রহণ করলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের মূল্যবান উপহার দিলেন।

কায়সের নিন্দায় ইব্ন আহতাম-এর কবিতা

প্রতিনিধি দলের লোকেরা আমর ইব্ন আহতামকে পিছনে রেখে এসেছিল। সে ছিল বয়সে তাদের সবার ছোট। কায়স ইব্ন আসিম ছিল আমর ইব্ন আহতামের উপর অসন্তুষ্ট। সে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের হাওদায় একটি নওজোয়ান আছে। এই বলে সে তাকে খানিকটা তাচ্ছিল্য করলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকেও দলের অন্যদের সমান উপহার দিলেন। আমর ইব্ন আহতামের কানে যখন কায়সের উক্তি পৌঁছলো, তখন সে তার নিন্দা করে বললো :

১. এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁর মা ছিলেন আনসার সম্প্রদায়ের কন্যা।

ظللت مفترش الهلباء تشتمني * عند الرسول فلم تصدق ولم تصب

سدناكم سوددا رهوا وسوددكم * باد نوات جذه مقع على الذنب

তুমি তো উল্টে পড়ে গেছ! আমাকে গালি দাও
রাসূলের সামনে! সাচ্চা নও তুমি, বলনি সঠিক কথা।
আমরা তোমাদের শাসন করেছি দীর্ঘকাল।
আর তোমাদের সর্দারী সে তো লেজ গুটিয়ে বসে
দাঁত দেখানোই সার!

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এর পরে আরও একটি শ্লোক আছে, কিন্তু অশ্লীল বলে তার উল্লেখ করলাম না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ প্রতিনিধি দল সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে : اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ 'যারা ঘরের পেছন হতে তোমাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ (৪৯ : ৪)।

বনূ আমিরের প্রতিনিধিদল এবং আমির ইব্‌ন তুফায়ল ও আরবাদ ইব্‌ন কায়সের কাহিনী

প্রতিনিধি দলের নেতৃবর্গ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বনূ আমিরের প্রতিনিধিদল উপস্থিত হলো। এ দলে ছিল আমির ইব্‌ন তুফায়ল, আরবাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন জায্য়া ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন জা'ফর ও জাব্বার ইব্‌ন সালমা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জা'ফর। এরা তিনজন ছিল দলের অসৎ নেতা।

আমির কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালানোর চক্রান্ত

আল্লাহ্‌র দুশমন আমির ইব্‌ন তুফায়ল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর অতর্কিত হামলা চালানোর দুরভিসন্ধি নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হলো। তার দলের লোক তাকে বলেছিল : হে আমির! সবলোক ইসলাম গ্রহণ করেছে, তুমিও ইসলাম গ্রহণ কর। সে উত্তর দেয়, আল্লাহ্‌র কসম! আমি শপথ করেছি, যতক্ষণ না গোটা আরব আমার বশ্যতা স্বীকার করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না। আর আমি কিনা এই কুরায়শ যুবকের পেছনে পেছনে চলব? এরপর সে আরবাদকে বললো : আমরা যখন লোকটির সামনে উপস্থিত হব, তখন আমি কৌশলে তার চেহারা তোমার দিক হতে ঘুরিয়ে দেব। বাস, এটা যখন করব, তখন সুযোগ বুঝে তুমি তার উপর তরবারি চালিয়ে দিও। সেমতে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলো। আমির ইব্‌ন তুফায়ল বললো : হে মুহাম্মদ! আপনি আমার সাথে একান্তে মিলিত হোন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : না, আল্লাহ্‌র কসম! যাবৎ না তুমি এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন। সে আবার

বললো : হে মুহাম্মদ! আপনি আমার সঙ্গে একান্তে মিলিত হোন। এভাবে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কথাবার্তা বলতে লাগলো এবং আরবাদকে যে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল তজ্জন্য অপেক্ষা করতে থাকলো। কিন্তু আরবাদ তার কিছুই করছিল না। আমির তার অবস্থা দেখে আবার বললো : হে মুহাম্মদ! আপনি আমার সাথে একান্তে মিলিত হোন! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : কখনই নয়, যাবৎ না তুমি এক আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে, যার কোন শরীক নেই। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার কথা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন সে বললো : আল্লাহ্র কসম! আমি আপনার বিরুদ্ধে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে গোটা এলাকা ছেয়ে ফেলব। সে উঠে গেলে পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হে আল্লাহ্! আমির ইব্ন তুফায়লের বিরুদ্ধে তুমি আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হতে তারা বের হয়ে যাওয়ার পর আমির ইব্ন তুফায়ল আরবাদকে ধিক্কার দিয়ে বললো, হে আরবাদ! আমি তোমাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তুমি তার কী করলে? আল্লাহ্র কসম! ভূ-পৃষ্ঠে তুমিই একমাত্র লোক, যাকে আমি ভয় করি। আল্লাহ্র কসম! আজকের পর তোমাকে আর ভয় করব না। আরবাদ বললো : তুমি পিতাহারা হও। আমার ব্যাপারে জলদি সিদ্ধান্ত নিও না। আল্লাহ্র কসম! যতবারই আমি তোমার নির্দেশ কার্যকর করতে চেয়েছি, ততবারই তার ও আমার মাঝে তুমি এসে পড়েছ। তখন তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাইনি। আমি কি তোমার উপরেই তরবারি চালাব?

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বদ-দু'আয় আমিরের মৃত্যু

এরপর এ প্রতিনিধি দলটি স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। পথিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা আমির ইব্ন তুফায়লের ঘাড়ে প্লেগ সৃষ্টি করলেন। ফলে বনূ সালূলের এক নারীর গৃহে তার মৃত্যু ঘটল। মৃত্যুকালে সে বলছিল! হে বনূ আমির, আমি প্লেগের ফোঁড়ায় আক্রান্ত হয়ে বনূ সালূলের এক নারীর ঘরে প্লেগাক্রান্ত উটের মত মারা যাচ্ছি?

ইব্ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় আছে, সে বলছিল : উটের মত প্লেগের ফোঁড়ায় আক্রান্ত হলাম আর সালূল গোত্রীয় মহিলার ঘরে পড়ে মৃত্যুবরণ করলাম!

বজ্রপাতে আরবাদের মৃত্যু

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমিরকে দাফন করে তার সাথীরা সামনে অগ্রসর হল। এভাবে তারা যখন বনূ আমিরের এলাকায় পৌছল। তখন ছিল শীতকাল। সম্প্রদায়ের লোক এসে জিজ্ঞাসা করলো : হে আরবাদ! তোমার পিছনের খবর কী? সে বললো : কিছুই নয়, আল্লাহ্র কসম! সে আমাদেরকে এমন একটা কিছুর ইবাদত করতে আহবান জানাল, যা এখন আমার সামনে থাকলে তীর মেরে খতম করে দিতাম। এই উক্তির পর সে এক কি দুই দিন পর বের হলো। এ সময় একটি উট তার সাথে ছিল, যা তার পেছনে পেছনে চলছিল। আল্লাহ্ তার ও তার উটের উপর বজ্রপাত করলেন। তা তাদের জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। আরবাদ ইব্ন কায়স ছিল লাবীদ ইব্ন রবী'আর বৈপিত্রেয় ভাই।

আমির ও আরবাদ সম্পর্কে যা নাযিল হয়

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) আতা ইব্‌ন ইয়াসার হতে এবং তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমির ও আরবাদ সম্পর্কে নাযিল করেন :

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ... .، وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ۔

প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা-কিছু কমে ও বাড়ে, আল্লাহ্ তা জানেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান, তিনি তা অবগত, তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে আল্লাহ্‌র জ্ঞানগোচর। মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী থাকে, তারা আল্লাহ্‌র আদেশে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন, তবে তা রদ করার কেউ নেই এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক নেই, (১৩ : ৮-১১)।

المعقبات। অর্থাৎ একের পর এক প্রহরী, তারা আল্লাহ্‌র আদেশে মুহাম্মদ (সা)-এর পাহারায় নিযুক্ত থাকে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আরবাদ ও তার হত্যার বিষয়ে বলেন :

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ ...... شَدِيْدُ الْمِحَالِ

তিনি বজ্রপাত প্রেরণ করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে আঘাত করেন। তথাপি তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, যদিও তিনি মহাশক্তিশালী (১৩ : ১৩)।

আরবাদের প্রতি লাবীদের শোকগাঁথা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আরবাদের প্রতি শোক প্রকাশ করে লাবীদ বলেন :

মৃত্যু তো কাউকে রেহাই দেয় না।
না সন্তানবৎসল পিতাকে, না পুত্রকে।
আরবাদের প্রতি অপঘাতে মৃত্যুর আশংকা আমার ছিল না,
ছিল না তার প্রতি ভয় রাশিচক্রের কিংবা সিংহের
হে চোখ, কেন কাঁদিস না আরবাদের জন্য, যখন আমরা ও
নারীগণ দাঁড়িয়ে রয়েছি বিষাদে।
লোকে তর্জন-গর্জন করলে সে তার পরওয়া করতো না,

আর তারা যদি বিচারে মধ্যপন্থী হত, তবে সেও
মধ্যপন্থা অবলম্বন করত।
সে বড় মধুরভাষী ও বুদ্ধিমান ছিল। তার মাধুর্যে ছিল
ক্ষাণিক তিক্ততা। মায়া ভরা ছিল তার হৃদয় ও যকৃত।
হে চোখ! কাঁদিসনে কেন আরবাদের তরে—যখন শৈত্য—
প্রবাহে ঝরে যায় সব গাছের পাতা, দুধেল উট হয়ে
পড়ে শুষ্কস্তনা, যাবৎ না ফিরে আসে বিগত সময়?
আরবাদ তো বনের মাংসাশী সিংহ অপেক্ষাও বেশী
সাহসী ছিল এবং উন্নতির শিখরে উন্নীত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল সে।
দৃষ্টিশক্তি পৌঁছত না তার নিজ সীমান্তে যে রাতে
ঘোড়াগুলো হয়ে পড়েছিল কর্তিত চামড়া-খণ্ডের মত।
সে তো বিলাপকারিণীদেরকে তার বিলাপের জলসায়
উত্তেজিত করে তোলে উষর প্রান্তরের জওয়ান হরিণীর মত।
রণক্ষেত্রের বীর অশ্বারোহীর উপর বজ্রপাত ও বিদ্যুৎচমক
আমাকে করে তুলেছে বেদনাহত।
সে ছিল একজন লড়াকু, যুদ্ধংদেহী প্রতিপক্ষের
অবদমনকারী যখন সে তার দিকে অগ্রসর হত আক্রান্ত হয়ে।
সে যদি তার প্রতি পুনরাক্রমণ চালাত, তবে সেও
আঘাত হানত পুনর্বার।
সঙ্কটকালে তার নিকট যাচনা করলে সে দান করত অবারিত,
সেভাবে বসন্তের বৃষ্টি উদগত করে তৃণ দেদার।
স্বাধীন রমণীদের পুত্রগণ সংখ্যায় অল্প,
তা তারা যত বেশী সন্তানেরই জন্ম দিক!
অন্যরা যখন এদের ঈর্ষা করে তখন এরা হল বিনয়াবত।
এদের উপর কেউ আধিপত্য বিস্তার করলে
এরা আত্মহত্যা ও ধ্বংসকেই মনে করে শ্রেয়।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : والحارب الجابر الحريب শীর্ষক শ্লোকটি আবূ উবায়দা হতে বর্ণিত। আর يعفو على الجهد শ্লোকটি ইব্‌ন ইসহাক ভিন্ন অন্য সূত্রে প্রাপ্ত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আরবাদের শোকে কেঁদে কেঁদে লাবীদ আরও বলেন :

শোন হে! রক্ষাকর্তা ও সাহায্যকারী চলে গেছে,
বিদায় নিয়েছে সেই বীর যে যুদ্ধের দিনে বাঁচাত লজ্জা হতে।

আমি তো সেই দিনই বুঝে ফেলেছিলাম যে, বিচ্ছেদের
দিন সমাগত, সেদিন তারা বলেছিল আরবাদের ধন—
সম্পদ বণ্টন করা হবে লটারী দ্বারা,
যা জোড়-বেজোড়ে শরীকদের অংশ নির্ধারণ করবে,
আর নেতৃত্ব চলে যাবে যুবকের হাতে।
অতএব নিরাপত্তার দু'আ করে আবূ হুরায়যকে বিদায় দাও,
কেননা, নিরাপত্তার দু'আসহ আরবাদকে বিদায় দানকারী কমই আছে,
তুমি ছিলে আমাদের নেতা ও সূতিকা,
মুক্তার দানা তো সূতিকা দ্বারাই করা হয় সংরক্ষিত।
আরবাদ ছিল রণক্ষেত্রের বীর অশ্বারোহী
যখন চাদর বিছানো হাওদা হত সুগভীর,
নারীগণ যখন প্রভাতকালে একের পেছনে এক ছুটে চলে
খোলা মাথায় উন্মুক্ত আননে,
তখন যে-কেউ তার নিকট আসত, সে তাকে আশ্রয় দিত,
যেমন হিল্‌লে বসবাসকারী আশ্রয় নেয় হারামের।
আরবাদের ডেগের প্রশংসা করত, যে-কেউ তা খুলত,
অথচ তখন নিন্দা করা হত বহু গোশত রান্নাকারীর।
তার প্রতিবেশিনী যখন তার নিকট হাযির হতো,
লাভ করত উপহার আর সেরা গোশতের ভাগ।
আসলে তার কাছে পাওয়া যেত সম্মান ও পূতঃ আচরণ,
আর বিদায় নিলে মধুর সম্ভাষণ।
তুমি কি শুনেছ দু'ভাই স্থায়ী হয়েছে দীর্ঘকাল
শাম্‌মাসের[১] দুই পুত্র ছাড়া ?
আর ফারকাদায়ন[২] ও বানাতু না'শ[৩] ছাড়া—?
যারা টিকে আছে যুগ যুগ ধরে, শুনবে না কখনও
ধ্বংস হয়েছে তারা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, এটা লাবীদের একটি শোকগাথার অংশ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আরবাদের প্রতি শোক প্রকাশ করে লাবীদ আরও বলেন :

মহৎ লোকদের জানিয়ে দাও, মহৎ আরবাদের মৃত্যুর খবর।

---

১. পাহাড়ের নাম।

২. নক্ষত্রের নাম।

৩. নক্ষত্র বিশেষ।

জানিয়ে দাও সহৃদয় নেতার মৃত্যুর খবর।
দান-দক্ষিণা করতেন নিজ অর্থ প্রশস্তির জন্য।
দান করতেন সাদা রংয়ের উট, উদ্বিগ্ন বুনো
গরুর পাল-সদৃশ।
হিসাব করলে তিনি ছিলেন পূর্ণ দান-খায়রাতকারী,
বরাবর যিনি দিতেন পাত্র ভরে।
দীন-দুঃখীদের মাঝে ছিল তার অকাতর দান,
তারা আসতো জুমুদ পাহাড়ের পেছনে সিংহ পালের মত।
যত ভয় দেখায় ততই কাছে আসে তাদের,
তুমি আমাদের জন্য রেখে যাওনি অপ্রতুল উত্তরাধিকার।
দান করতে তুমি পালাক্রমে, নতুন নতুন দ্রব্য।
রেখে গেছে বাজের মত পুত্র, যুবক শ্মশ্রুহীন।

লাবীদ আরও বলেন :

বন্ধুদ্বয়! তোমরা আরবাদের কীর্তি ধ্বংস করতে পারবে না।
অতএব, তোমরা তার জন্য কাঁদ—যাবৎ না সে ফিরে আসে।
আর তোমরা বল, সে ছিল সাহসী রক্ষক, যখন
পরিধান করা হত যুদ্ধের পোশাক।
আমাদের থেকে প্রতিহত করতো জালিমদের, যখন
আমরা মুখোমুখী হতাম অহংকারী সম্প্রদায়ের।
তাকে মুক্তি দিয়েছেন সৃষ্টিরাজির প্রতিপালক, যেহেতু
তার সিদ্ধান্ত, হেথায় কেউ চিরদিন থাকবে না।
ব্যস, সে চলে গেল, কোন কষ্ট হয়নি তার, পায়নি
আঘাত—সে তো ছিল হারিয়ে যাওয়ার।

লাবীদ আরও বলেন :

ক্ষতিকারক চরম শক্র আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়—
আরবাদের কথা।
যারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, সেও তাদের জন্য
মধ্যপন্থী, মহৎ। আর কেউ সরল পথ বিচ্যুত হলে—
কঠোর সে তার প্রতি।
মরুপথের দিশারীও যখন হয়ে যেত দিকভ্রম,
তখন সে তাদের পথ দেখাত জেনেশুনে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : শেষোক্ত শ্লোকটি ইব্‌ন ইসহাক ভিন্ন অপর সূত্রে প্রাপ্ত।

ইব্ন ইসহাক বলেন, লাবীদ (রা) আরও বলেছেন :

اصبحت امشى بعد سلمى بن مالك * وبعد ابى قيس وعروة كالاجب

اذا مارأى ظل الغراب اضجه * حذارا على باقى السناسن والعصب

সালমা ইব্ন মালিক, আবূ কায়স ও উরওয়ার পর
আমি কর্তিত-কুঁজ উটের মত চলছি।
দাঁড়কাকের ছায়া দেখে চিৎকার করে উঠে সে উট
মেরুদণ্ড ও মাংসতন্তু হারানোর ভয়ে।

ইব্ন হিশাম বলেন : পংক্তিদ্বয় তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

বনূ সা'দ ইব্ন বকরের প্রতিনিধি হয়ে যিমাম ইব্ন সা'লাবার আগমন

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ সা'দ ইব্ন বকর যিমাম ইব্ন সা'লাবা নামক তাদের এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পাঠাল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন নুওয়ায়ফি (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব (র) হতে এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন :

বনূ সা'দ ইব্ন বকর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তাদের প্রতিনিধিরূপে যিমাম ইব্ন সা'লাবাকে পাঠালো। তিনি এসে মসজিদের সম্মুখে উট বসালেন। এরপর সেটি বেঁধে রেখে মসজিদে ঢুকলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছু সংখ্যক সাহাবীর সংগে মসজিদে বসা ছিলেন। যিমাম ছিলেন মোটা তাজা পুরুষ। তার মাথার দু'পাশে ছিল চুলের দু'টি গুচ্ছ। তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে সাহাবীদের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন : আপনাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান কে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমিই আবদুল-মুত্তালিবের সন্তান। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কি মুহাম্মদ ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন :

হে আবদুল-মুত্তালিবের সন্তান! আমি আপনার নিকট প্রশ্ন করব এবং প্রশ্নে কঠোরতা অবলম্বন করব। আপনি কিন্তু এতে মনে কোন কষ্ট নেবেন না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমি মনে কষ্ট নেব না। তোমার যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করতে পার।

যিমাম বললেন : আমি আপনার ইলাহ, আপনার পূর্ববর্তীদের ইলাহ এবং আপনার পরবর্তী প্রজন্মের ইলাহের কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, বলুন তো আল্লাহ্ তা'আলাই কি আপনাকে আমাদের প্রতি রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন ?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হ্যাঁ—আল্লাহ্র কসম!

যিমাম বললেন : আপনার ইলাহ, আপনার পূর্ববর্তীদের ইলাহ এবং আপনার পরবর্তী প্রজন্মের ইলাহের কসম দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করছি : বলুন তো আল্লাহ্ তা'আলাই কি

আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি আমাদের নির্দেশ দিবেন যেন আমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করি, তাঁর সাথে কোন শরীক স্থির না করি, এবং আমাদের পিতৃপুরুষগণ যেসব দেব-দেবীর উপাসনা করতো, আমরা তাদের পরিত্যাগ করি?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আল্লাহ্র কসম, হ্যাঁ।

যিমাম বললেন : আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, যিনি আপনার ইলাহ, আপনার পূর্ববর্তীদের ইলাহ এবং আপনার পরবর্তী প্রজন্মের ইলাহ। বলুন তো আল্লাহ্ তা'আলাই কি আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি ?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আল্লাহ্র কসম—হ্যাঁ।

এরপর তিনি যাকাত, সিয়াম, হজ্জ ও ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান সম্পর্কে এক একটি করে উল্লেখ করতে লাগলেন এবং প্রত্যেকবার পূর্ববৎ কসম দিতে লাগলেন। অবশেষে তিনি ঘোষণা করলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল। আমি এই সমস্ত বিধি-বিধান পালন করব এবং যা কিছু থেকে আপনি আমাকে নিষেধ করেছেন, আমি তা থেকে বিরত থাকব এবং এতে আমি কোন হ্রাস-বৃদ্ধি করব না। এরপর তিনি বিদায় নিয়ে তাঁর উটের নিকট ফিরে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এই দ্বিবেণীবিশিষ্ট লোকটি যদি সত্য বলে থাকে, তবে নিশ্চিত জান্নাতে প্রবেশ করবে।

যিমামের নিজ সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : এরপর যিমাম তার উটের নিকট আসলেন, তার রশি খুললেন এবং ফিরে চললেন। তিনি তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলে তারা তাঁর নিকট সমবেত হল। তিনি সর্বপ্রথম যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন, তা ছিল এই : بئست اللات والعزى লাত ও উয্যা কতই না মন্দ!

তারা বললো : থাম-হে যিমাম। ভয় কর শ্বেতির, ভয় কর কুষ্ঠের, ভয় কর পাগল হয়ে যাওয়ার।

তিনি বললেন : ধিক তোমাদের! আল্লাহ্র কসম, এ দুটো কোন উপকার-অপকার করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তাঁর দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তোমাদের বিভ্রান্তি হতে মুক্তি দিতে চান। আমি তো সাক্ষ্য দেই আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি তাঁর নিকট হতে তোমাদের জন্য তাঁর আদেশ নিষেধ নিয়ে এসেছি।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহ্র কসম, সেদিন সন্ধ্যা হতে না হতে উপস্থিত প্রতিটি নর-নারী ইসলাম গ্রহণ করলো।

কুরায়ব (র) বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলতেন : যিমাম ইব্ন ছা'লাবা [illegible] উত্তম আমরা আর কোন সম্প্রদায়ের কোন প্রতিনিধির কথা শুনিনি।

আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দলে জারূদ-এর আগমন

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আবদুল কায়স গোত্রীয় জারূদ ইব্ন আমর ইব্ন হানাশের আগমন ঘটে।

ইব্ন হিশাম বলেন : তিনি হচ্ছেন জারূদ ইব্ন বিশ্‌র ইব্ন মু'আল্লা। তিনি এসেছিলেন আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলে। তিনি ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী।

তার ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমি যাকে সন্দেহ করি না এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট হাসান (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : জারূদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন এবং তা গ্রহণ করতে আহবান জানালেন ও উৎসাহিত করলেন।

জারূদ বললেন : হে মুহাম্মদ! আমি একটি দীনের অনুসারী। আপনার দীনের জন্য আমি নিজ দীন ত্যাগ করব ; তা আপনি কি আমার ঋণের যিম্মাদারী নিবেন?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হ্যাঁ, আমি দায়িত্ব নিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এমন দীনের পথ-নির্দেশ করেছেন, যা তোমার পূর্বেকার দীন অপেক্ষা উত্তম।

এরপর জারূদ ও তাঁর সঙ্গিগণ ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বাহন চাইলেন। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদেরকে দেওয়ার মত কোন বাহন আমার নিকট নেই। জারূদ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের অঞ্চল ও মদীনার মাঝখানে কিছু হারিয়ে যাওয়া পশু আছে, যেগুলো মানুষের থেকে হারিয়ে গেছে। আমরা কি সেগুলোতে চড়ে দেশে যেতে পারি ? তিনি বললেন : না, সাবধান, সেগুলো থেকে বিরত থেকো! কারণ তা জাহান্নামের ইন্ধন।

তাঁর সম্প্রদায়ের ধর্মত্যাগ ও তাঁর অবস্থান

জারূদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হতে বিদায় নিয়ে আপন সম্প্রদায়ে উদ্দেশ্যে ফিরে চললেন। ইসলাম গ্রহণে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এর উপর ছিলেন অবিচল। ধর্ম ত্যাগের মহাফিতনা তিনি দেখে যান। তাঁর সম্প্রদায়ের যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা যখন গারূর ইব্ন মুনযির ইব্ন নু'মান ইব্ন মুনযিরের সঙ্গে তাদের পূর্বতন ধর্মে ফিরে যায়, তখন তিনি তাদের প্রতিবাদ করেন এবং সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি বলেন : হে লোকসকল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল! যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় না, আমি তাকে কাফির মনে করি।

ইব্ন হিশাম বলেন : বর্ণনান্তরে তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় না, তার বিরুদ্ধে আমিই যথেষ্ট।

মুনযির ইব্‌ন সাবীর ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের পূর্বে আলা ইব্‌ন হাযরামী (রা)-কে মুনযির ইব্‌ন সাবী আবদীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। মুনযির ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর ইসলাম ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর বাহ্‌রায়নবাসীদের ধর্মত্যাগের পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তখন আলা ইব্‌ন হাযরামী (রা) বাহ্‌রায়নে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গভর্নররূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বনূ হানীফার প্রতিনিধিদলের আগমন এবং তাদের সাথে ছিল মুসায়লামা কায্‌যাব

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বনূ হানীফার প্রতিনিধিদল উপস্থিত হলো। তাদের সাথে ছিল চরম মিথ্যুক মুসায়লামা ইব্‌ন হাবীব হানাফী।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মুসায়লামা ইব্‌ন সুমামা, তার উপনাম ছিল আবূ সুমামা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারা আনসারদের শাখা-গোত্র বনূ নাজ্জারের হারিছ নামক এক ব্যক্তির কন্যার বাড়িতে এসে উঠেছিল। আমার নিকট আমাদের মদীনাবাসী জনৈক আলিম বর্ণনা করেছেন যে, বনূ হানীফা মুসায়লামাকে কাপড়ে ঢেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন একদল সাহাবীর মাঝে উপবিষ্ট। তাঁর হাতে ছিল একটি খেজুর ডালা, যার মাথায় ছিল অল্প কয়েকটি পাতা। কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছার পর মুসায়লামা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলো এবং বখশীশ চাইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন : তুমি যদি আমার নিকট এই ডালটিও চাও, তাও আমি তোমাকে দেব না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়ামামাবাসী বনূ হানীফার জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, মুসায়লামার বৃত্তান্ত ছিল অন্য রকম। তিনি বলেন : বনূ হানীফা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয় এবং মুসায়লামাকে তাদের তাঁবুতে রেখে যায়। তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্। (সা)-এর নিকট মুসায়লামার উপস্থিতি কথা উল্লেখ করে। তারা বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমরা আমাদের একজন সঙ্গীকে আমাদের মালপত্র দেখাশোনা করার জন্য তাঁবুতে রেখে এসেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকেও অন্যদের সম-পরিমাণ বখশীশ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। সেই সাথে তিনি বলেন, ওহে, তার অবস্থান তোমাদের চেয়ে মন্দ নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বোঝাচ্ছিলেন যে, সে তো তার সাথীদের মালপত্র হিফাযত করার দায়িত্বে আছে।

মুসায়লামার নবূওয়াত দাবি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হতে বিদায় নিল এবং তাঁর প্রদত্ত বখশীশ নিয়ে মুসায়লামার নিকট উপস্থিত হলো। ইয়ামামায় পৌঁছার পর আল্লাহ্‌র এ দুশমন ইসলাম ত্যাগ করে স্বয়ং নবূওয়াত দাবি করে এবং তাদের নিকট মিথ্যাচার করে। সে

বলেন, নবুওয়াতে আমি তো তার অংশীদার। প্রতিনিধিদলে যারা তার সঙ্গে ছিল, সে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল : তোমরা যখন তাঁর নিকট আমার কথা উল্লেখ করলে তখন তিনি তোমাদের বলেননি যে, ওহে তার অবস্থান তোমাদের চাইতে মন্দ নয়? বস্তুত তিনি একথা এজন্যই বলেছিলেন যে, তিনি জানেন নবুওয়াতের মাঝে আমি তার অংশীদার।

এরপর সে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় কুরআনের অনুকরণে তাদেরকে নিজ বাণী শোনাতে লাগলো, সে বললো :

لقد انعم الله على الحبلى اخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى

'আল্লাহ্ তা'আলা গর্ভবতী নারীর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তার ভিতরের থেকে বের করেছেন জীবন্ত প্রাণী, যা নড়াচড়া করে। বের করেছেন গর্ভাশয় ও উদরের মধ্যখান থেকে।'

এ ছাড়া সে তাদের জন্য মদ ও ব্যভিচার বৈধ করে দেয়। তাদের থেকে সালাত রহিত করে দেয়। আবার সেই সাথে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে এই সাক্ষ্যও দিত যে, তিনি আল্লাহ্র নবী। বনূ হানীফা তার দলে ভিড়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন, সঠিক বর্ণনা কোনটি।

তাঈ গোত্রের প্রতিনিধিদলে যায়দ খায়লের আগমন

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তাঈ গোত্রের প্রতিনিধিদল উপস্থিত হয়। তাদের মাঝে ছিলেন যায়দ খায়ল। তিনি ছিলেন তাদের নেতা। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললো। তিনি তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করলো। তাদের ইসলাম ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ। তাঈ গোত্রের এক ব্যক্তি, যার সম্পর্কে আমি সন্দেহ করি না, তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন : আমার নিকট যে কোনও আরবব্যক্তির প্রশংসা করা হয়েছে, সে যখন আমার নিকট উপস্থিত হয়েছে, তখন আমি তাকে সে প্রশংসার তুলনায় নিম্নমানের পেয়েছি। একমাত্র যায়দ খায়লই এর ব্যতিক্রম। বস্তুত তার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, সে তারও উর্ধ্বে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নাম রাখেন যায়দ খায়র (উৎকৃষ্ট যায়দ)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফায়দা ও তার পশ্চাদবর্তী জমিগুলো তাঁকে জায়গীর প্রদান করেন এবং এ সম্পর্কে তাঁকে একটি দলীল লিখে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে তিনি আপন সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সম্পর্কে বলেন : যায়দ যদি মদীনার জ্বর থেকে রেহাই পেত! ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)[১] হুম্মা কিংবা উম্মু মাল্‌দাম[২] ব্যতিরেকে অন্য কোন নামে জ্বরের উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু বর্ণনাকারী তা যথাযথ স্মরণ রাখতে পারেনি। যায়দ যখন নাজদের কাছাকাছি একটি জলাশয়ের নিকট পৌঁছান, যার নাম ফারদা, তখন তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

---

১. জ্বরের একটি নাম।

২ জ্বরের একটি নাম।

মৃত্যু ঘনিয়ে আসার উপলব্ধি হলে যায়দ বলেন :

أمرتحل قومى المشارق غدوة * وأترك فى بيت بفردة منجد

ألارب يوم لو مرضت لعادنى * عوائل من لم يبر منهن يجهد

'সকাল বেলা কি আমার সঙ্গিগণ পূর্বদিকে যাত্রা করবে, আর আমি পরিত্যক্ত থাকব নাজদের এই ফারদায় একটি ঘরে? কত দিনই তো আমি অসুস্থ হয়েছি, আর আমাকে দেখতে এসেছে এমন সব নারী, দূর-দূরান্তের সফর-যাদের ক্লান্ত-শ্রান্ত করতে পারত না।'

তার ইন্তিকালের পর তার স্ত্রী সেসব দলীল দস্তাবেজ আগুনে জ্বালিয়ে দেয়, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) জায়গীর সম্পর্কে তাকে দিয়েছিলেন।

আদী ইব্ন হাতিম (রা)-এর বৃত্তান্ত

আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, আদী ইব্ন হাতিম (রা) বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে শোনার পর আমি তাঁকে যতটুকু ঘৃণা করেছি, আরবের আর কোন লোক তাঁকে এতটুকু ঘৃণা করেনি। আমি ছিলাম একজন অভিজাত বংশের লোক এবং ধর্ম বিশ্বাসে খ্রিস্টান। আমার সম্প্রদায়ের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-চতুর্থাংশ আমি লাভ করতাম।[1] মনে মনে আমি একটা ধর্মবিশ্বাস পোষণ করতাম।

আবার আমার প্রতি আমার সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার দৃষ্টে আমি ছিলাম তাদের রাজা সদৃশ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে যখন আমি শুনতে পেলাম, তখন তাঁর প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা হলো। আমি আমার এক আরবী গোলামকে বললাম, যে ছিল আমার উটের রাখাল, তুমি বাপহারা হও, কিছু বেগবান ও হৃষ্টপুষ্ট উট সব সময় আমার কাছাকাছি বেঁধে প্রস্তুত রাখবে। আর যখন শুনবে মুহাম্মদের সৈন্য আমাদের এই অঞ্চলে পদার্পণ করেছে, তখন আমাকে জানাবে। সে তাই করলো। এরপর একদিন সকালবেলা সে আমার আছে এসে বললো : হে আদী! মুহাম্মদের সেনাবাহিনী আপনার উপর হামলা চালালে আপনি যা করতে চেয়েছিলেন, তা করে ফেলুন। কারণ আমি বহু পতাকা দেখতে পেয়েছি। সে সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে লোকেরা বলেছে, এটা মুহাম্মদের বাহিনী।

আদী বলেন, আমি বললাম : আমার উটগুলো কাছে নিয়ে এস। সে তা কাছে নিয়ে আসলো। আমি আমার পরিবারবর্গ ও সন্তানদের সঙ্গে নিলাম এবং বললাম : আমি শামে আমার স্বধর্মীয় খ্রিস্টানদের কাছে চলে যাব। এই বলে আমি জাওশিয়া, ইব্ন হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী হাওশিয়া[2]-এর পথে অগ্রসর হলাম এবং হাতিমের এক কন্যাকে[3] হাদিরে[4] রেখে গেলাম। অবশেষে শামে পৌঁছে সেখানে অবস্থান করতে থাকলাম।

---

১. যেহেতু আমি ছিলাম তাদের নেতা।

২. নজদে একটি পাহাড়ের নাম।

৩. তার নাম সাফ্ফাহ।

৪. বনূ তাই-এর বসতি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে হাতিম দুহিতা বন্দী

আদী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহিনী আমার পশ্চাদ্ধাবন করছিল। তাদের অনেকে বন্দী হলো, যাদের মধ্যে হাতিম তনয়াও ছিল। বনূ তাঈ-এর বন্দীদের সঙ্গে তাকেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত করা হলো। আমার শামে পলায়নের কথা তাঁর কানে পৌঁছে গিয়েছিল।

হাতিম-তনয়াকে মসজিদের সামনে খোঁয়াড়ের মত একটি স্থানে রাখা হলো। বন্দীদেরকে তার মধ্যে আটকে রাখা হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে দিয়ে যাচ্ছিলেন। হাতিম-তনয়া তাঁর মুখোমুখী হলেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী, স্পষ্টভাষিণী। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার পিতা গত হয়েছেন; যিনি আমার দেখা শোনা করতেন, তিনিও আমাকে ফেলে গেছেন। আপনি আমার প্রতি সদয় হোন। আল্লাহ্ তা'আলাও আপনার প্রতি সদয় হবেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : কে তোমার দেখাশোনা করতো? তিনি বললেন : হাতিমের পুত্র আদী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল থেকে পলায়ন করেছে।

হাতিম-তনয়া বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে রেখে চলে গেলেন। পরবর্তী দিন তিনি আমার কাছ দিয়ে আবার যাচ্ছিলেন। আমি তাকে আগের মতই বললাম, তিনিও আমাকে গত দিনের মত জবাব দিলেন। এরপর তিনি তৃতীয় দিন এভাবে আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে আমি তাঁর পক্ষ হতে কোন অনুগ্রহ লাভের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। তাঁর পেছনের এক লোক আমাকে ইঙ্গিতে বললো, দাঁড়াও, রাসূলের সাথে কথা বল। আমি তার সামনে দাঁড়ালাম এবং বললাম।

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (সা) আমার পিতা গত হয়েছেন। যিনি আমার দেখাশোনা করতেন, তিনিও আমাকে ফেলে গেছেন। আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ্ তা'আলাও আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : করেছি তো। কিন্তু তুমি চলে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করো না, যাবৎ না তোমার সম্প্রদায়ের নির্ভরযোগ্য কোন লোককে পাও, যে তোমাকে তোমার দেশে পৌঁছে দেবে। এমন কোন লোক পাওয়া গেলে আমাকে জানিও। যে লোকটি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কথা বলতে ইঙ্গিত করেছিলেন, আমি জানতে চাইলাম, তিনি কে? বলা হলো : তিনি আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)।

আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। অবশেষে বনূ বালী অথবা বনূ কুযা'আ গোত্রের একটি কাফিলার আগমন হলো। আমার ইচ্ছা ছিল শামদেশে আমার ভাইয়ের নিকট চলে যাব। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার সম্প্রদায়ের একটি কাফিলা এসেছে। তাতে এমন লোক আছে, যে নির্ভরযোগ্য এবং আমাকে জায়গামত পৌঁছে দেবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে কাপড়-চোপ, বাহন ও পথখরচ দিলেন। আমি তা নিয়ে কাফিলার সঙ্গে বের হয়ে পড়লাম এবং শামদেশে চলে আসলাম।

আদী বলেন : আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমার পরিবারবর্গের মাঝে বসা ছিলাম। সহসা দেখলাম একটি স্ত্রীলোক হাওদার ভিতরে এবং সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি বলে উঠলাম : হাতিম তনয়া! ঠিকই দেখা গেল সে হাতিমের কন্যাই। সে আমার সম্মুখে এসেই আমাকে তিরস্কার করে বলতে লাগল, সম্পর্কচ্ছেদকারী! জালিম! নিজের বউ ছেলে নিয়ে চলে এসেছ, আর বাবার মেয়েকে ফেলে এসেছ!

আমি বললাম : প্রিয় ভগিনী! রাগ করো না! আল্লাহ্‌র কসম! আমার অপরাধ অমার্জনীয়। ঠিকই তুমি যা বলেছ আমি তাই করেছি।

আদী বলেন : এরপর সে নেমে আসল এবং আমার নিকট থাকতে লাগল। সে ছিল ভীষণ বুদ্ধিমতী। আমি একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। এই লোকটির বিষয়ে তুমি কী মনে কর? সে বললো : আল্লাহ্‌র কসম! আমার মতে তুমি শীঘ্রই তাঁর নিকট চলে যাও। কারণ, তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন, তা হলে যারা আগে আগে তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে, তিনি তাদের প্রতি সদয় হবেন। পক্ষান্তরে, যদি রাজা হন, তবে তার মহত্ত্বপূর্ণ গৌরবে তুমি ছোট হয়ে যাবে না। তুমি তুমিই থাকবে। আমি বললাম : হ্যাঁ, এটাই বিজ্ঞজনোচিত রায়।

আদী বলেন : তখন আমি রওনা হয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছে গেলাম। তিনি মসজিদে বসা ছিলেন। আমি তাঁর নিকট প্রবেশ করে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন : কে এই লোক? বললাম : আদী ইব্‌ন হাতিম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উঠে আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি যখন আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে এক জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধার সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। বৃদ্ধা তাকে দাঁড়াতে বললেন, তিনি দাঁড়িয়ে যান। বৃদ্ধা দীর্ঘক্ষণ তার প্রয়োজন সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কথা বললো। আমি মনে মনে বললাম : আল্লাহ্‌র শপথ! ইনি কিছুতেই রাজা নন।

এরপর তিনি আমাকে নিয়ে অগ্রসর হলেন। গৃহের ভেতর প্রবেশ করে তিনি একটি বালিশ নিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। তার উপরে ছিল চামড়া, ভিতরে খেজুরের বাকল। তিনি বললেন : এর উপর বস। আমি বললাম, বরং আপনিই এতে বসুন। তিনি বললেন : না তুমিই বস। সুতরাং আমি তার উপর বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসলেন মাটিতে। আমি মনে মনে বললাম : আল্লাহ্‌র কসম, এটা রাজকীয় আচরণ নয়।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন : বলতো হে আদী ইব্‌ন হাতিম, তুমি কি 'রাকূসী' নও?[১]

আমি বললাম : তাই বটে! তিনি বললেন : তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-চতুর্থাংশ লাভ করতে না? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তোমার ধর্ম অনুযায়ী তো সেটা তোমার জন্য বৈধ ছিল না। আমি বললাম : আল্লাহ্‌র কসম, যথার্থ বলেছেন।

১. খ্রিস্টান ও সাবিঈ ধর্মের মাঝামাঝি একটি ধর্মের অনুসারী সম্প্রদায় বিশেষ।

আদী বলেন : এতক্ষণে আমার বুঝতে বাকি থাকল না যে, তিনি একজন প্রেরিত নবী। যা বলা হয় না, তাও তিনি জানেন। এরপর তিনি বললেন : হে আদী! এই দীন গ্রহণে হয়ত বা তোমাকে এই জিনিস বাধা দিয়ে থাকবে যে, তুমি তাদেরকে অভাব-অভিযোগে প্রপীড়িত দেখছ। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! সেদিন বেশি দূরে নয়, যখন তাদের চারদিক থেকে ধন-দৌলত উপচে পড়বে, নেওয়ার মত কোন লোক পাওয়া যাবে না। হয়ত বা তাদের শত্রুর সংখ্যাধিক্য এবং তাদের নিজেদের সামরিক শক্তির অপ্রতুলতা তোমাকে এ দীন গ্রহণে বাধা দিয়ে থাকবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! সে দিন দূরে নয়, যখন তুমি শুনতে পাবে, এক-একজন স্ত্রীলোক সেই সুদূর কাদিসিয়া থেকে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে এই বায়তুল্লাহ্ এসে যিয়ারত করবে। রাস্তাঘাটে সে কোন কিছুর ভয় করবে না। হয়ত বা এই জিনিস তোমাকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিয়ে থাকবে যে, তুমি দেখছ, রাজত্ব ও বাদশাহী অন্যদের মাঝে। কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ! সেদিন দূরে নয়, যখন শুনতে পাবে বাবিলের শ্বেত প্রাসাদগুলো মুসলিমদের হাতে বিজিত হয়ে গেছে। আদী বলেন, এ কথার পর আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।

আদী (রা) বলতেন : দু'টি তো হয়ে গেছে, আর একটি এখনও বাকি আছে। তবে আল্লাহ্‌র কসম! সেটিও অবশ্যই হবে। আমি দেখেছি, বাবিলের শ্বেত ভবনগুলো বিজিত হয়েছে। দেখেছি কাদিসিয়া হতে একজন নারী তার উটে সওয়ার হয়ে নির্ভয়ে পথ চলতে থাকে এবং বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করে যায়। আর আল্লাহ্‌র কসম, তৃতীয়টিও অবশ্যই একদিন ঘটিবে। অর্থ-সম্পদের এমন ঢল নামবে যে, তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাওয়া যাবে না।

ফারওয়া ইব্‌ন মুসায়ক মুরাদীর আগমন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ফারওয়া ইব্‌ন মুসায়ক মুরাদীও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি কিন্‌দার রাজাদের ত্যাগ করে এবং তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অভিমুখী হয়েছিলেন।

ইসলামের সামান্য পূর্বে মুরাদ ও হাম্‌দান গোত্রদ্বয়ের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাতে হাম্‌দানের লোকেরা মুরাদ গোত্রের জানমালের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছিল। এ যুদ্ধ 'রাদ্‌মের যুদ্ধ' নামে খ্যাত। মুরাদ গোত্রের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে হাম্‌দান গোত্রের নেতৃত্ব দিয়েছিল আজদা ইব্‌ন মালিক।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বরং এ যুদ্ধে হাম্‌দানের অধিনায়ক ছিল মালিক ইব্‌ন হারীম হাম্‌দানী।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এ যুদ্ধ সম্পর্কেই ফারওয়া ইব্‌ন মুসায়ক বলেন :

উটগুলো লুফাত[১] পার হল, তাদের চোখ ছিল
কোটরাগত। অগ্রসর হওয়ার জন্য তারা লড়াই করছিল
লাগামের সাথে।

---

১. মুরাদ গোত্রের বসতি।

যদি আমরা বিজয়ী হই-তবে আমরা তো বিজয়ী,
ঐতিহ্যবাহী। আর যদি হই পরাস্ত, তবে পরাস্ত
হওয়ার অভ্যাস নেই আমাদের।
কাপুরুষতা নেই আমাদের প্রকৃতিতে, আসলে
কিছু লোকের আয়ু ফুরিয়েছিল আমাদের, আর
ওদের কিছু লোকমার ছিল প্রয়োজন।
কালচক্র এমনই, সে আবর্তিত হয় চিরকাল,
একবার তোমার পক্ষে, আরেকবার বিপক্ষে খায় সে ঘুরপাঁক।
এক সময় আমরা ছিলাম উল্লসিত পরিতৃপ্ত,
বছরের পর বছর স্থায়ী ছিল সে আনন্দ।
সহসা কালের চাকা গেল ঘুরে,
যাদের প্রতি করা হতো ঈর্ষা, তারা আজ পিষ্ট।
সুতরাং কালের আবর্তে আজ যারা ঈর্ষাভাজন।
একদিন তারা টের পাবে কালচক্রের প্রবঞ্চণা।
রাজা-বাদশারা যদি অমর হতো, তবে আমরাই অমর হতাম।
যদি বেঁচে থাকত মহাদশয়েরা চিরকাল, তবে আমরাও
থাকতাম বেঁচে চিরকাল।
কিন্তু না, কালচক্র আমাদের প্রথম সারির লোকদের
নিয়ে গেছে চিরতরে,
যেমন পূর্ব প্রজন্মের লোকদের
নিয়ে গেছে সে বরাবর।

ইব্ন হিশাম বলেন : কবিতার প্রথম লাইন ও فان نغلب লাইনটি ইব্ন ইসহাক ভিন্ন অন্য সূত্রে প্রাপ্ত।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ফারওয়া ইব্ন মুসায়ক যখন কিন্দার রাজাদের ত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন তিনি বলেছিলেন :

لما رأيت ملوك كندة اعرضت * كالرجل خان الرجل عرق نسائها
قربت راحلتي أؤم محمدا * ارجو فواضلها وحسن ثرائها

যখন দেখলাম কিন্দার রাজন্যবর্গ উপেক্ষা করছে, যেভাবে গ্রন্থিমূলে আক্রান্ত পা করে ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা তখন আমি মুহাম্মদ (সা)-এর উদ্দেশ্যে করলাম সওয়ারী প্রস্তুত। আমি তার মহানুভবতা ও উৎকৃষ্টতর বখশীশের করি প্রত্যাশা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা আমার নিকট শেষোক্ত লাইনটি এভাবে আবৃত্তি করেছেন ارجو فواضله وحسن ثنائها। 'আমি তার অনুগ্রহ ও তা প্রশংসাজনক হওয়ার আশা রাখি'।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন : যেমন আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে, হে ফারওয়া! বাদ্‌মের যুদ্ধে তোমার সম্প্রদায়ের বিপর্যয়ে কি তুমি দুঃখিত ? তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এমন কে আছে, যে আমার সম্প্রদায়ের মত বিপর্যয় তার সম্প্রদায়ের সাধিত হলে, সে দুঃখিত না হয়ে পারে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন : শোন, সেটা কিন্তু ইসলামের দিক থেকে তোমার সম্প্রদায়ের কল্যাণই বৃদ্ধি করেছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে মুরাদ, যুবায়দ ও মাযহিজ গোত্রসমূহের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। সেই সঙ্গে তহসীল কর্মকর্তারূপে প্রেরণ করেন—খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস (রা)-কে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত পর্যন্ত খালিদ (রা) ফারওয়া (রা)-এর সঙ্গেই তাঁর দেশে অবস্থান করতে থাকেন।

বনূ যুবায়দের কতিপয় লোকের সঙ্গে আমর ইব্‌ন মাদীকারাবের আগমন

আমর ইব্‌ন মাদীকারাব বনূ যুবায়দের কতিপয় লোকের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাদের নিকট যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংবাদ পৌঁছায়, তখন আমর (রা) কায়স ইব্‌ন মাক্‌শূহ মুরাদীকে বলেছিলেন, হে কায়স! তুমি তোমার গোত্রের নেতা। আমরা তো শুনতে পেয়েছি হিজাযে মুহাম্মদ নামক জনৈক কুরায়শী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। বলা হয়ে থাকে তিনি একজন নবী। তুমি আমাদের সঙ্গে তাঁর নিকট চলো, যাতে তার বিষয়ে আমরা ভাল করে জানতে পারি। তিনি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাকেন, যেমন বলা হয়ে থাকে, তা হলে তোমার মত ব্যক্তির কাছে বিষয়টা অস্পষ্ট থাকবে না। এমতাবস্থায় আমরা তাঁর সংগে সাক্ষাত করে তার অনুসারী হয়ে যাব। পক্ষান্তরে, যদি তার বিপরীত হয়, তবে তাও আমরা জানতে পারব। কিন্তু কায়স তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো এবং তার রায়কে বোকামী ঠাওরাল। শেষ পর্যন্ত আমর ইব্‌ন মাদীকারাব (রা) নিজেই যাত্রা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমান আনলেন।

এ সংবাদ কায়স ইব্‌ন মাকশূহের নিকট পৌঁছলে সে তাঁকে শাসায় ও তাঁর প্রতি ভীষণ চটে যায়। সেই সঙ্গে এমন মন্তব্যও করে যে, সে আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং আমার রায় ত্যাগ করেছে।

আম্‌র ইব্‌ন মাদীকারাব (রা) এ সম্পর্কে বলেন :

আমি তোমাকে যূ-সান'আ তে নির্দেশ দিয়েছিলাম
এমন একটি বিষয়ের, যার সরলতা ছিল সুস্পষ্ট।

আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম আল্লাহ্কে ভয় করার
এবং সৎকাজ সম্পাদনের।
কিন্তু তুমি হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট সেই গাধার মত, যাকে করল প্রবঞ্চিত তার খুঁটা।
তুমি আমাকে দেখতে চেয়েছিলে আরূঢ় সেই অশ্বের
উপর, যাতে চেপে বসেছে তার বীরকেশরী,
যার উপর ছিল লৌহ বর্ম,
কঠিন মাটির উপর বহমান রূপালী পানির মত স্বচ্ছ।
তার প্রতিঘাতে ফিরে যায় বর্শা ফলক বাঁকা হয়ে,
আর তার ভাঙা কণাগুলো ছড়িয়ে পড়ে ইতস্তত।
তুমি যদি মুখোমুখী হও আমার, তা হলে মুখোমুখী হবে তুমি কেশরযুক্ত সিংহের।
মুখোমুখী হবে এমন সিংহের, যে রেহাই দেয় না কাউকে,
মজবুত তার থাবা, উন্নত স্কন্ধ।
সমকক্ষ প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেয় যে, যদি সে প্রতিপক্ষ
এগিয়ে আসে তার দিকে, তবে টুটি চেপে ধরে তার
উপরে উঠিয়ে দেয় নীচে ছুঁড়ে ফেলে। এভাবে করে তার
কর্ম সাবাড়। তারপর—
তার মগজ করে বের। করে তাকে ছিন্ন ভিন্ন,
এরপর তাকে ভক্ষণ করে, গিলে ফেলে পুরোটাই।
তার দাঁত ও থাবা যা করেছে কবজা, তাতে কেউ
শরীক হতে চাইলে তার প্রতি ভীষণ সে অত্যাচারী।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবিতাটি আবূ উবায়দা আমার নিকট নিম্নরূপ আবৃত্তি করেছেন :

امرتك يـوم ذى صـنـعـا * ء امراً باديا رشـده
امـرتـك بـاتـقـاء الله * تـأتـبـه و تـتـعـده
فكنت كذى الحمير غر * ه مـمابـه وتـده

'আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যূ-সান'আতে
এমন এক বিষয়ের, যার সরলতা ছিল সুস্পষ্ট।
আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম তোমাকে ভয় করতে আল্লাহ্কে,
আর আসতে তাঁর নিকট, কবূল করতে তাঁকে
কিন্তু তুমি হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট সেই গাধার মত, যাকে
করলো প্রবঞ্চিত তার খুঁটা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর আমরের ধর্মচ্যুতি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমর ইব্‌ন মাদীকারাব তাঁর সম্প্রদায় বনূ যুবায়দের মাঝে থাকতে লাগলেন। ফারওয়া ইব্‌ন মুসায়ক তখন তাদের প্রশাসকরূপে নিযুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর আমর ইব্‌ন মাদীকারাব ইসলাম ত্যাগ করে। ধর্ম ত্যাগকালে সে বলেছিল :

وجدنا ملك فروة شرملك * حماراساف من خره بثفر

وكنت اذا رأيت اباعمير * ترى الحولاء من خبث وغدر

ফারওয়ার রাজত্বকে আমরা পেয়েছি নিকৃষ্টতম রাজত্ব,
ঠিক একটা গাধা যেন, নাক দিয়ে শোঁকে গাধীর নিতম্ব।
তুমি যদি আবূ উমায়রকে দেখ, তোমার মনে হবে
এক কদর্য পূর্ণ ঝিল্লিসহ; এই নীচাশয় ও বিশ্বাসঘাতক সে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : بثفر -এর বর্ণনা আবূ উবায়দা থেকে প্রাপ্ত।

কিনদার প্রতিনিধিদলে আশ্‌'আস ইব্‌ন কায়সের আগমন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কিনদার প্রতিনিধিদলে আশ্‌'আস ইব্‌ন কায়স রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করেন। আমার নিকট ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসেছিলেন বনূ কিনদার আশি সদস্যবিশিষ্ট একটি দলের সাথে। তারা মসজিদের ভেতর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হয়। তারা সকলে তাদের বাবরি আঁচড়িয়ে নিয়েছিল এবং চোখে লাগিয়ে ছিল সুরমা। তাদের পরিধানে রেশমের পাড় লাগানো ঢিলে কোর্তা। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হলে তিনি তাদের বললেন : তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করনি ? তারা বললো : কেন নয় ? তিনি বললেন : তা হলে তোমাদের ঘাড়ে এই রেশমী কাপড় কেন ? তৎক্ষণাৎ তারা রেশমী পাড় ছিঁড়ে ফেলে দিল।

এরপর আশ'আছ ইব্‌ন কায়স তাকে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা আকিলুল মুরার-এর বংশধর এবং আপনিও আকিলুল মুরার-এর বংশধর। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকে হেসে বললেন : তোমরা আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ও রবী'আ ইব্‌ন হারিসকে এ বংশের সাথে সম্পৃক্ত করতে পার। আব্বাস ও রাবী'আ ছিলেন ব্যবসাজীবী মানুষ। তারা যখন কোন আরব এলাকায় যেতেন এবং বংশ পরিচয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হতেন, তখন তারা বলতেন : আমরা আকিলুল মুরার এর বংশধর। এভাবে তারা সম্মানের পাত্র হয়ে যেতেন। কেননা কান্‌দা ছিল রাজ-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বললেন : না, আমরা বরং নাযর ইব্‌ন কিনানার বংশধর। আমরা মায়ের বংশে পরিচিত হই না এবং পিতৃকূলের পরিচয় পরিহার করি না। তখন আশ'আস ইব্‌ন কায়স বললেন : হে কিন্‌দা সম্প্রদায়! তোমাদের কাজ কি শেষ হয়েছে ? আল্লাহ্‌র কসম! এরপর কাউকে এরূপ কথা বলতে শুনলে তাঁকে আশিটি দোর্রা লাগাব।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আশ'আস ইব্‌ন কায়স আকিলুল মুরার-এর বংশধর ছিলেন-দাদীর দিক থেকে। আকিলুল মুরার হচ্ছে হারিস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুজ্‌র ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন সাওর ইব্‌ন মুরক্কা ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন কিন্‌দীর উপাধি। কিন্‌দীকে কিন্‌দাও বলা হয়। আকিলুল মুরার উপাধির কারণ এই যে, আমর ইব্‌ন হাবূলা গাস্‌সানী এ বংশের উপর একবার আক্রমণ চালায়। তখন হারিছ অনুপস্থিত ছিল। আমর ইব্‌ন হাবূলা তাদের অর্থ-সম্পদ লুট করে এবং লোকজন বন্দী করে নিয়ে যায়। বন্দীদের মধ্যে একজন ছিল উম্মুল উনাস। সে ছিল আওফ ইব্‌ন মুহাল্লাম শায়বানীর কন্যা এবং হারিস ইব্‌ন আমরের স্ত্রী। আমর যখন তাঁকে নিয়ে যায়, তখন যাত্রাপথে সে তাকে বলেছিল : আমি তো এক ঝুলন্ত ঠোঁটের কৃষ্ণাঙ্গের স্ত্রী। মুরার ভোজী উটের মত তার ঠোঁট। সে তোমার গর্দান নেবে ঠিক। এর দ্বারা সে হারিসকে বোঝাচ্ছিল। এ কারণে তার নাম হয়ে যায় আকিলুল মুরার তথা মুরার খাদক। মুরার এক প্রকার (তিক্ত) উদ্ভিদ।

এরপর বনূ বাক্‌র ইব্‌ন ওয়াইলের লোকদের নিয়ে হারিস তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয় এবং স্ত্রী ও লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করে নিয়ে আসে। হারিস ইব্‌ন হিল্লিযা ইয়াশকারী আমর ইব্‌ন মুনযিরকে উদ্দেশ্য করে বলে-আর আমর বলতে আমর ইব্‌ন হিনদ লুখামীকে বোঝান হয়েছে :

واقدناك رب غسان بالمنذر كرها اذ لا تكال الدماء

হে গাস্‌সান-অধিপতি! আমরা মুনযিরের সাথে তোমাকেও করেছি ভস্ম! কারণ রক্ত তো মাপাজোখা যায় না।

কেননা, হারিস আ'রাজ গাস্‌সানীর পিতাকে মুনযির হত্যা করেছিল। এটা তার একটি শোকগাথার অংশবিশেষ। এ ঘটনা আরও দীর্ঘ। আলোচনার ধারা ব্যহত হওয়ার আশংকায় পূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হতে বিরত থাকছি।

কেউ বলেন, আকিলুল মুরার আসলে হুজ্‌র ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মু'আবিয়ার উপাধি। আর উপর্যুক্ত ঘটনাটি তারই সাথে সম্পৃক্ত। তার নাম আকিলুল মুরার হওয়ার কারণ এই যে, উক্ত যুদ্ধে সে ও তার সঙ্গিগণ মুরার নামক উদ্ভিদ খেয়েছিল।

সুরদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আযদীর আগমন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সুরদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ আযদীও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করে ইসলামে দীক্ষিত হন। তার ইসলাম ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ। তিনি এসেছিলেন বনূ আযদের একটি প্রতিনিধি দলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে তার সম্প্রদায়ের মুসলিমদের আমীর নিযুক্ত করেন এবং তাদের নির্দেশ দেন তারা যেন মুসলিমদের নিয়ে তাদের নিকটবর্তী ইয়ামানী মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।

জুরাশবাসীদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ মত সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। অবশেষে জুরাশ এসে থামলেন তখন এটা একটা প্রাচীরবেষ্টিত নগরী ছিল। ইয়ামানের কতগুলো গোত্র এখানে বাস করত, তাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল খাদ'আম গোত্র। মুসলিমদের আগমন বার্তা পেয়ে তারা শহরের ভিতরে ঢুকে গেল। মুসলিমগণ প্রায় এক মাস তাদের অবরোধ করে রাখলো। তারা মুসলিমদের থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হলো। এরপর মুরাদ অবরোধ তুলে নিয়ে ফিরে চললেন। তিনি যখন শাকার নামক তাদের একটি পাহাড় পর্যন্ত চলে এলেন, তখন তাদের ধারণা হল যে, তিনি তাদের কাছে পরাস্ত হয়ে পালাচ্ছেন। কাজেই, তারা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলো। তারা যখন তাঁর কাছাকাছি চলে আসল। তখন তিনি সহসা তাদের রুখে দাঁড়ালেন এবং তাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করলেন।

এ ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংবাদ প্রদান

জুরাশ সম্প্রদায় মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তাদের দু'জন লোক পাঠিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল মদীনার খবরাখবর গ্রহণ ও পরিস্থিতি অবলোকন। একদিন আসরের সালাত আদায়ের পর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিল। সহসা রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করলেন : শাক্‌র আল্লাহ্‌র কোন যমীনে অবস্থিত ? জুরাশী ব্যক্তিদ্বয় দাঁড়িয়ে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের দেশে একটি পাহাড় আছে, তার নাম কাশ্‌র। জুরাশবাসীরা সেটাকে এ নামেই চেনে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সেটা তো কাশ্‌র নয়; বরং শাক্‌র। তারা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তার খবর কী ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তার পাশে এখন আল্লাহ্‌র উটগুলো যবাই করা হচ্ছে।

এরপর লোক দুটো আবূ বকর (রা) কিংবা উসমান (রা)-এর কাছে গিয়ে বসল। তিনি তাদের ধিক্কার দিয়ে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো তোমাদেরকে তোমাদের সম্প্রদায়ের হতাহতের সংবাদ জানালেন। তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যাও এবং তাঁকে অনুরোধ কর, যেন তোমাদের সম্প্রদায়কে বিপদমুক্ত করার জন্য তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন।

তারা উঠে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গেল এবং উক্ত আবেদন জানাল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : اللهم ارفع عنهم। 'হে আল্লাহ্! তুমি ওদের থেকে শাস্তি তুলে নাও।'

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হতে বিদায় নিয়ে তারা আপন সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল। গিয়ে দেখলো রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেই দিন ও ক্ষণে তাদের বিপদের সংবাদ দিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক সেই দিনে ও সেই ক্ষণেই সুরাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র হাতে তারা বিপুল পরিমাণে হতাহত হয়েছে।

জুরাশবাসীদের ইসলাম গ্রহণ

এরপর জুরাশের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি তাদের ঘোড়া, উট ও চাষাবাদের গরুর জন্য বিশেষ চিহ্ন দ্বারা একটি চারণ ক্ষেত্র সংরক্ষিত করে দেন। অন্য কোন লোক সেখানে পশু চরালে সে পশু বাজেয়াপ্ত করা হতো।

উক্ত যুদ্ধ সম্পর্কে জনৈক আয্‌দীয় কবি নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করেন। উল্লেখ্য, প্রাক-ইসলামী যুগে খাছ'আম গোত্র আয্‌দ গোত্রের বিপুল ক্ষতি সাধন করেছিল। এমন কি নিষিদ্ধ মাসেও তাদের উপর তারা হামলা চালাতো :

يا غزوة ما غزونا غير خائبة * فيها البغال وفيها الخيل والحمر
حتى اتينا حميرا فى مصانعها * وجمع خثعم قد شاعت لها النذر
إذا وضعت غليلا كنت احمله * فما أبالى أدانوا بعد ام كفروا

কী সফল ছিল সে অভিযান, যা আমরা চালিয়েছিলাম
তাদের বিরুদ্ধে। তাতে খচ্চর, ঘোড়া, গাধা সবই ছিল।
আমরা তাদের গাধাগুলোর নিকট
পৌঁছলাম, তাদের দুর্গসমূহে। সেখানে খাছ'আমকে
দমন করা হয়েছিল খুবই সহজে।
আমি সেখানে মেটাচ্ছিলাম বহুদিনের পুরানো তৃষ্ণা।
পরওয়া ছিল না আমার তারা করেছে বশ্যতা স্বীকার
কিংবা কুফ্‌রী অবলম্বন।

হিম্‌য়ারের রাজন্যবর্গের পত্রসহ তাদের দূতের আগমন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাবূক থেকে ফিরে আসলেন, তখন তাঁর নিকট হিময়ার রাজন্যবর্গের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কেও তাদের পত্রবাহী এসে পৌঁছল। সে রাজন্যবর্গ ছিলেন হারিস ইব্‌ন 'আবদ কুলাল, নু'আয়ম ইব্‌ন 'আবদ কুলাল, যরু'আয়ন এর সামন্ত নৃপতি নু'মান, মা'আফির ও হামদান।

যুর'আ যূ-ইয়াযান তার সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণ এবং শির্‌ক ও মুশরিকদের বর্জন সম্পর্কে অবহিত করার জন্য মালিক ইব্‌ন মুররা রাহাবীকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নিকট নিম্নোক্ত পত্র লেখেন :

দয়ালু, পরম দাতা আল্লাহর নামে।

আল্লাহ্‌র রাসূল ও নবী মুহাম্মদের পক্ষ হতে হারিস ইব্‌ন আব্‌দ কুলাল, নু'আয়ম ইব্‌ন আব্‌দ কুলাল, যু-রু'আয়নের সামন্ত নু'মান, মা'আফির ও হামদানের প্রতি, আমি সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। পর বক্তব্য এই যে, রোমান এলাকা হতে আমাদের প্রত্যাবর্তনের পর আপনাদের বার্তাবাহক আমাদের সঙ্গে মদীনায় সাক্ষাত করেছে।

আপনারা তাকে যে বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা সে আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছে এবং সে আপনাদের খবরাখবর, ইসলাম গ্রহণ ও কাফিরদের বিরুদ্ধে আপনাদের যুদ্ধের কথা আমাদের অবহিত করেছে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলাই আপনাদেরকে তাঁর সরল পথের পরিচালিত করবেন, যদি আপনারা সৎকর্মপরায়ণ থাকেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করেন, সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় করেন, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌কে এবং রাসূলুল্লাহ্‌র প্রাপ্য অংশ তাকে প্রদান করেন এবং মু'মিনদের উপর যে ভূমি রাজস্ব আরোপ করা হয়েছে তা আদায় করেন। অর্থাৎ কুয়া ও বৃষ্টির পানি ইত্যাদি দ্বারা সিঞ্চিত জমির ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ। আর চল্লিশটি উটে একটি বিন্‌ত লাবূন[১], ত্রিশটি উটে একটি ইব্‌ন লাবূন[২], প্রতি পাঁচটি উটে একটি বকরি এবং প্রতি দশটি উটে দু'টি বকরি যাকাত হিসাবে প্রদান করতে হবে। গরুর ক্ষেত্রে প্রতি চল্লিশটিতে একটি পূর্ণ বয়স্ক গাভী এবং প্রতি ত্রিশটিতে একটি তাবী[৩], জাযা[৪] অথবা জায'আ[৫] আপনিই বিচরণ করে ঘাস-পানি খায় এমন প্রতি চল্লিশটি ছাগলে একটি ছাগী যাকাতরূপে প্রদেয়।

আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি যাকাতের ক্ষেত্রে এই বিধান আরোপিত করেছেন। যে ব্যক্তি ভাল কাজ বাড়িয়ে করে, সেটা তার জন্য মঙ্গলজনক। যে ব্যক্তি বিধান পালন করবে, স্বীয় ইসলামের সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে মু'মিনদের সাহায্য করবে, সে মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত। মু'মিনদের সমপরিমাণ অধিকার সে লাভ করবে এবং তাদের সমপরিমাণ দায়-দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে। তার জন্য আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রাসূলের দায়িত্ব থাকবে। আর যে ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবে, সে মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে, সে তাদের সমপরিমাণ অধিকার লাভ করবে এবং তাদের সমপরিমাণ দায়-দায়িত্বও তার উপর বর্তাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার ইয়াহূদী কিংবা খ্রিস্টধর্মে বিদ্যমান থাকবে তাকে তার ধর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে না। অবশ্য তার উপর জিয্‌য়া আরোপিত হবে এবং তা নারী-পুরুষ, স্বাধীন-গোলাম নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের উপর মাথাপিছু এক দীনার। যদি তার দীনার না থাকে, তবে সমমূল্যের ইয়ামানী কিংবা অন্য কোন স্থানের বস্ত্র। যে ব্যক্তি এই জিয্‌য়া আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট আদায় করবে, -

তার জন্য রয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী।
আর যে এটা আদায়ে বিরত থাকবে, সে আল্লাহ্ ও
তার রাসূলের শত্রু বলে গণ্য হবে।

---

১. বিন্‌ত লাবূন দুই বছর পূর্ণ হয়ে তিন বছরে পড়েছে এমন মাদী উট শাবক।

২ ইব্‌ন লাবূন ঐ বয়সের নর উট শাবক।

৩. তাবী দুই বছর পূর্ণ হয়েছে এমন বাছুর।

৪. জাযা' চার বছর শেষ হয়ে পঞ্চম বছরে পড়েছে এমন নর বাছুর।

৫. জাযা'আর ঐ বয়সের মাদী বাছুর।

আল্লাহ্র রাসূল ও নবী মুহাম্মদ যুর্আয্—
ইয়ামানের নিকট এই বার্তা প্রেরণ করছে যে, যখন
আপনাদের নিকট আমার বার্তাবাহকগণ পৌঁছবে, তখন
তাদের প্রতি সদাচরণ করার জন্য আমি আপনাদের
নির্দেশ দিচ্ছি। আমার সে দূতবৃন্দ হচ্ছে-মু'আয
ইব্ন জাবাল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ, মালিক
ইব্ন উবাদা, উক্বা ইব্ন নামির,
মালিক ইব্ন মুর্রা ও তাদের সঙ্গীবৃন্দ। আর আপনারা
নিজেদের যাকাত এবং বিরোধীদের জিয্য়া
একত্র করে আমার উক্ত প্রতিনিধিদের নিকট পৌঁছাবেন।
এদের নেতা হচ্ছে মু'আয ইব্ন জাবাল। সাবধান,
সে যেন কোনক্রমেই সন্তুষ্ট না হয়ে প্রত্যাবর্তন না করে।
মুহাম্মদ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত
আর কোন ইলাহ নেই এবং সে আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।
মালিক ইব্ন মুর্রা রাহাবী আমাকে অবহিত করেছে
যে, হিময়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনিই
প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করেছেন। এজন্য আপনি শুভ সংবাদ গ্রহণ করুন।
আমি আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি, হিময়ার সম্প্রদায়ের
প্রতি সদয় হোন। কোন রকমের বিশ্বাসহানি ও
অসম্মানজনক আচরণ করবেন না। কেননা, আল্লাহ্র
রাসূলই প্রকৃতপক্ষে আপনাদের ধনি-নির্ধন সকলের
অভিভাবক। যাকাতের অর্থ মুহাম্মদ ও তার পরিবারের
জন্য আদায় করা হয় না। বরং এটা দরিদ্র
মুসলিম ও মুসাফিরদের সহযোগিতার্থে আদায় করা হয়। মালিক তার
দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছে ও গোপনীয়তা রক্ষায়
যত্নবান থেকেছে। আমি তার প্রতি সদ্ব্যবহারের
নির্দেশ দিচ্ছি। আমি আপনাদের নিকট যাদের প্রেরণ
করেছি, তারা আমার লোকদের মধ্যে অধিকতর
সৎ, শ্রেষ্ঠ ধার্মিক ও সেরা জ্ঞানী। তাদের প্রতিও
উৎকৃষ্ট ব্যবহার করার জন্য আপনাকে আদেশ দিচ্ছি। এটাই তাদের
প্রতি বাঞ্ছনীয়।
ওয়াস-সালাম আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

ইয়ামান প্রেরণকালে মু'আযের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপদেশ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মু'আয (রা)-কে ইয়ামান প্রেরণ করেন, তখন তাকে কয়েকটি উপদেশ ও আদেশ প্রদান করেন। তিনি তাকে বলেন : তাদের প্রতি কোমল হবে, কঠোর নয়। সুসংবাদ দিবে, বীতশ্রদ্ধ করবে না। তুমি এক কিতাবধারী সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, জান্নাতের কুঞ্জি কী? তুমি বলবে : এই সাক্ষ্য প্রদান যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। এরপর মু'আয যাত্রা করলেন। ইয়ামান পৌঁছে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী কাজ করলেন। একবার জনৈকা ইয়ামানী রমণী তার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো : হে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী! স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার কী? তিনি বললেন : কী বলছ? স্ত্রী কখনই তার স্বামীর অধিকার পুরোপুরি আদায় করতে পারে না। কাজেই তুমি তার অধিকার তোমার পক্ষে যতটুকু আদায় করা সম্ভব, তা আদায়ে যত্নবান থাক। স্ত্রীলোকটি বললো : আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্যিকারের সাহাবী হতে, তাহলে ঠিকই জানতে স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার কী? মু'আয (রা) বললেন : কী বলছ তুমি! তুমি ফিরে গিয়ে যদি দেখ তার নাক দিয়ে পুঁজ ও রক্ত পড়ছে, আর তুমি তা জিহ্বা দিয়ে চেটে চেটে পরিষ্কার কর, তবু তার অধিকার তোমার দ্বারা যথাযথ আদায় হবে না।

ফারওয়া ইব্‌ন আমর জুযামীর ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ফারওয়া ইব্‌ন আমর নাফিরা জুযামী নুফাছী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দিয়ে লোক পাঠালেন। সেই সঙ্গে তার জন্য একটি সাদা খচ্চর উপহার পাঠালেন। ফারওয়া ছিলেন রোম-সম্রাটের পক্ষ হতে তাদের পার্শ্ববর্তী আরব্য এলাকার গভর্নর। এটা ছিল শামদেশের মু'আন ও তার আশ-পাশের অঞ্চল।

রোমানদের হাতে ফারওয়ার বন্দী হওয়া, তাঁর কবিতা ও শাহাদত লাভ

যখন রোমানরা তার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পেল, তখন তারা তাকে ডেকে নিল এবং ধরে নিজেদের কাছে বন্দী করে রাখলো। তিনি এ সম্পর্কে বলেন :

রোমকরা যখন কারাগারের ফটক ও জানোয়ারদের
পান-পাত্রের মাঝে ঘোরাফেরা করছিল, তখন
সুলায়মা প্রথম রাতে আমার বন্ধুদের নিকট হাযির হল।
যে দৃশ্য সে দেখেছিল, তা তাকে করল ব্যথিত, বিমূঢ়
আমি চেয়েছিলাম ঘুমাতে, কিন্তু সে কাঁদালো আমায়।
হে সালমা! আমার মৃত্যুর পর চোখে আর
লাগিও না সুরমা, কারো না নিজেকে সমর্পণ সহবাসে।

হে আবূ কাবায়শা! তুমি তো জান, মহাজনদের মাঝে
আমার রসনা যায় না কাটা।
আমি যদি হই গত, হারাবে তোমরা ভাই নিজেদের।
যদি বেঁচে থাকি বুঝবে ঠিক মর্যাদা আমার।
মহানুভবতা, বীরত্ব ও বাগ্মিতা যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ
থাকে একজন যুবকের, তার ঢের বেশি সমাহার
রয়েছে আমার মাঝে।

রোমানরা যখন সিদ্ধান্ত নিল ফিলিস্তিনের অন্তর্গত আফরা নামক তাদের একটি জলাশয়ের তীরে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করবে, তখন তিনি বললেন :

الاهل اتى سلمى بان حليلها * على ماء عفرا فوقا احدى الرواحل
على ناقة لم يضرب الفحل امها * مشذبة اطرافها بالمناجل

শুনেছে কি সালমা, আফরার পানির তীরে
তার স্বামীকে তোলা হয়েছে একটি উটনীর পিঠে[১]
যার মায়ের উপর চড়েনি কখনও নর উট,
কাঁচি দিয়ে কেঁটে ফেলা হয়েছে তার ডাল-পালা।

ইমাম ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) বলেন, তারা যখন তাকে হত্যা করার জন্য উপস্থিত করল, তখন তিনি বলেছিলেন :

بلغ سراة المسلمين بانني * سلم لربى اعظمى ومقامى

'হে বার্তাবাহী! তুমি মুসলিম-নেতাদের জানিয়ে দিও
আমি অস্থি ও অস্তিসহ সমর্পিত আমার প্রতিপালকের কাছে।

এরপর তারা তার শিরশ্ছেদ করে এবং সেই জলাশয়ের তীরে তাঁর লাশ শূলবিদ্ধ করে রাখে।

খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর হাতে বনূ হারিস ইব্‌ন কা'বের ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর দশম হিজরীর রবীউল আউয়াল অথবা জুমাদাল উলা মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে নাজরানের বনূ হারিস ইব্‌ন কা'বের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে নির্দেশ দেন, তাদের সাথে যুদ্ধ করার আগে যেন তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানানো হয়। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তা মেনে নিও। আর যদি তা না করে, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। খালিদ (রা) রওনা হয়ে সেখানে পৌছে গেলেন। প্রথমে তিনি সমগ্র এলাকায় আরোহীদল পাঠিয়ে দিলেন, যারা

১. উটনী বলে শূলীকাষ্ঠ বোঝান হয়েছে।

তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে লাগল এবং বলতে লাগল : হে লোকসকল! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করবে। ফলে তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাদের আহবানে সাড়া দিল। খালিদ তাদেরকে ইসলামের তালিম এবং আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের মাঝে অবস্থান করলেন। তারা যুদ্ধ না করে ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এরূপই নির্দেশ ছিল।

এরপর খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এমর্মে পত্র লেখেন :

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।
আল্লাহ্র নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি খালিদ
ইব্ন ওয়ালীদের পক্ষ হতে। ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহ্র রহমত
ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। আমি সেই আল্লাহ্র প্রশংসা
করছি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।
এরপর বক্তব্য এই যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার
প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, আপনি আমাকে
বনূ হারিস ইব্ন কা'বের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছেন
এবং আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তিন দিন
পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ না করে বরং তাদেরকে
ইসলামের দাওয়াত দেই। তারা যদি ইসলাম গ্রহণ
করে তাহলে তা যেন স্বীকার করে নেই এবং তাদের
মাঝে অবস্থান করে তাদেরকে ইসলামের
বিধি-বিধান এবং আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর
সুন্নত শিক্ষা দেই। পক্ষান্তরে, তারা যদি
ইসলাম গ্রহণ না করে, তা হলে যেন তাদের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করি। আপনার সে নির্দেশ অনুযায়ী আমি
তাদের নিকট এসে প্রথমে তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে
ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি এবং একদল আরোহীকে
তাদের মাঝে পাঠিয়ে এই ঘোষণা প্রদান করিয়েছি
যে, হে বনূ হারিস! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর,
নিরাপত্তা লাভ করবে। তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ
না করে বরং ইসলামই কবূল করে নিয়েছে। আমি
এখন তাদের মাঝে অবস্থানরত তাদেরকে সেই
সব বিষয়ে আদেশ করি, যার আদেশ আল্লাহ্ তা'আলা

তাদেরকে করেছেন এবং যা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ
করেছেন, তা থেকে আমি তাদেরকে নিষেধ করি। আর
আমি তাদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান এবং নবী (সা)-এর
সুন্নত শিক্ষা দেই। যাবৎ না রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর
দ্বিতীয় কোন নির্দেশ পাই, আমি একাজে রত থাকব।
ওয়াস-সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া
রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

খালিদ (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।
আল্লাহ্র রাসূল নবী মুহাম্মদ-এর পক্ষ হতে
খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের প্রতি। আমি তোমার
নিকট সেই আল্লাহ্র প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি
ছাড়া কোন ইলাহ নেই।
পর বক্তব্য এই যে, তোমার প্রেরিত দূত মারফত
তোমার পত্র আমার হস্তগত হয়েছে, তুমি এতে জানিয়েছ
যে, বনূ হারিস তোমার শক্তি প্রয়োগের আগেই ইসলাম
গ্রহণ করেছে এবং তোমার আহবানে সাড়া দিয়েছে ও
এই সাক্ষ্য প্রদান করেছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই,
ও মুহাম্মদ আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। আর আল্লাহ্
তা'আলা তাদেরকে তাঁর সরল পথে পরিচালিত
করেছেন। অতএব, তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও এবং
সতর্ক কর। তুমি ফিরে আস। তোমার সাথে যেন
তাদের একটি প্রতিনিধি দল আসে। ওয়াস-সালামু
আলায়কা ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বনূ হারিসের প্রতিনিধিদলের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট খালিদের আগমন

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র পেয়ে খালিদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট চলে আসলেন। তাঁর সাথে আসলো বনূ হারিস ইব্ন কা'বের একটি প্রতিনিধিদল। এ দলের মধ্যে ছিল কায়স ইব্ন হুসায়ন যুল-গুস্সা, ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মাদান, ইয়াযীদ ইব্ন মুহাজ্জাল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুরাদ যিয়াদী, শাদ্দাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ কানানী ও আমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ দিবাবী প্রমুখ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তারা উপস্থিত হওয়ার পর তিনি তাদের দেখে বললেন : হিন্দুস্তানের লোকদের মত দেখতে এ লোকগুলো কারা? বলা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা বনূ হারিস ইব্ন কা'বের লোক। ইতোমধ্যে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে হাযির হয়ে গেল এবং তাঁকে সালাম দিয়ে বলে উঠলো : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহ্র রাসূল এবং আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমিও সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরাই তো তারা যাদেরকে হুমকি দেওয়া হলে রুখে দাঁড়াতে? তারা চুপ করে থাকলো, কেউ কোন কথা বলল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দ্বিতীয়বার এই কথা বললেন। এবারও কেউ কোনও উত্তর দিল না। তৃতীয় বারও একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। এবারও সকলে নিরুত্তর হয়ে রইল। চতুর্থবার যখন তিনি একই প্রশ্ন করলেন, তখন ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মাদান বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরাই সেই লোক, যাদেরকে হুমকি দেওয়া হলে তারা রুখে দাঁড়াত। তিনি এই কথাটি চারবার বললেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যদি না খালিদ আমাকে লিখে জানাত যে, তোমরা ইসলামই গ্রহণ করে নিয়েছ, যুদ্ধ করনি, তা হলে আমি তোমাদের সকলের মাথা তোমাদের পদতলে ফেলে দিতাম।

ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মাদান বললো : শুনুন, আমরা কিন্তু আপনারও প্রশংসা করিনি এবং খালিদেরও প্রশংসা করিনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করলেন : তা হলে কার প্রশংসা করেছ তোমরা?

তারা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সেই আল্লাহ্র প্রশংসা করেছি, যিনি আপনার দ্বারা আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : ঠিক বলেছ।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাস করলেন : প্রাক-ইসলামী যুগে তোমরা কিসের বলে তোমাদের প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে? তারা বলল : আমরা তো কাউকে পরাস্ত করতাম না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : নিশ্চয়ই, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত, তোমরা তাদের পরাস্ত করতে।

তারা বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করত আমরা তাদেরকে এই কারণে পরাস্ত করতে সক্ষম হতাম যে, আমরা সর্বদা ঐক্যবদ্ধ থাকতাম, কখনও আপসে দলাদলি করতাম না। আর আমরা প্রথমে কারও উপর জুলুম করতাম না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা সঠিক কথা বলেছ। এরপর তিনি কায়স ইব্ন হুসায়নকে বনূ হারিসের আমীর নিযুক্ত করলেন।

শাওয়াল মাসের শেষদিকে কিংবা যুলকাদার শুরুতে বনূ হারিসের প্রতিনিধিদল তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল। তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাওয়ার পর চার মাসও পূর্ণ হতে পারেনি, ইতোমধ্যে আল্লাহ্র রাসূলের ওফাত হয়ে যায়। তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক আল্লাহ্র করুণা, অনুগ্রহ, বরকত, সন্তুষ্টি ও অনুকম্পা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কর্তৃক আমর ইব্ন হাযমকে তাদের গভর্নররূপে প্রেরণ

উক্ত প্রতিনিধিদল চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমর ইব্ন হাযম (রা)-কে তাদের নিকট প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাদেরকে দীনী বিষয়ে গভীর উপলব্ধি প্রদানের চেষ্টা করেন এবং তাদেরকে সুন্নত ও ইসলামী বিধান শিক্ষা দেন ও তাদের সাদাকা-যাকাত উসূল করেন। তিনি তার নামে একখানি পত্রও লিখে দেন, যাতে তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেন। পত্রখানি ছিল নিম্নরূপ :

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।
"এটা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট নির্দেশনামা।
হে মু'মিনগণ! তোমরা অংগীকার পূর্ণ করবে। এটা
আল্লাহ্র নবী ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে আমর ইব্ন
হাযমের জন্য অংগীকার, যখন তিনি তাকে ইয়ামান
প্রেরণ করেন। তিনি তাকে সর্ববিষয়ে আল্লাহ্কে ভয়
করার নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সেই
সকল লোকের সঙ্গে, যারা আল্লাহ্-ভীতি অবলম্বন
করে এবং যারা মু'মিন। আর তিনি তাকে আদেশ
করছেন, যেন আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী প্রাপ্য গ্রহণ করে
এবং মানুষকে মঙ্গলের সুসংবাদ দেয়, তাদেরকে কল্যাণকর
কাজের নির্দেশ দেয়, তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়
এবং তাদেরকে কুরআন ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়। আর
মানুষকে যেন নিষেধ করে যে, কেউ অপবিত্র অবস্থায় কুরআন
স্পর্শ করবে না। আর মানুষকে তাদের অধিকার ও দায়—
দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করে। আর ন্যায়ের ক্ষেত্রে
যেন মানুষের প্রতি সদয় থাকে এবং জুলুম ও অন্যায়ের
ব্যাপারে তাদের প্রতি হয় কঠোর। কেননা, আল্লাহ্
জুলুম অপসন্দ করেন এবং তা থেকে নিষেধ করেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন : أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

'শোন জালিমদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত।' আর যেন
মানুষকে জান্নাত ও জান্নাতসুলভ কর্মের সুসংবাদ দেয়
এবং জাহান্নাম ও জাহান্নামের কাজ হতে সতর্ক করে। আর
যেন মানুষের প্রতি বাৎসল্য প্রদর্শন করে, যাতে তারা
দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করতে পারে। আর
মানুষকে যেন হজ্জের বিধি-বিধান, তার সুন্নত ও ফরয

এবং এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র আদেশ ও বড় হজ্জ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়।
বড় হজ্জ তো হজ্জ, আর ছোট হজ্জ হচ্ছে—উমরা। আর
মানুষকে যেন নিষেধ করে, যাতে তারা ক্ষুদ্র এক কাপড়ে
সালাত আদায় না করে। হ্যাঁ, একটি কাপড় যদি দু'ভাজ
করে দু'কাঁধে জড়িয়ে নেয়, তো ভিন্ন কথা। আর মানুষকে
এমন করে বসতে নিষেধ করবে, যাতে তাদের
লজ্জাস্থান আকাশের দিকে আব্রুহীন হয়ে পড়ে। আর
তাদের কে নিষেধ করবে যেন কেউ তার চুল পেছনের
দিকে খোপা বেঁধে না রাখে। আর নিষেধ করবে, যেন
তাদের মধ্যে কোন কারণে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে বংশ
ও গোত্রের নাম নিয়ে ডাক না দেয়। বরং তাদের
ডাক হবে এক ও লা-শরীক আল্লাহ্‌কে উদ্দেশ্য করে।
যারা আল্লাহ্‌কে না ডেকে বংশ ও গোত্রকে ডাকবে,
তাদেরকে যেন তরবারি দ্বারা দমন করা হয়—
যতক্ষণ না তারা এক ও শরীকহীন
আল্লাহ্‌কে ডাকবে। আর সে মানুষকে তাদের মুখমণ্ডল,
কনুই পর্যন্ত দু'হাত, গোড়ালী পর্যন্ত দু'পা
ভাল করে ধুতে এবং মাথা মাস্‌হ করতে আদেশ
করবে—ঠিক যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নির্দেশ দিয়েছেন।
আর তাদেরকে ওয়াক্তমত সালাত আদায় ও রুকূ-সিজদা
এবং একাগ্রতায় যত্নবান থাকার আদেশ করবে। আর ফজরের
সালাত আদায় করবে অন্ধকার থাকতে থাকতে, জুহর
সূর্য ঢলে যাওয়ার পর প্রথম ওয়াক্তে আদায় করবে।
আসরের সালাত আদায় করবে তখন, যখন সূর্য পৃথিবীতে অস্ত
মুখী হয়। মাগরিব রাত্র আগমনকালে।
তারকা মালার উদয় পর্যন্ত বিলম্ব করবে না। ঈশার সালাত আদায়
করবে প্রথম রাতে। আর নির্দেশ দেবে যেন আযান
হওয়া মাত্র জুমুআর দিকে ধাবিত হয় এবং জুমুআর সালাতে
যাত্রার আগে যেন গোসল করে। আর তিনি তাকে
নির্দেশ দিচ্ছেন যেন গনীমত হতে আল্লাহ্‌র এক-পঞ্চমাংশ
এবং ভূমিরাজস্ব গ্রহণ করে। মু'মিনদের প্রতি
আল্লাহ্ তা'আলা যে ভূমিরাজস্ব আরোপ করেছেন, তা

নিম্নরূপ, কূয়া বা বৃষ্টির পানি দ্বারা যাতে সেচ দেওয়া
হয়, তার ফসলের এক-দশমাংশ এবং বালতি ইত্যাদি
দ্বারা যাতে সেচ দেওয়া হয়, তার বিশ ভাগের এক ভাগ
যাকাত হিসাবে প্রদান করতে হবে। অনুরূপ যাকাত আসবে
প্রতি দশটি উটে দু'টি ছাগল, বিশটি উটে চারটি
ছাগল; প্রতি চল্লিশটি গরুতে একটি গাভী,
প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটি দুই বছরের বাছুর বা চার বছরের
এঁড়ে বা বকনা বাছুর। আর আপনিই বিচরণ করে
ঘাস-পানি খায় এমন প্রতি চল্লিশটি ছাগলে
একটি ছাগী। যাকাতের ক্ষেত্রে এটা আল্লাহ্ তা'আলার
আরোপিত অবশ্য পালনীয় আইন। কেউ এতে স্বেচ্ছায়
বৃদ্ধি করলে সেটা তার জন্য কল্যাণকর। ইয়াহূদী
কিংবা খ্রিস্টানদের মধ্যে কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ
করলে এবং দীন ইসলামের নিকট নিজেকে সমর্পণ করলে,
সে মু'মিনদের মধ্যে গণ্য হবে। মু'মিনদের সমান
অধিকার সে লাভ করবে এবং তাদের অনুরূপ দায়
দায়িত্বও তার উপর বর্তাবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তার
ইয়াহূদী বা খ্রিস্ট ধর্মেই বিদ্যমান থাকবে, তাকে জোর
করে তা থেকে সরানো হবে না। তবে তাদের
নারী-পুরুষ, স্বাধীন-গোলাম নির্বিশেষে প্রত্যেক
প্রাপ্তবয়স্কের প্রতি মাথা পিছু এক দীনার জিয্য়া
আরোপিত হবে কিংবা এর সমমূল্যের কাপড় সে আদায় করবে।
যে ব্যক্তি এটা আদায় করবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহ্
ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী। আর যে ব্যক্তি এটা
আদায় করতে অস্বীকার করবে, সে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল
এবং সকল মু'মিনের দুশমন। মুহাম্মদের প্রতি আল্লাহ্র
অশেষ রহমত। ওয়াস-সালামু আলায়হি ওয়া
রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

রিফা'আ ইব্ন যায়দ জুযামীর আগমন

খায়বরের আগে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বনূ জুযামের শাখা দুবায়ব গোত্রের রিফা'আ ইব্ন যায়দ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি গোলাম

উপহার দিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পক্ষে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট একটি পত্র লেখেন তার বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।
এটা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে রিফা'আ ইব্ন যায়দের
জন্য লিখিত পত্র। আমি তাঁকে তার নিজের সম্প্রদায় এবং
তার সম্প্রদায়ে শামিল হয়েছে এমন সকলের নিকট প্রেরণ
করলাম। সে তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আহবান
জানাবে। যে ব্যক্তি তাতে সাড়া দেবে, সে আল্লাহ্র দলে এবং তাঁর
দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তার
জন্য দুই মাসের নিরাপত্তা থাকবে।

রিফা'আ যখন তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তারা সকলে তার ডাকে সাড়া দিল এবং ইসলাম গ্রহণ করলো। এরপর তারা হার্রা অর্থাৎ রাজলার হার্রায় (প্রস্তরময় ভূমি) চলে গেল এবং সেখানে বসবাস করতে লাগলো।

হামদানের প্রতিনিধিদলের আগমন

ইব্ন হিশাম বলেন : হামদানের প্রতিনিধিদল ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করলো, যেমন আমি বিশ্বাস করি এমন এক ব্যক্তি- আমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উযায়না আবদী হতে এবং তিনি আবূ ইসহাক সুবায়ঈ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন :

হামদানের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলো। তাদের মধ্যে ছিল মালিক ইব্ন নামাত, আবূ ছাওর যুল-মিশআর, মালিক ইব্ন আয়ফা যিমাম ইব্ন মালিক সালমানী ও উমায়র ইব্ন মালিক খারিফী। তাবূক হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রত্যাবর্তন পথে তারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে। তাদের পরিধানে ছিল ইয়ামানী সেলাই করা চাদর ও আদনী পাগড়ী। মাহরী[১] ও আরহাবী[২] উটের উপর স্থাপিত মূল্যবান কাঠের হাওদায় তারা আসীন ছিল। মালিক ইব্ন নামাত ও অপর এক ব্যক্তি তাদের সম্প্রদায়ের গৌরব প্রকাশ করে ছড়া বলছিল। একজন বলছিল :

همدان خير سوقة واقيال * ليس إفى العالمين امثال
محلها الهضب ومنها الابطال * لها إطابات بها وآكال

হামদান তো সেরা নবাব ও সামন্ত,
বিশ্ব জুড়ে কোথাও তাদের তুলনা নেই।
তাদের রয়েছে মর্যাদা উচ্চ অতি তাদের মাঝে রয়েছে বড় বড় বীর।
যে কারণে লাভ করে তারা বিপুল নজরানা, খাজনা দেদার।

---

১. মাহ্রা ইয়ামানের একটি গোত্র। মাহ্রী হচ্ছে তাদের সাথে সম্পৃক্ত উট।

২ আরহাব বনূ হামদানের একটি শাখাগোত্র। তাদের সাথে সম্পৃক্ত উটকে আরহাবী বলা হয়।

অপরজন বলছিল :

اليك جاوزن سواد الريف * فى هبوات الصيف والخريف
مخطمات بحبال الليف

দেখ দেখ, খর্জুর-বাকলের রশির লাগাম আঁটা
উটগুলো সব করছে অতিক্রম,
শীত ও গ্রীষ্মের ধূলো মেঘের তলে
জলের ধারে সবুজ-শ্যামল গ্রাম।

এরপর মালিক ইব্‌ন নামাত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে দাঁড়িয়ে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হামদান সম্প্রদায়ের শহর ও পল্লীর সেরা লোকগুলো বেগবান নবীন উটে সওয়ার হয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছে। তারা ইসলামের রশিতে আবদ্ধ। আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দা তাদের স্পর্শ করে না। তারা এসেছে খারিফ, ইয়াম ও শাকির গোত্রসমূহের নগর হতে। তারা উট ও ঘোড়ার মালিক। রাসূলের আহবানে তারা সাড়া দিয়েছে এবং সকল দেব-দেবী ও প্রতিমাদের বর্জন করেছে। যতদিন পাহাড় স্থির থাকবে এবং যতদিন সালা পাহাড়ের হরিণ-শাবক ছোটাছুটি করবে, ততদিন তাদের অংগীকার ভংগ হওয়ার নয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের জন্য একখানি পত্র লিখে দিলেন, যা ছিল নিম্নরূপ :

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

এটা আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে খারিফ সম্প্রদায়ের শহর এবং উচ্চ ভূমি ও বালুময় অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য তাদের প্রতিনিধি যুল-মিশআর মালিক ইব্‌ন নামাতের মারফত লিখিত পত্র। তার সম্প্রদায়ের যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারাও এর শামিল। এই মর্মে যে, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এর উচ্চ ও নিম্নভূমি তাদের থাকবে। তারা এর ফল-ফসল খাবে এবং তৃণাদি তাদের জানোয়ারকে খাওয়াবে। এজন্য তাদের পক্ষে রয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী। আনসার ও মুহাজিরগণ তাদের সাক্ষী।

এ সম্বন্ধে মালিক ইব্‌ন নামাত বলেন :

আমি কয়লা কালো অন্ধকারের মাঝে স্মরণ করেছি
আল্লাহ্‌র রাসূলকে, যখন আমরা চলছিলাম রাহরাহান[১]
ও সালদাদের[২] উপর দিয়ে।
দীর্ঘ রাজপথ দিয়ে আমাদের নিয়ে চলছিল উটেরা

১. একটি স্থানের নাম।
২. একটি স্থানের নাম।

অবিরাম পথ-পরিক্রমায় তাদের চোখ ছিল
কোটরাগত, দেহ ক্ষত-বিক্ষত।
এমন সব উটনীর উপর সওয়ার ছিলাম আমরা, যাদের
চওড়া পা, যারা বেগবান, ধাবিত হচ্ছিল আমাদের নিয়ে
মোটা তাজা নর উটপাখির মত।
আমি মিনার পথে গমনরত সেই উটনীদের প্রতিপালকের শপথ করছি, যেগুলো
তাদের সওয়ারী নিয়ে সমুচ্চ ভূমি হতে হয়েছে উদয়।
আল্লাহ্র রাসূল আমাদের মাঝে প্রত্যায়িত সুনিশ্চত।
আরশাধিপতির নিকট হতে এসেছেন তিনি
সরল পথ-প্রাপ্ত হয়ে।
কোন উটনী তার হাওদার উপর কখনও করেনি বহন,
মুহাম্মদ অপেক্ষা তীব্রতর দুশমনের উপর আঘাতকারীকে।
কিংবা এমন ব্যক্তিকে যে তাঁর চাইতে বেশী মুক্তহস্ত
আগত কৃপাপ্রার্থীর প্রতি
অথবা তীক্ষ্ণ ভারতীয় তরবারি চালাতে অধিক সিদ্ধহস্ত।

ঘোর মিথ্যুক মুসায়লামা হানাফী ও আসওয়াদ আনাসীর বৃত্তান্ত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে দুইজন মিথ্যাবাদী নবূওয়াতের দাবী করেছিল। তাদের একজন হানীফা গোত্রের মুসায়লামা ইব্‌ন হাবীব। তার উত্থান হয়েছিল ইয়ামামায়। অপরজন সানআ নিবাসী আসওয়াদ ইব্‌ন কা'ব আনাসী।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কুসায়ত (র) আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) অথবা তাঁর ভাই সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) সূত্রে এবং তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি মিম্বরে বক্তৃতায়ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, হে লোকসকল! আমি তো লায়লাতুল কাদর দেখেছিলাম, কিন্তু পরে আমাকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়। আর আমি দেখেছি আমার দু'হাতে দুটি স্বর্ণ-কঙ্কন। তা দেখে আমার ভীষণ অপসন্দ লাগে। কাজেই আমি তাতে ফুঁ দেই। সাথে সাথে তা উড়ে যায়। এ স্বপ্নের আমি ব্যাখ্যা করেছি এই যে, এ দু'টি হচ্ছে ইয়ামান ও ইয়ামামার ওই দুই মিথ্যাবাদী।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কর্তৃক মিথ্যা নবূওয়াতের দাবীদারদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি যাকে সন্দেহ করি না এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ত্রিশজন চরম মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে, যাদের প্রত্যেকেই নবূওয়াত দাবী করবে।

চারদিকে গভর্নর ও যাকাত আদায়কারী প্রেরণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যে সমস্ত এলাকা ইসলামের অধিকারভুক্ত হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে সব এলাকায় শাসনকর্তা ও যাকাত আদায়কারী প্রেরণ করেন। তিনি মুহাজির ইব্‌ন আবূ উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরাকে প্রেরণ করেন সানআয়। সেখানে আসওয়াদ আনাসী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ বায়াদার যিয়াদ ইব্‌ন লাবীদ আনসারীকে হাযরামাওতের শাসনকর্তা ও যাকাত আদায়কারীরূপে পাঠান। তিনি আদী ইব্‌ন হাতিমকে পাঠান তাঈ গোত্র ও বনূ আসাদের শাসনকর্তা ও যাকাত আদায়কারীরূপে। মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রা, ইব্‌ন হিশামের বর্ণনা মতে, যিনি বনূ ইয়ারবূ-এর লোক, তাকে প্রেরণ করেন বনূ হানজালার যাকাত আদায়কারীরূপে। নবী (সা) বনূ সা'দ-এর যাকাত আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করেন উক্ত গোত্রেরই দুইজন লোককে। যিবারকান ইব্‌ন বাদরকে নিযুক্ত করেন এক অংশে এবং কায়স ইব্‌ন আসিমকে নিযুক্ত করেন অন্য অংশে। এর আগে তিনি আলা ইব্‌ন হাযরামীকে বাহরায়নের গভর্নর করে পাঠিয়েছিলেন। নাজরানবাসীদের যাকাত ও জিযিয়া উসূল করার জন্য তিনি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে প্রেরণ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মুসায়লামার চিঠি এবং তাঁর উত্তর

মুসায়লামা ইব্ন হাবীব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট চিঠি লিখেছিল—'আল্লাহ্র রাসূল মুসায়লামার পক্ষ হতে আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদের প্রতি। আপনার প্রতি সালাম। পর বক্তব্য এই যে, আমি নবূওয়াতে আপনার অংশীদার। কাজেই রাজ্যের অর্ধেক আমাদের, অর্ধেক কুরায়শদের। তবে কুরায়শ একটি সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

তার এ চিঠি নিয়ে দু'জন দূত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আশজা গোত্রের একজন শায়খ সালামা ইব্ন নুআয়ম ইব্ন মাসঊদ আশজাঈ (র) হতে এবং তিনি তাঁর পিতা নুআয়ম ইব্ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : তার চিঠি পাঠ করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি তাদের বলতে শুনেছি, তোমরা কী বল? তারা বলল : 'তিনি যা বলেছেন আমরাও তাই বলি।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : শোন, দূত হত্যা যদি নিষিদ্ধ না হত, তবে আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দিতাম। এরপর তিনি মুসায়লামার নিকট লিখলেন :

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب : السّلام على من اتبع الهدى . اما بعد . فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعقبة للمتقين .

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে ঘোর মিথ্যাবাদী মুসায়লামার প্রতি। সালাম তার প্রতি, যে হিদায়াতের অনুসরণ করে। পর বক্তব্য এই যে, রাজ্য তো আল্লাহ্রই। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

এটা হি. ১০ সালের শেষ দিকের কথা।

বিদায় হজ্জ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রস্তুতি

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুলকাদা মাস উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জের প্রস্তুতি নিলেন এবং অন্যদেরকেও প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম (র) তাঁর পিতা কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) হতে এবং তিনি নবী-সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : যুলকাদা মাসের পাঁচ দিন বাকি থাকতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জ যাত্রা শুরু করেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : তিনি আবূ দুজানা সাইদী (রা)-কে মদীনার অস্থায়ী শাসক নিযুক্ত করে যান। কারও মতে সিবা ইব্ন উরফুতা গিফারী (রা)-কে।

হজ্জের সময় ঋতুমতী নারীর বিধান

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম তাঁর পিতা কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) হতে তিনি আইশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : যাত্রাপথে সকলের মুখে শুধু হজ্জ; এছাড়া আর কোন কথা নয়। কাফেলা যখন সারিফে পৌছল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশ দিলেন, সকলে যেন উমরার ইহরাম বাঁধে। তবে যারা কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়েছে তারা নয়। উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিলেন। এদিন আমি ঋতুগ্রস্তা হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখেন আমি কাঁদছি। তিনি বললেন : আয়েশা! তোমার কী হলো? ঋতুগ্রস্তা হয়ে পড়েছ কী? বললাম : হ্যাঁ। এই সফরে আপনাদের সঙ্গে আমি না আসলেই ভাল হতো। তিনি বললেন : এমন কথা বলো না। সকল হাজী যে অনুষ্ঠানাদি পালন করে, তুমি তাই পালন করবে। কেবল বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করবে না। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় প্রবেশ করলেন। তাঁর স্ত্রীগণ এবং যারা কুরবানীর পশু সঙ্গে আনেননি। তারা সবাই উমরা করে হালাল হয়ে গেল। কুরবানীর দিন অনেকগুলো গরুর গোশত এনে আমার ঘরে ফেলা হলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এগুলো কী? তারা বললো : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর স্ত্রীগণের পক্ষ হতে গরু যবাই করেছেন (এটা সেই গোশত)। কঙ্কর নিক্ষেপের রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার ভাই আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকরকে দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমার যে উমরা ছুটে গিয়েছিল, তদস্থলে সে তানয়ীম হতে আমাকে উমরা করিয়ে দিল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম নাফি (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হতে এবং তিনি হাফসা বিন্ত উমর (রা) হতে বর্ণনা

করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁর পত্নিগণকে উমরা করে হালাল হতে বললেন, তখন তারা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কেন আমাদের সঙ্গে হালাল হচ্ছেন না? তিনি বললেন : আমি তো কুরবানীর পশু সঙ্গে এনেছি এবং চুলে আঠাল পদার্থ ব্যবহার করেছি। আমি সে পশু কুরবানী না করা পর্যন্ত হালাল হতে পারব না।

ইয়ামান হতে আলী (রা)-এর প্রত্যাবর্তন এবং হজ্জের ইহরামে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নাজীহ (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-কে নাজরান পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে মাক্কায় তাঁর সংগে মিলিত হন। ইতোমধ্যে তিনি ইহরাম বেঁধে ফেলেছেন। আলী (রা) রাসূল-তনয়া ফাতিমা (রা)-এর কাছে গেলেন। দেখলেন তিনি হালাল হয়ে পরিপাটি হয়ে গেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কী ব্যাপার তোমার, হে রাসূল-তনয়া? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের উমরা করে হালাল হতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা হালাল হয়েছি। এরপর আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসলেন। তিনি তাঁর সফরের খবরাখবর জানিয়ে শেষ করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন : যাও, বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ কর এবং অন্যান্যরা যে ভাবে হালাল হয়েছে সেভাবে হালাল হও। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো ইহরাম বেঁধেছি, যেভাবে আপনি ইহরাম বেঁধেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যাও, তোমার সঙ্গিগণ যেভাবে হালাল হয়েছে সেভাবে হালাল হও। তিনি পুনরায় বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহরাম বাঁধার সময় আমি বলেছি :

اللهم انى اهل بما اهل به نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم

'হে আল্লাহ্! আপনার নবী, আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল মুহাম্মদ (সা) যেই ইহরাম বেঁধেছেন আমিও সেই ইহরাম বাঁধলাম।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার সঙ্গে কি কুরবানীর পশু আছে? তিনি বললেন : না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নিজের কুরবানীর পশুতে শরীক করে নিলেন। কাজেই তিনি হজ্জ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ইহরামে বহাল থাকলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের উভয়ের পক্ষ হতে কুরবানী করলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ আমরা (র) ইয়াযীদ ইব্ন তালহা ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন রুকানা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে মক্কায় মিলিত হওয়ার জন্য যখন আলী (রা) ইয়ামান থেকে রওনা হন, তখন তিনি তাঁর একজন সঙ্গীকে তাঁর সৈন্যদের মাঝে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে তিনি আগে আগে চলে আসেন। সে লোক প্রত্যেককে ইয়ামানী সেই কাপড়ের এক এক জোড়া পরিধান করাল, যা আলী (রা)-এর সঙ্গে ছিল। তারা যখন তাঁর কাছাকাছি পৌছে গেল, তখন তিনি তাদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য তাদের কাছে গেলেন। সহসা দেখেন তাদের পরিধানে এক এক জোড়া বস্ত্র। তিনি তিরস্কার করে বললেন : এসব কী? সে বলল, আমি এ পোশাক তাদেরকে পরিধান করিয়েছি, যাতে এরা যখন অন্যান্য লোকের নিকট

পৌঁছবে, তখন তাদের চোখে সুন্দর দেখা যায়। তিনি ধিক্কার দিয়ে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছার আগে এ পোশাক খুলে ফেল। বর্ণনাকারী বলেন : শেষ পর্যন্ত তিনি সে পোশাক খোলালেন এবং গনীমতের মালামালের মধ্যে রেখে দিলেন। তার এ ব্যবহারের কারণে তারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন মামার ইব্‌ন হাযম (র) সুলায়মান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন উজরা (র) হতে, তিনি তার ফুফু ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর পত্নী যয়নাব বিন্‌ত কা'ব (র) হতে এবং তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : সে দলের লোকেরা আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের মাঝে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম : হে লোকসকল! তোমরা আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করো না। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ্‌র সত্তা বা আল্লাহ্‌র পথে সে অত্যন্ত সাবধানী। কাজেই তার প্রতি অভিযোগের সুযোগ নেই।

বিদায় ভাষণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করে চললেন। মানুষকে হজ্জের বিধি-বিধান ও সুন্নতসমূহ শিক্ষা দিলেন। অবশেষে তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণ দিলেন। এতে তাঁর যা-কিছু বলার ছিল তা বললেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শোকর আদায় করলেন। তারপর বললেন : হে মানুষেরা! তোমরা আমার কথা শোন। আমি জানি না, হয়ত এস্থলে এ বছরের পর আর কখনো তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাত হবে না। হে মানুষেরা!! তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাতকাল পর্যন্ত এই দিন ও এই মাসের মত নিষিদ্ধ ও পবিত্র। নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত করবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। আমি তো তোমাদের নিকট ঠিকই পৌঁছিয়েছি। তোমাদের নিকট যদি কারও কোন আমানত থাকে, তবে আমানতকারীর নিকট তা যেন পৌঁছে দেয়। সর্বপ্রকার সুদ রহিত করা হলো। তোমরা কেবল মূলধনই লাভ করবে। তাতে তোমরাও কোন জুলুম করবে না; তোমাদের প্রতিও কোন জুলুম করা হবে না। আল্লাহ্ তা'আলার সিদ্ধান্ত যে, আর কোন সুদ নয়। আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের সব সুদ বাতিল করা হলো। জাহিলী যুগের যত রক্তের দাবি তা সব বাতিল করা হলো। সর্বপ্রথম আমি এরূপ যে রক্তের দাবি প্রত্যাহার করছি, তা হচ্ছে রবী'আ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের শিশুপুত্রের রক্তের দাবি। দুগ্ধপানের নিমিত্ত সে লায়স গোত্রে ছিল। হুযায়ল গোত্র তখন তাকে হত্যা করে। তার রক্ত দিয়েই আমি জাহিলী যুগের সব রক্তের দাবি রহিতকরণের সূচনা করলাম। এরপর হে লোক সকল! তোমাদের এই ভূখণ্ডে যে আর কোন দিন শয়তানের উপাসনা করা হবে—এ ব্যাপারে শয়তান চিরতরে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে এতদ্ভিন্ন তোমরা তুচ্ছ মনে করবে এমন বহু কাজ রয়েছে, যাতে তার আনুগত্য করলে সে খুশী হয়ে যাবে। এরপর তোমরা তোমাদের দীনের

ব্যাপারে তার থেকে সাবধান হও। হে মানুষেরা! মাসকে পিছিয়ে দেওয়ার অর্থ কেবল কুফ্‌রীকেই বৃদ্ধি করা, যা দ্বারা কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। তারা একে কোন বছর বৈধ করে এবং কোন বছর অবৈধ করে, যাতে তারা আল্লাহ্ যেগুলোতে নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলোর গণনা পূর্ণ করতে পারে, যাতে আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন, তা হালাল করতে পারে এবং আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন, তা হারাম করতে পারে। কাল সেই দিন থেকে চক্রাকারে আবর্তন করে আসছে, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র নিকট মাসের গণনা বার মাস। তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ, যার তিনটি পরপর। আর একটি মুদারের[১] রজব, যা জুমাদাছ-ছানী ও শা'বানের মাঝখানে। হে লোকেরা! তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের অধিকার আছে এবং তোমাদের প্রতিও তাদের অধিকার আছে। তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার এই যে, তারা এমন কারও জন্য তোমাদের বিছানা পাতবে না, যাকে তোমরা অপসন্দ কর এবং তারা প্রকাশ্য অশালীন কাজ করবে না। যদি করে, তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন যে, তোমরা তাদেরকে শয্যা হতে বর্জন করতে এবং তাদেরকে হালকা প্রহার করতে পার। পক্ষান্তরে, তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে তোমরা তাদেরকে ন্যায়ানুগভাবে অন্ন-বস্ত্র দিবে। তোমরা নারীদের প্রতি সদাচরণ করার উপদেশ গ্রহণ কর। কারণ তারা তোমাদের নিকট আবদ্ধ। নিজেদের জন্য কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। তোমরা তো তাদেরকে আল্লাহ্র আমানতস্বরূপ গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্র বিধানমত তাদের সতীত্বের অধিকারী হয়েছ। অতএব, হে মানুষেরা! তোমরা আমার কথা ভাল করে বুঝে নাও। আমি তো পৌছে দিয়েছি। আমি তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি এমন বস্তু, যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনই বিভ্রান্ত হবে না। অতি স্পষ্ট বস্তু তা। অর্থাৎ আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নত। হে মানুষেরা তোমরা আমার কথা শোন ও বুঝে নাও। জেনে রেখ, প্রত্যেক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সব মুসলিম ভাই ভাই। এক মুসলিমের পক্ষে তার ভাইয়ের কোন কিছুই বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে সন্তুষ্ট-চিত্তে তাকে তা প্রদান করে। অতএব, তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না। হে আল্লাহ্ আমি কি পৌছাতে পেরেছি!

বর্ণিত আছে, তখন সকল মানুষ সমস্বরে বলে উঠলো : নিশ্চয়ই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হে আল্লাহ্! সাক্ষী থাক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (র) তার পিতা আব্বাদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আরাফার ময়দানে যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তব্য উচ্চৈঃস্বরে মানুষকে শোনাচ্ছিলেন, তিনি ছিলেন রবী'আ ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন : বল হে জনমণ্ডলী! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলছেন : তোমরা কি জান, এটা কোন মাস? তিনি তাদেরকে একথা বললেন। তারা বলল : নিষিদ্ধ মাস। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তাদের বল, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রক্ত ধন-সম্পদ

১. রজব মাসকে মুদার গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ এই যে, তারা রমযান মাসকে নিষিদ্ধ গণ্য করতো এবং তার নাম দিয়েছিল রজব। রাসূলুল্লাহ (সা) স্পষ্ট করে দিলেন যে, এটা মুদারের রজব, রবী'আ গোত্রের রজব নয়।

তাঁর সাথে তোমাদের সাক্ষাতকাল পর্যন্ত, এই মাসের ন্যায় নিষিদ্ধ করেছেন। এরপর বললেন : তাদের বল, হে জনগণ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের বলছেন, তোমরা কি জান, এটা কোন নগরী ? তিনি চিৎকার করে একথা তাদের শোনালেন। তারা বলল : এটা নিষিদ্ধ নগরী ? তিনি বললেন : তুমি তাদের বল, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জানমালকে তাঁর সাথে তোমাদের সাক্ষাতকাল পর্যন্ত এই নগরীর মত নিষিদ্ধ করেছেন। এরপর তিনি বললেন : তুমি বল, হে মানুষেরা! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের বলছেন, তোমরা কি জান, এটা কোন দিন ? তিনি তাদের এ কথা বললেন। তারা বলল : এটা বড় হজ্জের দিন। তিনি বললেন, তুমি তাদের বল, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জানমাল তাঁর সাথে তোমাদের সাক্ষাতকাল পর্যন্ত এই দিনের মত নিষিদ্ধ করেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইব্ন আবূ সুলায়ম (র) শাহর ইব্ন হাওশাব আশ'আরী (র) হতে এবং তিনি আমর ইব্ন খারিজা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আত্তাব ইব্ন উসায়দ কোন এক প্রয়োজনে আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আরাফাতে ছিলেন। আমি তাঁর নিকট পৌছে, তাঁর উটের নীচে এভাবে দাঁড়ালাম যে, উটের লালা আমার মাথায় পড়ছিল। তখন আমি শুনলাম, তিনি বলছেন : হে মানুষেরা! আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব, কোন ওয়ারিসের জন্য ওয়াসীয়ত করা জায়েয নয়। সন্তান তার, শয্যা যার। আর ব্যভিচারীর প্রাপ্য হল প্রস্তর। যে ব্যক্তি তার পিতা ব্যতিরেকে অন্যের সন্তান বলে নিজেকে পরিচয় দেবে, কিংবা যে গোলাম তার প্রকৃত মালিক ব্যতিরেকে অন্যকে মালিক বলে, তার প্রতি আল্লাহ্, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের লা'নত। আল্লাহ্ তার কোন দান-খয়রাত কবূল করবেন না।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নাজীহ আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরাফাতে অবস্থানকালে যে পাহাড়ের উপর তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, সে সম্পর্কে বলেন : এটা আরাফার অবস্থানস্থল এবং সমগ্র আরাফাই অবস্থানের জায়গা। মুযদালিফার দিন তিনি কুযাহ পর্বতের উপর দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, এটা অবস্থানস্থল এবং সমগ্র মুযদালিফাই অবস্থানের জায়গা। এরপর তিনি মিনার যবাহস্থলে যখন কুরবানী করলেন, তখন বললেন : এটা কুরবানীর স্থান এবং সমগ্র মিনাই কুরবানীর জায়গা। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জ সমাপণ করলেন। এর মাঝে সকলকে হজ্জের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিলেন এবং মুযদালিফা ও আরাফার অকূফ (অবস্থান), প্রস্তর নিক্ষেপ, তাওয়াফ ইত্যাদি যা কিছু আল্লাহ্ হজ্জ আদায়কারীর উপর আবশ্যিক করেছেন, তা শিক্ষা দিলেন এবং হজ্জ আদায়কালে যা কিছু তাদের জন্য বৈধ্য করেছেন এবং যা অবৈধ করেছেন তাও জানিয়ে দিলেন। অতএব এটা ছিল বিধি-বিধান পৌছে দেওয়ার হজ্জ এবং এটা ছিল বিদায় গ্রহণের হজ্জ। এরপর আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন হজ্জ করেননি।

উসামা ইব্‌ন যায়দকে ফিলিস্তীনে প্রেরণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বিদায় হজ্জ সমাপনান্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ফিরে আসলেন এবং সেখানে যু'ল-হিজ্জার অবশিষ্ট দিনগুলো, এবং মুহার্‌রম ও সফর মাস অবস্থান করলেন। এরপর তাঁর আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-এর পুত্র উসামা (রা)-এর নেতৃত্বে সিরিয়ায় যুদ্ধ-যাত্রার নির্দেশ দিলেন। তিনি উসামা (রা)-কে নির্দেশ দিলেন সে যেন ফিলিস্তীনের বাল্‌কা ও দারুম এলাকায় গিয়ে শিবির স্থাপন করে। নির্দেশ পেয়ে লোকেরা প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। বিশেষ করে প্রথমযুগের মুহাজিরগণ উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর পতাকাতলে সমবেত হলেন।

বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্‌র নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দূত প্রেরণ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের মধ্য হতে বিভিন্নজনকে বিভিন্ন রাজা-বাদশাহের নিকট দূতরূপে প্রেরণ করলেন এবং তাদের মারফত তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি লিখলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি বিশ্বাস করি এমন এক ব্যক্তি আবূ বকর হুযালী (র)-এর সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি শুনেছি হুদায়বিয়ার সন্ধিকালীন যে উমরা আদায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাধাপ্রাপ্ত হন, এটি তার পরের কথা। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন : হে লোকসকল! আল্লাহ্ তা'আলা তো আমাকে রহমতস্বরূপ এবং সমগ্র মানুষের নিকট নবীরূপে পাঠিয়েছেন। অতএব, তোমরা আমার ব্যাপারে মতবিরোধে লিপ্ত হয়ো না, যেভাবে হাওয়ারিগণ মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল 'ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ)-এর ব্যাপারে। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হাওয়ারিগণ কীরূপ মতবিরোধ করেছিল ? তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে যার প্রতি আহ্বান করেছি, তিনিও তাদেরকে তাঁর প্রতি আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু যাকে কাছাকাছি জায়গায় পাঠিয়েছিলেন, সে তো সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নিয়েছিল এবং নিরাপদ ছিল, আর যাকে দূরে পাঠিয়েছিলেন সে তাঁর প্রতি নাখোশ হয়ে যায় এবং অবহেলা প্রদর্শন করে। ঈসা (আ) এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অভিযোগ করলেন। পরিণামে সে অবহেলা প্রদর্শনকারীদের প্রত্যেকেরই ভাষা বদলে গিয়ে সেই ভাষা হয়ে যায়, যাদের নিকট তাদের প্রেরণ করা হয়েছিল।

দূতবৃন্দ এবং যাদের নিকট তাদের প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের নাম

যা হোক, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের মধ্য হতে কয়েকজনকে বিভিন্ন স্থানের রাজা-বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে, তাদের

মারফত পত্র লিখেন। দিহ্ইয়া ইব্ন খালীফা কালবী (রা)-কে পাঠান রোম সম্রাট কায়সারের নিকট; আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফা সাহ্মী (রা)-কে পাঠান পারস্য-রাজ কিসরার নিকট; আম্র ইব্ন উমাইয়া যামরী (রা)-কে পাঠান হাবশার রাজা নাজ্জাশীর নিকট; হাতিব ইব্ন আবূ বালতা'আ (রা)-কে পাঠান ইস্কানদারিয়া (মিসর)-এর রাজা মুকাওকিসের নিকট; আমর ইব্ন আস-সাহমী (রা)-কে পাঠান 'ওমানের রাজ-ভ্রাতৃদ্বয় জায়ফার ইব্ন জুলুনদী আযদী ও 'ইয়ায ইব্ন জুলুনদী আযদীর নিকট; বনূ আমির ইব্ন লুআঈ-এর সালীত ইব্ন আমর (রা)-কে পাঠান ইয়ামার দুই রাজা সুমামা ইব্ন উসাল হানাফী ও হাওয়া ইব্ন আলী হানাফীর নিকট; আলা ইব্ন হাযরামী (রা)-কে পাঠান- বাহ্রায়ন রাজ মুনযির ইব্ন সাওয়া আবদীর নিকট এবং সুজা' ইব্ন ওয়াহাব আসাদী (রা)-কে পাঠান শাম এলাকার রাজা হারিস ইব্ন আবূ শিমর গাস্সানীর নিকট।

ইব্ন হিশাম বলেন : নবী (সা) শুজা' ইব্ন ওয়াহাব (রা)-কে পাঠিয়েছিলেন জাবালা ইব্ন আয়হাম গাস্সানীর নিকট এবং মুহাজির ইব্ন আবূ উমাইয়া মাখযূমী (রা)-কে পাঠিয়েছিলেন ইয়ামান-রাজা হারিস ইব্ন আবদ্ কুলাল হিময়ারীর নিকট।

ইব্ন হিশাম বলেন : সালীত, দুদামা, হাওযা ও মুনযিরের পিতৃ-পরিচয় আমিই উল্লেখ করেছি।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব মিসরী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একটি লেখা পেয়েছেন, যাতে বিভিন্ন দেশে ও আরব-আজমের রাজা-বাদশাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রেরিত দূতবৃন্দের নাম এবং তাদেরকে প্রেরণকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে যা বলেছিলেন, তা লিপিবদ্ধ আছে। লেখাটি আমি মুহাম্মদ ইব্ন শিহাব যুহরী (র)-এর নিকট পাঠিয়ে দেই। তিনি তা চিনতে পারেন। তাতে লিপিবদ্ধ ছিল যে, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রহমত স্বরূপ এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন। তোমরা আমার সঙ্গে বিরোধ করো না, যেভাবে হাওয়ারিগণ ঈসা ইব্ন মারয়ামের সঙ্গে বিরোধ করেছিল। তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁরা কীরূপ বিরোধ করেছিল? তিনি বললেন : ঈসা (আ) তাদেরকে এ কাজের জন্যই ডেকেছিলেন, যেজন্য আমি তোমাদের ডেকেছি। এরপর তিনি যাকে কাছে পাঠালেন সে তো খুশীমনে তা মেনে নিল, আর যাকে দূরে পাঠালেন, সে অসন্তুষ্ট হল ও যেতে অস্বীকার করল। ঈসা (আ) আল্লাহ্র নিকট এ সম্পর্কে অভিযোগ জানালেন। পরিণামে তাদের প্রত্যেকে সেই ভাষায় কথা বলতে লাগল, যে ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের নিকট তাদের প্রেরণ করা হয়েছিল।

ঈসা (আ)-এর দূতবৃন্দের নাম

ইব্ন ইসহাক বলেন : ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ) তাঁর হাওয়ারী ও অনুসারীদের মধ্যে যাদেরকে দূতরূপে প্রেরণ করেছিলেন এবং যারা তাঁর পরেও বেঁচেছিল—নিম্নে তাদের নাম উল্লেখ করা গেল :

বুতরুস (পিটার) হাওয়ারীকে পাঠানো হয়েছিল রোমে। তার সাথে ছিল বূলুস (পল), সে ছিল অনুসারী, সে হাওয়ারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আন্‌দারাইস (এনড্রু) ও মানতা (ম্যাথু)-কে পাঠানো হয়েছিল নরমাংশভোজীদের দেশে। তূমাস (টমাস)-কে প্রাচ্য অঞ্চলের বাবেলে, ফীলিবুস (ফিলিপ)-কে কারতাজ্জা তথা আফ্রিকায়, ইউহান্নাকে (জন) আসহাবে কাহফের পল্লী আফসূসে, ইয়া'কূবস (জেমস)-কে বায়তুল-মুকাদ্দাসের নগর জেরুজালেম তথা ইলিয়াতে, ইব্‌ন সালমাকে আরবের হিজাযে, সীমুন (সাইমুন)-কে বারবারে এবং ইয়াহূযাকে পাঠানো হয়েছিল ইয়ূহিদস (জুদাস)-এর স্থলে, সেও হাওয়ারী ছিল না।

এক নজরে যুদ্ধাভিযানসমূহ

আমাদের নিকট আবূ মুহাম্মাদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম (র) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের নিকট যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবী (র) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং যে সমস্ত যুদ্ধাভিযান চালিয়েছেন তার সংখ্যা হল সাতশটি। নিম্নে সেগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো :

১. ওয়াদ্‌দানের অভিযান। এর অপর নাম আবওয়া' অভিযান।
২. বুওয়াত অভিযান। এটা রাযওয়া এলাকায় অবস্থিত।
৩. উশায়রা অভিযান। এটা বাত্‌ন-ইয়াম্‌ব'- এর অন্তর্গত।
৪. প্রথম বদরের অভিযান। এ অভিযানে কুর্‌য ইব্‌ন জাবিরকে অনুসন্ধান করা হয়েছিল।
৫. বৃহত্তম বদর যুদ্ধ। এ যুদ্ধে কুরায়শ নেতৃবর্গ নিহত হয়।
৬. বনূ সুলায়মের অভিযান। কুদ্‌র পর্যন্ত এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত ছিল।
৭. শাবীক অভিযান, যার লক্ষ্য ছিল আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌বের অনুসন্ধান।
৮. গাতফান অভিযান। এর অপর নাম যূ-আম্‌র অভিযান।
৯. বাহ্‌রান অভিযান। বাহ্‌রান হচ্ছে হিজাযের একটি খনি।
১০. উহুদের যুদ্ধ।
১১. হামরাউল-আসাদ অভিযান।
১২. বনূ নাযীরের যুদ্ধ।
১৩. নাখলের যাতু'র-রিকা' অভিযান।
১৪. শেষ বদর অভিযান।
১৫. দুমাতুল-জানদাল অভিযান।
১৬. খন্দকের যুদ্ধ।
১৭. বনূ কুরায়যার যুদ্ধ।
১৮. হুযায়ল গোত্রের শাখা বনূ লাহয়ানের যুদ্ধ।

১৯. যূ-কারদের অভিযান।

২০. বনূ খুযা'আর শাখা বনু-মুসতালিকের যুদ্ধ।

২১. হুদায়বিয়ার সফর। এ সফরে যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু তবু মুশরিকরা তাঁকে বাঁধা দেয়।

২২. খায়বর যুদ্ধ।

২৩. উমরাতুল-কাযা।

২৪. মক্কা বিজয়।

২৫. হুনায়নের যুদ্ধ।

২৬. তায়েফ যুদ্ধ।

২৭. তাবূকের যুদ্ধ।

এর মধ্যে নয়টিতে তিনি যুদ্ধ করেন। যথা : বদর, উহুদ, খন্দক, কুরায়যা, বনূ-মুস্তালিক, খায়বার, মক্কা বিজয়, হুনায়ন ও তায়েফ।

এক নজরে সারিয়্যাসমূহ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রেরিত অভিযান ও সারিয়্যার সংখ্যা ছিল সর্বমোট আটত্রিশটি। এর কোনটি ছিল বা'ছ,[১] কোনটি সারিয়্যা।[২] নিম্নে সেগুলোর নাম উল্লেখ করা গেল :

সানিয়া-যুল-মারওয়ার নিম্নাঞ্চলে উবায়দা ইব্ন হারিসের নেতৃত্বে যুদ্ধাভিযান। এরপর ঈস এলাকায় সমুদ্র উপকূলে হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে প্রেরিত যুদ্ধাভিযান। কেউ কেউ মনে করেন হামযার যুদ্ধাভিযান উবায়দার যুদ্ধাভিযানের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে খায়বর অভিযান। আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহ্শের অধীনে নাখলা অভিযান। যায়দ ইব্ন হারিসার নেতৃত্বে কারদা অভিযান। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামার নেতৃত্বে কা'ব ইব্ন আশরাফের বিরুদ্ধে অভিযান। মারসাদ ইব্ন আবূ মারসাদ গানাবীর নেতৃত্বে রাজী' অভিযান। মুনযির ইব্ন আমরের অধীনে বি'রে মা'উনার অভিযান। 'ইরাকের পথে যু'ল-কুস্সায় আবূ উবায়দা ইব্ন জার্রাহ-এর অভিযান। বনূ আমিরের এলাকায় অন্তর্গত তুরবাহতে উমর ইব্ন খাত্তাবের অভিযান। ইয়ামানে আলী ইব্ন আবূ তালিবের অভিযান। আল-কাদীদে গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ্ কালবীর অভিযান। তিনি ছিলেন বনূ লায়সের শাখা কাল্ব গোত্রের লোক। তিনি বনূ মুলাউওয়াহ্কে পর্যুদস্ত করেন।

গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ্ লায়সী কর্তৃক বনূ মুলাউওয়াহ্ আক্রমণের বিবরণ

এ অভিযানের বৃত্তান্ত এই যে, আমার নিকট ইয়াকূব ইব্ন উতবা ইব্ন মুগীরা ইব্ন আখনাস (র) মুসলিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন খুবায়ব জুহানী (র) হতে, তিনি মুনযির (র) হতে

---

১. যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ব্যতিরেকে যেসব জামাআতকে তিনি কোথাও কারও নিকট প্রেরণ করেছিলেন সেগুলোই বা'ছ।

২ সারিয়্যা এমন যুদ্ধাভিযান, যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে অংশগ্রহণ করেননি।

এবং তিনি জুনদুব ইব্‌ন মাকীস জুহানী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাল্‌ব ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন লায়স গোত্রের গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) কালবীকে একটি অভিযানে পাঠান। আমিও তাতে শরীক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বনূ মুলাউওয়াহের উপর আক্রমণ চালাতে নির্দেশ দেন। তারা কাদীদে বাস করত। নির্দেশ মত আমরা বের হয়ে পড়লাম। যখন আমরা কুদায়দে পৌঁছাই, তখন হারিস ইব্‌ন মালিকের সাথে আমাদের সাক্ষাত ঘটে। ইব্‌ন-বারসা লায়সী নামে যে খ্যাত ছিল। আমরা তাকে পাকড়াও করি। সে বলল : আমি তো ইসলাম গ্রহণের জন্যই বের হয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য। আমরা তাকে বললাম : তুমি যদি মুসলিম হয়ে থাক, তা হলে এক রাত আমাদের প্রহরাধীনে থাকলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্য কিছু হয়ে থাক, তা হলে তোমার থেকে তো আমরা রক্ষা পেলাম। সুতরাং আমরা তাকে রশিতে বাঁধলাম এবং আমাদের মধ্য হতে এক কৃষ্ণাঙ্গের জিম্মায় তাকে রেখে দিলাম। আমরা তাকে বলে রাখলাম, লোকটা যদি তোমাকে কাবূ করতে চায় তা হলে ওর মুণ্ডু উড়িয়ে দিও।

এরপর আমরা চলতে লাগলাম। সূর্যাস্তের সময় আমরা কাদীদে পৌঁছলাম। আমরা উপত্যকায় এক প্রান্তে ছিলাম। আমার সঙ্গিগণ আমাকে তাদের অনুসন্ধানকারীরূপে পাঠান। আমি যেতে যেতে একটি টিলার কাছে পৌঁছলাম। তার নিকটেই একটি জলাশয়ের তীরে একটি কাফেলার ছাউনি ছিল। আমি টিলার উপরে চড়তে থাকলাম এবং তার চূড়ায় পৌঁছে গেলাম। এরপর ছাউনির দিকে তাকালাম। আল্লাহ্‌র কসম! টিলার উপর মুখগুঁজে থাকা অবস্থায় আমি দেখতে পেলাম ছাউনির একটি লোক তার তাঁবু হতে বের হয়ে স্ত্রীকে বলল, আমি টিলার উপর একটি ছায়ামূর্তি দেখছি। দিনের প্রথমভাগে তো ওটা দেখিনি। লক্ষ্য করে দেখ তো তোমার বাসন-পত্র হতে কিছু খোয়া গেছে কিনা? এমন না হয় যে, কুকুর-টুকুর কিছু টেনে নিয়ে গেছে! জুনদুব ইব্‌ন মাকীদ বলেন, স্ত্রীলোকটি খুঁজে দেখে এসে বলল, না, আল্লাহ্‌র কসম কিছুই হারায়নি। তখন লোকটি বলল : তা হলে আমার তীর-ধনুক দাও। স্ত্রী লোকটি তাকে তীর-ধনুক দিল। সে একটি তীর নিক্ষেপ করল। আল্লাহ্‌র কসম তার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। ঠিক আমার পাঁজরে এসে বিদ্ধ হল। আমি সেটি টেনে বের করে রেখে দিলাম এবং স্বস্থানে স্থির থাকলাম। তারপর সে আরেকটি তীর মারল। সেটা আমার কাঁধে বিঁধল। এটাও আমি খুলে রেখে দিলাম এবং আপন জায়গায় স্থির থাকলাম। তখন সে তার স্ত্রীকে বলল, এ লোক শত্রুদের গুপ্তচর হলে অবশ্যই নড়াচড়া করত। আমার তীর তো তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করেছে। তুমি বাপহারা হও। সকালবেলা গিয়ে তীর দুটো নিয়ে এসো। কুকুর যাতে ও দুটো না চাবায়। এরপর সে তাঁবুতে ঢুকে গেল।

জুনদুব ইব্‌ন মাকীস বলেন : আমরা তাদেরকে অবকাশ দিতে থাকলাম। যখন তারা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল এবং রাতও প্রায় শেষ হতে চলছিল, তখন আমরা তাদের উপর আক্রমণ চালালাম। আমরা তাদেরকে অবাধে হত্যা করলাম এবং তাদের পশুগুলো সঙ্গে নিয়ে আসলাম।

ইতোমধ্যে তাদের এক ব্যক্তি চিৎকার করে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকল। বিশাল এক বাহিনী আমাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ল। তাদের মুকাবিলা করার মত শক্তি আমাদের ছিল না। আমরা উটগুলো নিয়ে দ্রুত চলতে লাগলাম। পথে ইব্‌ন বারসা ও তার প্রহরীকে সাথে নিয়ে নিলাম। শত্রুদলও প্রায় আমাদের কাছাকাছি পৌছে গেল এবং আমাদের প্রায় ধরে ফেলার উপক্রম করলো। তাদের ও আমাদের মাঝখানে কেবল কুদায়দ উপত্যকার দূরুত্ব ছিল। এমনি মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলা সে উপত্যকায় ঢল প্রবাহিত করলেন। আল্লাহ্ই জানেন, সে ঢল কোত্থেকে আসলো। কোন মেঘ বা বৃষ্টি আমরা দেখিনি। তিনি এমন জিনিস প্রবাহ করে দিলেন, যা রদ করার ক্ষমতা কারও ছিল না এবং তা পার হয়ে আসার সাধ্যও কারও ছিল না। কাজেই নিরুপায় হয়ে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল এবং আমাদের দেখতে থাকল। আমরা তো তাদের উটগুলো হাঁকিয়ে নিচ্ছিলাম। তাদের একজন লোকও আমাদের কাছে পৌছতে পারছিল না। আমরা দ্রুত সে পথে উটগুলো হাঁকাতে থাকলাম এবং এক সময় তাদের নাগালের বাইরে চলে আসলাম। তারা আর আমাদের খোঁজ নিতে পারল না।

জুনদুব ইব্‌ন মাকীছ বলেন : আমরা সেগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি তাদেরই এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, এ অভিযানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবিগণের সংকেত ছিল— أمت أمت (মার, মার)। জনৈক মুসলিম ছন্দকার উট হাঁকাতে হাঁকাতে বলছিলেন :

أبى ابو القاسم أن تغربى * فى خضل نباته مغلولب

صفر أعاليه كلون المذهب

আবুল কাসিম তোমাদের
হারিয়ে যেতে দিতে রাযি হননি।
সবুজ বুনো ঘাসের জঙ্গলে—
যার উপরিভাগ ছিল হলদে-সোনালী রঙ হেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এক বর্ণনায় كلون المذهب -এর স্থলে كلون الذهب উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বাহিনীর বৃত্তান্ত শেষ হলো। এরপর আমি বা'ছ ও সারিয়্যার বিস্তারিত বর্ণনায় ফিরে যাচ্ছি।

অবশিষ্ট অভিযানসমূহ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর অন্যান্য অভিযানের তালিকা দেওয়া গেল : ফাদাকবাসী বনূ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দের বিরুদ্ধে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর অভিযান; বনূ সুলায়মের অঞ্চলে আবুল-'আওজা সুলামীর অভিযান। এ অভিযানে তিনি সদলবলে নিহত হন; গামরায়

উক্কাশা ইব্‌ন মিহ্‌সানের অভিযান; কাতানে আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদের অভিযান। কাতান হচ্ছে নাজদ এলাকায় বনূ আসাদের একটি জলাশয়। মাস্‌উদ ইব্‌ন উরওয়া এ অভিযানে নিহত হন; বনূ হাওয়াযিনের কুরাতায় মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামার অভিযান। তিনি ছিলেন বনূ হারিসার লোক। ফিদাকে বাশীর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মুর্‌রার অভিযান; খায়বার এলাকায় বশীর ইব্‌ন সা'দের অভিযান; বনূ সুলায়মের অঞ্চলে জামূহ নামক স্থানে যায়দ ইব্‌ন হারিসার অভিযান; খুশায়নের অন্তর্গত জুযাম এলাকায় যায়দ ইব্‌ন হারিসার অভিযান।

ইব্‌ন হিশাম তাঁর নিজের থেকে শাফিঈ (র) আমর ইব্‌ন হাবীব (র) হতে এবং তিনি ইব্‌ন ইসহাক (র)-এর সূত্রে বলেন, জুযাম ছিল হিসমা এলাকার অন্তর্গত।

জুযাম-এ যায়দ ইব্‌ন হারিসার অভিযান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : জুযাম-এর কতিপয় ব্যক্তি, যাদের প্রতি আমার কোনরূপ সন্দেহ নেই এবং যারা এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তারা আমার নিকট যে বর্ণনা দিয়েছেন, সে অনুযায়ী এ অভিযানের বিবরণ নিম্নরূপ :

রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ জুযামী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হতে যখন তাঁর পত্র নিয়ে তাদের নিকট ফিরে আসলেন, যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়েছিলেন, তখন তারা তাতে সাড়া দিল। এরই মধ্যে দিহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালীফা কালবী (রা) রোম সম্রাট কায়সারের নিকট হতে ফিরে আসছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে রোম সম্রাটের নিকট পাঠিয়েছিলেন। দিহ্‌ইয়ার সঙ্গে ছিল তার বাণিজ্যিক মালপত্র। তিনি যখন শানার নামক তাদের একটি উপত্যকায় পৌছলেন, তখন হুনায়দ ইব্‌ন 'উস ও তার পুত্র 'উস ইব্‌ন হুনায়দ তাঁর উপর হামলা করল। হুনায়দ ও 'উস ছিল দুলায়' গোত্রীয় লোক, যা জুযাম গোত্রের একটি শাখা। তারা দিহ্‌ইয়া কালবী (রা)-এর সমস্ত মালামাল লুট করে নিল। এ সংবাদ পৌছল বনূ দুবায়বের নিকট। রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন দুবায়ব গোত্রেরই লোক। নু'মান ইব্‌ন আবূ জি'আলসহ এ গোত্রের লোকজন হুনায়দ ও তার পুত্রকে ধাওয়া করল এবং তাদের মুখোমুখী হয়ে যুদ্ধ করল। এ সময় বনূ দুলায়'-এর কুর্‌রার ইব্‌ন আশকার দাফাবী নিজের বংশ পরিচয় দিয়ে গৌরব করলো - انا ابن لبنى 'আমি লুবনার পুত্র'। এই বলে সে নু'মান ইব্‌ন আবূ জি'আলের প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করল। তীরটি তার হাঁটুতে লাগল। তখন আবার সে বলে উঠলো : خذها وانا ابن لبنى - 'লও এটি, আমি তো লুবনার বেটা'। লুবনা ছিল তার মায়ের ডাক নাম। এর আগে দুবায়ব গোত্রের হাস্‌সান ইব্‌ন মিল্লা দিহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালীফার সাহচর্যে লাভ করেছিল এবং তখন দিহ্‌ইয়া কালবী (রা) তাকে সূরা ফাতিহা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কুর্‌রা ইব্‌ন আশকারকে কুর্‌রা ইব্‌ন আশকার দাফারী এবং হাস্‌সান ইব্‌ন মিল্লাকে হায়্যান ইব্‌ন মিল্লাও বলা হয়ে থাকে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি যাকে সন্দেহ করি না, এমন এক ব্যক্তি জুযাম গোত্রীয় কতিপয় ব্যক্তি হতে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, তারা হুনায়দ ও তার পুত্রের হাত থেকে সমস্ত মালামাল ছাড়িয়ে দিহ্‌ইয়ার নিকট ফেরত দেন। দিহ্‌ইয়া তা নিয়ে রওনা দেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করেন এবং হুনায়দ ও তার পুত্রকে হত্যা করার ব্যবস্থা করতে বলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-কে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এটাই ছিল জুযাম গোত্রের বিরুদ্ধে যায়দ ইব্‌ন হারিসার অভিযান চালানোর প্রেক্ষাপট।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দের সঙ্গে একটি বাহিনীও পাঠালেন। রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হন, তখন বনূ জুযামের শাখা বনূ গাতফান এবং বনূ ওয়াইল, বনূ সালামানের লোকজন ও বনূ সা'দ ইব্‌ন হুযায়ম সেখান থেকে বের হয়ে হার্‌রা গিয়ে অবস্থান নেয়। এটা ছিল রাজলার হাররা। তখন রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ ছিলেন কুরাউ রিব্বাতে। তিনি এটা জানতেন না। তার সাথে বনূ দুবায়বের কতিপয় লোকও ছিল। বনূ দুবায়বের অন্যসব লোক ছিল হার্‌রার প্রান্তে মাদান উপত্যকায়, যেখান থেকে পূর্বদিকে (পাহাড়ী ঢল) প্রবাহিত। জায়শ ইব্‌ন হারিসার বাহিনী আওলাজের দিক হতে এগিয়ে আসে এবং হার্‌রার দিক থেকে মাকিসে আক্রমণ চালায়। তারা ধন-সম্পদ ও মানুষ যা-কিছু পেল সব করায়ত্ত করল এবং হুনায়দ ও তারপুত্র এবং বনূ আজনাফের দুইজন লোককে হত্যা করলো।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : লোকদুটো ছিল বনূ আজনাফের।

ইব্‌ন ইসহাক তাঁর বর্ণনায় বলেন : এ ছাড়া তারা বনূ খাসীবের এক ব্যক্তিকেও হত্যা করল। বনূ দুবায়বের লোকেরা যখন এ সংবাদ পেল, তখন তাদের একদল লোক প্রস্তুত হয়ে গেল। যায়দ ইব্‌ন হারিসার বাহিনী তখন মাদানের প্রান্তরে। বনূ দুবায়বের সাথে যারা ঘোড়ায় চড়ে বের হয়ে পড়েছিল, তাদের মধ্যে একজন ছিল হাস্‌সান ইব্‌ন মিল্লা। সে সুওয়ায়দ ইব্‌ন যায়দের একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছিল। ঘোড়াটির নাম ছিল 'আজাজা। তার ভাই উনায়ফ ইব্‌ন মিল্লা তাদের পিতা মিল্লার ঘোড়া 'রিগালের' উপর সওয়ার হয়েছিল। তাদের সাথে আরও ছিল আবূ যায়দ ইব্‌ন আম্‌র। সে শামির নামক তার একটি ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। তারা বের হয়ে যখন যায়দ ইব্‌ন হারিসার বাহিনীর কাছাকাছি চলে আসল, তখন আবূ যায়দ ও হাস্‌সান উনায়ফ ইব্‌ন মিল্লাকে বলল, তুমি আমাদের এদিকে এসো না; বরং ফিরে যাও। কেননা, আমরা তোমার মুখটাকে ভয় করি। কাজেই সে থেমে গেল। কিন্তু তারা দু'জন কিছু দূরে যেতে না যেতেই তার ঘোড়াটি পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল এবং লম্ফ-ঝম্ফ করতে শুরু করে দিল। তখন সে বলল : তুই ঘোড়া দু'টির প্রতি যত না আসক্ত, তার চাইতে অনেক বেশী আসক্ত আমি লোক দু'টির প্রতি। এই বলে সে লাগামে ঢিল দিল এবং তাদের ধরে ফেলল। তারা তাকে বলল : অগত্যা যখন তুমি আসলেই, তখন অন্তত আমাদের থেকে তোমার জিহ্বাটা

সংযত রেখ। আজকের জন্য অন্তত আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ো না। তারা আলোচনাক্রমে ঠিক করল হাস্সান ইব্ন মিল্লা ছাড়া তাদের মধ্যে কেউ কথা বলবে না। প্রাক-ইসলামী যুগে তাদের মাঝে একটি শব্দ প্রচলিত ছিল। তারা পরস্পরে তার অর্থ বুঝত। তাদের মধ্যে কেউ যখন তরবারি দিয়ে আঘাত করতে চাইত তখন বলতো : بوری বা ثوری। মোটকথা তারা যায়দ ইব্ন হারিসার বাহিনীর সামনে আসতেই লোকজন তাদের দিকে ছুটে আসল। হাস্সান তাদের বলল : আমরা তো মুসলিম। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি তাদের সামনে উপস্থিত হয়, সে একটি কালো ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। সে তাদেরকে পিছন থেকে হাঁকিয়ে আনতে লাগল। তখন উনায়ফ বলল : بوری হাস্সান বলল : আস্তে। এভাবে তারা যায়দ ইব্ন হারিসার সামনে এসে দাঁড়াল। হাস্সানকে লক্ষ্য করে বললো : আমরা তো মুসলিম। তখন যায়দ তাকে বললেন : তা হলে তোমরা সূরা ফাতিহা পড়ে শোনাও, হাস্সান সূরা ফাতিহা পাঠ করলো। তখন যায়দ ইব্ন হারিসা (রা) বললেন : সৈন্যদের মাঝে ঘোষণা করে দাও, এই সম্প্রদায় যে সীমান্তে বাস করে, যেখান থেকে এরা এসেছে, সে সীমান্তকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, তবে যে ব্যক্তি অংগীকার লংঘন করবে, তার কথা আলাদা।

ইব্ন ইসহাক বলেন : হাস্সান ইব্ন মিল্লাহ্র বোন ছিল বন্দীদের মাঝে। সে ছিল আবূ ওয়াবার ইব্ন আদী ইব্ন উমাইয়া ইব্ন দুবায়বের স্ত্রী। যায়দ ইব্ন হারিসা (রা) হাস্সানকে বললেন : একে নিয়ে যাও। সে তখন ভাইয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে রেখেছিল। উম্মুল-ফিয্র নামী তাদের এক রমণী বলে উঠল : তোমরা তোমাদের মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছ, আর মায়েদের রেখে যাচ্ছ? তখন বনূ-খাসীবের একজন মন্তব্য করলো : ওরা হচ্ছে বনূ দুবায়ব, ওদের জিহ্বার যাদু সর্বকালেই কার্যকর। সৈন্যদের একজন একথা শুনে ফেলল এবং যায়দ ইব্ন হারিসার নিকট গিয়ে জানিয়ে দিল। তিনি হাস্সানের বোনকে রেখে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। কাজেই ভাইয়ের কোমর থেকে তার হাত ছাড়িয়ে নেওয়া হল। তিনি তাকে বললেন : তুমি তোমার চাচাত বোনদের সাথে থাক, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ব্যাপারে কোন ফয়সালা করেন। এরপর তারা ফিরে গেল। যায়দ (রা) তার বাহিনীকে তাদের সে উপত্যকায় অবতরণ করতে নিষেধ করে দিলেন, যেখান থেকে তার এসেছিল। তারা ফিরে গিয়ে তাদের পরিবারবর্গের মাঝে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাল এবং সুওয়ায়দ ইব্ন যায়দের উটের দুধ কখন আসবে, সেই অপেক্ষায় থাকলো। দুধ পান করার পর তারা রিফা'আ ইব্ন যায়দের কাছে গেল। এ রাতে রিফা'আর সাথে আরও যারা সাক্ষাত করে, তাদের মধ্যে ছিল আবূ যায়দ ইব্ন আমর, আবূ শাম্মাস ইব্ন আমর, সুওয়ায়দ ইব্ন যায়দ, বা'জা ইব্ন যায়দ, বারযা' ইব্ন যায়দ, ছা'লাবা ইব্ন যায়দ, মুখাররিবা ইব্ন আদী, উনায়ফ ইব্ন মিল্লা ও হাস্সান ইব্ন মিল্লা। তারা রিফা'আর কাছেই 'কুরাউ রাব্বায়' রাত কাটিয়ে দিল। এ জায়গাটা ছিল হার্রার ঠিক মাঝখানে, হার্রাতু লায়লার একটি কুয়ার পাশে। হাস্সান ইব্ন মিল্লা রিফা'আকে বলল : জুযামের নারীরা অপরের হাতে বন্দী, আর তুমি বসে বসে উটের দুধ দোয়াচ্ছ? তুমি যে পত্র নিয়ে এসেছ, তা

তাদের সাথে প্রতারণা করেছে। এ কথা শুনে রিফা'আ ইব্ন যায়দ তার একটি উট আনালেন এবং তার পিঠে হাওদা স্থাপন করতে করতে আবৃত্তি করলেন :

هل انت حى اوتنادى حيا

'তুমি কি জীবিত, না কোন জীবিতকে ডাকছ ?

এরপর তিনি সঙ্গের লোকদের নিয়ে খাসীব গোত্রের নিহত ব্যক্তির ভাই উমাইয়া ইব্ন দাফারার কাছে পৌঁছলেন। এ সময় হাররাতে উষার আলো ছড়িয়ে পড়ছিল। ক্রমাগত তিনদিন চলার পর তারা মদীনায় পৌছল। মদীনায় প্রবেশ করে যখন তারা মসজিদের নিকট পৌছল, তখন জনৈক ব্যক্তি তাদের দেখে বলল, তোমরা এখানে উট বসিও না, অন্যথায় তাদের সামনের পা কেটে ফেলা হবে। অগত্যা তারা উট দাঁড় করিয়ে রেখেই তার পিঠ থেকে নেমে আসল। এরপর তারা মসজিদে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রবেশ করল। তিনি তাদের দেখে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন : লোকদের পেছন দিয়ে এসো। রিফা'আ ইব্ন যায়দ কথা বলা শুরু করলে একজন দাঁড়িয়ে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা তো যাদুকর সম্প্রদায়! সে এ কথাটি দুবার বলল। তখন রিফা'আ ইব্ন যায়দ বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর কৃপা করুন, যে ব্যক্তি আজ আমাদেরকে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু দেয়নি। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেই পত্র তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিলেন, যা তিনি তার জন্য লিখে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ পত্র ফেরত নিন। এর লেখা পুরাতন, কিন্তু এর বিরোধিতা নতুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হে যুবক! এটি উচ্চৈঃস্বরে পড়। তিনি যখন পত্রটি পড়ে শেষ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘটনা জানতে চাইলেন। আগন্তুক দল সকলকে ঘটনা অবগত করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনবার বললেন : كيف اصنع بالقتلى — আমি নিহতের ব্যাপারে কী করব?' রিফা'আ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিই ভাল জানেন। আমরা আপনার জন্য কোন হালালকে হারাম করতে পারি না, কিংবা কোন হারামকেও হালাল করতে পারি না। আবূ যায়দ ইব্ন আমর বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যারা জীবিত আছে, তাদেরকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন, আর যারা নিহত হয়েছে, তারা আমার এই পায়ের নীচে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আবূ যায়দ ঠিক বলেছে। হে আলী! তুমি এদের সাথে সওয়ার হয়ে যাও। আলী (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যায়দ তো কস্মিনকালেও আমার আনুগত্য করবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমার এই তরবারি নিয়ে যাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে নিজ তরবারি দিয়ে দিলেন। এরপর আলী (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিসে সওয়ার হব, আমার তো কোন সওয়ারী নেই? তখন তারা তাঁকে ছা'লাবা ইব্ন আমরের একটি উটের পিঠে তুলে নিল। উটটির নাম ছিল মিক্হাল। এরপর তারা বের হয়ে পড়ল। এ সময় যায়দ ইব্ন হারিসা (রা)-এর এক কাসেদ এসে উপস্থিত হলো। সে আবূ ওয়াবারের একটি উটের পিঠে সওয়ার ছিল। উটটির নাম ছিল শামির। তারা তাকে তার পিঠ হতে নামাল। কাসেদ বলল : হে আলী! আমার কী হবে? আলী বললেন : এটা তাদের মাল, তারা চিনতে পেরেছে, তাই নিয়ে নিয়েছে।

এরপর তারা সামনে এগিয়ে চললেন। ফাহ্লাতায়ন প্রান্তরে সৈন্যদলের সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হল। তাদের হাতে যা-কিছু ছিল, সব তারা বুঝে নিল। এমনকি স্ত্রীলোকের হাওদার নীচের কাপড় পর্যন্ত তারা খুলে নিল। তাদের এ কাজ যখন শেষ হয়ে গেল, তখন আবূ জি'আল বললো :

কতই নিন্দাকারিণী আছে, যাদের নিন্দার ভাষা
কোমল নয় মোটেই। আমরা না হলে তো
তাদের জ্বালিয়ে দেওয়া হত সমরানলে।
সে নারী তার দুই মেয়েসহ কয়েদীদের মধ্যে থেকে
চেষ্টা তো চালাচ্ছিল, কিন্তু সহজে মুক্তির আশা ছিল না মোটে।
যদি সে পড়ত 'উস ও আওসের হাতে,
তা হলে তো পরিস্থিতি মুক্তি ভিন্ন মোড় নিত অন্য দিকে।
সে যদি শহরে আমাদের সওয়ারীগুলো দেখত,
তা হলে পুনরায় তাদের নিয়ে সফর করতে
ভীষণ উদ্বিগ্ন হত সে।
আমরা ইয়াসরিবের পানিতে এসে নামলাম-
ক্রোধবশে চারদিনের মাথায়। পানির সন্ধানে
এ সফর ভীষণ কষ্টদায়ক সেই সব অভিজ্ঞ জনদের
জন্যও, যারা চিতার মত রুক্ষ আর উপবিষ্ট সম্ভ্রান্ত,
কঠোর-চরিত্র উটের হাওদার ভেতর।
আবূ সুলায়মার প্রতি উৎসর্গিত-প্রাণ সব সৈন্য
যখন ইয়াসরিবে ঠৌকাঠুকি লাগল বুকে বুকে,
যেদিন তুমি অভিজ্ঞজনদেরও দেখতে পেতে শত্রুর সামনে
নিতান্ত অসহায়, মাথা ঘুরছে তার এদিক-ওদিক।

ইব্ন হিশাম বলেন : لايرجى لها عتق يسير এবং عن العتق الامور - এ শ্লোক দু'টি ইব্ন ইসহাক ভিন্ন অপর সূত্রে প্রাপ্ত।

এ পর্যন্ত গাযওয়ার আলোচনা শেষ হলো। এবারে আমরা বা'ছ ও সারিয়্যার বিস্তারিত আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি।

ইব্ন ইসহাক বলেন : যায়দ ইব্ন হারিসা (রা)-এর আরেকটি অভিযান ছিল নাখ্ল-এর পাশে তারাফ নামক স্থানে। এটা ইরাকগামী রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত।

বনূ ফাযারায় যায়দ ইব্ন হারিসার অভিযান ও উম্মু কিরফার হত্যাকাণ্ড

যায়দ ইব্ন হারিসার আরেকটি অভিযান ছিল ওয়াদি'ল-কুরায়। এ অভিযানে তিনি বনূ ফাযারার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তার বহু সঙ্গী এতে নিহত হন। যায়দকেও নিহতদের মধ্যে হতে

আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এ যুদ্ধে সা'দ ইব্ন হুযায়লের ওয়ারদ ইবন আমর ইবন মাদাম নিহত হন। বনূ বদরের জনৈক ব্যক্তি তাকে আঘাত করেছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : বনূ সা'দ ইব্ন (হুযায়ল নয়; বরং) হুযায়ম।

ইব্ন ইসহাক বলেন : যায়দ ইব্ন হারিসা ফিরে আসার পর শপথ করলেন বনূ ফাযারার সঙ্গে লড়াই না করে তিনি স্ত্রী-গমনজনিত গোসল করবেন না। তারপর যখন ভাল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদল সৈন্যসহ তাকে বনূ ফাযারার বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। তিনি ওয়াদিল কুরায় পৌছে তাদের হতাহত করলেন এবং তাদের চরমভাবে নাজেহাল করে ছাড়লেন। কায়স ইব্ন মুসাহ্হার ইয়া'মুরী (রা) মাস্'আদা ইব্ন হাকামা ইব্ন মালিক ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন বাদ্‌কে হত্যা করেন। উম্মু কিরফা ফাতিমা বিন্ত রবী'আ ইব্ন বদর বন্দী হয়। এই অশীতিপর বৃদ্ধা ছিল মালিক ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন বদরের স্ত্রী। তার এক কন্যাও তার সাথে বন্দী হয়। আরও বন্দী হয়েছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্'আদা। যায়দ ইব্ন হারিসা (রা) উম্মু কিরফাকে হত্যা করার জন্য কায়স ইব্ন-মুসাহ্হারকে নির্দেশ দিলেন। তিনি তাকে কঠোর ভাবে হত্যা করলেন। এরপর তারা উম্মু কিরফার কন্যা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্'আদাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন।

উম্মু কিরফার মেয়েটি পড়েছিল সালামা ইব্ন আমর ইব্ন আকওয়া'-এর ভাগে। তিনিই তাকে বন্দী করেছিলেন। সে ছিল তার সম্প্রদায়ের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। আরবদের মধ্যে প্রবাদই ছিল—উম্মু কিরফার চেয়েও যদি সম্ভ্রান্ত হতে তুমি, তবু বেশী কিছু করতে পারতে না। সালামা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে তাকে চেয়ে নিলেন এরপর তাকে স্বীয় মামা হায্ন ইব্ন আবূ ওয়াহাবকে দান করে দিলেন। তার গর্ভেই আবদুর রহমান ইব্ন হায্নের জন্ম হয়।

কায়স ইব্ন-মুসাহ্হার (রা) মাস্'আদা—হত্যা সম্পর্কে বলেন :

سعيت بورد مثل سعى ابن أمة * وإنى بورد فى الحياة لثائر
كررت عليه المهر لما رأيته * على بطل من آل بدر مغاور
فركبت فيه قعضبيا كانه * شهاب بمعراة يزكى لناظر

আমি ওয়ারদের বদলা নিতে তেমনই চেষ্টা করেছি,
যেমন চেষ্টা করেছে তার সহোদর।
আমি তো তার রক্তের প্রতিশোধ এ জীবনেই নিতে চেয়েছিলাম।
আমি যখন তাকে দেখলাম উপর্যুপরি হাঁকালাম
তার উপর আমার নবীন অশ্ব।
বদর-খান্দানের এক লড়াকু বীরের উপর।
আমি তার দেহের অনাবৃত অংশে বিদ্ধ করলাম
চকচকে বর্শা, উজ্জ্বল তারকার মত—
ধাঁধিয়ে দেয় যা দর্শকের চোখ।

ইউসায়র ইব্‌ন রিযামকে হত্যা করার জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহার অভিযান

আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) খায়বরে দু'বার অভিযান চালান। একবার তো সেই অভিযান, যাতে তিনি ইউসায়র ইব্‌ন রিযামকে হত্যা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে ইব্‌ন রাযিমও বলা হয়।

ইউসায়র ইব্‌ন রিযামের বৃত্তান্ত এই যে, সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে খায়বরে বনূ গাতফানকে সংঘবদ্ধ করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা জানতে পেরে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহাকে একদল সাহাবীসহ তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এ দলের মধ্যে বনূ সালিমার মিত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়সও ছিলেন। তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন এবং তার অন্তরঙ্গ হয়ে গেলেন। তারা তাকে বললেন, তুমি যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হও, তাহলে তিনি তোমাকে বিশেষ পদে নিযুক্ত করবেন এবং তোমাকে সম্মানিত করবেন। তারা অনবরত তাকে বুঝাতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত সে একদল ইয়াহূদীসহ তাদের সঙ্গে বের হয়ে পড়ল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স তাকে নিজের উটে তুলে নিলেন। তারা যখন খায়বরের ছয় মাইল দূরে অবস্থিত কারকারা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে বের হওয়ার জন্য সে ভীষণ অনুতপ্ত হলো। তার মনোভাব আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স টের পেয়ে গেলেন এবং দেখলেন যে, সে তরবারি দিয়ে আঘাত করার জন্য সুযোগ খুঁজছে। কাজেই কালক্ষেপণ না করে তিনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করলেন। তার পা কেটে গেল। ইউসায়রের হাতে ছিল শাওহাত কাঠের একটা লাঠি। সে তাই দিয়ে আঘাত করে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়সের মাথা ফাটিয়ে দিল। মুহূর্তে প্রত্যেক সাহাবী তার সাথী ইয়াহূদীর উপর হামলা চালাল এবং তাকে হত্যা করল। কেবল একজন কোনও ক্রমে পায়ে হেঁটে পালাতে সক্ষম হয়েছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার মাথার ক্ষতে থুথু লাগিয়ে দিলেন। ফলে তা আর পাকেনি এবং তাকে কোন কষ্ট দেয়নি।

খায়বরে ইব্‌ন আতীকের অভিযান

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আতীকও একবার খায়বরে অভিযান চালান, তিনি সে অভিযানে আবূ রাফি' ইব্‌ন আবূ হুকায়ককে হত্যা করেন।

খালিদ ইব্‌ন সুফ্য়ান ইব্‌ন নুবায়হ্ হুযালীকে হত্যা করার জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়সের অভিযান

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স (রা) খালিদ ইব্‌ন সুফ্য়ান ইব্‌ন নুবায়হ্-এর বিরুদ্ধে একটি অভিযান চালান। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই তাকে প্রেরণ করেছিলেন। খালিদ তখন নাখলা কিংবা 'উরানায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে সৈন্য সংগ্রহে রত ছিল। আবদুল্লাহ্ সেখানে তাকে হত্যা করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ডেকে বললেন : আমি খবর পেয়েছি সুফ্য়ান ইব্‌ন নুবায়হ্ হুযালীর পুত্র আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছে। সে নাখলা বা উরানায় আছে। তুমি গিয়ে তাকে হত্যা করে আস। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি তার কিছু বর্ণনা দিন, যাতে আমি তাকে চিনতে পারি। তিনি বললেন : তুমি যখন তাকে দেখবে তখন সে তোমাকে শয়তানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেবে। তোমার ও তার মাঝে একটি নিদর্শন এই যে, তুমি যখন তাকে দেখবে তার প্রচণ্ড কাঁপুনি ধরবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স বলেন, আমি তরবারি সজ্জিত হয়ে বের হয়ে পড়লাম। আমি যখন তার নিকট পৌঁছাই, তখন সে হাওদায় আসীন কতিপয় স্ত্রীলোকের মাঝে ছিল। সে তাদের জন্য বিশ্রামের জায়গা খুঁজছিল। তখন ছিল আসরের সময়। আমি যখন তাঁকে দেখলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে যে কম্পনের কথা বলেছিলেন, তা তার মধ্যে লক্ষ্য করলাম। কাজেই, আমি তার দিকে অগ্রসর হলাম। কিন্তু আমার আশংকা হল তার ও আমার মাঝে পাছে এমন সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়, যদ্দরুন আমার আসরের সালাত ছুটে যাবে। তাই আমি তার দিকে অগ্রসরমান অবস্থাতেই সালাত আদায় করে নিলাম। রুকূ-সিজদা আদায় করলাম ইঙ্গিতে। তার কাছে যখন পৌঁছলাম, সে তখন জিজ্ঞাসা করল : কে এই লোক? আমি বললাম : একজন আরব, এ লোক আপনার নাম শুনেছে এবং আরও শুনেছে যে, আপনি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করছেন। সেটাই এ লোককে আপনার নিকট হাযির করেছে। সে বলল : বটে, আমি তাই করছি।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স (রা) বলেন, এরপর আমি তার সাথে হাটতে থাকলাম। যখন তাকে বাগে পেলাম। তখন হঠাৎ তার উপর তরবারি চালিয়ে দিলাম এবং তাকে হত্যা করতে সক্ষম হলাম। এরপর আমি সেখান থেকে রওনা হলাম। তার নারীগুলোকে তার উপর পড়ে মাথা কুটতে রেখে আসলাম। যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন আমাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন : افلح الوجه। এ মুখমণ্ডল কৃতকার্য হয়েছে। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি বললেন : সত্য বলেছ।

এরপর তিনি আমাকে নিয়ে উঠলেন এবং তার গৃহের ভিতর নিয়ে গেলেন। তারপর তিনি আমাকে একটি লাঠি উপহার দিলেন। তিনি বললেন : হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স, এ লাঠিটা তোমার কাছে রাখ। আমি সেটি নিয়ে সকলের সামনে উপস্থিত হলাম। তারা জিজ্ঞাস করল : এটা কিসের লাঠি? আমি বললাম : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এটা আমাকে দিয়েছেন এবং এটা আমার কাছে রাখতে বলেছেন। তারা বলল : তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর না কেন যে, এটা কিসের জন্য? আমি আবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে গেলাম এবং বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এটা আমাকে কেন দিয়েছেন? তিনি বললেন : কিয়ামতের দিন তোমার আমার সম্পর্কের দলীল স্বরূপ। নিশ্চয়ই সেদিন লাঠিতে ভর করা মানুষের সংখ্যা

স্বল্পই হবে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স লাঠিটি তার তরবারির সাথে মিলিয়ে রাখলেন। মৃত্যু পর্যন্ত সেটা তার সঙ্গে ছিল। এরপর তাঁর ওসীয়ত অনুযায়ী লাঠিটি কাফনের ভিতরে রেখে উভয়কে একত্রে দাফন করা হয়।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স এ সম্পর্কে বলেন :

আমি ইব্‌ন সাওরকে ফেলে রেখেছি উট-শাবকের মত,
তার পাশে বিলাপরতা নারীরা কামীসের বুক করছিল বিদারণ।
আমি তাকে এমন ভারতীয় তারবারি দ্বারা আঘাত করলাম,
যা লোহার পানির ন্যায় চকচক করছিল।
তার ও আমার পেছনে ছিল হাওদায়-আসীন রমণীরা।
সে তরবারি খণ্ডিত করে বর্মধারীদের শির।
সে যেন জ্বলন্ত গাদা কাঠের লেলিহান অগ্নিশিখা।
তরবারি যখন তার মুণ্ডপাত করছিল, তখন আমি
তাকে বলছিলাম, আমি তো ইব্‌ন উনায়স, বীর অশ্বারোহী
নীচ নই আমি।
আমি তো সেই দানবীরের পুত্র, যার বাড়ির প্রশস্ত
আঙিনা যুগ যুগ ধরে নামায়নি তার হাড়ি।
আর ছিলেন না তিনি সংকীর্ণমনা।
আমি তাকে বললাম : নাও, এই একটি আঘাত মানী লোকের
একনিষ্ঠ যে নবী মুহাম্মদের দীনে।
নবী যখন কোন কাফিরের প্রতি উদ্যত হন,
আমিই তখন হাতে ও মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ি তার উপর।

আক্রমণসমূহের আলোচনা এখানে শেষ হল। এবার আমরা বা'ছসমূহের আলোচনায় শুরু করবো।

আরও কতিপয় গায্‌ওয়া

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আরেকটি গায্‌ওয়া হচ্ছে যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা), জা'ফর ইব্‌ন ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) পরিচালিত শামদেশের অন্তর্গত মূতা অভিযান। এ যুদ্ধে তারা সকলেই শাহাদতবরণ করেন। কা'ব ইব্‌ন উমায়রা গিফারী শামের অন্তর্গত 'যাতুআতলাহ' এ একটি অভিযান চালিয়েছিলেন। সে অভিযানে তিনি সদলবলে নিহত হন। উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন বদর (রা) বনূ তামীমের শাখা বনূ আমবার এর উপর একটি অভিযান চালিয়েছিলেন।

বনূ তামীমের শাখা বনূ আমবারের বিরুদ্ধে উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌নের অভিযান

বনূ আমবারের বৃত্তান্ত এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পাঠান। তাদের উপর আক্রমণ চালানো হয়। তাদের কিছু লোক হতাহত হয় এবং কিছু বন্দী হয়।

আমার নিকট আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা (রা) বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার একটি মান্নত আছে যে, ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরের একটি গোলাম আযাদ করব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এই তো বনূ আমবারের বন্দীরা এখনই আসছে। তাদের মধ্য হতে একজন লোক আমি তোমাকে দেব। তুমি তাকে আযাদ করে দিও।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাদের বন্দীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দরবারে এসে হাযির হল। তাদের মধ্যে ছিল রবী'আ ইব্‌ন ইব্‌ন রুফায়, সাবরা ইব্‌ন আমর, কা'কা ইব্‌ন মা'বাদ, ওয়ারদান ইব্‌ন মুহরিয, কায়স ইব্‌ন আসিম, মালিক ইব্‌ন আযর, আকরা' ইব্‌ন হাবিস ও ফিরাস ইব্‌ন হাবিস। তারা বন্দীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে কথা বললো। তিনি কতককে আযাদ করে দিলেন এবং কতককে মুক্তিপণের বিনিময়ে রেহাই দিলেন। এ অভিযানে বনূ আমবারের যারা নিহত হয়েছিল তারা হচ্ছে : আবদুল্লাহ্ ও তার দুই ভাই-এরা তিনজন ওয়াহাবের পুত্র; শাদ্‌দাদ ইব্‌ন ফিরাস ও হানজালা ইব্‌ন দারিম। যে সকল স্ত্রীলোক বন্দী হয়েছিল তারা হচ্ছে : আসমা বিন্‌ত মালিক, কা'স বিন্‌ত আরী, নাজওয়া বিন্‌ত নাহ্‌দ, জুমায়'আ বিন্‌ত কায়স ও আমরা বিন্‌ত মাতার। এ অভিযান সম্পর্কে সালমা বিনত আত্তাব বলেন :

لعمری لقد لاقت عدی بن جندب * من الشرمهواة شديدا كنودها
تكنفها الاعداء من كل جانب * وغيب عنها عزها وجدودها

আমার জীবনের শপথ! বনূ আদী ইব্‌ন জুন্‌দুব তাদের
দুর্মতির কারণে উপযুক্ত হয়ে গেছে দু'পাহাড়েরর মধ্যবর্তী
কঠিন শিলাময় নিম্নভূমির
শত্রুরা সবদিক থেকে তাদের করে পরিবেষ্টিত,
তাদের ইজ্জত ও সৌভাগ্যে সব যায় হারিয়ে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবি ফারাযদাক এ সম্পর্কে বলেন :

وعند رسول الله قام ابن حابس * بخطة سوار الى المجد حازم
له اطلق الاسرى التى فى حبالة * مغللة اعناقها فى الشكائم
كفى امهات الخالفين عليهم * غلاء المفادى اوسهام المقاسم

ইব্‌ন হাবিস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে দাঁড়াল—
সেই ব্যক্তির সম্মান নিয়ে, যে মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে
অধিষ্ঠিত, যে স্থিরবুদ্ধি।

তাঁরই কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুক্তি দিলেন সেই বন্দীদের
যারা বাঁধা ছিল রশিতে, আর যাদের গলায় ছিল শিকল। ইব্‌ন হাবিস জামিন হলে
সেই সব জননীদের,
যাদের সন্তানরা আপন প্রাণ
নিয়ে দিয়েছে গা ঢাকা, আর যাদের মুক্তির জন্য
দরকার হত চড়া মুক্তিপণ, অন্যথায় যাদের বণ্টন
করা হত গনীমতরূপে।
এটা তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।
আদী ইব্‌ন জনদুব বনূ আমবারের শাখাগোত্র বিশেষ।
আমবার হচ্ছে আমর ইব্‌ন তামীমের পুত্র।

বনূ মুর্‌রার এলাকায় গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র অভিযান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আরেকটি গায্‌ওয়া হচ্ছে বনূ মুর্‌রার এলাকায় গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ কালবীর অভিযান। গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ছিলেন বনূ লায়সের শাখা কালব গোত্রের লোক। এ অভিযানে তিনি মিরদাস ইব্‌ন নাহীককে হত্যা করেন। মিরদাস ছিল বনূ মুর্‌রার মিত্র এবং বনূ জুহায়নার শাখা হুরাকা গোত্রের লোক। তাকে হত্য করেছিলেন উসামা ইব্‌ন যায়দ এবং অপর একজন আনসার সাহাবী।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হুরাকা নামটি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আবূ উবায়দা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মিরদাস-হত্যা সম্পর্কে উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) হতে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি ও জনৈক আনসার ব্যক্তি তাকে বাগে পেয়ে যাই এবং তার উপর অস্ত্র উত্তোলন করি। সহসা সে বলে ওঠে : اشهد أن لا اله الا الله -অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।' কিন্তু আমরা তার থেকে অস্ত্র ফিরিয়ে নিলাম না। তাকে কতল করে ছাড়লাম। এরপর মদীনায় এসে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ ঘটনা জানালাম, তখন তিনি বললেন : হে উসামা! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-র বিরুদ্ধে কে তোমার জামিন হবে? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো এটা বলেছিল কেবল প্রাণ বাঁচানোর জন্য। তিনি বললেন : হে উসামা! তার সে কালিমার বিরুদ্ধে কে তোমার জামিন হবে? উসামা (রা) বলেন : সেই সত্তার কসম, যিনি তাঁকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তিনি এই একই কথা বার বার বলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আমার মনে হতে লাগলো, ইতোপূর্বে যদি আমি মুসলিমই না হতাম! আমার ইসলাম গ্রহণ যদি সেই দিনই হত! এবং আমি যদি তাকে হত্যাই না করতাম! আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমার প্রতি রহম করুন। আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করছি, আর কখনও এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করব না, যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর সাক্ষ্য দেয়। তিনি বললেন : হে উসামা! তুমি আমার পরেও কি একথাই বলবে? আমি বললাম : হ্যাঁ আপনার পরেও।

যাতুস সালাসিলে আমর ইব্‌ন আস (রা)-এর অভিযান

আর একটি অভিযান হয়েছিল বনূ উয্‌রা-এর বাসভূমি যাতুস সালাসিলে। অভিযানকারী ছিলেন আমর ইব্‌ন আস (রা)। তাঁর এ অভিযানের বৃত্তান্ত নিম্নরূপ :

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে শাম অভিযানের জন্য আরবের আপামর জনসাধারণকে প্রস্তুত করার জন্য প্রেরণ করেন। আস ইব্‌ন ওয়াইলের মা ছিলেন বালী গোত্রের মেয়ে। সেই সূত্রে আমর ইব্‌ন আসকে তিনি সে গোত্রকে শাম যুদ্ধের জন্য সংঘবদ্ধ করতে পাঠান। তিনি যখন সাল্‌সাল নামে জুযাম গোত্রের একটি জলাশয়ের নিকট পৌঁছান, যার নাম অনুযায়ী এ অভিযান 'যাতুস সালাসিলের অভিযান' নামে পরিচিত, তখন শত্রুদের তরফ থেকে তিনি আশংকাবোধ করলেন। তিনি অবিলম্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ উবায়দা ইব্‌ন জার্‌রা (রা)-এর নেতৃত্বে প্রথম যুগের মুহাজিরদের নিয়ে গঠিত একদল সাহায্যকারী পাঠালেন। তাদের মধ্যে আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)ও ছিলেন। আবূ উবায়দা (রা)-কে প্রেরণ কালে তিনি তাঁকে বললেন : তোমরা দু'জন পরস্পরে বিরোধ করো না। আবূ উবায়দা (রা) রওনা হয়ে গেলেন। যখন তিনি আমর (রা)-এর নিকট পৌঁছলেন, তখন আমর (রা) তাকে বললেন : আপনি তো আমার সাহায্যার্থে এসেছেন। আবূ উবায়দা বললেন : না, বরং আমার বাহিনীতে আমার কর্তৃত্ব, আপনার বাহিনীতে আপনার কর্তৃত্ব। আবূ উবায়দা ছিলেন কোমলমতী ও নম্র স্বভাবের মানুষ। পার্থিব বিষয়াদিকে তুচ্ছ গণ্য করতেন। আমর (রা) তাঁকে বললেন : বরং আপনি আমার সহযোগী। আবূ উবায়দা (রা) বললেন : হে আমর! রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলেছেন, তোমরা পরস্পরে মতবিরোধ করো না। কাজেই আপনি আমার কথা না মানলেও আমি আপনার কথা ঠিকই মানব। আমর বললেন, তা হলে আমিই আপনার অধিনায়ক। আর আপনি আমার সহযোগী। আবূ উবায়দা (রা) ঠিক আছে, তাই হোক। অতএব, আমরই সকলকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ অভিযানের একটি ঘটনা এই যে, রাফি' ইব্‌ন আবূ রাফি' তাঈ অর্থাৎ রাফি' ইব্‌ন উমায়রা তার নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, আমি ছিলাম একজন খ্রিস্টান। আমার নাম ছিল সারজিস। এই মরুভূমি সম্পর্কে আমারই জানা শোনা ছিল সব চাইতে বেশি। এর পথঘাট আমার চাইতে বেশি কেউ চিনত না। জাহিলী যুগে আমি উটপাখির ডিমে পানি ভর্তি করে তা বালুর নীচে পুঁতে রাখতাম। আর মানুষের উষ্ট্রপালের উপর দস্যুবৃত্তি চালাতাম। কোনক্রমে উটগুলোকে মরুভূমিতে নিয়ে আসতে পারলে, তখন তা আমার দখলে চলে আসতো। কারও সাধ্য ছিল না মরুভূমিতে আমাকে খুঁজে পায়। এরপর যেসব পানি-ভরতি উটপাখির ডিম আমি বালুর নীচে পুঁতে রাখতাম তা বের করে পানি পান করতাম। পরে আমার ইসলামী জীবন শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাতুস-সালাসিলের যে অভিযানে আমর ইব্‌ন আসকে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তাতে শরীক ছিলাম। অভিযানকালে আমি মনে মনে বললাম : আল্লাহ্‌র কসম, আমি একজনকে সঙ্গীরূপে বেছে নেব। কাজেই

আমি আবূ বকর (রা)-এর সংসর্গই বেছে নিলাম। আমি তাঁর সঙ্গে তার হাওদায় ছিলাম। ফাদাকের তৈরি তাঁর একটি কম্বল ছিল। যখন আমরা কোথাও বিশ্রাম নিতাম, তিনি সেটা বিছিয়ে দিতেন। আর যখন পথ চলতাম তখন তিনি সেটা গায়ে দিতেন এবং গাছের কাটা দ্বারা আটকিয়ে নিতেন। এই সেই কম্বল যার প্রতি ইঙ্গিত করে নাজদের ধর্মত্যাগী কাফিররা বলতো : আমরা কি কম্বলওয়ালার বশ্যতা স্বীকার করব ?

রাফি' (রা) বলেন : আমরা অভিযান শেষে যখন মদীনায় ফিরে আসি, তখন মদীনার নিকটবর্তী হতেই আমি বললাম, হে আবূ বকর! আমি তো এ উদ্দেশ্যে আপনার সাহচর্য বেছে নিয়েছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার দ্বারা আমাকে উপকৃত করবেন। সুতরাং আপনি আমাকে কিছু নসীহত করুন এবং আমাকে কিছু শিক্ষা দান করুন। তিনি বললেন : তুমি না চাইলেও আমি এটা করতাম।

আবূ বকর (রা) বললেন : আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, আল্লাহ্কে এক জানবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে, বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করবে, জানাবাত (অপবিত্রতা)-এর গোসল করবে, আর কখনই দু'জন মুসলিমের উপর জোর করে নেতা হবে না।

আমি বললাম : হে আবূ বকর! আল্লাহ্র কসম! আমি তো আশা করি যে, কখনও আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীর করব না। সালাতের কথা বলেছেন, ইনশা-আল্লাহ্ কখনই তা তরক করব না। আর যাকাত—তা আমার কখনও ধন-সম্পদ হলে, ইনশা-আল্লাহ তাও আদায় করব। রমযানের রোযা—ইনশা-আল্লাহ্ তাও কখনও ত্যাগ করব না। হজ্জও ইন্শা আল্লাহ্ সামর্থ্য হলে আমি পালন করব। জানাবাতের গোসল—সেও ইনশা-আল্লাহ্ সর্বদা করব। বাকি নেতৃত্বের যে বিষয়টি, তা আমি তো দেখছি, হে আবূ বকর! সকলেই কী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট কী জনসাধারণের নিকট কেবল এজন্যই ভেড়ে! এমতাবস্থায় আপনি আমাকে কেন তা থেকে নিষেধ করছেন ?

আবূ বকর (রা) বললেন : তুমি যে আমাকে বিপদেই ফেলে দিলে। তা না হয় তোমার জন্য সহ্য করে নিলাম। সুতরাং তোমাকে এ ব্যাপারে খুলে বলছি, শোন। আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে এই দীনসহ প্রেরণ করেছেন। তিনি এর উপর মেহনত করেছেন। ফলে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মানুষ এতে প্রবেশ করেছে। তারা যখন এতে প্রবেশ করেছে, তখন আল্লাহ্র শরণাপন্ন, তাঁর আশ্রিত ও তাঁর যিম্মার অধীন হয়ে গেছে। কাজেই সাবধান, তুমি আল্লাহ্র আশ্রিতের ব্যাপারে তাঁর প্রতিশ্রুতি ভাঙতে যেও না। অন্যথায় আল্লাহ্ তাঁর সে প্রতিশ্রুতি তোমার থেকে তুলে নেবেন। তোমাদের তো কারও আশ্রিতের কেউ নিরাপত্তা বিঘ্নিত করলে এবং তার ছাগল বা উটের ক্ষতি সাধন করলে, তার ক্ষোভের কোন সীমা থাকে না। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার মাংসপেশী স্ফীত হয়ে ওঠে। আর আশ্রিতের জন্য আল্লাহ্র ক্রোধ প্রচণ্ডতম। রাফি বলেন, আমি এ উপদেশ নিয়ে তাঁর থেকে বিদায় হলাম।

এরপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল, তখন আবূ বকর (রা)-কেই জনগণের নেতা নিযুক্ত করা হল। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : হে আবূ বকর আপনি না আমাকে নিষেধ করেছিলেন যে, দু'জন মুসলিমের উপর জোর করে নেতা হবে না ? তিনি বললেন : নিশ্চয়ই! এখনও আমি তোমাকে তা থেকে নিষেধ করি। আমি বললাম : তা হলে আপনি যে মানুষের শাসনভার গ্রহণ করলেন, তার হেতু কী? তিনি বললেন : এটা করেছি নিরুপায় হয়ে। আমার আশংকা হয়েছিল উম্মতে মুহাম্মদী (সা) দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়বে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব বর্ণনা করেছেন যে, তার নিকট আওফ ইব্ন মালিক আশজাঈ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমর ইব্ন আস (রা)-এর নেতৃত্বে যাতুস সালাসিলে যে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন, আমিও তাতে শরীক ছিলাম। এ অভিযানে আমি আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর সাহচর্য গ্রহণ করি। পথে আমি একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তারা একটি উট যবাই করেছিল, কিন্তু তার গোশত বণ্টন করতে পারছিল না। আমি একাজে দক্ষ ছিলাম। সুতরাং তাদের বললাম, আমি এ গোশত তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিলে তোমারা কি, বিনিময়ে এর এক-দশমাংশ আমাকে দেবে? তারা সম্মতি প্রকাশ করল। আমি দুটো ছুরি নিয়ে তৎক্ষণাৎ সে গোশত ভাগ করে দিলাম এবং তার এক-অংশ আমি নিলাম। তারপর সঙ্গীদের মাঝে এনে তা রান্না করলাম এবং সকলে মিলে খেলাম। আবূ বকর ও উমর (রা) আমাকে জিজ্ঞাস করলেন : হে আওফ! তুমি এ গোশত কোথায় পেলে ? আমি তাদেরকে ঘটনা বললাম। তাঁরা বললেন : আল্লাহ্র কসম! তুমি আমাদেরকে এ গোশত খাইয়ে ভাল করনি। এরপর তারা তাদের উদরস্থ গোশত উদগীরণ করে ফেলে দিতে লাগলেন। মুজাহিদরা যখন সে সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করল, তখন আমিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হই।

আওফ বলেন : আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাযির হই, তখন তিনি তাঁর ঘরে সালাত আদায়ে রত ছিলেন। আমি বললাম : আস-সালামু আলায়কুম ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। তিনি বললেন : আওফ ইব্ন মালিক না কি? আমি বললাম : হ্যাঁ, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হোক। তিনি বললেন : উটের গোশত ওয়ালা নাকি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে এর বেশি আর কিছুই বললেন না।

বাত্নু ইদামে ইব্ন আবূ হাদরাদের অভিযান এবং আমির ইব্ন আদবাত আশজাঈর হত্যা

(আরেকটি অভিযান হয়েছিল বাত্নু ইদামে। আবূ হাদরাদ ও তাঁর সঙ্গিগণ মক্কা বিজয়ের পূর্বে এ অভিযান চালিয়েছিলেন)।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুসায়ত (র.) কা'কা' ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ হাদ্রাদ (র) হতে এবং তিনি তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ হাদরাদ (র) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে একদল মুসলিম মুজাহিদসহ ইদামে প্রেরণ করেন। আবূ কাতাদা হারিস ইব্ন রিব'ঈ (রা) ও মুহাল্লিম ইব্ন

জাস্‌সামা ইব্‌ন কায়স (রা)ও এ দলে ছিলেন। আমরা রওনা হয়ে গেলাম। যখন বাতনু ইদামে পৌঁছলাম, তখন আমির ইবন আদবাত আশজাঈ তার একটি উটের পিঠে চড়ে আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তার সাথে ছিল সামান্য কিছু মালপত্র এবং একটি দুধের পাত্র। আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে আমাদেরকে ইসলামী নিয়মে অভিবাদন জানাল। আমরা তার থেকে নিরস্ত্র থাকলাম। কিন্তু আমাদের সঙ্গী মুহাল্লিম ইব্‌ন জাস্‌সামা তার উপর আক্রমণ চালাল এবং তাকে হত্যা করে তার উট ও মালপত্র ছিনিয়ে আনল। বস্তুত তাদের মধ্যে পূর্বশত্রুতা ছিল এবং তার জের হিসাবেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে আসলাম এবং তাঁকে ঘটনা জানালাম, তখন আমাদের সম্পর্কে নাযিল হয় :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ

'হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে যাত্রা করবে তখন পরীক্ষা করে নিবে। কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে ইহজীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় তাকে বলো না, 'তুমি মু'মিন নও' (৪ : ৯৪)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, এ ঘটনা দৃষ্টে আবূ আমর ইব্‌ন 'আলা আয়াতটিকে এভাবে পড়তেন :

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ـ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি যিয়াদ ইব্‌ন দুমায়রা ইব্‌ন সা'দ সুলামী (র)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) হতে এবং তিনি বর্ণনা করেছেন তার পিতার মাধ্যমে দাদা থেকে। উল্লেখ্য তাঁরা দু'জনই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে হুনায়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উরওয়া (র)-এর দাদা বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি একটি গাছের নীচে গিয়ে তার ছায়ায় বসলেন। তখন তিনি ছিলেন হুনায়নে। এ সময় আকরা ইব্‌ন হাবিস ও উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন বদর পরস্পর ঝগড়া করতে করতে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তাদের ঝগড়া ছিল আমির ইব্‌ন আসবাত আশজাঈকে নিয়ে। উয়ায়না আমিরের রক্তের বিচার দাবি করছিলেন। তিনি তখন গাতফান গোত্রের নেতা। আর আকরা ইব্‌ন হাবিস মুহাল্লিম ইব্‌ন জাস্‌সামার পক্ষ হতে তার দাবি প্রত্যাখ্যান করছিলেন। কারণ খিনদিফের মাঝে তার বিশেষ মর্যাদা ছিল। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট মকদ্দমা পেশ করলেন। আমরা সকলে শুনছিলাম।আমরা শুনলাম : উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন বলছেন, আল্লাহ্‌র কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ না আমি তার মহিলাদের ভোগ করাব সেই অন্তর্জ্বালা, যা সে আমার মহিলাদের ভোগ করিয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলছিলেন : বরং তোমরা দিয়াত পাবে। পঞ্চাশ (উট) আমাদের এই সফরে, পঞ্চাশ ফিরে যাওয়ার পর। উয়ায়না এটা অস্বীকার করে যাচ্ছিল।

ইত্যবসরে বনূ লায়সের একজন লোক দাঁড়াল। তাঁর নাম ছিল মুকায়ছির। সে ছিল বেঁটে খাটো মানুষ। ইব্ন হিশাম বলেন : তার নাম মুকায়তিল। সে বলল : আল্লাহ্র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! ইসলামের প্রাথমিক অবস্থা দৃষ্টে এই নিহতের দৃষ্টান্ত আমি এ ছাড়া কিছু পাই না যে, বকরি পাল পানি পান করতে আসল, আর তার প্রথমটিকে তীরবিদ্ধ করা হল, ফলে পেছনেরগুলো ভয়ে পালাল। আপনি আজ তো কিসাসের ফয়সালা দিয়ে দিন। আগামীতে আপনি দিয়াতের কথা ভাবুন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার হাত উঠালেন এবং বললেন, বরং তোমরা দিয়াতই পাবে। আমাদের এই সফরে পঞ্চাশ (উট) এবং ফিরে যাওয়ার পর পঞ্চাশ। অগত্যা তারা দিয়াতই গ্রহণ করল। এরপর তারা বলল : তোমাদের সে লোকটি কই? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তখন গৌরবর্ণের একটি ছিপছিপে দীর্ঘাঙ্গী লোক দাঁড়াল। তার পরণে ছিল একজোড়া কাপড়, যা পরিধান করে সে হত্যার প্রস্তুতি নিয়েছিল। সে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে বসল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমার নাম কী? সে বলল, আমি মুহাল্লিম ইব্ন জাস্সামা। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হাত তুলে বললেন : اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامه। 'হে আল্লাহ্! তুমি জাস্সামার বেটা মুহাল্লিমকে ক্ষমা করো না।' তিনি এই দু'আ তিনবার করলেন। মুহাল্লিম কাপড়ের খোঁট দ্বারা চোখ মুছতে মুছতে উঠে গেল। আমরা নিজেদের মাঝে বলাবলি করছিলাম, আশা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই করবেন। কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে যা উচ্চারিত হল, তা ছিল ওই বদ্দু'আ।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমি যার প্রতি সন্দেহ পোষণ করি না, এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট হাসান বসরী (র) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : মুহাল্লিম যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে এসে বসে, তখন তিনি তাকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, তুমি আল্লাহ্র নামে তাকে অভয় দিলে, তারপর তাকে হত্যা করলে! পরে তিনি কথিত বদ-দু'আটি করেন।

হাসান বসরী (র) বলেন : এরপর মুহাল্লিম মাত্র এক সপ্তাহ জীবিত ছিল। পরে সে মারা যায়। সেই সত্তার কসম, যার হাতে হাসানের প্রাণ, মাটি তাকে ছুঁড়ে ফেলেছিল। তারা আবারও তাকে দাফন করে, কিন্তু আবারও তাকে ছুঁড়ে ফেলে, এরপর আবারও। শেষ পর্যন্ত অপরাগ হয়ে তারা তাকে দুটি পাহাড়ের মাঝখানে এক সংকীর্ণ স্থলে রেখে দেয় এবং পাথর দ্বারা ঢেকে দেয়। তার এ পরিণতির কথা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছল, তখন তিনি মন্তব্য করলেন : আল্লাহ্র কসম! মাটি তার চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকেও গর্ভে ধারণ করে, কিন্তু এটা দেখিয়ে আল্লাহ্ তোমাদের পারস্পরিক (জানমালের) নিষিদ্ধতা সম্পর্কে সতর্ক করতে চেয়েছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমাদেরকে সালিম আবূ নাদর অবহিত করেছেন যে, তার নিকট বর্ণিত হয়েছে, উয়ায়না ইব্ন হিস্ন ও কায়সকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে আকরা ইব্ন হাবিস বলেছিলেন, হে কায়স সম্প্রদায়! একজন নিহতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করছেন, আর তোমরা তাতে বাধা দিচ্ছ? তোমরা কি নিশ্চিন্তবোধ করছ যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদেরকে অভিসম্পত করবেন না এবং তার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা

তোমাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করবেন না, কিংবা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না, যার ফলে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি তোমাদের উপর বর্ষিত হবে না? আল্লাহ্র কসম করে বলছি, যার হাতে আকরা-এর প্রাণ, হয় তোমরা তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাতে ছেড়ে দেবে, এরপর তিনি তার সম্পর্কে যা ইচ্ছা ফয়সালা করবেন। আর না হয় আমি বনূ তামীমের পঞ্চাশজন লোক এনে হাযির করব, যাদের প্রত্যেকে আল্লাহ্র নামে সাক্ষ্য দেবে যে, তোমাদের লোকটি কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে। সে কখনও সালাতও আদায় করেনি। এভাবে আমি তার রক্ত মূল্যহীন প্রমাণিত করে দেব। তারা এ কথা শুনে দিয়াত কবূল করে নিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ পুরো ঘটনায় মুহাল্লিম নামটি ইব্‌ন ইসহাক ব্যতীত অন্যদের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সে ছিল জাস্‌সামা ইব্‌ন কায়স লায়সীর পুত্র।

আর ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তার নাম ছিল মুলাজ্জাম, যেমন তাঁর থেকে যিয়াদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

রিফা'আ ইব্‌ন কায়স জুশামীকে হত্যা করার জন্য ইব্‌ন আবূ হাদরাদের অভিযান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন আবূ হাদরাদের আরেকটি অভিযান ছিল গাবায়।

আমি যার প্রতি সন্দেহ পোষণ করি না, এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট ইব্‌ন আবূ হাদরাদ হতে এ অভিযানের যে বিবরণ দিয়েছে তা নিম্নরূপ :

ইব্‌ন আবূ হাদরাদ বলেন : আমি দু'শ দিরহাম মোহরানায় আমার গোত্রেরই এক নারীকে বিবাহ করি। আমি বিবাহে সাহায্য প্রাপ্তির আশায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : মোহরানা কত ধার্য করেছ ? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দুশো দিরহাম। তিনি বললেন : সুবহানাল্লাহ্! তুমি যদি কোন উপত্যকা হতে দিরহাম নিয়ে আস, তাতেও তো কুলোবে না। আল্লাহ্র কসম! আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা দিয়ে আমি তোমার সাহায্য করব।

ইব্‌ন আবূ হাদরাদ বলেন : আমি কিছুদিন অপেক্ষা করলাম। এ সময় বনূ জুশাম ইব্‌ন মু'আবিয়ার একজন লোক আসল। তার নাম ছিল রিফা'আ ইব্‌ন কায়স অথবা কায়স ইব্‌ন রিফা'আ। সে বনূ জুশামের একটি বৃহৎ খান্দানের লোক। সে তার খান্দান ও তাদের সাথে মিলিত লোকদের নিয়ে গাবায় অবস্থান গ্রহণ করল। তার উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নিমিত্ত কায়স গোত্রকে সংঘবদ্ধ করা। বনূ জুশামে সে বিশেষ নামডাক ও সম্মানের অধিকারী ছিল।

ইব্‌ন আবূ হাদরাদ বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে এবং আমার সাথে আরও দু'জন মুসলিমকে ডেকে বললেন তোমরা ওই লোকটার কাছে যাও এবং তার সম্পর্কে তথ্য নিয়ে এসো। তিনি আমাদেরকে একটি কৃশকায় উট দিলেন। তার উপর আমাদের মধ্য হতে একজন কোনক্রমে সওয়ার হতে পারলো। আল্লাহ্র কসম! সেটা এতই দুর্বল ছিল যে, সওয়ারকে নিয়ে

উঠে দাঁড়াতেই পারল না। লোকেরা পেছন থেকে তাকে ধরাধরি করে দাঁড় করিয়ে দেওয়ায় সে কোনক্রমে দাঁড়াতে পারলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা এর পিঠে চড়েই যাও, আর এটাকে পালাক্রমে ব্যবহার করো।

আমরা তলোয়ার বর্শায় সজ্জিত হয়ে বের হয়ে পড়লাম। আমরা বিকেল বেলা সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময়ে তাদের ছাউনির কাছাকাছি পৌঁছলাম। আমি একপ্রান্তে আত্মগোপন করলাম এবং আমার সঙ্গী দু'জনকেও লুকিয়ে থাকতে বললাম। তারা ছাউনির অপরপ্রান্তে গিয়ে ঘাপটি মারল। আমি তাদের বলে রেখেছিলাম, তোমরা যখন শোনবে আমি উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহু আকবার বলছি এবং ছাউনির এ প্রান্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, তখন তোমরাও তাকবীর বলে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ইব্ন আবূ হাদরাদ বলেন : আল্লাহ্র কসম! আমরা অপেক্ষায় থাকলাম, কখন তাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় পাব বা কখন তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালাতে পারব। ইতোমধ্যে রাত হয়ে গেল। ক্রমে প্রথম রাতের অন্ধকার কেটে গেল। তাদের এক রাখাল উট চরাতে বের হয়েছিল। সে ফিরে আসতে বিলম্ব করলো। ফলে, সবাই তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত তাদের সেই নেতা রিফা'আ ইব্ন কায়স উঠে তরবারি নিল এবং তা কাঁধে ঝুলাল। তারপর বলল : আল্লাহ্র কসম! আমি আমাদের রাখালের খোঁজে বের হবই। নিশ্চয়ই তার কোন বিপদ ঘটেছে। তার কতিপয় সঙ্গী বলল : আল্লাহ্র কসম! তুমি যেও না। আমরাই তোমার হয়ে এটা করে দিচ্ছি। সে বলল : আল্লাহ্র কসম! আমি ছাড়া কেউ যাবে না। তারা বলল : তা হলে আমরাও তোমার সাথে যাব। সে বলল : আল্লাহ্র কসম, আমার সঙ্গে একজনও যাবে না।

ইব্ন আবূ হাদরাদ বলেন : এরপর সে বের হয়ে পড়ল এবং আমার পাশ দিয়েই অতিক্রম করে যেতে লাগল। সুযোগ বুঝে আমি তার উপর তীর ছুঁড়লাম। তীরটি ঠিক তার বুকের উপর বিদ্ধ হল। আল্লাহর কসম! সে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারেনি। আমি মুহূর্তে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং তার শিরশ্ছেদ করলাম। এরপর আল্লাহু আক্বার বলে ছাউনির এক প্রান্তে হামলা করলাম। আমার সঙ্গীদ্বয়ও অপর প্রান্ত হতে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আক্রমণ চালাল। আল্লাহ্র কসম। বাঁচাও বাঁচাও বলে লোকেরা পালাতে শুরু করলো। স্ত্রী-পুত্র ও হালকা মালপত্র যা পারল সাথে নিয়ে গেল। আমরা বিপুল পরিমাণে উট ও ছাগল সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে আসলাম। রিফা'আর মুণ্ডুও আমি সাথে নিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার স্ত্রীর মোহরানা আদায়ের সাহায্যার্থে সেই উট হতে আমাকে তেরটি দিলেন। আমি তা দিয়ে স্ত্রীকে বাড়িতে নিয়ে আসলাম।

দূমাতুল জানদালে আবদুর রহমান ইব্ন আওফের অভিযান

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমি যার প্রতি সন্দেহ পোষণ করি না, এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট 'আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি বসরার জনৈক

ব্যক্তিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট পাগড়ীর পেছনের অংশ ঝুলিয়ে রাখা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুনলাম। আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন : ইনশাআল্লাহ্ এ সম্পর্কে আমি তোমাকে যা জানি তা বলব। দেখ, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) কতিপয় সাহাবীসহ মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন, আমি তাদের দশজনের একজন অর্থাৎ আবূ উমর, উসমান, আলী, আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ, ইব্ন মাসউদ, মু'আয ইব্ন জাবাল, হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান, আবূ সাঈদ ও আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিলাম। এ সময় জনৈক আনসার যুবক এসে উপস্থিত হলো। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম দিয়ে মজলিসে বসে পড়লো। তারপর বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন মু'মিন শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন : যার চরিত্র সবচাইতে ভাল। সে আবার জিজ্ঞাসা করলো : কোন মু'মিন বেশি বুদ্ধিমান? তিনি বললেন : যারা মৃত্যুর কথা বেশি স্মরণ করে এবং মুত্যু উপস্থিত হওয়ার আগেই তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সেই বেশি বুদ্ধিমান। এরপর যুবকটি চুপ হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন : হে মুহাজির সম্প্রদায়! পাঁচটি বিষয়, তা যখন তোমাদের মাঝে দেখা দেবে! আমি আল্লাহ্র কাছে পানাহ্ চাই, যাতে তোমাদের মধ্যে তা দেখা না দেয়। দেখ, যখনই কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং পরিশেষে তারা প্রকাশ্যে তাতে লিপ্ত হতে শুরু করে, তখনই তারা প্লেগে আক্রান্ত হয় এবং এমন সব কষ্ট ও বেদনা তাদের মধ্যে দেখা দেয় যা তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে কখনও ছিল না।

যখনই কোন জাতি মাপে ও ওজনে ফাঁকি দেওয়ায় লিপ্ত হয়, সে জাতি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে এবং দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও সরকারী শোষণে পিষ্ট হয়।

যখনই কোন জাতি যাকাত আদায়ে নিবৃত্ত থাকে, সে জাতি অনাবৃষ্টির কবলে পড়ে। পশু-পক্ষী না থাকলে তারা চিরদিনের তরে বৃষ্টি হতে বঞ্চিত থাকবে।

যখনই কোন জাতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুতি ভংগ করে, সে জাতির উপর তাদের শত্রুদের প্রাধান্য দেওয়া হয়, যারা তাদের হাতের বস্তু কেড়ে নেয়।

যখনই কোন জাতির নেতৃবর্গ আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা না করে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মকলহে লিপ্ত করে দেন।

এরপর তিনি আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-কে একটি অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন, যে অভিযানের জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তখন আবদুর রহমান (রা) কালো সুতী কাপড়ের একটি পাগড়ী মাথায় বাঁধতে শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে কাছে ডেকে নিলেন এবং সে পাগড়ী খুলে নিজ হাতে আবার বেঁধে দিলেন এবং পেছন দিকে চার আংগুল কিংবা তার কিছু কম-বেশি পরিমাণ ঝুলিয়ে রেখে দিলেন। তারপর বললেন ঃ হে আওফের বেটা! এভাবে পাগড়ী বাঁধবে। কারণ এটা দেখতে সুন্দর এবং চিনতে সুবিধা। এরপর তিনি বিলাল (রা)-কে পতাকা আনতে নির্দেশ দিলেন, বিলাল (রা) তাঁর হাতে পতাকা অর্পণ করলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন, নিজের প্রতি দরূদ পড়লেন এবং তারপর বললেন : হে আওফের বেটা! তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহ্র পথে অভিযান চালাও এবং যারা আল্লাহ্র সাথে কুফ্রী করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তবে সাবধান, গনীমতের মাল আত্মসাৎ করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, নিহতের অংগ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃতি সাধন করো না এবং কোন শিশুকে হত্যা করো না। এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর নবীর আদর্শ। এরপর আবদুর রহমান ইব্ন আওফ পতাকা গ্রহণ করলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : এরপর তিনি দূমাতল-জানদালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

সায়ফুল বাহারে আবূ উবায়দা ইব্ন জার্‌রা (রা)-এর অভিযান

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট উবাদা ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন উবাদা ইব্ন সামিত (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে দাদা উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) সায়ফুল বাহার অভিমুখে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি আবূ উবায়দা ইব্ন জার্‌রাকে এর অধিনায়ক নির্বাচিত করেন। তিনি তাদের পাথেয় হিসাবে দিলেন সামান্য কিছু খেজুর। আবূ উবায়দা তাদেরকে সে খেজুর থেকে অল্প-অল্প করে খাওয়াতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই দাঁড়াল যে, তিনি তাদেরকে খেজুর গুণে গুণে দিতে লাগলেন। এরপর খেজুর নিঃশেষ হওয়ার প্রাক্কালে তিনি প্রত্যেককে দৈনিক একটি করে খেজুর দেওয়া শুরু করলেন। একদিন তিনি এভাবে খেজুর বণ্টন করতে লাগলেন, দেখা গেল, একজন লোক বাকি রয়ে গেছে। একটি খেজুর কম হলো। আমরা সকলে সেদিন বুঝতে পারলাম খেজুর আর নেই। ক্ষুধা যখন আমাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য সাগর থেকে একটি জন্তু বের করে দিলেন। আমরা তার গোশত ও তেল তুলে নিলাম এবং বিশ দিন তা দিয়ে পার করে দিলাম। তা খেয়ে খেয়ে আমরা সব মোটা হয়ে গেলাম। আমাদের শরীর তেলতেলে হয়ে উঠলো। আমাদের নেতা তার পাঁজর থেকে একটা হাড় তুলে তা পথের উপর বসিয়ে দিলেন। এরপর আমাদের সব চাইতে হৃষ্টপুষ্ট উটটির উপর আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সব চাইতে বড়সড় ছিল, তাকে সওয়ার হতে বললেন। সে ব্যক্তি তার উপর চড়ে বসল এবং হাড়টির নীচ থেকে চলে গেল। তার মাথা হাড়টি স্পর্শ করলো না। আমরা মদীনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সে ঘটনা জানালাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম : আমরা যে প্রাণীটি ভক্ষণ করলাম, তা ঠিক হয়েছে কি না। তিনি বললেন : সেটা তো তোমাদের রিয্ক। আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের জন্য সে রিয্কের ব্যবস্থা করেন।

আবূ সুফিয়ান ইব্ন হার্‌বের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমর ইব্ন উমাইয়া যামরীকে প্রেরণ এবং তার যাত্রাপথের কার্যবিবরণী

ইব্ন হিশাম বলেন : ইব্ন ইসহাক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে সকল বা'ছ ও সারিয়্যার কথা উল্লেখ করেননি, তারমধ্যে একটি হচ্ছে আমর ইব্ন উমাইয়া যামরীর অভিযান। রাসূলুল্লাহ্

(সা) তাঁকে খুবায়ব ইব্‌ন আদী (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যাকাণ্ডের পর মক্কায় প্রেরণ করেছিলেন, যেমন নির্ভরযোগ্য জনৈক আলিম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন সে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌বকে হত্যা করে। তিনি তাঁর সঙ্গী হিসাবে পাঠিয়েছিলেন জাব্বার ইব্‌ন সাখ্‌র আনসারীকে।

তারা দু'জন রওনা হয়ে মক্কায় পৌছে গেলেন। ইয়াজাজ এর এক গিরি-সংকটে তারা তাদের উট দু'টি বেঁধে রাখলেন এবং রাত্রিকালে মক্কায় প্রবেশ করলেন। জাব্বার আমরকে বললেন : আমরা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করে দু'রাকাআত সালাত আদায় করলে কেমন হতো? আমর বললেন : ওরা রাতের খানাদানা সেরে আঙিনায় বসবে, তখন আমরা তাওয়াফ ও সালাত আদায় করবো। তখন জাব্বার বললেন : তাই হবে, ইনশা আল্লাহ্। আমর বলেন : আমরা বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করে দু'রাকআত সালাত আদায় করলাম, এরপর আবূ সুফিয়ানের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা যখন মক্কা শহরে হাঁটছিলাম। এ অবস্থায় জনৈক মক্কাবাসী আমার দিকে লক্ষ্য করল এবং আমাকে চিনে ফেলল। সে বলল : আমর ইব্‌ন উমাইয়া না ? আল্লাহ্‌র কসম! তার আগমন কোন সদুদ্দেশ্যে নয়। আমি সঙ্গীকে বললাম : চলো পালাই। আমরা দৌড়াতে দৌড়াতে শহর থেকে বের হয়ে গেলাম এবং একটা পাহাড়ে গিয়ে উঠলাম। তারাও আমাদের খুঁজতে বের হলো। কিন্তু আমরা যখন পাহাড়ের উপর উঠে গেলাম, তখন তারা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। আমরা পাহাড়ের একটি গুহায় ঢুকে পড়লাম। রাতটা সেখানেই কাটিয়ে দিলাম। বড় বড় পাথর জড়ো করে আমরা নিজেদের আড়াল করে রেখেছিলাম।

সকালবেলা কুরায়শের একটি লোক তার ঘোড়া নিয়ে এই পথে আসছিল। তার পিঠে ছিল ফসলের আঁটি। সে একেবারে আমাদের মাথার উপরে চলে আসলো। আমরা তো ছিলাম গুহার ভেতর। আমি বললাম : এই লোক যদি আমাদের দেখে ফেলে, তা হলে চিৎকার করে সকলকে আমাদের কথা জানিয়ে দেবে। ফলে আমরা ধরা তো পড়বই এবং নির্ঘাত মারা যাব।

আমর বলেন : আমার কাছে একটা খঞ্জর ছিল। আবূ সুফিয়ানের জন্য সেটা প্রস্তুত রেখেছিলাম। আমি সেটা নিয়ে তার কাছে ছুটে গেলাম এবং তার বুকে বসিয়ে দিলাম। সে একটা বিভৎস চিৎকার করলো, যা মক্কাবাসীদের কানে পৌছে গেল। আমি ফিরে এসে সে গর্তে ঢুকে পড়লাম। মুহূর্তের ভেতর তার কাছে বহু লোক ছুটে আসল। সে তখন শেষ নিঃশ্বাসের পথে। তারা জিজ্ঞাসা করল : কে তোমাকে আঘাত করেছে? সে বলল : আমর ইব্‌ন উমাইয়া। এই বলতেই তার মৃত্যু এসে গেল এবং সেখানেই সে মারা গেল। আমরা কোথায় আছি তা আর জানিয়ে যেতে পারল না। তারা তাকে তুলে নিয়ে গেল।

আমি সন্ধ্যাকালে আমার সঙ্গীকে বললাম : চলো পালাই। আমরা রাত্রিকালে মক্কা হতে মদীনার উদ্দেশে বের হলাম। আমরা একদল পাহারাদারদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তারা খুবায়ব ইব্‌ন আদী (রা)-এর লাশ পাহারা দিচ্ছিল। তাদের একজন বলল : আল্লাহ্‌র কসম! এ

রাতে একটা চলনভঙ্গী দেখলাম, যা আমর ইব্‌ন উমাইয়ার চলনভঙ্গীর সাথেই বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। যদি না সে মদীনায় হতো, তা হলে বলতাম, এ অবশ্যই আমর ইব্‌ন উমাইয়া।

আমর বলেন : তিনি যখন শূলদণ্ডের বরাবর হলেন, তখন দণ্ডটি ধরে সজোরে এক টান মারলেন এবং সেটা তুলে ফেললেন। এরপর সেটা সাথে নিয়ে তারা উভয়ে বেগে ছুটতে থাকলেন। পাহারাদাররাও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগলো। অবশেষে তিনি যখন ইয়াজাজ হতে নির্গত একটি ঝর্ণাধারার তীরে উপনীত হন, তখন শূলদণ্ডটি ঝর্ণার খাদে ফেলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে সেটা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দৃষ্টির অগোচর করে দেন। ফলে তারা আর সেটা নিতে পারল না।

আমর বলেন, আমি আমার সাথীকে বললাম : পালাও, পালাও। তোমার উটের কাছে চলে যাও এবং তাতে চড়ে বস। আমি তোমার দিক থেকে এদের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। উল্লেখ্য, আনসার ব্যক্তি পদযোগে ভাল চলতে পারত না।

আমর বলেন : আমি ছুটতে ছুটতে দাজনান পাহাড় পার হয়ে গেলাম। এরপর একটা পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম এবং তার একটা গুহায় ঢুকে পড়লাম। এমন সময় সেখানে বনূ দীলের এক কানা বৃদ্ধ কয়েকটি ছাগল নিয়ে উপস্থিত হলো। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল : কে এই লোক ? আমি বললাম : বনূ বকরের লোক। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তুমি কে ? সে বলল : আমিও বনূ বকরের লোক। আমি বললাম : স্বাগতম, তা এখানে শুয়ে পড়। সে শুয়ে পড়ল। এরপর সে উচ্চৈঃস্বরে গেয়ে উঠলো :

ولست بمسلم ما دمت حيا * ولا دانٍ لدين المسلمينا

যতদিন বেঁচে রব মুসলিম হব না
মুসলমানদের দীনে আমি দীক্ষা নেব না।

আমি মনে মনে বললাম : হ্যাঁ, তুমি শীঘ্রই জানতে পারবে। আমি তাকে ক্ষণিকের অবকাশ দিলাম। সে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি ধনুক বের করে তার এক কোনা ওর ভাল চোখটায় ঢুকিয়ে দিলাম এবং সবলে তা ঠেসে ধরলাম। সূচাল আগাটা তার হাড্ডিতে পৌছে গেল। এরপর আমি আবার পালাতে শুরু করলাম। প্রথমে আরজে পৌঁছলাম। তারপর রাকূবা অতিক্রম করলাম। এরপর যখন নাকী এসে পৌছলাম, তখন কুরায়শের দু'টো লোকের সাথে আমার সাক্ষাত হলো। কুরায়শরা তাদের মদীনায় গুপ্তচর রূপে পাঠিয়েছিল। কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তা খোঁজ নেওয়ার জন্য। আমি বললাম : তোমরা আত্মসমর্পণ কর। তারা অস্বীকার করল। তখন আমি তীর ছুঁড়ে তাদের একজনকে হত্যা করলাম এবং অন্যজন আত্মসমর্পণ করল। আমি তাকে শক্ত করে বাঁধলাম এবং মদীনায় নিয়ে আসলাম।

মাদয়ানে যায়দ ইব্‌ন হারিসার অভিযান

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যায়দ ইব্‌ন হারিসা মাদয়ানে একটি অভিযান চালিয়েছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হাসান (র) তার মা ফাতিমা বিন্‌ত হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) হতে বর্ণনা

করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ ইব্ন হারিসাকে মাদয়ান অভিমুখে প্রেরণ করেন। তাঁর সাথে ছিল আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম দুমায়রা ও তার এক ভাই। উপকূল এলাকার বহু লোক তাঁর হাতে বন্দী হল। তাদের মধ্যে ছিল নানা রকমের মানুষের সমাবেশ। তাদেরকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। ফলে তাদের আপনজনদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কাছে আসলেন, তখন তারা কাঁদছিল। তিনি তাদের কান্নার হেতু জিজ্ঞাসা করলে বলা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় তারা কাঁদছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তাদেরকে একত্র রেখেই বিক্রি করবে।

ইব্ন হিশাম বলেন : এর দ্বারা তিনি মা-সন্তানকে বুঝিয়েছেন।

আবূ আফাককে হত্যা করার জন্য সালিম ইব্ন উমায়রের অভিযান

ইব্ন ইসহাক বলেন : সালিম ইব্ন উমায়র (রা) আবূ আফাককে হত্যা করার জন্য একটি অভিযান চালিয়েছিলেন। আবূ আফাক ছিল বনূ আমর ইব্ন আওফের শাখা বনূ উবায়দার লোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হারিস ইব্ন সুওয়ায়দ ইব্ন সামিতকে হত্যা করেন, তখন তার মুনাফিকী উম্মোচিত হয়ে গিয়েছিল। সে তখন বলেছিল :

لقد عشت دهرا وما إن أرى * من الناس دارا ولامجمعا
أبرعهودا و أوفى لمن * يعاقد فيهم إذا مادعا
من اولاد قيلة فى جمعهم * يهد الجبال ولم يخضعا
فصدعهم راكب جاءهم * حلال حرام لشتى معا
فلو أن بالعز صدقتم * او الملك تابعتم تبعا

আমি তো বেঁচে থাকলাম কতকাল, কিন্তু মানুষের মধ্যে
দেখিনি এমন কোন খান্দান ও দল, যারা
কায়লার সন্তানদের চেয়েও বেশী অঙ্গীকার পালনকারী;
আর যাদের সংগে চুক্তিবদ্ধ, তাদের আহবানে
বেশি সাড়া দানকারী।
এরা যখন একত্র হয় টলিয়ে দেয় পাহাড়, হয় না নতশির।
এক আরোহী এসে এদের করল দ্বিধাবিভক্ত,
নানা রকম জিনিসকে একই সাথে করল বৈধ ও অবৈধ।
মর্যাদা কী রাজত্বে যদি বিশ্বাস কর তোমরা,
তাহলে কর তুব্বার অনুসরণ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এমন কে আছে, যে আমার হয়ে এই দুষ্টকে দমন করবে? তখন বনূ আমর ইব্ন আওফের সালিম ইব্ন উমায়র বাক্কায়ী বের হয়ে পড়লেন এবং তাকে হত্যা করে আসলেন। উমামা মুযায়রিয়্যা বলেন :

تكذب دين الله والمرء احمدا * لعمر الذى امناك أن بئس ما يمنى
حباك حنيف آخر الليل طعنة * أبا عفك خذها على كبر السن

'তুই অস্বীকার করিস আল্লাহ্‌র দীন, আর মহাত্মা আহমদকে;
কসম তোর জনকের, নিতান্তই মন্দ বীর্যপাত করেছে সে।
একনিষ্ঠ এক মুসলিম তোকে করল শরবিদ্ধ-
আর বলল, আবূ আফাক! বুড়ো বয়সে নে এই উপহার।'

আসমা বিনৃত মারওয়ানকে হত্যার জন্য উমায়র ইব্‌ন আদী খাতমীর অভিযান

উমায়র ইব্‌ন আদী একটি অভিযান চালিয়ে ছিলেন মারওয়ান কন্যা 'আসমা' কে হত্যা করার জন্য। 'আসমা ছিল বনূ উমাইয়া ইব্‌ন যায়দের এক নারী। আবূ আফাক নিহত হওয়ার পর সে মুনাফিক হয়ে যায়।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন ফুদায়ল তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আসমা বনূ খাতমার এক ব্যক্তির বিবাহাধীনে ছিল। নাম তার ইয়াযীদ ইব্‌ন যায়দ। সে (আসমা) ইসলাম ও মুসলিমদের নিন্দা করে বলেছিল :

باست بنى مالك والنبيت * وعوف وباست بنى الخزرج
أطعتم اتاوى من غيركم * فلا من مراد ولا مذحج
ترجونه بعد قتل الرءوس * كما يرتجى مرق المنضج
الا انف يبتغى غرة * فيقطع من امل المرتجى

বনূ মালিক, বনূ নাবীত ও বনূ আওফ কতই না নিকৃষ্ট,
নিকৃষ্ট বনূ খাযরাজও।
তোমরা বশ্যতা স্বীকার করেছ এক বহিরাগতের,
যে নয় তোমাদের গোত্রের, নয় মুরাদ ও মাযহাজেরও।
তোমাদের নেতৃবর্গকে নিধন করার পরও তোমরা তার কাছে
রয়েছ আশাবাদী, ঠিক রান্না করা ঝোলের আশা যেন।
নাকওয়ালা একজনও কি নেই, যে আচমকা হানা দিয়ে
আশাবাদীর সব আশা করে দেবে ধূলিসাৎ?

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর জবাবে বলেন :

بنو وائل وبنو واقف * خطمة دون بنى الخزرج
متى مادعت سفها ويحها * بعولتها والمنايا تجى
فهزت فتى ماجدا عرقه * كريم المداخل والمخرج
فضرجها من نجيع الدما * ء بعد الهدو فلم يحرج

বনূ ওয়াইল, বনূ ওয়াকিফ ও বনূ খাতমা নীচ জাত,
বনূ খাযরাজ অপেক্ষা।
যখনই তারা চেঁচামেচি করে নির্বুদ্ধিতাবশে
ডেকে এনেছে বিপর্যয়,
আর মৃত্যু হয়েছে আসন্ন তখন এক মহান যুবক,
যার ধমনীতে পূর্বাপর বংশধরের আভিজাত্য
কাঁপিয়ে দেয় তাদের প্রচণ্ডভাবে, লালে লাল রক্তে
তাদের করে একাকার প্রথম রাতের পরে,
কিন্তু এতে সে হয় না অপরাধী।

আসমার ধৃষ্টতা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কানে পৌঁছায়, তখন তিনি বললেন : মারওয়ান কন্যা হতে আমার পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার কেউ নেই কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ উক্তি উমায়র ইব্‌ন আদী খাতামী শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি সেখানেই ছিলেন। সে রাতেই তিনি আসমার বাড়িতে গিয়ে তাকে হত্যা করে আসেন। তিনি সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাকে হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : হে উমায়র! তুমি আল্লাহ্ ও তার রাসূলেরই সাহায্য করেছ। তিনি বললেন : তাকে হত্যা করার দরুন আমার উপর কোন কিছু আসবে কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : لا ينتطح فيها عنزان তার ব্যাপারে দুই বকরী পরস্পর গুতোগুতি করবে না, (অর্থাৎ তার বিষয়টি তো তুচ্ছ, তাই তার ব্যাপারে কেউ প্রতিশোধ দাবি করবে না)।

এরপর উমায়র তার সম্প্রদায়ের নিকট চলে গেলেন। মারওয়ান কন্যাকে নিয়ে তখন বনূ খাতমার মাঝে মহা-তোলপাড়। তার ছিল পাঁচ পুত্র। উমায়র ইব্‌ন আদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হতে বিদায় নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে আসলেন এবং বললেন : হে বনূ খাতমা! আমিই মারওয়ানের মেয়েকে খুন করেছি। এখন তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, আমাকে অবকাশ দিও না।

এই দিনই প্রথম বনূ খাতমার জনপদে ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। এতদিন পর্যন্ত এ সম্প্রদায়ের যারাই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা সকলে তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন করে রেখেছিল। এ সম্প্রদায়ের সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হচ্ছেন উমায়র ইব্‌ন আদী। তিনিই কারী উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। এ গোত্রে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে আর ছিলেন— আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আওস ও খুযায়মা ইব্‌ন সাবিত। মারওয়ান কন্যার নিহত হওয়ার দিন ইসলামের শক্তি দেখে বনূ খাতমার বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

সুমামা ইব্‌ন উসাল হানাফীর বন্দী ও ইসলাম গ্রহণ

(সুমামা ইব্‌ন উসালকে যে অভিযানে বন্দী করা হয় তার বৃত্তান্ত)।

আমার নিকট আবূ সাঈদ মাকবুরী (র)-এর সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) হতে এই বিবরণ পৌঁছেছে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন :

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী কোথাও যাত্রাকালে বনূ হানীফার একটি লোককে পাকড়াও করে। সে কে ছিল তা তারা জানত না। তাকে নিয়ে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা জান, কাকে বন্দী করেছ ? এ হচ্ছে বনূ হানীফার সুমামা ইব্ন উসাল। তার প্রতি ভাল আচরণ কর। এই বলে তিনি নিজ পরিবারবর্গের কাছে চলে গেলেন। তাদের বললেন : তোমাদের কাছে যা খানাদানা আছে তা একত্র কর এবং সুমামার কাছে পাঠিয়ে দাও। সেই সাথে নির্দেশ দিলেন দুধের উটনী যেন সকাল-সন্ধ্যায় তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দুধ দোহনের পর যেন তা তাকে দেওয়া হয়। এরপর তিনি সব সময় সুমামার খোঁজ-খবর নিতেন এবং তার কাছে এসে বলতেন : হে সুমামা! তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। সুমামা বলতেন : হে মুহাম্মদ! যথেষ্ট করেছেন; আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন, তা হলে একজন হত্যাযোগ্য অপরাধীকেই হত্যা করবেন। আর যদি মুক্তিপণ চান, তা হলে যা ইচ্ছা চাইতে পারেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার যতদিন ইচ্ছা পার হয়ে গেল। এরপর একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা সুমামাকে ছেড়ে দাও।

সুমামাকে মুক্তি দেওয়া হল। তিনি বাড়ীতে এসে অতি যত্ন সহকারে পাক-পবিত্র হলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করলেন। এদিনও সন্ধ্যায় অন্যান্য দিনের মত খানাদানা তার নিকট উপস্থিত করা হল, কিন্তু তিনি এ দিন সামান্যই গ্রহণ করলেন। দুধের উট উপস্থিত করার পর তা হতেও অতি সামান্য দুধ তিনি নিলেন। এতে সাহাবিগণ বিস্মিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি বললেন : তোমরা কেন বিস্মিত হচ্ছ? তোমরা কি সেই ব্যক্তির খাবার দেখে আশ্চর্য হচ্ছ, যে সকাল বেলা একজন কাফিরের পেটে খেয়েছে, আর বিকালে খেয়েছে একজন মুসলিমের পেট নিয়ে। কাফির তো খায় সাত পেটে, আর মুসলিম খায় এক পেটে।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমি শুনেছি। এরপর সুমামা উমরার উদ্দেশ্যে বের হন এবং মক্কার নিকটে পৌছেই তিনি তালবিয়া পড়া শুরু করেন। তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি তালবিয়া পড়তে পড়তে মক্কায় প্রবেশ করেন। কুরায়শরা তাকে পাকড়াও করে বলল, ভারী তো স্পর্ধা তোমার! এমন কি তারা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হল। এ সময় এক ব্যক্তি বলল : ওকে ছেঁড়ে দাও। কারণ তোমাদের তো ইয়ামামার খাদ্য-সামগ্রীর প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং তারা তাকে ছেড়ে দিল। জনৈক হানাফী কবি বলেন :

ومنا الذى لبى بمكة معلنا * برغم ابى سفيان فى الاشهر الحرم

সেই লোক তো আমাদেরই একজন, যিনি মক্কায় উচ্চরবে
পাঠ করেছিলেন তালবিয়া নিষিদ্ধ মাসে,
আবূ সুফিয়ানের করেননি পরোয়া।

আমার নিকট আরও বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণকালে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার চেহারাই ছিল আমার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত, কিন্তু

এখন আমার নিকট তা সব চাইতে প্রিয় চেহারা। দীন ও দেশ সম্পর্কেও তিনি অনুরূপ কথা বলেছিলেন।

এরপর তিনি উমরা করতে বের হন। মক্কায় উপস্থিত হলে সেখানকার লোক তাকে বলতে লাগল, তুমি কি বে-দীন হয়ে গেছ, হে সুমামা? তিনি বললেন : না, বরং আমি সর্বশ্রেষ্ঠ দীন, মুহাম্মদের দীন গ্রহণ করে নিয়েছি। না, আল্লাহ্র কসম! তোমাদের নিকট ইয়ামামা হতে আর একটি দানাও আসবে না—যাবৎ না রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুমতি দেন। এরপর তিনি ইয়ামামায় চলে গেলেন এবং সেখানকার লোককে নিষেধ করলেন, যেন মক্কায় আর কিছুই তারা না পাঠায়। অগত্যা মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে লিখল :

'আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার নির্দেশ দেন, অথচ আপনি নিজেই আমাদের সঙ্গে তা ছিন্ন করেছেন। আপনি জনকদের হত্যা করেছেন তরবারি দ্বারা, এখন জাতকদের নিধন করে চলছেন অনাহারে।'

তাদের চিঠি পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুমামার কাছে লিখলেন, যেন মক্কাবাসীদের থেকে খাদ্য-অবরোধ তুলে নেন।

আলকামা ইব্ন মুজায্যিরের অভিযান

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলকামা ইব্ন মুজায্যিরকেও একটি অভিযানে প্রেরণ করেন।

'যূ কারাদ'-এর যুদ্ধে ওয়াক্কাস ইব্ন মুজায্যির মুদলিজী নিহত হলে, আলকামা ইব্ন মাজায্যির রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আবেদন করেন, তাকে যেন সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়, যাতে তিনি ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারেন।

আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মদ (র) মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আলকামা (র) হতে, তিনি উমর ইব্ন হাকাম ইব্ন সাওবান হতে এবং তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলকামা ইব্ন মুজায্যিবকে অভিযানে পাঠান। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : আমিও তাদের সাথে ছিলাম। আমরা যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম, কিংবা যখন পথের মাঝে ছিলাম, তখন অপর একদল মুজাহিদকেও তিনি অভিযানে যাওয়ার অনুমতি দেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফা সাহমীকে তাদের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। আবদুল্লাহ্ ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী। তিনি ছিলেন রসিক প্রকৃতির লোক। কিছু দূর পৌঁছে তিনি আগুন জ্বালালেন এবং দলের লোকদের বললেন : আমার আনুগত্য কি তোমাদের জন্য অপরিহার্য না? তারা বলল : অবশ্যই। তিনি বললেন : তা হলে আমি তোমাদেরকে যে কোন আদেশ করব, তোমরা তা মানবে তো ? তারা বলল : নিশ্চয়ই। তিনি বললেন : তা হলে আমি আমার অধিকার ও ক্ষমতা বলে তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি তোমরা এই আগুনে ঝাঁপ দাও।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : তখন দলের কিছু সংখ্যক লোক কোমরে কাপড় বাঁধতে শুরু করল। বোঝা গেল তারা সত্যিই আগুনে ঝাঁপ দেবে। তখন তিনি বললেন : তোমরা বস। আমি তো নিছক রসিকতা করছিলাম। মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পর এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ্

(সা)-কে জানান হল। তিনি বললেন : কেউ তোমাদেরকে কোন পাপ কর্মের আদেশ করলে তার আনুগত্য কর না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা উল্লেখ করেন যে, আলকামা ইব্‌ন মুজাযযির ও তার সঙ্গিগণ বিনা যুদ্ধেই ফিরে এসেছিলেন।

বাজীলা গোত্রের যে লোকগুলো ইয়াসার (রা)-কে হত্যা করেছিল, তাদেরকে হত্যা করার জন্য কুর্‌য ইব্‌ন জাবিরের অভিযান

উসমান ইব্‌ন আবদুর রহমান হতে মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা এবং তার থেকে জনৈক হাদীসবেত্তা অপর এক হাদীসবেত্তার নিকট বর্ণনা করেন এবং তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, উসমান ইব্‌ন আবদুর রহমান বলেন : মুহারিব ও বনূ সা'লাবার বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াসার নামক একটি গোলাম পান। তিনি তাঁর উট পালনের কাজে তাকে নিযুক্ত করেন। সে জাম্মার দিকে উটগুলো চরাত। ইত্যবসরে বাজীলা গোত্রের শাখা কায়স কুব্বার একদল লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হল। তারা উদরাময় ও প্লীহার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বললেন : তোমরা যদি উটগুলোর ওখানে চলে যেতে এবং তার দুধ ও চোনা পান করতে!

তারা যখন সুস্থ হয়ে উঠল এবং তাদের পেটও ঠিক হয়ে গেল, তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাখাল ইয়াসারের উপর আক্রমণ করল এবং তাকে খুন করল ও তার দু'চোখে কাঁটা ঢুকিয়ে দিল। এরপর তারা উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। এ সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরয ইব্‌ন জাবিরকে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে পাঠালেন। তিনি তাদের ধরে ফেললেন এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে এনে উপস্থিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) যূ-কারদের যুদ্ধ হতে ফিরছিলেন। তিনি তাদের হাত-পা কর্তন করালেন এবং চক্ষু ফুঁড়িয়ে দিলেন।

ইয়ামানে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর অভিযান

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ আমর মাদানী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে ইয়ামান প্রেরণ করেন এবং খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কেও আরেকটি বাহিনীসহ পাঠান। তিনি তাদের বললেন : তোমরা যদি কোথাও একত্র হও, তা হলে তখন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব হবে অধিনায়ক।

উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে ফিলিস্তীনে প্রেরণ, এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বশেষ যুদ্ধাভিযান প্রেরণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উসামা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-কে শাম অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি তাকে নির্দেশ দেন, যেন ফিলিস্তীনের অন্তর্গত বালকা ও দারূম এলাকার সীমান্ত পর্যন্ত তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে যায়। নির্দেশ পেয়ে সকলে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগল। প্রথম যুগের মুহাজিরগণও উসামা (রা)-এর সঙ্গে যোগদান করলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ যুদ্ধাভিযান।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসুস্থতার সূচনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরই মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেই অসুস্থতা শুরু হয়ে যায়, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা যেই বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহে তাঁকে ভূষিত করতে চেয়েছিলেন, তা পূর্ণ করার জন্য তাকে তুলে নিয়ে যান। এটা সফরের শেষ কিংবা রবিউল আউয়ালের শুরুর কথা। রোগের শুরু যেভাবে হয়েছিল, তা আমার প্রাপ্ত বর্ণনা অনুযায়ী এরূপ যে, তিনি মাঝ রাতে বাকী উল-গারকাদে যান এবং কবরবাসীদের জন্য মাগফিরাত কামনা করে বাড়ি ফিরে আসেন। সেদিন সকাল থেকেই তার অসুখ শুরু হয়ে যায়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (র) হাকাম ইব্‌ন আবুল আস-এর আযাদকৃত গোলাম উবায়দ ইব্‌ন জুবায়র (র) হতে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) হতে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ মুওয়ায়হিবা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাঝরাতে আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন : হে আবূ মুওয়ায়হিবা! আমাকে 'বাকী'-এর কবরবাসীদের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে আদেশ করা হয়েছে। কাজেই তুমি আমার সাথে চল। আমি তাঁর সংগে গেলাম। তিনি তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন :

السلام عليكم يا اهل المقابر ليهنئ لكم ما اصبحتم بما اصبح الناس فيه ، اقبلت الفتن كقطع الليل الظلم يتبع آخرها اولها ، الآخرة شرمن الاولى ـ

হে কবরবাসী! তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা যে অবস্থায় আছ সেটা জীবিতদের অবস্থা হতে ভাল- তোমরা সুখী হও। আঁধার রাতের খণ্ডসমূহের মত ধেয়ে আসছে ফিতনা-ফাসাদ; একটার পেছনে আরেকটা আর প্রথমটা অপেক্ষা পরেরটা আরও ভয়াবহ।

এরপর তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন :

يا ابا مويهبة انى قد اوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ، ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربى والجنة

'হে আবূ মুওয়ায়হিবা! আমাকে পার্থিব ধন-ভাণ্ডারের কুঞ্জিসমূহ, এবং জীবনের স্থায়িত্ব, এরপর জান্নাত দেওয়া হয়েছে। আর এ সমুদয় এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষাত ও জান্নাত এ দুয়ের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে বলা হয়েছে।'

আমি বললাম : আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হোক, আপনি দুনিয়ার ধন-ভাণ্ডারের কুঞ্জিসমূহ, পার্থিব জীবনের স্থায়িত্ব এবং তারপর জান্নাতকেই গ্রহণ করে নিন। তিনি বললেন :

لا والله يا ابا مويهبة لقد اخترت لقاء ربى والجنة

'না, হে আবূ মুওয়ায়হিবা! আল্লাহ্র কসম, আমি আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত ও জান্নাতকেই বরণ করেছি।

এরপর তিনি 'বাকী'-এর কবরবাসীদের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করলেন এবং বাড়ি ফিরে আসলেন। তারপরই তাঁর অন্তিম রোগের সূচনা ঘটে।

আয়েশা (রা)-এর গৃহে তার শুশ্রূষা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াকূব ইব্ন উতবা (র) মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম যুহরী (র) হতে, তিনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসঊদ (র) হতে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) জান্নাতুল বাকী হতে ফিরে এসে দেখলেন, আমি মাথা ব্যথায় অস্থির হয়ে বলছি- وارأساه 'হায়রে মাথা'। তিনি বললেন : بل انا والله يا عائشة وارأساه 'বরং হে আয়েশা' আল্লাহ্র কসম! 'আমারই মাথাটা গেল।' এরপর তিনি বললেন : তুমি আমার আগে মারা গেলে তোমার কী ক্ষতি ? বরং আমি নিজ হাতে তোমার শেষকৃত্য সম্পাদন করব। তোমার কাফন পরাব, জানাযা দিব এবং দাফন সম্পন্ন করব। আমি বললাম : আল্লাহ্র কসম! আপনি এটা করতেন ঠিকই, কিন্তু তারপর তো ফিরে এসে আমার ঘরেই কোন স্ত্রীকে এনে তুলতেন। একথায় তিনি মধুর হেসে দিলেন। এরপর ক্রমেই তার রোগ-বেদনা বেড়ে চলল। তিনি পালাক্রমে এক এক স্ত্রীর কাছে থাকতে লাগলেন। অবশেষে যখন মায়মূনার ঘরে গেলেন, তখন তাঁর অবস্থার চরম অবনতি ঘটল। তিনি স্ত্রীদের ডেকে আমার ঘরে থেকে সেবা শুশ্রূষার অনুমতি চাইলেন। তাঁরা অনুমতি দিলেন।

নবী-সহধর্মিণী তথা উম্মুল মু'মিনীনদের বিবরণ

ইব্ন হিশাম বলেন : তাঁরা ছিলেন ন'জন। আয়েশা বিন্ত আবূ বকর (রা), হাফসা বিন্ত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা), উম্মু হাবীবা বিন্ত আবূ সুফিয়ান ইব্ন হার্ব (রা), উম্মু সালামা বিন্ত আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরা (রা), সাওদা বিন্ত যামআ ইব্ন কায়স (রা), যায়নাব বিন্ত জাহ্শ ইব্ন রিআব (রা), মায়মূনা বিন্ত হারিস ইব্ন হায্ন (রা), জুওয়ায়রিয়া বিন্ত হারিস ইব্ন আবূ যিরার (রা) ও সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াঈ ইব্ন আখতাব (রা), একাধিক আলিম আমার নিকট এরূপই বর্ণনা করেছেন।

খাদীজা (রা)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বমোট বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন তেরজন। তিনি সর্বপ্রথম বিবাহ করেন খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ (রা)-কে। খাদীজা (রা)-এর পিতা খুওয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর বিবাহ সম্পাদন করেন। কেউ বলেন : এ দায়িত্ব পালন

করেছিলেন খাদীজা (রা)-এর ভাই আমর ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে মোহরানা দিয়েছিলেন বিশটি নবীন উট। একমাত্র ইবরাহীম (রা) ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আর সব সন্তানই খাদীজা (রা)-এর গর্ভজাত। এর আগে তিনি আবূ হালা ইব্‌ন মালিকের স্ত্রী ছিলেন। আবূ হালা ছিলেন বূন আবদুদ-দার-এর মিত্র বনূ উসায়িদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন তামীমের লোক। সেখানে তিনি হিনদ ইব্‌ন আবূ হালা নামে এক পুত্র ও যয়নাব বিন্‌ত আবূ হালা নামে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। আবূ হালার পূর্বে তিনি উতায়্যিক ইব্‌ন আবিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূমের বিবাহ বন্ধনে ছিলেন। সেখানে তার গর্ভে আবদুল্লাহ্ নামক এক পুত্র এবং এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সায়ফী ইব্‌ন আবূ রিফাআর সাথে সে কন্যার বিবাহ হয়েছিল।

আয়েশা (রা)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় থাকাকালীন আবূ বকর (রা)-এর কন্যা আয়েশা (রা)-কে বিবাহ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল সাত বছর। তিনি তাঁকে ঘরে উঠিয়ে নেন মদীনায় এসে। তখন তাঁর বয়স নয় কি দশ বছর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ছাড়া আর কোন কুমারী নারীর পাণি গ্রহণ করেননি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন করেছিলেন তাঁর পিতা আবূ বকর (রা) নিজে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার মোহরানা দিয়েছিলেন চারশ' দিরহাম।

সাওদা (রা)

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাওদার বিন্‌ত যামআ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স ইব্‌ন আব্‌দ উদ্‌দ ইব্‌ন নাস্‌র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিস্‌ল ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লুআঈকে বিবাহ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন করেছিলেন সালীত ইব্‌ন আমর। কেউ বলেন : আবূ হাতিব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ উদ্‌দ ইব্‌ন নাস্‌র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিস্‌ল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মোহরানা দিয়েছিলেন চারশ' দিরহাম।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ ব্যাপারে ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনা অন্য রকম। তার মতে সালীত ও আবূ হাতিব এ সময় অনুপস্থিত ছিলেন। তারা তখন হাবশায় ছিলেন।

সাওদা (রা)-এর প্রথম বিবাহ হয়েছিল সাকরান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স ইব্‌ন আব্‌দ উদ্‌দ ইব্‌ন নাস্‌র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিস্‌লের সাথে।

যয়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা)

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শ ইব্‌ন রিআব আসাদী (রা)-কে বিবাহ করেন। তাঁর ভাই আবূ আহমাদ ইব্‌ন জাহ্‌শ্ এ বিবাহ সম্পাদন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার মোহরানা দেন চারশ' দিরহাম। এর আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। তার সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ·

'যায়দ যখন যয়নাবের সাথে বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম (৩৩ : ৩৭)।

উম্মু সালামা (রা)

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মু সালামা বিন্‌ত আবূ উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা মাখযূম (রা)-কে বিবাহ করেন। তার আসল নাম ছিল হিন্‌দ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে তার বিবাহ সম্পাদন করেন তাঁর পুত্র সালাম ইব্‌ন আবূ সালাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মোহরানা স্বরূপ তাঁকে একটি তোষক, যার ভিতরে ছিল খেজুর গাছের বাকল, একটি পেয়ালা একটি বড় থালা এবং একটি জাঁতা প্রদান করেন। এর পূর্বে তিনি আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদের বিবাহ বন্ধনে ছিলেন। আবূ সালামার আসল নাম আবদুল্লাহ্। সেখানে সালামা, উমর, যয়নাব ও রুকায়্যা নামে তার চারটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

হাফসা (রা)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর কন্যা হাফসা (রা)-কে বিবাহ করেন। উমর (রা) নিজেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে তাঁর বিবাহ দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে চারশ' দিরহাম মোহরানা প্রদান করেন। এর আগে তিনি খুনায়স ইব্‌ন হুযাফা সাহমী (রা)-এর বিবাহ বন্ধনে ছিলেন।

উম্মু হাবীবা (রা)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ সুফিয়ানের কন্যা উম্মু হাবীবা (রা)-কে বিবাহ করেন। তাঁর আসল নাম রামলা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন করেন খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস (রা)। তখন উম্মু হাবীবা (রা) ও খালিদ (রা) উভয়ে হাবশায় অবস্থানরত ছিলেন। নাজ্জাশী (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হতে তাঁকে চারশ' দীনার মোহরানা প্রদান করেন। তিনিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে বিবাহের জন্য তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এর পূর্বে তিনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহ্‌শ আসাদীর বিবাহ বন্ধনে ছিলেন।

জুওয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিস (রা)

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুওয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন আবূ যিরার খুযাই (রা)-কে বিবাহ করেন। তিনি খুযাআ গোত্রের বনূ মুসতালিকের যুদ্ধে যারা বন্দী হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন। গনীমতের বন্টনে তিনি সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্‌মাস আনসারী (রা)-এর ভাগে পড়েন। সাবিত (রা) তার সাথে অর্থের বিনিময় মুক্তিদানের চুক্তি করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বলেন : এর চাইতে উত্তম কোন বিষয়ের প্রতি তোমার আগ্রহ আছে কি ? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : সেটা কী ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমি তোমার চুক্তির অর্থ আদায় করে দেব

এবং বিনিময়ে তোমাকে বিবাহ করব? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমি রাযী। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বিবাহ করলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমাদের নিকট এ ঘটনা যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) হতে, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র) হতে, তিনি উরওয়া (রা) সূত্রে আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : অপর এক সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বনূ মুসতালিকের যুদ্ধ শেষে মদীনার পথে রওনা হন এবং জুওয়ায়রিয়া বিন্ত হারিসও তার সাথে, তখন 'যাতুল জায়শ' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি জুওয়ায়রিয়াকে জনৈক আনসারীর নিকট আমানত রাখেন এবং তাকে নির্দেশ দেন, যেন সে তার রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান থাকে। এভাবে তিনি মদীনায় পৌঁছান। এরই মধ্যে জুওয়ায়রিয়ার পিতা হারিস ইব্ন আবূ যিরার কন্যার মুক্তিপণ নিয়ে উপস্থিত হন। আসার পথে আকীক নামক স্থানে বসে মুক্তিপণ রূপে আনীত উটগুলোর প্রতি সে গভীরভাবে লক্ষ্য করে। তার মধ্যে দুটো উট তার ভীষণ ভাল লেগে যায়। সে আকীকের এক গিরি-সঙ্কটে সেদুটো লুকিয়ে রাখে। এরপর সে বাকিগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাযির হয়। সে বলে : হে মুহাম্মদ! আপনারা আমার মেয়েকে বন্দী করে নিয়ে এসেছেন। এই নেন তার মুক্তিপণ।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : সেই উট দুটো কোথায়, যা তুমি আকীকের অমুক গিরি-সংকটে লুকিয়ে রেখে এসেছ?

হারিস তৎক্ষণাৎ বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আল্লাহ্র কসম! সে সম্পর্কে তো আল্লাহ্ ছাড়া কারও জানার কথা নয়! এভাবে হারিস ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর সাথে তাঁর দুই পুত্র এবং তাঁর সম্প্রদায়ের আরও বহু লোক ইসলামে দীক্ষিত হল। এরপর তিনি তার উট দুটো আনার জন্য লোক পাঠালেন। সে দুটো নিয়ে আসা হল। তিনি সবগুলো উট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর কন্যা জুওয়ায়রিয়াকে তার কাছে ফেরত দেওয়া হল।

জুওয়ায়রিয়া (রা)-ও তখন ইসলাম গ্রহণ করলেন। তার ইসলাম ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার পিতার নিকট তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলেন। তিনি মেয়েকে তাঁর সাথে বিবাহ্ দিলেন। আর তিনি তাকে চারশ' দিরহাম মোহরানা দিলেন। এর আগে আবদুল্লাহ্ নামে তার এক চাচাত ভাইয়ের সাথে তাঁর বিবাহ্ হয়েছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : এক বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে সাবিত ইব্ন কায়স (রা)-এর নিকট হতে ক্রয় করে নিয়েছিলেন। এরপর তাকে আযাদ করে দেন এবং চারশ' দিরহাম মোহরানার বিনিময়ে তাঁকে বিবাহ করেন।

সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াঈ (রা)

এরপর তিনি সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াঈ ইব্ন আখতার (রা)-কে বিবাহ করেন। খায়বার যুদ্ধে তিনি বন্দী হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে নিজের জন্য নির্বাচিত করেন। এ বিবাহে তিনি

সাদামাটা ওলীমার ব্যবস্থা করেন। তাতে গোশত ও চর্বিজাতীয় কিছুই ছিল না। কেবল ছাতু ও খেজুর ছিল। এর আগে কিনানা ইব্‌ন রাবী ইব্‌ন আবুল হুকায়কের সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিল।

মায়মূনা বিন্‌ত হারিস (রা)

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মায়মূনা বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন হায্‌ন ইব্‌ন বাহির ইব্‌ন হুযাম ইব্‌ন রুওয়ায়বা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সাসাআ (রা)-কে বিবাহ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন করেন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হতে তাঁকে চারশ' দিরহাম মোহরানা প্রদান করেন। এর আগে তাঁর বিবাহ হয়েছিল আবূ রুহম ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন আবূ কায়স ইব্‌ন আব্‌দ উদ্‌দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিস্‌ল ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লুআঈ এর সাথে। বলা হয়ে থাকে, যে স্ত্রীলোক নিজেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিবেদন করেছিল, সে এই মায়মূনাই। আর সেটা হয়েছিল এভাবে যে, তিনি তাঁর উটের পিঠে ছিলেন, এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রস্তাব তাঁর নিকট পৌছায়। তিনি বলে উঠেন : البعير وما عليه لله ولرسوله এই উট ও তার সওয়ারী তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলেরই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا

'কোন মু'মিন নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাঁকে বিবাহ করতে চাইলে, সেও বৈধ (৩৩ : ৫০)।

অপর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিজেকে নিবেদন করেছিলেন যয়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা)। কেউ বলেন : তিনি হলেন উম্মু শারীক গাযিয়্যা বিন্‌ত জাবির ইব্‌ন ওয়াহাব- মুনকিয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মায়ীস ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লুআঈ গোত্রের মেয়ে। আবার কেউ বলেন : বনূ সামা ইব্‌ন লুআঈ-এর এক রমণী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার বিষয়টি মুলতবী রেখে দেন।

যয়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আর এক বিবাহ করেন যয়নাব বিন্‌ত খুযায়মা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সাসাআকে। তিনি নিঃস্ব ও অসহায়ের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়ী ও দয়ার্দ্র ছিলেন, যে কারণে তার উপাধিই ছিল উম্মুল-মাসাকীন বা নিঃস্বদের মা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন করেন কাবীসা ইব্‌ন আমর হিলালী (রা), রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মোহরানা প্রদান করেন চারশ' দিরহাম। এর আগে তাঁর বিবাহ হয়েছিল উবায়দা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন আব্‌দ মানাফের সাথে এবং তারও আগে জাহম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারিসের সাথে। জাহম ছিল তাঁর চাচাত ভাই।

এই এগারজন পত্নীকে বিবাহ করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের নিয়ে সংসার যাপন করেন। এদের মধ্যে দু'জন তাঁর পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ (রা) ও

যয়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা)। আর বাকী ন'জনকে রেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তিকাল করেন। যাদের কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আরও দু'জন স্ত্রী ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা হয়নি। একজন আসমা বিন্‌ত নু'মান কিনদী (রা)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বিবাহ করার পর দেখেন তিনি শ্বেত রোগে আক্রান্ত। কাজেই তিনি তার খরচাদি দিয়ে তাকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। অপরজন ছিল আমরা বিন্‌ত ইয়াযীদ কিলাবী। সে সদ্য কুফরী জীবন হতে সরে ইসলামে দাখিল হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হয়েই সে তাঁর থেকে পানাহ চায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : সে তো নিজেকে সরিয়ে রাখতে চাচ্ছে এবং আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছে। এই বলে তিনি তাকে তার পরিবারবর্গের কাছে পাঠিয়ে দেন।

অপর এক বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে পানাহ চেয়েছিল আসমা বিন্‌ত নু'মানের চাচাত বোন কিনদিয়্যা। কেউ বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাকে ডাকেন, তখন সে বলেছিল : আমরা তো সেই সম্প্রদায়, যাদের নিকটে আসা হয়, তারা কারও কাছে যায় না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে তার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণীদের মধ্যে যারা কুরায়শ বংশীয়া ছিলেন

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণীদের মধ্যে কুরায়শ বংশের ছিলেন ছয় জন। খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাঈ ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুর্‌রা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ।

আয়েশা বিন্‌ত আবূ বকর ইব্‌ন আবূ কুহাফা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম ইব্‌ন মুর্‌রা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ ইব্‌ন গালিব,

হাফসা বিন্‌ত উমর ইব্‌ন খাত্তাব ইব্‌ন নুফায়ল ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কুরত ইব্‌ন রিয়াহ ইব্‌ন রিযাহ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ।

উম্মু হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌ব ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন কুসাঈ ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন মুর্‌রা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ।

উম্মু সালামা বিন্‌ত আবূ উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকজা ইব্‌ন মুর্‌রা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ।

সাওদা বিন্‌ত যামআ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স ইব্‌ন আব্‌দ উদ্‌দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিস্‌ল ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লুআঈ।

নবী-সহধর্মিণীদের মধ্যে যারা কুরায়শী না হলেও আরবী ছিলেন কিংবা যারা আরবীও ছিলেন না

নবী-সহধর্মিণীদের মধ্যে যারা কুরায়শ গোত্রের ছিলেন না, বরং সাধারণ আরব অথবা অনারব ছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল সাত।

যয়নাব বিন্ত জাহাশ ইব্ন রিআব ইব্ন ইয়ামার ইব্ন সাবরা ইব্ন মুর্রা ইব্ন কাবীর ইব্ন গানম ইব্ন দূদান ইব্ন আসাদ ইব্ন খুযায়মা।

মায়মূনা বিনত হারিস ইব্ন হায্ল ইব্ন বাহীর ইব্ন হুযাম ইব্ন রুওয়ায়বা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হিলাল ইব্ন আমির ইব্ন সা'সাআ ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন বকর ইব্ন হাওয়াযিন ইব্ন মানসূর ইব্ন ইকরিমা ইব্ন খাস্ফা ইব্ন কায়স ইব্ন আয়লাল।

যয়নাব বিন্ত খুযায়মা ইব্ন হারিস ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন হিলাল ইব্ন আমির ইব্ন সা'সাআ ইব্ন মুআবিয়া।

জুওয়ায়রিয়া বিন্ত হারিস ইব্ন আবূ যিরার, ইনি ছিলেন বনূ খুযাআর শাখা বনূ মুসতালিকের লোক।

আসমা বিন্ত নু'মান কিনদী ও আমরা বিন্ত ইয়াযীদ কিলাবী

নবী-সহধর্মিণীদের মধ্যে যারা অনারব ছিলেন

নবী-সহধর্মিণীদের মধ্যে অনারব ছিলেন শুধু সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াঈ ইব্ন আখতাব। বনূ নাযীরের লোক।

আয়েশা (রা)-এর ঘরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শুশ্রূষা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াকূব ইব্ন উতবা (র) মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম যুহরী (র) হতে, তিনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবা (র) সূত্র হতে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন :

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর খান্দানের দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করে বের হলেন। একজন ফাযল ইব্ন আব্বাস (রা) এবং তাঁর সাথে অপর একজন। তাঁর মাথায় পট্টি বাধা ছিল। তাঁর পা দু'টি হেঁচড়ে আসছিল। তিনি এসে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন।

উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেন : আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এ ঘটনা বিবৃত করলে তিনি বললেন : জান অপরজন কে ছিলেন? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগ তীব্রকার ধারণ করলো। তাঁর বেদনা অসহ্য হয়ে উঠলো। এ অবস্থায় তিনি বললেন : বিভিন্ন কুয়া থেকে সাত মশক পানি এনে আমার উপর ঢাল। যাতে আমি লোকদের গিয়ে তাদের উপদেশ দিতে পারি।

আয়েশা (রা) বলেন : কাজেই আমরা তাঁকে হাফসা বিন্ত উমরের একটি গোসলের গামলায় বসিয়ে দিলাম। এরপর তাঁর উপর অনবরত পানি ঢালতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি বলে উঠলেন : যথেষ্ট, যথেষ্ট।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তৃতা এবং আবূ বকর (রা)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দান

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুহরী (র) বলেন যে, আমার নিকট আয়ূব ইব্ন বাশীর (র) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থায় বের হয়ে আসলেন এবং মিম্বরের উপর

বসলেন। তিনি সেদিন যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তাতে সর্বপ্রথম উহুদ যুদ্ধের শহীদানের প্রতি সালাত পাঠ করলেন, তাদের জন্য মাগফিরাত চাইলেন এবং তাদের প্রতি অনেক অনেক সালাত পাঠ করলেন। এরপর বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া কিংবা আল্লাহ্র কাছে যা আছে এ দুয়ের যে কোন একটি বেছে নেওয়ার এখতিয়ার দিয়েছেন; সে বান্দা আল্লাহ্র কাছে যা আছে তাই বেছে নিয়েছেন। আবূ বকর (রা)-এর কথার মর্ম বুঝলেন এবং উপলব্ধি করতে পারলেন যে, এর দ্বারা তিনি নিজকেই বোঝাতে চাচ্ছেন। তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, বরং আপনার বদলে আমরা আমাদের নিজেদের এবং সন্তানদের উৎসর্গ করব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : শান্ত হও, হে আবূ বকর! তারপর বললেন : তোমরা মসজিদের ঐ খোলা দরজাগুলোর দিখে তাকাও। এগুলো তোমরা বন্ধ করে দাও—কেবল আবূ বকরের ঘর ছাড়া। কেননা তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী, বন্ধুরূপে আমি আর কাউকে জানি না।

ইব্ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় আছে, আবূ বকরের দরজা ছাড়া।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুর রাহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) আবূ সাঈদ ইব্ন মুআল্লার খান্দানের জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিনের বক্তৃতায় একথাও বলেছিলেন :

فانى لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت ابابكر خليلا ولكن صحبة واخاء ايمان حتى يجمع الله بيننا عنده ـ

"যদি মানুষের মধ্যে কাউকে আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তা হলে আবূ বকরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। তবে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ও সখ্যতা আমাদের মাঝে বিদ্যমান, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর নিকট একত্র করবেন।"

উসামার যুদ্ধাভিযান কার্যকর করার নির্দেশ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র), উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর রোগ যন্ত্রণাকালে লক্ষ্য করলেন, উসামা ইব্ন যায়দের অভিযানে শরীক হতে লোকেরা গড়িমসি করছে। তাঁর নেতৃত্ব সম্পর্কে তাদের মন্তব্য ছিল যে, প্রবীণ আনসার ও মুহাজিরদের উপর একজন তরুণ যুবককে অধিনায়ক করা হয়েছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থাতেই বের হলেন এবং সোজা মিম্বরে এসে বসলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার যথাযথ প্রশংসা ও স্তুতিবাদের পর তিনি বললেন : হে সমবেত লোকেরা! তোমরা উসামার যুদ্ধাভিযান কার্যকর কর। আমার জীবনের শপথ! তোমরা যদি তার নেতৃত্ব নিয়ে কথা বলে থাক, তবে এর আগে তোমরা তার পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারে তো কথা তুলেছিলে। অথচ সে নেতৃত্বের যোগ্যই বটে, যেমন তার পিতাও এর যোগ্য ছিল।

এই বলে তিনি মিম্বর হতে নেমে আসলেন। তখন সকলে যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি নিতে তৎপর হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগ-যন্ত্রণাও বেড়ে গেল। উসামা (রা) তার বাহিনীসহ বের

হয়ে গেলেন এবং জুরফে পৌঁছে বিরতি দিলেন ও শিবির স্থাপন করলেন। এটা মদীনা হতে এক ফারসাখ দূরে। অন্যান্য সৈন্যরাও এসে তাঁর সাথে মিলিত হতে লাগলো। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসুস্থতাও তীব্রতর হয়ে উঠলো। তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ্র কী ফয়সালা হয় তা দেখার জন্য উসামা ও তাঁর বাহিনী সেখানে অবস্থান করলেন।

আনসার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওসীয়ত

ইব্ন ইসহাক বলেন যে, ইমাম যুহরী (র) বলেন, আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (র) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেদিন উহুদের শহীদানের প্রতি সালাত ও ইসতিগফার করলেন এবং তাঁদের ব্যাপারে যা বলার বললেন, সেদিনকার সে বক্তৃতায় তিনি আরও বলেছিলেন : হে মুহাজির সম্প্রদায়! তোমরা আনসারদের প্রতি সদয় থাকার উপদেশ গ্রহণ কর। কেননা সাধারণত লোকেরা কাজকর্মে বাড়াবাড়ি করে থাকে, কিন্তু আনসারগণ অতিরিক্ত কিছু বলে না, যতটুকু বলার তা-ই বলে থাকে। তাঁরা ছিল আমার আশ্রয়স্থল, যেখানে আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম। অতএব, তাদের মধ্যে যারা উত্তম, তোমরা তাদের প্রতি সদাচরণ করো, আর যারা ভুল-ত্রুটি করে, তাদের ক্ষমা করো।

আবদুল্লাহ্ বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বর হতে নেমে গৃহে চলে গেলেন। তাঁর যন্ত্রণা তীব্রতর হলো এবং তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়লেন।

আবদুল্লাহ্ বলেন : তাঁর পত্নিগণ ও অন্যান্য মুসলিম নারীগণ সেখানে ছুটে আসলেন। পত্নীদের মধ্যে ছিলেন উম্মু সালামা (রা) ও মায়মূনা (রা) এবং অন্যান্য মুসলিম নারীদের মধ্যে ছিলেন আসমা বিন্ত উমায়স (রা) প্রমুখ। আব্বাস (রা) তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। সকলে একমত হয়ে গেলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে ঔষধ ঢেলে দেওয়া হোক। আব্বাস (রা) বললেন : আমি অবশ্যই তাঁর মুখে ঔষধ ঢালব। সুতরাং তাঁর মুখে ঔষধ ঢেলে দেওয়া হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংজ্ঞা ফিরে আসলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আমার সঙ্গে এটা কে করেছে? সকলে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার চাচা। তিনি হাবশার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এটা তো এমন ওষুধ যা ওই দেশ থেকে আগত নারীরা নিয়ে এসেছে। তোমরা আমাকে এটা কেন সেবন করালে? তাঁর চাচা আব্বাস (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের আশংকা হয়েছিল, আপনি পক্ষাঘাতেআক্রান্ত হলেন কি না! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এটা তো এমন রোগ যাতে আল্লাহ্ আমাকে নিক্ষেপ করবার নন। তারপর বললেন : এখন আমার চাচা ছাড়া ঘরের আর সবাইকে এ ওষুধ খেতে হবে। কাজেই সবাইকে সে ওষুধ খাইয়ে দেওয়া হল। এমন কি মায়মূনা (রা)-কেও, যিনি তখন রোযাদার ছিলেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা) শপথ করেছিলেন। বস্তুত এটা ছিল ওষুধ নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাদের কৃত আচরণের শাস্তি।

ইঙ্গিতে উসামার জন্য দু'আ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট সাঈদ ইব্ন উবায়দ ইব্ন সাব্বাক (র) মুহাম্মদ ইব্ন উসামা (র) হতে এবং তিনি তার পিতা উসামা ইব্ন যায়দ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে,

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগযন্ত্রণা বেড়ে গেলে আমি মদীনায় ফিরে আসলাম। আমার সাথে অন্যান্য লোকও ফিরে আসল। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তাঁর কথাবার্তা বন্ধ। তিনি আকাশের দিকে হাত তুললেন এবং কিছুক্ষণ পর তা আমার উপর রাখলেন। আমি বুঝলাম যে, তিনি আমার জন্য দু'আ করছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইব্ন শিহাব যুহরী (র) আরও বলেছেন যে, আমার নিকট উবায়দ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবা (র) আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রায়ই বলতে শুনতাম : ان الله لم يقبض نبيا حتى يخيره 'আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত কোন নবীর মৃত্যু ঘটান না, যতক্ষণ না তাকে ইখতিয়ার দেন'। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্তিম সময় উপস্থিত হলে আমি তাকে সর্বশেষ যে কথা উচ্চারণ করতে শুনি, তা ছিল : بل الرفيق الا على من الجنة 'বরং জান্নাতের সর্বোচ্চ সঙ্গী'। তখন আমি বললাম : তাহলে তো আর তিনি আমাদের গ্রহণ করছেন না। আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত কোন নবীর মৃত্যু ঘটান না, যতক্ষণ না তাকে ইখতিয়ার দেন' বলে তিনি যা বোঝাতে চেয়েছিলেন, এটাই তা।

আবূ বকর (রা)-এর ইমামত

যুহরী (র) বলেন : আমার নিকট হামযা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোগ-যন্ত্রণায় শয্যাশায়ী হওয়ার পর বললেন : তোমরা আবূ বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আমি বললাম : ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ্! আবূ বকর অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ, তার কণ্ঠস্বর দুর্বল, কুরআন তিলাওয়াত-কালে তিনি অত্যধিক কাঁদেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা তাঁকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আয়েশা বলেন : আমি আগের কথার পুনরাবৃত্তি করলাম। তখন তিনি বললেন : তোমরা তো ইউসুফের সংগী সেই নারীদের মত। তাকে বল : সে যেন সকলকে নিয়ে সালাত আদায় করে।

আয়েশা (রা) বলেন : আল্লাহ্র কসম! আমি তো একথা কেবল এজন্যেই বলেছিলাম যে, আমি চাচ্ছিলাম, আবূ বকরের উপর থেকে বিষয়টি কোনও ক্রমে সরে যাক। আমি জানতাম, মানুষ কোনও দিনই এটা পসন্দ করবে না যে, তাঁর স্থানে অন্য কেউ দাঁড়াক। যদি কেউ দাঁড়ায়, তা হলে পরবর্তীতে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটবে, তজ্জন্য সে ব্যক্তিকেই দায়ী করবে। তাই আমি চাচ্ছিলাম, তাঁর উপর থেকে বিষয়টি সরে যাক।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইব্ন শিহাব (র) আরও বলেন, আমার নিকট আবদুল মালিক ইব্ন আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিশাম (র) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যামআ ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আসাদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোগযন্ত্রণা অত্যন্ত বেড়ে গেল, তখন একদল মুসলিমসহ আমি তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। বিলাল (রা) তাঁকে সালাতের জন্য ডাকলেন।

তিনি বললেন : এমন একজনকে বল, সে যেন সকলকে নিয়ে সালাত আদায় করে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যামআ (রা) বলেন : আমি সেখান থেকে বের হয়ে আসলাম। লোকদের মাঝে উমরকে পেলাম। আবূ বকর (রা) তখন উপস্থিত ছিলেন না। আমি বললাম : উমর, উঠুন এবং লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করুন। তিনি উঠে সালাত শুরু করে দিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল বলিষ্ঠ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর তাকবীর ধ্বনি শুনতে পেলেন। তিনি বললেন :

اين ابو بكر يابى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون –

'আবূ বকর কোথায়? আল্লাহ্ ও মু'মিনগণ এটা স্বীকার করে না, আল্লাহ্ ও মু'মিনগণ এটা স্বীকার করে না।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যামআ (রা) বলেন : এরপর আবূ বকর (রা)-কে ডেকে পাঠান হলো। তিনি যখন আসলেন, তখন উমর (রা) সে সালাত আদায় করে ফেলেছেন। তিনি এসে আবার সকলকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যামআ বলেন : তখন উমর (রা) আমাকে বললেন, ধিক তোমাকে, হে যামআর বেটা! তুমি আমাকে নিয়ে এটা কী করলে? আল্লাহ্র কসম! তুমি যখন আমাকে সালাতের ইমামত করতে বললে, তখন আমি মনে করেছিলাম এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ। এমন না হলে আমি কিছুতেই লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতাম না।

আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি বললাম : আল্লাহ্র কসম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে এরূপ নির্দেশ দেননি, কিন্তু যখন আবূ বকরকে দেখলাম না, তখন উপস্থিত লোকদের মধ্যে আপনাকেই সকলের সালাতে ইমামত করার বেশি উপযুক্ত মনে করলাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের দিন

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুহরী (র) আরও বলেন যে, আমার নিকট আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন, যে সোমবার আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত ঘটান, সেইদিন তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। সকলে ফজরের সালাত আদায়ে রত ছিল। তিনি পর্দা সরালেন এবং দরজা খুললেন। তিনি আয়েশা (রা)-এর দরজায় দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখে উপস্থিত লোকেরা খুশিতে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার উপক্রম করলো। তিনি ইঙ্গিতে বললেন : তোমরা আপন আপন জায়গায় স্থির থাক।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন : তাঁদেরকে সালাত আদায়রত অবস্থায় দেখে তাঁর মুখে মধুর হাসি ফুটে উঠল। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যেমন সুন্দর দেখা গিয়েছিল, তেমন যেমন আর আমি দেখিনি। এরপর তিনি ফিরে গেলেন। লোকেরাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খানিকটা সুস্থ দেখে চলে গেল। আবূ বকর (রা) তার সুনহে অবস্থিত বাড়িতে চলে গেলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হারিস (র) কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সালাতে উমর (রা)-এর তাকবীর

ধ্বনি শুনলেন, তখন বললেন : আবূ বকর কোথায় ? আল্লাহ্ ও মু'মিনগণ এটা প্রত্যাখ্যান করে। যদি উমর (রা)-এর সেই উক্তিটি না হত যা তিনি নিজের ইন্তিকালের সময় বলেছিলেন, তা হলে এ ব্যাপারে মুসলিমদের কোন সন্দেহ থাকত না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকরকেই খলীফা বানিয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি স্বীয় ইন্তিকালের সময় বলেছিলেন : আমি যদি কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে যাই, তবে আমার পূর্বে এমন একজন স্থলাভিষিক্ত করে গেছেন, যিনি আমার চেয়ে উত্তম। আর যদি তাদের বিষয় তাদের হাতে ছেড়ে দেই, তবে আমার পূর্বে এরূপ একজন ছেড়ে গেছেন, যিনি আমার চেয়ে উত্তম। তখন সকলে উপলব্ধি করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যাননি। আর আবূ বকরের ব্যাপারে উমর কোন সন্দেহভাজন লোক ছিলেন না।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবূ বকর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) বর্ণনা করেন যে, সোমবার দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থায় ফজরের সালাতের উদ্দেশ্যে বের হলেন। আবূ বকর (রা) সালাতে ইমামত করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে আসলে সকলে সরে দাঁড়াতে শুরু করে দিল। আবূ বকর বুঝলেন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যই এরূপ করছে। তিনিও নিজের জায়গা থেকে সরে আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে বললেন : লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে ফেল। তিনি নিজে তাঁর পাশে বসে পড়লেন। আবূ বকর (রা)-এর ডান পাশে তিনি বসে বসে সালাত আদায় করলেন। সালাত আদায়ান্তে তিনি উপস্থিত লোকদের দিকে ফিরলেন এবং উচ্চকণ্ঠে তাদের সঙ্গে কথা বললেন। এমন কি মসজিদের বাইর থেকেও তার শব্দ শোনা গেল। তিনি বলছিলেন :

ايها الناس سعرت النار واقبلت الفتن كقطع الليل المظلم وإنى والله ماتمسكون علىّ بشئ إنى لم احل الا ما احل القران ولم احرم الا ما حرم القران ۔

'হে মানুষেরা! আগুন প্রজ্বলিত করা হয়েছে। অন্ধকার রাতের খণ্ডসমূহের ন্যায় ফিৎনা-ফাসাদ ধেয়ে আসছে। আল্লাহ্র কসম! তোমরা আমার উপর কোন দায় চাপাতে পারবে না। কেননা, আমি কেবল সেই জিনিসই হালাল করেছি, যা কুরআন হালাল করেছে এবং কেবল সেই জিনিসই হারাম করেছি, যা কুরআন হারাম করেছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বক্তৃতা সমাপ্ত করলে আবূ বকর (রা) তাঁকে বললেন : ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ্! আজ সকালে তো দেখছি আপনি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়ার অধিকারী হয়েছেন— যেমনটি আমরা চাচ্ছিলাম। আজ তো খারিজা-কন্যার দিন। আমি কি তার কাছে যাব? তিনি সম্মতি দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং আবূ বকর তাঁর পরিবারের নিকট সুনহে চলে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের আগে আব্বাস (রা) ও আলী (রা)-এর অবস্থা

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুহরী (র) বলেন যে, আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (র.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : সে দিন

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হতে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বের হয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হলেন। তারা তাকে বলল : হে আবূ হাসান! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থা কি? তিনি বললেন : আলহামদুলিল্লাহ্, তিনি সুস্থ হয়েছেন।

তখন আব্বাস (রা) তাঁর হাত ধরে বললেন, হে আলী! আল্লাহ্র কসম! তিন দিন পরে তুমি লাঠির গোলাম হয়ে যাবে। আল্লাহ্র শপথ করে বলছি : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারায় মৃত্যুর লক্ষণ দেখেছি। আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের চেহারায় এটা আমার পরিচিত মৃত্যু লক্ষণ। আমাদের নিয়ে তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট চল। যদি এ বিষয়টি (খিলাফত) আমাদের মধ্যে হয়ে থাকে তা হলে আমরা জানতে পারব। আর যদি অন্যদের মাঝে হয়, তা হলে আমরা তাঁকে বলব : তিনি যেন আমাদের সম্পর্কে মানুষকে ওসীয়ত করে যান।

আলী (রা) তাঁকে বললেন : আল্লাহ্র কসম! আমি এটা করব না। আল্লাহ্র কসম, আমরা যদি (তাঁর মাধ্যমে) এ থেকে বঞ্চিত হই, তবে তাঁর পরে কেউ এটা আমাদের হাতে এনে দিতে পারবে না।

এ দিন দুপুরের একটু আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তিকাল করেন।

ইন্তিকালের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিসওয়াক করা প্রসংগে

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াকূব ইব্ন উতবা (র) যুহরী (র) হতে, তিনি উরওয়া (র) হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদ হতে বের হয়ে আমার নিকট চলে আসলেন এবং আমার কোলে শুয়ে পড়লেন। এসময় আবূ বকরের পরিবারের একজন লোক আমার নিকট উপস্থিত হলো। তার হাতে ছিল একটি তাজা মিসওয়াক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার হাতের দিকে এভাবে তাকালেন যে, আমি বুঝতে পারলাম, তিনি মিসওয়াকটি চাচ্ছেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি মিসওয়াকটি আপনাকে দিলে কি আপনার ভাল লাগবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি মিসওয়াকটি নিয়ে ভাল করে চিবিয়ে নরম করলাম, তারপর সেটি তাঁকে দিলাম।

আয়েশা (রা) বলেন : তিনি এত যত্ন সহকারে সেটি দিয়ে মিসওয়াক করলেন যে, এত যত্নে মিসওয়াক করতে তাঁকে আর কখনও দেখিনি। মিসওয়াক করা শেষ হলে তিনি সেটি রেখে দিলেন। তারপর আমি উপলব্ধি করলাম যে, আমার কোলের উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ক্রমে ভারী হয়ে আসছেন। এক পর্যায়ে আমি তার চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখি যে, তাঁর চোখ বিস্ফারিত হয়ে আছে এবং তিনি বলছেন : بل الرفيق الا على من الجنة 'বরং জান্নাতের সর্বোচ্চ সঙ্গী'।

আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন বললাম : সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। তা আপনি পসন্দনীয় বস্তুই বেছে নিলেন। আয়েশা (রা) বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকাল হয়ে যায়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (র) তার পিতা আব্বাদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার পালার দিনে আমার বক্ষ ও গলদেশের মাঝখানে ইন্তিকাল করেন। এদিন আমি কারও প্রতি কোনরূপ জুলুম করিনি। এটা ছিল আমার নির্বুদ্ধিতা ও আমার অপরিণত বয়সের ফল যে, তিনি আমার কোলে থাকা অবস্থাতেই ইন্তিকাল করেন। এরপর আমি বালিশের উপর তাঁর মাথা রেখে দেই এবং অন্যান্য নারীর মত বুক ও মুখ চাপড়াতে শুরু করি।

নবী (সা)-এর ইন্তিকালের পর উমর (রা)-এর অবস্থা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুহরী বলেছেন, আমার নিকট সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যখন ইন্তিকাল হয়ে গেল, তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) উঠে বললেন :

একদল মুনাফিক বলে বেড়াচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকাল হয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকাল হয়নি; বরং তিনি তাঁর প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়েছেন, যেমন মূসা ইব্‌ন ইমরান তাঁর সম্প্রদায়ের কাছ থেকে চল্লিশ দিনের জন্য চলে গিয়েছিলেন। এরপর যখন বলা হল, মূসা ইন্তিকাল করেছেন, তখন তিনি তাদের কাছে ফিরে আসলেন। আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও মূসা (আ)-এর ন্যায় অবশ্যই ফিরে আসবেন। এরপর তিনি তাদের হাত-পা কর্তন করবেন, যারা বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর আবূ বকর (রা)-এর অবস্থা

যখন আবূ বকর (রা)-এর নিকট এ সংবাদ পৌছলো, তখন তিনি দ্রুত চলে আসলেন এবং মসজিদের সামনে থামলেন। তখন উমর (রা) মানুষের সামনে তাঁর বক্তব্য রাখছিলেন। আবূ বকর (রা) কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আয়েশা (রা)-এর ঘরে চলে গেলেন। ঘরের এক কোণে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। তাঁর উপরে ছিল একটি ইয়ামানী চাদর। আবূ বকর (রা) এসে তার মুখমণ্ডল হতে কাপড় সরালেন এবং তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ে চুম্বন করলেন। তারপর বললেন : আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হোক! যে মৃত্যু আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য নির্ধারিত করেছিলেন, তা তো আপনি আস্বাদন করলেন। এরপর আর কখনও কোন মৃত্যু আপনাকে স্পর্শ করবে না। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখমণ্ডলের উপর আবার চাদর দিয়ে দিলেন এবং তারপর বাইরে চলে আসলেন। উমর (রা) তখনও তাঁর বক্তব্য রাখছিলেন।

আবূ বকর (রা) বললেন : হে উমর! শান্ত হও। চুপ কর। কিন্তু উমর নিরস্ত হলেন না। তিনি বলতেই থাকলেন। আবূ বকর (রা) যখন দেখলেন, উমর চুপ করার নয়, তখন তিনি

লোকদের সামনে অগ্রসর হলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী তাঁকে দেখে উমরকে ছেড়ে তাঁর কাছে চলে আসল। তিনি প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করলেন। তারপর বললেন :

হে মানুষেরা! যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা)-এর ইবাদত করতো, সে জেনে রাখুক, মুহাম্মদ (সা) ইন্তিকাল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদত করে। সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। এরপর তিনি পাঠ করলেন :

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ ـ

'মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনও আল্লাহ্র ক্ষতি করবে না বরং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন' (৩ : ১৪৪)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! (অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল) যেন এ আয়াত নাযিল হয়েছে বলেই মানুষ জানত না, যতক্ষণ না আবূ বকর (রা) সেদিন এটা পাঠ করলেন। লোকেরা তাঁর থেকে আয়াতটি গ্রহণ করলো এবং তা মুখে মুখে আবৃত্তি করতে থাকলো।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, উমর (রা) বলেন : আবূ বকর (রা)-কে এ আয়াত পাঠ করতে শুনতেই আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। আমার পা আমাকে বহন করতে পারছিল না। তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তিকাল করেছেন।

বনূ সাইদা-র বৈঠকখানায় যা হয়েছিল

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে আনসার সম্প্রদায় সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর নিকট বনূ সাইদার বৈঠকখানায় সমবেত হল। এদিকে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা), যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা), ও তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা), ফাতিমা (রা)-এর ঘরে নীরবে বসে থাকলেন। বাকি মুহাজিরগণ আবূ বকর (রা)-এর নিকটে ছিলেন। তাদের সাথে ছিলেন উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) আবদুল-আশহালের লোকদের নিয়ে। এমন সময় আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে সংবাদ দিল যে, আনসার সম্প্রদায় সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর নিকট বনূ সাইদার বৈঠকখানায় জড়ো হয়েছে। যদি মানুষের ঐক্য ও সংহতি নিয়ে আপনাদের কোন দায়-দায়িত্ব থেকে থাকে, তা হলে বিষয়টি নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই আপনারা হস্তক্ষেপ করুন। তখনও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ঘরেই ছিলেন। তাঁর দাফনের কাজ তখনও সম্পন্ন হয়নি। তাঁর পরিবারবর্গ তাঁকে ঘরের মধ্যে রেখে দরজা বন্ধ করে রাখেন।

উমর (রা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন : চলুন আমরা আমাদের ওই আনসার ভাইদের নিকট যাই এবং তাদের অবস্থান লক্ষ্য করি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ সাইদার বৈঠকখানায় যখন আনসার সম্প্রদায় একত্র হয়েছিল, তখন যা ঘটেছিল তার বৃত্তান্ত সম্পর্কে আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (র) ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) হতে, তিনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মাসউদ (র) হতে এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর নিকট তাঁর মিনাস্থ বাড়িতে তাঁর জন্য অপেক্ষারত ছিলাম্। তিনি ছিলেন উমর (রা)-এর নিকট। তখন উমর (রা) তাঁর জীবনের শেষ হজ্জ আদায়ে রত ছিলেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) উমর (রা)-এর নিকট হতে ফিরে এসে দেখেন, আমি তাঁর মিনাস্থ বাড়িতে তাঁর জন্য অপেক্ষারত। আমি তাঁকে কুরআন পড়াতাম।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : এ সময় আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ আমাকে বললেন, তুমি যদি দেখতে, এক লোক আমীরুল মু'মিনীনের নিকট এসে বলল, হে আমীরুল-মু'মিনীন! আপনি কি সেই লোকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিবেন, যে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! উমর ইব্‌ন খাত্তাব মারা গেলে আমি অমুকের হাতে বায়'আত হব। আল্লাহ্‌র কসম! আবূ বকরের নির্বাচন একটা আকস্মিক ব্যাপার ছিল, যা খতম হয়ে গেছে। একথা শুনে উমর (রা) রাগান্বিত হলেন। তিনি বললেন : ইনশা-আল্লাহ্! আজ বিকালে আমি লোকদের সম্মুখে দাঁড়াব এবং তাদের সতর্ক করব যে, ওইসব লোক তাদের হাত থেকে তাদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে চায়।

আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) বলেন, আমি বললাম : হে আমীরুল-মু'মিনীন! আপনি এরূপ করবেন না। কেননা, এটা হজ্জের সময়। যত নিম্নজাত ও ফাসাদী লোকদের এসময় ভীড়। আপনি যখন বক্তৃতা দিতে দাঁড়াবেন, তখন আপনার কাছের লোকদের মধ্যে তারাই থাকবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমার আশংকা হয়, আপনি কোন একটা কথা বললেন, আর তারা মুহূর্তে সেটা চারদিকে ছড়িয়ে দেবে। তাতে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পারবে না এবং যথাস্থানে সেটা রাখবেও না। কাজেই আপনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কারণ মদীনা হচ্ছে নববী-আদর্শের আবাসস্থল। সমঝদার ও নেতৃস্থানীয় লোকদের নিয়ে আপনি সেখানে একত্র হতে পারবেন। তখন আপনি দৃঢ়তার সাথে যা বলার বলতে পারবেন। সমঝদার ব্যক্তিবর্গ আপনার কথার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে এবং তা স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবে।

উমর (রা) বললেন : তাই হবে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম যখন বক্তৃতা দিতে দাঁড়াব, তখন ইনশা-আল্লাহ্ এটাই হবে আমার আলোচ্য বিষয়।

আবূ বকর (রা)-এর নির্বাচন সম্পর্কে উমর (রা)-এর বক্তব্য

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : আমরা যুল-হিজ্জার শেষ দিকে মদীনায় ফিরে আসলাম। জুমুআর দিন আসলে আমি সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার সাথে সাথে মসজিদে চলে গেলাম। সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল (রা)-কে দেখলাম মিম্বরের খুঁটি সংলগ্ন হয়ে বসে আছেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। আমার হাঁটু তাঁর হাঁটু স্পর্শ করছিল। ইতোমধ্যে

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বের হয়ে আসলেন। তাঁকে আসতে দেখে আমি সাঈদ ইব্ন যায়দকে বললাম : তিনি আজ এই মিম্বরে এমন কথা বলবেন, যা খিলাফত লাভের পর আজ অবধি কখনও বলেননি। আমার এ কথাটি সাঈদ ইব্ন যায়দের পসন্দ হল না। তিনি বললেন : ইতোপূর্বে বলেননি এমন কথা না বললেই তিনি ভাল করবেন। এর মধ্যেই উমর (রা) এসে মিম্বরে বসলেন। মুআযযিনগণ ক্ষান্ত হলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আল্লাহ্র যথাযোগ্য প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন, তারপর বললেন :

এরপর আমার বক্তব্য এই যে, আজ আমি আপনাদের সামনে এমন একটি কথা বলব, যা বলা আমার জন্য অবধারিত। জানি না, এ বক্তব্য আমার মৃত্যুর পূর্বক্ষণে কি না। যে ব্যক্তি এটা বুঝবে ও মনে রাখতে সক্ষম হবে, সে যেন তার সওয়ারীর শেষ মনযিল পর্যন্ত এটা পৌঁছে দেয়। আর যার আশংকা হবে যে, এটা ঠিক ঠিক মনে রাখতে পারবে না, তার জন্য আমার সম্পর্কে মিথ্যা উক্তি বৈধ হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল করে পাঠান এবং তাঁর প্রতি কিতাব নাযিল করেন। তাঁর প্রতি যা কিছু নাযিল হয়েছিল, তার মধ্যে একটি রাজমের[১] আয়াত, যা আমরা পাঠ করেছি, শিখেছি এবং হিফাজত করেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেও রাজম করেছিলেন। আমরাও তাঁর পরে রাজম করেছি। আমার ভয় হয়, যখন যমানা দীর্ঘ হয়ে যাবে, তখন কোন ব্যক্তি বলে বসবে : আল্লাহ্র কসম! আমরা আল্লাহ্র কিতাবে রাজমের বিধান পাই না।' ফলে, আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান পরিত্যাগ করে, তারা পথভ্রষ্ট হবে। মনে রাখবে, যে-কোন বিবাহিত নর-নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, এরপর সাক্ষ্য প্রমাণ, গর্ভ-সঞ্চার কিংবা স্বীকারুক্তি দ্বারা তা প্রমাণিত হলে তার প্রতি রাজমের বিধান, যা আল্লাহ্র কিতাবে বিদ্যমান, প্রযোজ্য হবে। আমরা আল্লাহ্র কিতাবে যা কিছু পাঠ করি, তার মধ্যে এ আয়াতটিও পাঠ করে থাকি : لاترغبوا عن ابانكم فانه كفربكم ان ترغبوا عن ابانكم তোমরা তোমাদের পিতৃ-পুরুষদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। কেননা তোমাদের পিতৃ পুরুষদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের কুফরী কর্ম। শোন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : لا تطرونى كما اطرى عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله 'তোমরা আমার ব্যাপারে সীমালংঘন করো না, যেমন সীমালংঘন করা হয়েছে 'ঈসা ইব্ন মারয়ামের ব্যাপারে। তোমরা বল : আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।

আমার বক্তব্য এই যে, আমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, অমুক ব্যক্তি বলেছে, 'আল্লাহ্র কসম, যদি উমর ইব্ন খাত্তাব মারা যায়, তাহলে আমি অমুকের হাতে বায়'আত হব। কেউ যেন একথার ধোঁকায় না পড়ে যে, আবূ বকরের বায়'আত আকস্মিকভাবে হয়েছিল, যা খতম হয়ে গেছে। ঠিকই তাঁর বায়'আত আকস্মিকভাবে হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার অনিষ্ট হতে তাঁকে ও সকলকে রক্ষা করেছেন। তোমাদের মধ্যে আবূ বকরের মত এমন কেউ নেই যার প্রতি মানুষ আনুগত্যে গর্দান ঝুঁকিয়ে দিবে। কাজেই, যে ব্যক্তি মুসলিমদের সাথে

---

১. বিবাহিত ব্যাভিচারকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা।

পরামর্শ ব্যতিরেকে কারও নিকট বায়'আত গ্রহণ করবে, তার বায়'আত গ্রহণযোগ্য নয় এবং সেই বায়আতও গ্রহণযোগ্য নয়, যা সমষ্টি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুই ব্যক্তি আপসে সম্পন্ন করে নিয়েছে এবং পরে তাদের দু'জনকে হত্যাযোগ্য মনে করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর আমাদের নিকট সংবাদ পৌছলো যে, আনসার ভাইয়েরা আমাদের বিরোধিতা করেছে এবং তাঁদের নেতৃবৃন্দ বনূ সাইদার বৈঠকখানায় সমবেত হয়েছে। এদিকে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম ও তাদের সঙ্গে আরও যারা ছিল তারা আমাদের থেকে পিছিয়ে ছিল। আর মুহাজিরগণ আবূ বকরের নিকট ছিল সমবেত। আমি আবূ বকর (রা)-কে বললাম : আপনি আমাদের নিয়ে আমাদের ওই আনসার ভাইদের নিকট চলুন। আমরা তাদের উদ্দেশ্যে চললাম। পথে তাদের দু'জন সৎ লোকের সাথে দেখা হলো। তারা আমাদের জানালো তাদের সম্প্রদায় কোন দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তাঁরা বললো : হে মুহাজির সম্প্রদায়! আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? আমরা বললাম : আমরা আমাদের ওই আনসার ভাইদের নিকট যাব। তারা বলল : হে মুহাজির সম্প্রদায়! আপনাদের পক্ষে তাদের নিকট যাওয়া উচিত হবে না। আপনারা আপনাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলুন। আমি বললাম : আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাদের কাছে যাবই। কাজেই, আমরা এগিয়ে চললাম এবং বনূ সাইদার বৈঠকখানায় তাঁদের নিকট পৌছলাম। তাঁদের মাঝখানে চাদরাবৃত এক ব্যক্তিকে দেখা গেল। জিজ্ঞাসা করলাম : ইনি কে? তাঁরা বলল, সা'দ ইব্‌ন উবাদা। আমি বললাম : তার কী হয়েছে? তারা বলল : তিনি অসুস্থ।

আমরা তাদের নিকট বসার পর তাদের একজন বক্তা প্রথমে কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করলো, এরপর আল্লাহ্ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা জ্ঞাপনের পর বললো :

আমরা আল্লাহ্‌র আনসার ও ইসলামের সৈনিক। আর হে মুহাজিরগণ! তোমরা তো আমাদেরই একটি দল। তোমাদের সম্প্রদায়ের একদল লোক স্থানান্তর হয়েছে মাত্র।

আমি বললাম : তারা তো আমাদেরকে মূল থেকে উৎপাটিত করতে চাচ্ছে এবং বিষয়টিকে আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে।

তার বক্তৃতা শেষ হলে আমি কথা বলতে চাইলাম। ইতোমধ্যে আমি আমার মনোমত একটি বক্তৃতাও সাজিয়ে ফেলেছিলাম। আমি চাইলাম, সেটি আবূ বকরের সামনে পেশ করব, আর তার কঠোর অংশটুকু তার কাছে গোপন রাখব। কিন্তু এরই মধ্যে আবূ বকর (রা) বললেন: শান্ত হও, হে উমর। আমি তাঁকে রাগানো পসন্দ করলাম না। কাজেই তিনিই কথা বললেন।

বস্তুত আবূ বকর (রা) ছিলেন আমার চেয়ে জ্ঞানী ও রাসভারী। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যা-কিছু বলার জন্য প্রস্তুত করেছিলাম, তিনি তাঁর উপস্থিত বক্তৃতায় তা সবই বললেন কিংবা তার মতই কিছু বা তার চাইতে আরও উত্তম। এরপর তিনি ক্ষান্ত হলেন।

আবূ বকর (রা) বলেছিলেন : হে আনসার ভাইয়েরা! আপনারা আপনাদের যে গুণাবলীর কথা বলেছেন, ঠিকই আপনারা তার যোগ্য। কিন্তু এই বিষয়ে তো আরব জাতি কুরায়শ ছাড়া

কাউকে গ্রহণ করবে না। কী বংশ মর্যাদায়, কী নিবাসে তারা আরবের শ্রেষ্ঠ জাতি। সুতরাং আমি তোমাদের জন্য এই দুই ব্যক্তির যে কোনও একজনকে পসন্দ করি। এদের মধ্যে যার হাতে ইচ্ছা তোমরা বায়'আত গ্রহণ কর। এই বলে তিনি আমার ও আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররা (রা)-এর হাত ধরলেন। এ সময় তিনি আমাদের মাঝখানে ছিলেন। তার বক্তৃতার-এ কথাটি ছাড়া আর কোন কথাই আমার অপসন্দ হয়নি। আল্লাহ্‌র কসম! যদি আত্মহত্যা পাপ না হত, তবে তা করাও আমার পক্ষে সেই সম্প্রদায়ের উপর নেতৃত্ব করা অপেক্ষা প্রিয় ছিল, যাদের মাঝে আবূ বকরের মত লোক আছে।

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন, তখন জনৈক আনসার ব্যক্তি বলে উঠলো : انا جـذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أميرو منكم امير يامعشرقريش। 'আমি হচ্ছি গা চুলকানোর খুঁটি[১] এবং ঠেকা দেওয়া খেজুর গাছ।[২] অর্থাৎ বিচক্ষণ ও সম্মানিত পুরুষ। আমাদের মধ্য হতে একজন আমীর হবেন এবং হে মুহাজির সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হতে একজন আমীর হবেন। একথা বলতেই কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল, উচ্চকণ্ঠে হাঁক-ডাক হতে লাগল এবং ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার সমূহ আশংকা দেখা দিল।

আমি বললাম : হে আবূ বকর! হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। আমি তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করলাম। এরপর মুহাজিরগণ বায়'আত করল এবং তাদের পর আনসারগণও তাঁর নিকট বায়'আত করল। এভাবে আমরা সা'দ ইব্‌ন উবাদার উপর বিজয় অর্জন করলাম। তাদের একজন বলে উঠলো : তোমরা তো সা'দ ইব্‌ন উবাদাকে খুন করলে। আমি বললাম : আল্লাহ্ই সা'দ ইব্‌ন উবাদাকে ধ্বংস করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, যুহরী (র) বলেছেন : আমার নিকট উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) যখন বনূ সাইদার বৈঠকখানার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন আনসারদের যে দু'জন ব্যক্তি তাঁদের সংগে সাক্ষাত করেছিলেন, তাদের একজন ছিলেন উয়ায়ম ইব্‌ন সাইদা (রা) এবং অপরজন বনূ আজলানের মা'ন ইব্‌ন আদী। উয়ায়ম ইব্‌ন সাইদার পরিচয় এই যে, আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ 'তথায় এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন' (৯ : ১০৮)। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাদের কথা বলেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তাদের মধ্যে উয়ায়ম ইব্‌ন সাইদা কতই না ভাল লোক।

---

১. جـذيلها الـمحكك গা চুলকানোর খুঁটি যা উটের খোঁয়াড়ের ঠিক মাঝখানটায় গেড়ে দেওয়া হয়। উট তাতে গা চুলকিয়ে আরাম পায়। রূপকার্থে এর দ্বারা এমন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বোঝান হয়, যার মতামত দ্বারা বিবাদ মিটে যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়।

২. عـذيقـها المـرجب ঠেকা লাগান খেজুর গাছ। অর্থাৎ বিপুল পরিমাণে ফল ধরার কারণে যে খেজুর গাছ পড়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। ফলে পাশে কোন মজবুত স্তম্ভ বা খুঁটি গেড়ে তাতে ঠেকা লাগান হয়। রূপকার্থে এ দ্বারা সম্মানিত ও উচুঁদরের লোককে বোঝান হয়। ইব্‌ন আছীর, আন-নিহায়া; ধাতু।

আর মা'ন ইব্‌ন আদী—আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে সাহাবায়ে কিরাম কেঁদে বুক ভাসালেন এবং তাঁরা বললেন : এর চাইতে আমরাই যদি তাঁর আগে মারা যেতাম, সেটাই ভাল ছিল! ভয় হয়, না জানি তাঁর পরে আমরা ফিতনার স্বীকার হই। তখন মান ইব্‌ন আদী বললেন : আমি কিন্তু এটা কখনই পসন্দ করতাম না যে, তাঁর আগে আমি মারা যাই। কেননা, এখন আমার সুযোগ হয়েছে যে, তাঁর জীবিতাবস্থায় যেমন তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলাম তার ইন্তিকালের পরও তেমনি ঈমান রাখব। আবূ বকর (রা)-এর আমলে মুসায়লামার সাথে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধে মা'ন ইব্‌ন আদী শাহাদত বরণ করেন।

আবূ বকর (রা)-এর নির্বাচনকালে উমর (রা)-এর ভাষণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট যুহরী (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট আনাস ইব্‌ন মালিক বলেন : বনূ সাইদার বৈঠকখানায় আবূ বকর (রা)-এর নির্বাচন সমাপ্ত হলে পরবর্তী দিন তিনি মিম্বরে আসীন হলেন। এ সময় উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) উঠে আবূ বকর (রা)-এর পূর্বে একটি ভাষণ দিলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করলেন। এরপর বললেন :

> হে লোক সকল! আমি গতকাল আপনাদের সামনে একটি কথা রেখেছিলাম, যা আমি আল্লাহ্‌র কিতাবেও পাইনি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তা আমাকে বলে জাননি। কিন্তু আমার ধারণা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জীবদ্দশায় আমাদের ব্যাপারে সব বন্দোবস্ত করে যাবেন। তিনিই হবেন আমাদের মধ্যেসব শেষে মৃত্যু বরণকারী। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের মাঝে তাঁর কিতাব রেখে দিয়েছেন। যা দিয়ে তিনি তাঁর রাসূল (সা)-কে পথ-প্রদর্শন করেছিলেন। আপনারা যদি এ কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেন, তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যেমন পথ-নির্দেশ দিয়েছিলেন, তেমনি পথ-নির্দেশ আপনাদেরও দেবেন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির হাতে আপনাদের বিষয়টি সুসংহত করে দিয়েছেন। তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বন্ধু এবং যখন তাঁরা গুহায় ছিলেন, তখন দুইজনের দ্বিতীয়। অতএব, আপনারা উঠুন এবং তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করুন। তখন সব মানুষ সাধারণভাবে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলো এবং এটা হলো বনূ সাইদার বৈঠকখানায় অনুষ্ঠিত বায়'আতের পর।

বায়'আতের পর আবূ বকর (রা)-এর ভাষণ

এরপর আবূ বকর (রা) ভাষণ দিলেন। তিনিও প্রথমে আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করলেন। তারপর বললেন : 'হে লোকসকল! আমার উপর আপনাদের শাসনভার অর্পিত হয়েছে, অথচ আমি আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই। আমি ভাল কাজ করলে আপনারা আমার সাহায্য করবেন; আর যদি ভুল করি তাহলে শুধরে দেবেন। সততাই হচ্ছে বিশ্বস্ততা,

আর মিথ্যা বিশ্বাসঘাতকতা। আপনাদের মধ্যে যে দুর্বল, আমার কাছে সেই শক্তিশালী, যতক্ষণ না আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমি তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দিতে পারি। আর আপনাদের মধ্যে যারা সবল, তারা আমার নিকট দুর্বল, যতক্ষণ না আমি তাদের কাছ থেকে আল্লাহ্র ইচ্ছায় দুর্বলের অধিকার আদায় করতে পারি। যে জাতি আল্লাহ্র পথে জিহাদ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন। লূত-সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন অশ্লীল কর্ম ব্যাপক হয়ে গেল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সর্বব্যাপী বিপদ-আপদের সম্মুখীন করলেন। আপনারা আমার আনুগত্য করবেন যতক্ষণ আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকি। আর যদি আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতায় লিপ্ত হই, তাহলে আমার আনুগত্য আপনাদের উপর জরুরী থাকবে না। এবারে আপনারা সালাতের জন্য উঠুন। আপনাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা রহমত করুন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট হুসায়ন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ইকরিমা (র) হতে এবং তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আল্লাহ্র কসম! উমর যখন খিলাফতের মর্যাদায় আসীন, তখন একদিন আমি তাঁর সঙ্গে হাঁটছিলাম। তিনি তাঁর কোন কাজে যাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল দোররা। আমি ছাড়া আর কেউ তাঁর সংগে ছিল না। তিনি আপন মনে কথা বলছিলেন এবং দোররা দ্বারা নিজ পায়ে আঘাত করছিলেন। সহসা তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : হে ইব্‌ন আব্বাস! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে আমি যা বলেছিলাম তার কারণ কী ছিল তাকি তুমি জান? আমি বললাম : হে আমীরুল-মু'মিনীন! আমি তো জানি না। আপনিই ভাল জানেন। তিনি বললেন : আল্লাহ্র কসম! তার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, আমি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করতাম :

جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

'এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে (২ : ১৪৩)।

আল্লাহ্র কসম! আমি বুঝেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উম্মতের মাঝে জীবিত থাকবেন, যাতে তাদের সর্বশেষ কাজ সম্পর্কেও সাক্ষ্য দিতে পারেন। এটাই আমাকে সেদিনকার সে কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাফন-কাফনের ব্যবস্থা

যারা তাঁর গোসলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর (রা)-এর বায়'আত সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর মঙ্গলবার দিন লোকজন তাঁর দাফন কাফনের জন্য এগিয়ে আসে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (র) হুসায়ন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ও আমাদের অন্যান্য আলিমগণ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোসলের দায়িত্ব আদায়

করেছিলেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা), ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা), কুছাম ইব্‌ন আব্বাস (রা), উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম শুকরান (রা)।

বনূ আওফ ইব্‌ন খাযরাজের আওস ইব্‌ন খাওলী (রা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে বলেছিলেন : হে আলী! আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর আমাদের অধিকারের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে আসতে দিন। আওস (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর যুদ্ধের অন্যতম সৈনিক। আলী (রা) তাকে বললেন : প্রবেশ করুন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করে বসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোসলদান প্রত্যক্ষ করলেন।

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) তাঁকে নিজ বুকের সাথে হেলান দিয়ে রাখলেন। আব্বাস (রা), ফযল (রা) ও কুছাম (রা) তাঁর পার্শ্ব পরিবর্তন করে দিচ্ছিলেন। তাঁর আযাদকৃত গোলাম উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-ও শুকরান (রা) তাঁর গায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন এবং আলী (রা) তাঁকে নিজ বুকে হেলান দিয়ে রেখে তাঁর শরীর ধুচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গায়ে জামা ছিল। আলী (রা) তাঁর জামার উপর দিয়ে শরীর মলে দিচ্ছিলেন। ভিতরে হাত ঢোকাননি। তিনি বলছিলেন : আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হোক। জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় কী সুরভিত আপনি। মানুষের মৃতদেহে যা কিছু সাধারণত চোখে পড়ে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহে তার কিছুই দেখা যায়নি।

তাঁকে যেভাবে গোসল দেওয়া হয়েছিল

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (র) তাঁর পিতা আব্বাদ (র) হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গোসল দেওয়ার সময় গোসল প্রদানকারীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। তাঁরা বলল : আল্লাহ্‌র কসম! বুঝতে পারছি না, আমরা আমাদের মৃতদেহ গোসল দেওয়ার সময় যেমন তাদের কাপড় খুলে নেই। তেমনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহের কাপড় খুলে নেব, না তাঁর গায়ে কাপড় থাকা অবস্থায়ই তাঁর গোসল সম্পন্ন করব? এভাবে তাঁরা যখন বলাবলি করছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিদ্রাচ্ছন্ন করে দেন। যাতে তাদের প্রত্যেকেরই থুতনি বুকে গিয়ে লাগে। কেউই বাদ থাকল না। এ সময় ঘরের এক কোণ থেকে কেউ একজন বলে উঠল- কে বলল তা কেউ জানতে পারল না, তোমরা কাপড় পরিহিত অবস্থায়ই নবীর গোসল সম্পন্ন কর। আয়েশা (রা) বলেন : সে মতে তাঁরা উঠে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোসল দিতে শুরু করল। তাঁর জামা-কাপড় পরিধানেই ছিল। তারা তাঁর জামার উপর দিয়ে পানি ঢেলে জামার বাইরে হাত রেখে তাঁর শরীর মলছিল।

কাফনের ব্যবস্থা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোসল দেওয়া শেষ হলে, তাঁকে তিন বস্ত্রে কাফন পরানো হল। দু'টি ছিল সুহারী[1] বস্ত্র এবং একটি হিবরার[2] চাদর। তাঁকে সযত্নে সে কাফনে ভাল করে আবৃত করে দেওয়া হল। আমার নিকট জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) তাঁর পিতা হতে দাদা আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র)-এর সূত্রে এবং যুহরী (র)-ও আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

কবর

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট হুসায়ন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ইকরিমা (র) সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আবূ উবায়দা ইব্‌ন জার্‌রা (রা) মক্কাবাসীদের নিয়মে কবর খনন করতেন, আর আবূ তালহা যায়দ ইব্‌ন সুহায়ল (রা) মদীনাবাসীদের নিয়মে কবর তৈরি করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য কবর খননের প্রশ্ন আসলে আব্বাস (রা) দু'জন লোককে ডাকলেন। একজনকে বললেন : তুমি গিয়ে আবূ উবায়দা ইব্‌ন জার্‌রাকে ডেকে নিয়ে এস। অন্যজনকে বললেন : তুমি যাও আবূ তালহার কাছে। তারপর দু'আ করলেন : اللهم خر لرسول الله صلى الله عليه وسلم 'হে আল্লাহ্! তুমি তোমার রাসূলের জন্য একজনকে বেছে নাও।' আবূ তালহার কাছে যাকে পাঠান হয়েছিল, সে তাঁকে পেয়ে গেল এবং সাথে করে নিয়ে আসল। কাজেই তিনিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য কবর খনন করলেন।

জানাযা ও দাফন

মঙ্গলবার দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাফনের সকল আয়োজন সমাপ্ত হলে তাঁকে তাঁর ঘরে খাটের উপর শুইয়ে দেওয়া হল। তাঁর দাফন সম্পর্কে মুসলিমদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। কেউ বলল, আমরা তাঁকে তাঁর মসজিদে দাফন করব। কেউ বলল : বরং তাঁকে তাঁর সঙ্গীদের সাথে দাফন করব।

আবূ বকর (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক নবীকে তাঁর মৃত্যুর স্থানেই দাফন করা হয়েছে। কাজেই যে বিছানার উপরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকাল হয়েছিল সেটি তুলে ফেলা হল এবং তার নীচে কবর খনন করা হল। এরপর দলে দলে মানুষ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জানাযা আদায় করতে লাগল। এক দলের শেষ হলে অন্য দল। পুরুষদের পর নারী। নারীদের পর শিশু। তাঁর জানাযায় কেউ ইমাম ছিল না।

এরপর বুধবারের মধ্যরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দাফন করা হল। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (র) তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত উমারা (র) হতে, তিনি আমরা বিন্‌ত আবদুর রাহমান ইব্‌ন আসআদ ইব্‌ন যুরারা (র) সূত্রে আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : বুধবার মধ্যরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দাফন করা হয়।

---

১. সুহার ইয়ামানের একটি শহর। এখানে তৈরি কাপড়কে সুহারী বলা হয়।

২ হিবরা এটাও ইয়ামানের একটি জায়গার নাম।

দাফনে যাঁরা শরীক ছিলেন

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কবরে যাঁরা নেমেছিলেন তারা হলেন : আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা), ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা), কুছাম ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম শুকরান (রা)।

আওস ইব্‌ন খাওলী (রা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে বলেছিলেন : হে আলী! আল্লাহ্র কসম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি আমাদের দোহাই দিয়ে বলছি! আমাদেরও শরীক রাখুন। আলী (রা) বললেন : ঠিক আছে নামুন। সুতরাং তিনিও তাঁদের সাথে কবরে নামলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যখন কবরে রেখে উপরে মাটি ঢেলে দেওয়া হচ্ছিল, তখন তাঁর আযাদকৃত গোলাম শুকরান একটি চাদর নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেটি গায়ে দিতেন এবং প্রয়োজনে বিছাতেন। শুকরান সেটি এই বলে দাফন করে দিলেন যে, আল্লাহ্র কসম! আপনার পরে এটি কেউ কোনদিন ব্যবহার করবে না। এভাবে চাদরটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে দাফন করে দেওয়া হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে সব শেষে মিলিত ব্যক্তি

মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) দাবী করতেন যে, তিনিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে সব শেষে মিলিত ব্যক্তি। তিনি বলেন, আমি আমার আংটিটি খুলে কবরে ফেলে দিলাম এবং বললাম, আমার আংটি কবরে পড়ে গেছে। আসলে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্পর্শ করার বাসনায় ইচ্ছাকৃতভাবে সেটি কবরে ফেলে দিয়েছিলাম, যাতে করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিলিত সর্বশেষ ব্যক্তি আমিই হতে পারি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আমার পিতা ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (র) মিকসাম আবুল কাসিম (র) হতে, যিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন নাওফাল (র)-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন এবং তিনি তার আযাদকর্তা মনিব আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন :

আমি উমর (রা) অথবা উছমান (রা)-এর আমলে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর সাথে উমরা পালন করি। তিনি তাঁর বোন উম্মু হানী বিন্‌ত আবূ তালিব (রা)-এর বাড়ীতে মেহমান হন। উমরা আদায় শেষে যখন তিনি ফিরে আসলেন, তখন তার জন্য গোসলের পানির ব্যবস্থা করা হল। তিনি গোসল করলেন। তাঁর গোসল শেষ হলে একদল ইরাকী লোক তাঁর সাথে সাক্ষাত করল। তারা বলল : হে আবুল হাসান! আমরা একটি বিষয়ে আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। আশা করি আপনি বিষয়টি আমাদের জানাবেন। তিনি বললেন : আমার মনে হয় মুগীরা ইব্‌ন শু'বা তোমাদেরকে বলেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিলিত সর্বশেষ ব্যক্তি সেই? তারা বলল : হ্যাঁ, আমরা এটাই আপনার নিকট জানতে এসেছি। তিনি বললেন : সে মিথ্যা বলেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মিলিত সর্বশেষ ব্যক্তি হচ্ছেন কুছাম ইব্‌ন আব্বাস (রা)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কালো চাদরের বৃত্তান্ত

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট সালিহ্ ইব্ন কায়সান (র) যুহরী (র) হতে, তিনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবা (র) সূত্রে আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গায়ে একটি কালো চাদর ছিল। তাঁর রোগযন্ত্রণা যখন বেড়ে গেল, তখন তিনি একবার চাদরটি চেহারার উপর রাখছিলেন, একবার সরিয়ে দিচ্ছিলেন। আর তিনি বলছিলেন :

قاتل الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد

'আল্লাহ্ তা'আলা সেইসব জাতিকে ধ্বংস করেছেন, যারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার জায়গায় পরিণত করেছে।'

এই বলে তিনি নিজ উম্মতকে সাবধান করছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট সালিহ্ ইব্ন কায়সান (র) যুহরী (র) হতে, তিনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবা (র) সূত্রে আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বশেষ ঘোষণা এই দিয়েছিলেন যে, لايترك بجزيرة العرب دينان 'আরব উপদ্বীপে যেন দুই ধর্ম থাকতে দেওয়া না হয়।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর মুসলিমদের দুরবস্থা

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে মুসলিম উম্মাহ্ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, আয়েশা (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর আরব সম্প্রদায়গুলো দীন ত্যাগ করল। ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানেরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। মুনাফিকীর হিড়িক পড়ে গেল। প্রিয়নবী (সা)-কে হারিয়ে মুসলিমদের অবস্থা শীতের রাতে বৃষ্টি-ভেজা ছাগলের মত হয়ে গেল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকর (রা)-এর পাশে তাদেরকে সুসংহত করে দেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমার নিকট আবূ উবায়দা প্রমুখ উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর অধিকাংশ মক্কাবাসী ইসলাম হতে ফিরে যাওয়ার উপক্রম করেছিল। তারা তো এটা প্রায় করতেই যাচ্ছিল, এমন কি আত্তাব ইব্ন উসায়দ[১] (রা) তাদের ভয়ে আত্মগোপন পর্যন্ত করেন। এ সময় সুহায়ল ইব্ন আমর (রা) রুখে দাঁড়ান। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও স্তুতিবাদের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন : নিশ্চয়ই এটা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছু করবে না। অতএব যারা আমাদের সাথে সন্দেহজনক আচরণ করবে, আমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দেব। তাঁর এ শাসানির ফলে লোকজন ফিরে আসল এবং তারা তাদের অভিপ্রায় হতে নিরস্ত হল। আত্তাব ইব্ন উসায়দও লোকদের সামনে বের হয়ে আসলেন। সুহায়লের সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপের প্রতি ইঙ্গিত

১. তিনি তখন মক্কা প্রদেশের গভর্নর। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই তাঁকে নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন।

করেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলেছিলেন : انه عسى ان يقوم مقاما لاتذمه 'শীঘ্রই সে এমন এক অবস্থানে দাঁড়াবে তুমি যার নিন্দা করতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর শোকগাথা

হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শোকে যে কবিতা রচনা করেছিলেন ইব্ন হিশাম আমাদের নিকট আবূ যায়দ আনসারীর সূত্রে তা নিম্নরূপ বর্ণনা করেন :

পবিত্র মদীনায় রাসূলের ঘর-বাড়ির চিহ্ন থাকবে সমুজ্জ্বল,
যেখানে আর সব চিহ্ন হবে জরাজীর্ণ, যাবে মুছে,
সেই মহিমান্বিত বাসগৃহের চিহ্নাদি কখনও পারে না মুছে যেতে,
যেথায় রয়েছে মহান দিশারীর মিম্বর, যাতে হতেন তিনি সমাসীন।
যেথায় রয়েছে তাঁর দৃপ্ত নিদর্শন, অমর স্মরণ-রেখা।
রয়েছে তাঁর বসত বাড়ি, সালাতের স্থান, মসজিদ মহিমাময়।
সেখানে রয়েছে তাঁর হুজরাসমূহ, বরিষণ হত তার মাঝে।
জ্যোতিধারা আল্লাহ্র পক্ষ হতে সমুজ্জ্বল, দীপ্তমান।
এসব স্মরণ-চিহ্ন যাবে না মুছে কোন কালে
প্রাচীনত্ব আসবে মহাকালে, কিন্তু স্মারকমালা থাকবে চির নতুন।
আমি এখানে দেখেছি রাসূলের স্মরণ-রেখা, চিহ্নমালা তাঁর।
পরন্তু তাঁর পবিত্র রওযা, ওরা তাঁকে রেখেছে এর গর্ভে ঢেকে।
এখন আমি রাসূলের শোকে কাঁদি, চোখ করে আমার সাহায্য
আরও সাহায্য করে আমর চোখের দুই পাপড়ি।
নারীগণ স্মরণ করিয়ে দেয় রাসূলের অনুকম্পা,
আমার পক্ষে তো নয় তা সম্ভব গুণে শেষ করা,
আমি তো নিজে দিশেহারা।
আমি বেদনাহত, আহমদের বিরহ আমাকে করে ফেলেছে নিস্তেজ।
অগত্যা আমি গুণতে বসেছি তাঁর কৃপারাশি।
কিন্তু কোনও এক বিষয়েরও দশমাংশে আমি পারিনি পৌঁছুতে।
আসলে তাঁকে হারিয়ে আমি দগ্ধ শোকানলে।
কতকাল দাঁড়িয়ে আমি ঝরাচ্ছি চোখের পানি সবেগে,
এই কবরের শিখর চূড়ে, যেথায় শায়িত আহমদ নবী (সা)!
হে রাসূল-সমাধি! বরকতময় তুমি, বরকতময় সেই দেশ,
সরল পথের দিশারী ও পথিক নিবাস গেড়েছেন যেথা।
হে রাসূল-সমাধি! বরকতময় গহ্বর তোমার, ধারণ করেছে যা
এক পূত-পবিত্র সত্তাকে, যার উপরে বিন্যস্ত করা হয়েছে পাথর
থরে থরে।

হাতেরা তার উপর ঢেলে দিচ্ছিল মাটি, চোখেরা অশ্রুধারা
যখন সেথায় হচ্ছিলেন সমাহিত মহা-সৌভাগ্যবান ব্যক্তি।
তারা লুকিয়ে রাখল সহনশীলতা, জ্ঞান সুষমা ও অনুকম্পা
যে রাতে তারা ঢেলে দিল তার উপর মাটি, বিছাল না বিছানা।
এরপর তারা ভাসল শোকসাগরে, নবী নাই তাদের মাঝে।
তাদের কোমর আজ নুজ, বাহু গেছে দুর্বল হয়ে।
তারা কাঁদে সেই সত্তাকে হারিয়ে, কাঁদে মৃত্যুতে সপ্তাকাশ
পৃথিবীও কাঁদে তাঁর তরে, মানুষের তো দুঃখ সীমাহীন।
যেদিন ওফাত হল মুহাম্মদের সেদিনের দুঃখের সাথে,
সমান গণ্য কর কি তুমি অন্য কারও মৃত্যু দিনের দুঃখকে?
এদিন বন্ধ হয়ে গেল ওহীর ধারা মানুষের থেকে
যে ওহীর জ্যোতি সমানে বর্ষিত হত উঁচু-নীচু ভূমিতে।
যা তার অনুসারীকে দেখাত দয়াময়ের পথ
দিত মুক্তি যত লাঞ্ছনার ত্রাস হতে, দিত সাফল্যের দিশা।
তিনি ছিলেন মানুষের নেতা, দেখাতেন সত্যের পথ সশ্রমে।
ছিলেন সততার শিক্ষক, যারা তার অনুসরণ করত, খুলে
যেত ভাগ্য তাদের।
ক্ষমা করতেন ত্রুটি-বিচ্যুতি, কবূল করতেন অজুহাত।
ভাল কাজ করলে তাদের জন্য আল্লাহ্ উদার-কল্যাণদানে।
কখনও কোন দুর্বহ বিষয়ের ঘটলে আপতন,
পাওয়া যেত অবকাশ তাঁর কাছে সেসব সঙ্কটে।
যখন তাদের মাঝে বিদ্যমান রাসূলরূপে করুণা আল্লাহ্র
যিনি ছিলেন সরল পথের দিশারী দ্ব্যর্থহীন,
সত্য পথ হতে বিচ্যুত হলে তারা অশেষ কষ্ট হত তাঁর,
বড় সাধ ছিল তাঁর সবাই থাকুক সুপ্রতিষ্ঠিত সরল পথে,
তিনি মেহেরবান ছিলেন তাদের প্রতি, কাউকে করতেন না উপেক্ষা
স্নেহশীল ছিলেন সবার প্রতি, করতেন সবার পথ পরিষ্কার।
যখন তারা এরূপ আলোয় করছিল অবগাহন, তখন সহসা
সে আলোয় ছুটে আসল মৃত্যুর একটি ঋজু তীর।
তিনি ফিরে গেলেন আল্লাহ্র কাছে প্রশংসিত হয়ে,
কাঁদল তাঁর প্রতি ফেরেশতাদের সর্দারও, প্রশংসাও করছিলেন
সেই সাথে।

মক্কাভূমি আচ্ছন্ন হয়ে গেল নিথর নিস্তব্দতায়, যেহেতু আর
আসে না ওহী নিত্যদিনের অভ্যাসমত।
পরিণত হল শূন্য প্রান্তরে, কেবল সেই কবরের বসত ছাড়া,
অতিথি হয়েছেন যেথায় হারানো মানিক, কাঁদে যার তরে
সমতল ভূমি আর বৃক্ষরাজি।
তাঁর বিহনে মসজিদটি তাঁর নিস্তব্দ থমথমে।
ওঠা বসা করতেন যেসব জায়গায়, সব শূন্য করছে খাঁ-খাঁ।
জামরাতুল-কুবরায়ও আজ হাহাকার, দেশ ও প্রাঙ্গণ,
বসতবাড়ি, জন্মস্থান সর্বত্র এক দুর্বিষহ শূন্যতা।
হে চোখ, কাঁদো রাসূলুল্লাহ্‌র তরে, অশ্রু বহাও।
যুগ-যুগান্তরব্যাপী কখনও যেন নিঃশেষ না হয় অশ্রু তোমার।
কেন তুমি কাঁদছ না সেই অনুগ্রহশীলের প্রতি,
মানুষকে যিনি ঢেকে দিতেন পর্যাপ্ত অনুগ্রহে।
তাঁর প্রতি অশ্রু বহাও অবারিত, ডাক ছেড়ে কাঁদ
সেই নিরুপমের বিরহে, মিলবে না দৃষ্টান্ত যার কোন কালে।
অতীতের লোকে হারায়নি কাউকে মুহাম্মদের মত,
কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর তুল্য কেউ হবে না হৃত কখনও।
সর্বাধিক পূত চরিত্র, পরিপূর্ণ দায়িত্ব আদায়কারী এবং সর্বাধিক
দানশীল ছিলেন তিনি, দানে হতেন না কখনও বিতৃষ্ণ।
যখন বড় বড় দানবীরও কার্পণ্য করত পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত অর্থব্যয়ে,
তখনও তিনি নতুন-পুরাতন সব অর্থ বিলাতেন অবাধে।
পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তাঁরই সুখ্যাতি পাবে সর্বোচ্চ
সকল বাড়িতে। বাতহাবাসীদের মাঝে যত নেতা আছে,
তাদের মধ্যে তাঁরই বাপদাদা সব চাইতে সম্মানী।
তাঁরা ছিলেন মহত্ত্বের সেরা রক্ষক, উচ্চতায় সুপ্রতিষ্ঠিত,
উন্নত মর্যাদার তারা ছিলেন সুদৃঢ় স্তম্ভ।
শাখা-প্রশাখায়, মূলে ও কাণ্ডে সর্বোতভাবে
সুপ্রতিষ্ঠিত মহীরুহ ছিলেন তারা, বৃষ্টির পানি পানে যা হয় নম্র মধুর।
শৈশব থেকেই তাঁকে প্রতিপালন করেন মহান প্রতিপালক,
ফলে, সর্ব প্রকার শ্রেষ্ঠতর কল্যাণে তিনি অর্জন করেন পরিপূর্ণতা।
তাঁর হাতে মুসলিমদের ডালপালা পৌঁছে যায় চূড়ান্তে,
তাঁর জ্ঞান ছিল না সীমাবদ্ধ, মত ছিল না ত্রুটিযুক্ত।

এই তো আমার বক্তব্য, কোন মানুষ পারবে না আমার
কথা রদ করতে, কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খের কথা স্বতন্ত্র।
তার স্তুতিগানে আমার হৃদয় হতে চায় না নিবৃত্ত,
হয়ত এর বদৌলতে আমি স্থায়িত্বের জান্নাতে হতে পারব—
স্থায়ী, মুস্তফার সাথে। আমার তো আশা এর দ্বারা যেন পাই
তাঁর পাশে এতটুকু ঠাঁই।
সেদিন এ পাওয়ার জন্যই আমার যত চেষ্টা ও পরিশ্রম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শোকে কেঁদে কেঁদে হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) আরও বলেন :

কী হল তোমার চোখের, ঘুমায় না যে ? তার কোণে
যেন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বালির সুর্মা।
হিদায়াতপ্রাপ্ত নবীর শোকে সে কি দিশেহারা, যিনি চলে গেছেন
আপন ঠিকানায়? হে কঙ্কর পিষ্টকারীদের শ্রেষ্ঠজন!
যাবেন না আপনি দূরে,
আমার চেহারা আপনাকে রক্ষা করবে ধূলাবালি হতে।
আফসোস! আপনার আগেই যদি আমি দাফন হয়ে যেতাম বাকীউল গারকাদে।
আমার পিতামাতা কুরবান হোক সেই হিদায়াতপ্রাপ্ত নবীর প্রতি,
যাঁর ইন্তিকাল আমি করেছি প্রত্যক্ষ সোমবার দিনে।
তাঁর ইন্তিকালের পরে আমি হয়ে গেছি হতবুদ্ধি, দিশেহারা ;
হায়, আমার যদি জন্মই না হত!
আপনার পরে আমি কি বাস করব মদীনায় তাদের মাঝে ?
হায়, সে প্রাতে যদি আমি খেতাম বিষাক্ত ফনার ছোবল!
কিংবা আল্লাহ্র অমোঘ বিধান যদি এসে পড়ত আমাদের মাঝে,
আজই অথবা আগামীকালের মধ্যে!
ফলে সংঘটিত হত আমাদের রোজ কিয়ামত, অনন্তর, আমাদের
সাক্ষাত হত সেই প্রিয়ের সাথে, পবিত্র যাঁর স্বভাব,
মূল যাঁর মহীয়ান।
হে আমিনার মানিক! তাঁর বরকতময় মানিক! মহা সৌভাগ্যের
সাথে জন্ম দিয়েছেন যাকে এক সতীসাধ্বী জননী!
জন্ম দিয়েছেন এক মহা জ্যোতি, যা সমুদ্ভাসিত করে তোলে
বিশ্বজগত। যাকে পথ দেখানো হয় সে আলোয়, সে ঠিকই
পথ পেয়ে যায়।

হে আমার প্রতিপালক! আমাদের নবীর সাথে জান্নাতে
করে দিও আমাদের একত্র, হিংসুকদের দৃষ্টি
ফিরিয়ে দেওয়া হবে যা থেকে।
করো একত্র জান্নাতুল-ফিরদাওসে, আমাদের জন্য করো তা
নির্ধারিত হে মহা প্রতাপশালী! হে মহত্ত্ব ও কর্তৃত্বের মালিক!
আল্লাহ্র কসম! জীবন ভর যখন কোন মৃত্যু সংবাদ শুনব,
নবী মুহাম্মদের জন্য তখন কেঁদে হব সারা।
হায়! কবর-গহ্বরে দাফন করার পর নবীর আনসার ও
তাঁর দলের লোকদের কী করুণ অবস্থাই না হয়েছে।
আনসারদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠ সংকীর্ণ হয়ে গেছে,
তাদের চেহারা হয়ে গেছে সুর্মাকালো।
আমরাই তো তাঁকে জন্ম দিয়েছি[১] আমাদের মাঝে কবর তাঁর।
আমাদের প্রতি তাঁর বড় বড় অনুগ্রহের কথা আমরা
ভুলবো না কোনও দিন।
আল্লাহ্ তাঁর দ্বারা আমাদের সম্মানিত করেছেন,
তাঁর দ্বারা আনসারদের আল্লাহ্ পথ দেখিয়েছেন সর্বস্থলে।
বরকতময় আহমদের প্রতি আল্লাহ্ করুন রহমত বর্ষণ
দরূদ পড়ে তাঁর প্রতি আরশ ঘিরে রাখা ফেরেশতাগণ,
সেই সাথে সমস্ত পূত-পবিত্র আত্মা।

ইব্ন ইসহাক বলেন : হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শোকে কেঁদে কেঁদে আরো বলেন :

নিঃস্বদের বলে দাও, তাদের ছেড়ে প্রাচুর্য চলে গেছে,
নবীর সাথে আজ প্রাতে চির বিদায় নিয়ে।
কে তিনি, যাঁর কাছে থাকত আমার হাওদা ও সওয়ারী,
আর আমার পরিবারের খাদ্য-অনাবৃষ্টিকালে ?
কিংবা কে তিনি যাঁর সাথে রেগে বলতাম কথা নির্ভয়ে তাঁর
শাস্তি হতে—যখন রসনা হয়ে যেত উদ্ধত, কিংবা স্খলিত ?
তিনি ছিলেন আলোকবর্তিকা, ছিলেন জ্যোতির্ময় ? আল্লাহ্র
পরে তাঁরই আমরা করতাম অনুসরণ। তিনি শুনতেন, দেখতেন।
হায়! যেদিন তারা তাঁকে ঢেকে দিল কবরে, করে ফেলল
অদৃশ্য, ঢেলে দিল মাটি তাঁর উপর,

১. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মামার বংশ ছিল মদীনার বনূ নাজ্জার।

তারপর আল্লাহ্ যদি আমাদের কাউকেই ছেড়ে না দিতেন,
যদি জীবিত না থাকত তাঁর পরে আর কোন নর-নারী!
বনূ নাজ্জারের সকলের গর্দান হয়ে গেল অবনমিত,
বস্তুত আল্লাহ্র অমোঘ বিধান, যা ঘটার ছিল ঘটে গেল।
যেদিন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করা হলো না। সকল লোকের মাঝে,
সেদিন তারা প্রকাশ্যে এ বন্টনের করলো প্রতিবাদ![1]

হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি শোক জ্ঞাপন করে আরও বলেন :

সমগ্র মানুষের নিকট যা কিছু আছে, আমি তার শপথ করলাম,
এ শপথ পূরণে আমি থাকব যত্নবান, করব না কোন ত্রুটি।
আল্লাহ্র কসম! কোন নারী করেনি গর্ভে ধারণ, দেয়নি জন্ম
এ উম্মতের নবী, পথ-প্রদর্শক রাসূলের মত কাউকে।
আল্লাহ্ সৃষ্টি করেননি তাঁর সৃষ্টিরাজির মাঝে এমন কাউকে,
যে আমাদের মধ্যকার সেই ব্যক্তি অপেক্ষা প্রতিবেশীর প্রতি
বেশী দায়িত্ববান, অধিক ওয়াদা রক্ষাকারী। তাঁর দ্বারা
প্রজ্বলিত করা হত আলো, তাঁর সব কাজ ছিল বরকতময়,
তিনি ছিলেন ন্যায় পরায়ণ, হিদায়াতকারী।
তোমার নারীগণ শোকে ত্যাগ করেছে গৃহকর্ম,
পর্দার পেছনে আর লাগায় না তাঁরা কীলক।
সন্ন্যাসিনীর মত পরিধান করে জীর্ণ বস্ত্র,
তারা স্থির ধরে নিয়েছে সুখের পরে ঘটেছে দুঃখের অভ্যুদয়।
হে শ্রেষ্ঠ মানব! আমি ছিলাম নদীর অথৈ পানিতে,
এখন ডাঙ্গায় নিঃসঙ্গ তৃষ্ণায় মরি।

ইব্ন হিশাম বলেন : প্রথম লাইনের দ্বিতীয় পংক্তি ইব্ন ইসহাক ভিন্ন অন্য সূত্রে প্রাপ্ত।

---

১. হুনায়নের যুদ্ধে নবী (সা) আনসারদের বাদ দিয়ে মালে-গনীমত কেবল মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করে দেন। যার ফলে আনসারগণ প্রতিবাদ করেন। তখন নবী (সা) বলেন : এরা তো মাল-দওলত নিয়ে ফিরে যাবে, আর তোমরা তো নবীকে নিয়ে যাবে, এতে কি তোমরা সন্তুষ্ট নও? তখন আনসারগণ বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্।

পরিশিষ্ট

সর্ব শক্তিমান রবের রহমতের প্রত্যাশী বান্দা তাহা আবদুর রউফ সা'দ বলে : আমি আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অক্ষমতা স্বীকার করছি এবং অদৃশ্যের জ্ঞাতা আল্লাহ্‌র কাছে আমার গুনাহের মাগফিরাত চাচ্ছি।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদের সৎপথের হিদায়াত দিয়েছেন, তিনি যদি আমাদের হিদায়াত না দিতেন, তবে আমরা হিদায়াত পেতাম না।

সালাত ও সালাম আপনার উপর, হে আমার নেতা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্ আপনার উপর, আপনার পরিবার-পরিজন, সাহাবী, তাবিঈন ও তাবে-তাবিঈন-এর উপর শান্তি বর্ষণ করুন। আর যারা আপনার মত ও পথের অনুসারী তাদের উপরও কিয়ামত পর্যন্ত শান্তি বর্ষিত হোক, যেদিন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না, তবে যে হাযির হবে আল্লাহ্‌র কাছে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে, তার কথা স্বতন্ত্র।

ঐতিহাসিক ও বর্ণনাকারিগণ আপনার সম্পর্কে যা কিছু বলেন, আপনার মান-মর্যাদা এর অনেক উর্ধ্বে; কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যে মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, সে স্থানে তারা আপনাকে পৌঁছাতে পারবে না। মহান আল্লাহ্ আপনার সম্পর্কে বলেন : আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। কাজেই এখন লেখনির উচিত থেমে যাওয়া এবং জিহ্বার উচিত নীরবতা অবলম্বন করা!

পরিশেষে বলা হচ্ছে : আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে ইমাম আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম মুআ'ফিরী, হিময়ারী, বসরী কর্তৃক প্রণীত সীরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত হলো।

চতুর্থ খণ্ডের পরিসমাপ্তির মাধ্যমে গ্রন্থের কাজ শেষ হলো।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উ) ২০০৭-২০০৮/অঃসঃ ৪৩৪৪-৩,২৫০